আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

এপ্রিল, ২০২০ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

এপ্রিল, ২০২০ঈসায়ী

সূচীপত্র

৩০শে এপ্রিল, ২০২০

সোমালিয়া | রিদ্দাহ্‌ প্রমাণিত হওয়ায় ৩ জাসুসের উপর হদের বিধান বাস্তবায়ন করলো ইসলামী আদালত।

বিজয়ের মাস পবিত্র রমজানুল মোবারক এর পঞ্চম দিন পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আদালত মুসলিমদের ভুলে যাওয়া শরয়ী বিধান অনুসারে কয়েকজন মুরতাদের উপর হদের বিধান কর্যকর করেছে।

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব এর অফিসিয়াল "শাহাদাহ্‌ নিউজ" এজেন্সীর কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ প্রদেশের "আইল-বুর" শহরের একটি ইসলামী আদালত ৩ ব্যাক্তির উপর হদের বিধান কার্যকর করেছে।

এর আগে গত ২১ এপ্রিল মধ্য সোমালিয়ার হাইরান প্রদেশের একটি ইসলামী আদালত এধরণের আরো ৬ গোয়েন্দা সদস্যের উপর হদের বিধান কর্যকর করেছিল।

দণ্ডিত এসকল অপরাধীদদের প্রথম অপরাধ হচ্ছে, তারা রিদ্দাহগ্রস্ত (মুরতাদ) ছিল, এরপর রয়েছে সোমালিয়া ত্বাগুত বাহিনীর হয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা এবং গোপনে মুজাহিদদের কে ত্বাগত বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেওয়া। এছাড়াও এসকল গোয়েন্দাদের তথ্যের ভিত্তিতে ক্রুসেডার বাহিনীর ড্রোন হামলা পরিচালনা করা। যার ফলে নিহত হতেন অনেক নিরাপরাধ সাধারণ নাগরিক।

খোরাসান | মুজাহিদদের হামলায় ৮ মুরতাদ সৈন্য হতাহত।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত ২৯ এপ্রিল রাত ৩ টার সময় আফগানিস্তানের জাউজান প্রদেশের আকচাহ জেলার "জাবর শহিদ" এলাকায় মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

তালেবান সমর্থিত ফরাসী সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় কমপক্ষে ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

উল্লেখ্যযে তালেবানদের অব্যাহত হামলার ফলে ক্রমে পিছু হটতে শুরু করেছে আফগান মুরতাদবাহিনী। তাদের তৎপরতা কেবল কাবুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

খাবারের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

সাভার (ঢাকা): করোনার কারণে দেশে অঘোষিত লকডাউনের কারণে গণপরিবহন বন্ধ রয়েছে। এতে দীর্ঘদিন ধরে কর্মহীন থাকায় খাবার সংকটে পড়েছেন গণপরিবহন শ্রমিকরা। তাই খাবারের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তারা।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) সকালে আধা ঘণ্টা সময় ধরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার থানা স্ট্যান্ড এলাকায় অর্ধশতাধিক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন। খবর:বাংলানিউজ২৪

এসময় অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবার বিভিন্ন পরিবহন সড়কে আটকা পড়ে। পরে খবর পেয়ে সাভার মডেল থানার পুলিশ এসে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, করোনার কারণে এক মাসের বেশি হলো তাদের পরিবহনগুলো সড়কে চলতে দেওয়া হচ্ছে না। অঘোষিত লকডাউনের মধ্যেও গার্মেন্টস, বাজার, দোকান ছোটখাটো পরিবহনসহ সবকিছু চলছে কিন্তু তাদের পরিবহন চলছে না। বর্তমানে তারা খেয়ে না খেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। হয়তো তাদের পরিবহন সড়কের চলতে দেওয়া হোক, নয়তো তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।
আকরাম নামে এক শ্রমিক বলেন, আগে আমাদের প্রতি পরিবহন থেকে ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকা করে চাঁদা নিয়েছে। সেই টাকাগুলো গেল কোথায়। কেউ আমাদের খোঁজ নিচ্ছে না। অনেকে আমাদের মোবাইল নম্বর, বিকাশ নম্বর নিয়ে গেছে কিন্তু মাস পার হয়ে গেলেও কোনো সহায়তার খবর নাই। আমাদের গণপরিবহন চলতে দেওয়া হলে আমাদের আর ত্রাণ লাগবে না। বাড়ি ভাড়া নাই, ঘরে খাবার নাই কিভাবে চলব বুঝতে পারছি না।

ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন চাষিরা

আছে করোনা আতঙ্ক। আছে মৃত্যুভয়ও। তবুও দায়িত্ব থেকে এক পা সরে আসেননি চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রান্তিক চাষিরা। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি নিয়ম করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিজেদের আত্মনিয়োগ করছেন। ক্রান্তিকালে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে এমন নিরলস পরিশ্রম করলেও ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন চুয়াডাঙ্গার হাজারো কৃষক।

করোনা ভাইরাসে ল দেশে যাতে কোনোভাবেই খাদ্য সংকট তৈরি না হয় তার জন্য অনেকটা যুদ্ধ করছেন তারা। করোনা ভীতিকে উপেক্ষা করে ঝুঁকি নিয়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনে মাঠে দিনরাত ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। সংকটময় মুহূর্তে দেশের কল্যাণ তাদের এখন প্রধান লক্ষ্য। তবে ঘাম ঝরানো উৎপাদিত সেই ফসল বাজারজাতকরণ নিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে তাদের। এতে করে কষ্টার্জিত ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা। খবর: বাংলানিউজ২৪

জেলার সদর উপজেলার বেলগাছি, মাখালডাঙ্গা, দ্বীননাথপুর, গাড়াবাড়িয়া গ্রামসহ প্রতিটি গ্রামেই দেখা গেছে মাঠে থাকা বিস্তীর্ণ জমির ধান কাটছেন কৃষকরা। লক্ষ্য খুব দ্রুততম সময়ে ধান কেটে পরবর্তী ফসলের জন্য বীজতলা প্রস্তুত করা। কেউ কেউ আবার ভুট্টা কাটার পর নতুন করে বোরো ধান লাগাতে ব্যস্ত। শুধু ধান নয়, মৌসুমি ফল তরমুজ, লাউ, পেঁপে, বেগুন, শশা, করলা, ধনেপাতাসহ নানা ধরনের সবজি উৎপাদনে দিনরাত পরিশ্রম করছেন কৃষকরা।

চুয়াডাঙ্গার মাখালডাঙ্গা গ্রামের কৃষক লতিফ মণ্ডল জানান, মাঠে ধান কাটতে তাদের আরও কয়েকদিন সময় লাগতো। তারপরও তারা আগেভাগেই ধান কাটছেন। খাদ্য সংকট যেন দেখা না দেয় সেজন্য দ্রুত সময়ে এ ধান কেটে বাজারে বিক্রি করা তাদের লক্ষ্য। একইসঙ্গে নতুন ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করছেন তারা।

অপর কৃষক রহমান মোল্লা জানান, করোনার ভয়কে তুচ্ছ করে তারা মাঠে আছেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এই সংকটে তারাও সহায়তা করতে চান।

তিনি জানান, এ ক্ষেত্রে কিছুটা সংকট দেখা দিয়েছে কৃষকের ঘাম ঝরানো উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণ নিয়ে। করোনা পরিস্থিতিতে বাইরের জেলা থেকে ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীরা জেলায় আসতে না পারায় এ সংকটের মূল কারণ বলে তিনি মন্তব্য করেন। এমন বাস্তবতায় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও কষ্টার্জিত ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

গাড়াবাড়িয়া গ্রামের কৃষক নাসির উদ্দীন জানান, আগে তাদের উৎপাদিত পণ্য মাঠ থেকে ক্রয় করতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যাপারীরা আসতো। কিন্তু করোনার কারণে তারা আসতে পারছেন না। চাষিরা যে নিজ জেলা থেকে ট্রাকে করে নিয়ে যাবেন সেখানেও বিপত্তি। করোনা সংকটে ঢাকাতে পরিবহন খরচ যেখানে ১০ হাজার টাকা ছিল তা এখন দ্বিগুণ। সব মিলিয়ে বাম্পার ফলন ফলিয়েও নতুন এক সংকটের মধ্যে এ জেলার কৃষকরা।

কৃষি উদ্যোক্তা খাইরুল ইসলামের মতে, কৃষি শিল্পে এমন বিরুপ প্রভাব দ্রুত কাটিয়ে ওঠা না গেলে দেশের খাদ্য সংকটের আশঙ্কা থেকেই যাবে।

দরিদ্রদের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার আমরুল ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাহেদুর রহমান উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে ১০ টাকা কেজির চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে বিত্তশালী পরিবারের সদস্যদের কার্ড বরাদ্দ, ঘর নির্মাণের প্রলোভনে হতদরিদ্রদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশেষ বরাদ্দের চতুর্থ ধাপে ওই ওয়ার্ডের মাস্টাররোলের তালিকার ক্রমিকে ৭৫ নম্বরে থাকা জিয়াউর রহমান জানান, তিনি কোনও চাল পাননি; টিপসই তার নয়। দ্বিতীয় ধাপের মাস্টাররোলের তালিকায় ৬৬ নম্বরে থাকা রাজমিস্ত্রি শাহীন জানান, তার সংসারে খুব অভাব; কিন্তু তিনি চাল দেওয়ার বিষয়টি জানেন না এবং টিপসই তার নয়। তালিকার ৭৯ নম্বরে থাকা আসমা বেওয়া ও ৮২ নম্বরে থাকা সাহেব বাদশাহ পাঁচ বিঘার বেশি জমির মালিক। একই ওয়ার্ডের শোভা প্রামাণিক জানান, ঘর করে দেওয়ার নামে ইউপি সদস্য উজ্জ্বল অনেকদিন আগে তার কাছে এক হাজার টাকা নিয়েছেন। তিনি আজও ঘর পাননি। একই দাবি করেছেন, বৃদ্ধা মালেকা বেওয়া। এক ঘরে ঠাসাঠাসি করে তারা আট সদস্য থাকেন। পরের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আজ পর্যন্ত ঘর পাননি; ইউপি সদস্য টাকাও ফেরত দেননি।খবর: বাংলা ট্রিবিউন

তবে ইউপি সদস্য জাহেদুর রহমান উজ্জ্বল তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে বলেন, ফুলকোট মণ্ডলপাড়ার শাহীনকে চাল দেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, একই নামে ফুলকোট বামনদীঘিপাড়ায় আরেকজন রয়েছেন। এসব নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। তিনি ঘর দেওয়ার নামে কারও কাছে টাকাও নেননি। তাকে সামাজিকভাবে হেয় করতে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে।

ভারতে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, মার্কিন কমিশনের বিস্ফোরক রিপোর্ট

ভারতে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মার্কিন কমিশন (USCIRF)। ২০০৪ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসা এই রিপোর্টে প্রথমবারের মতো ধর্মীয় স্বাধীনতা সঙ্কটে থাকা দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো ভারত। এছাড়া পাকিস্তান, চীন ও উত্তর কোরিয়াসহ আরও ১৪ টি দেশ রয়েছে এই তালিকায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) ও

অমিত শাহের মুসলিমবিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক মার্কিন কমিশন এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

মার্কিন কমিশনের (USCIRF) রিপোর্টে সাফ জানানো হয়েছে ভারতে সারা দেশ জুড়েই বিঘ্নিত হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতা। তাদের বক্তব্য, বিজেপি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই মুসলিমরা ধর্মীয় স্বাধীনতাহীনতায় ভুগছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় যেসব নাগরিক প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের দেশের কীট বলে মন্তব্য করেছিলো অমিত শাহ। এছাড়াও সন্ত্রাসী যোগী আদিত্যনাথ বলেছিলো প্রতিবাদীদের বিরিয়ানি নয় বুলেট খাওয়াবো। এইসব মন্তব্য ও কথিত নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের কথা বিবেচনায় এনেই এমন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে মার্কিন কমিশন (USCIRF)। এছাড়াও ভারতে চলমান সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন চিত্রও উঠে এসেছে মার্কিন প্রতিবেদনে।

যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব জানিয়েছে, আমরা মার্কিন রিপোর্ট সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করছি।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো ১০ লাখ

সন্ত্রাসী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কথিত ক্ষমতাধর দেশটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ২ হাজার ৯৬৩ জন। মৃতের সংখ্যা ৫৬ হাজার ৩৮৭ জন। দেশটিতে করোনা থেকে সেরে উঠেছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৪৬৫ জন। চিকিৎসাধীন রয়েছে ৮ লাখ ৬ হাজার ৬৯০ জন। তার মধ্যে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র তথা আইসিইউতে আছে ১৪ হাজার ১৭৫ জন।

সন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের৫০টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে নিউইয়র্কে ২ লাখ ৯৭ হাজার ২২৪ জন। নিউ জার্সিতে ১ লাখ ১১ হাজার ১৮৮ জন। ম্যাসাচুসেটসে ৫৪ হাজার ৯৩৮ জন। ইলিনয়িসে আক্রান্ত হয়েছে ৪৫ হাজার ৮৮৩ জন। ক্যালিফোর্নিয়ায় ৪৩ হাজার ৭৮৪ জন। পেনসালভানিয়ায় ৪৩ হাজার ১৫৫ জন।

মিশগানে ৩৮ হাজার ২১০ জন। ফ্লোরিডায় ৩২ হাজার ১৩৮ জন। লুসিয়ানায় ৩২ হাজার ১৩৮ জন। এ ছাড়া টেক্সাসে ২৫,২৯৭, কানেক্টিকাটে ২৫,২৬৯ ও জর্জিয়ায় ২৩,৭৭৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৩০ লাখ ৫২ হাজার ৬২৯ জন। প্রাণ হারিয়েছে ২ লাখ ১০ হাজার ৮১৮ জন। সেরে উঠেছে ৯ লাখ ১৭ হাজার ৩৯৭ জন। সূত্র: রাইজিংবিডি

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ভিটামিনযুক্ত খাবার

কোন ওষুধ নেই, আবিষ্কৃত হয়নি কোনো প্রতিষেধক। এই পরিস্থিতিতে নভেল করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর অন্যতম উপায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা, এমনটাই মনে করছেন পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা। নিয়মিত ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাবার খেলে শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ সহেজই প্রতিরোধ করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন তারা।

চিকিৎসকদের মতে, ব্যক্তিগত সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি করোনাভাইরাস প্রতিরোধের প্রথম ধাপ হলো শরীরের ইউমিন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা।

চিকিৎসকরা বলছেন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রধানত খেতে হবে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ বিটা ক্যারোটিন, ভিটামিন এ, সি, ডি আছে এমনসব খাবার। গাজর, পালংশাক, মিষ্টি আলু, মিষ্টিকুমড়া, জাম্বুরা, ডিম, কলিজা, দুধ জাতীয় খাবারগুলোতে রয়েছে ভিটামিন এ। ভিটামিন সি আছে আমলকী, লেবু, কমলা, কাঁচা মরিচ, করলা ও পেঁপেতে। আর ভিটামিন ই সমৃদ্ধ খাবারগুলো হলো সবুজ শাকসবজি, কাঠবাদাম, চিনাবাদাম, জলপাইয়ের আচার ও বিচি জাতীয় খাবার।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উদ্ভিজ্জ খাবারই হলো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সবচেয়ে ভালো উৎস। এজন্য প্রচুর পরিমাণে ফল ও উচ্চ আমিষযুক্ত খাবার খেতে হবে। বেগুনি, নীল, কমলা ও হলুদ রংয়ের শাকসবজিগুলো কার্যকরি। এতে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ ও টিস্যু দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে এবং পাশাপাশি নতুন টিস্যু তৈরি হবে।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্টযুক্ত খাবারগুলো রান্নার সময় অতিরিক্ত তাপে বা দীর্ঘ সময় রান্না না করে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় রান্না করার পরামর্শও দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যেসব খাবার : লেবু, করলা, ফুলকপি পাতাকপি, ব্রোকলি, গাজর, টমেটো, মিষ্টি আলু, ক্যাপসিকাম, যেকোনো ধরনের শাক। পেঁপেতে প্রচুর পেপেন এনজাইম আছে, যা আমিষ হজমে সাহায্য করে।

খেতে হবে পটাশিয়াম, সোডিয়াম, সমৃদ্ধ খাবার।

কমলালেবু, পেঁপে, আঙুর, বরই, আনার, তরমুজ, বেরি, জলপাই, আনারস। আদা, রসুন, হলুদ, দারুচিনি, গোলমরিচ, শিমের বিচি, মটরশুঁটি , বিচি জাতীয় খাবার, বার্লি, ওটস, লাল চাল ও আটা, বাদাম।

আমিষ জাতীয় খাবার মাংস, মাছ, ডিম, কলিজা খেতে হবে। বিচিজাতীয়, বাদাম, সামুদ্রিক খাবার, দুধ শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে।

যেসব খাবার বাদ দিতে হবে: কোমল পানীয় এবং মাদকদ্রব্য পরিহার করতে হবে। ঠান্ডা খাবার, আইসক্রিম, চিনি ও চিনির তৈরি খাবার খাওয়া যাবে না। এসব খাবার খেলে ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে।

সূত্র: ইন্ডিপেন্ডেন্ট২৪

শরীয়তপুরে চাল চুরি করে ধরা ইউপি চেয়ারম্যান

ভিজিএফ'র চাল আত্মসাতের অভিযোগে শরীয়তপুরের কুচাইপট্টি ইউপি চেয়ারম্যানসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠের সূত্র জানায়, মামলায় আসামি করা হয়েছে গোসাইরহাট উপজেলার কুচাইপট্টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিএম নাসিরউদ্দীন স্বপন, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মোফাচ্ছেল বেপারী ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শামীম বেপারীকে। আসামিরা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগী কার্ডধারীদের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ৫৯০ কেজি চাল আত্মসাৎ করেছেন বলে এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।

গত রবিবার কুচাইপট্টি ইউনিয়নে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে মৎস্যজীবীদের মাঝে ৪০ কেজি করে ৬শ ৯২ জনকে চাল দেওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তাদের চাল কম দিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন স্বপন ৫৩ বস্তা চাল অন্যত্র সরিয়ে রাখেন।

২৯শে এপ্রিল, ২০২০

কাশ্মীর | ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে চলছে এজিএইচ এর জানবায মুজাহিদদের তীব্র লড়াই...

দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার মেলহুরা গ্রামে চলছে নাপাক ভরতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের জানবায মুজাহিদদের তীব্র লড়াই।

কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ সংস্থা "কেএনও" এবং "এজিএইচ" সমর্থিত কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম হতে জানা যায় যে, গত ২৮ এপ্রিল দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার জয়নাপোড়া এলাকার মেলহুরা গ্রামে ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের বিরুদ্ধে এক তীব্র লড়াই শুরু হয়। ভারতীয় মুশরিক বাহিনী হতে জানানো হয় যে এখন পর্যন্ত এই লড়াইয়ে তাদের ২ সেনা কর্মকর্তা আহত হয়েছে, অন্যদিকে ৩ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ সমর্থীত সংবাদ মাধ্যমগুলো হতে জানা যায় যে, গতাকাল যখন অভিযান শুরু হয় তখন এ.জি.এইচ এর ডিপুটি শাইখ আবুর বকর শপিয়ানী (বুরহান কোকা) হাফিজাহুল্লাহ্ সহ বেশ কয়েকজন মুজাহিদ ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পরে তুমুল লড়াইয়ের পর বেশ কয়েকজন মুজাহিদ অবরুধ হতে বের হতে সক্ষম হন। এরপর দীর্ঘ ৩৮ ঘন্টা লড়াইয়ের পর ভারতীয় মুশরিক বাহিনী ৩ জন মুজাহিদকে শহিদ করার দাবী করে।

আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ সমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো ধারাণা করছে যে, এই অভিযানে এ.জি.এইচ এর ডিপুটি ১)

আবুর বকর শপিয়ানী (বুরহান কুকা) ২) কমান্ডার বিলাল ও ৩) আম্মার ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। কেননা তাঁরা এখনো নিরাপদ অবস্থানে ফিরতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে (২২ এপ্রিল) একই গ্রামে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর সাথে দীর্ঘ ১৬ ঘন্টার এক লড়াইয়ে শাহাদাত বরণ করেন এজিএইচ এর ৪ জন জানবায মুজাহিদ। বিপরীতে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য হতাহতের কথাও জানায় এজিএইচ অসমর্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলো, যদিও ভারতীয় মুশরিক বাহিনী তাদের হতাহতের কোন সংখ্যাই প্রকাশ করেনি।

এরপর গত ২৬ এপ্রিল দক্ষিণ কাশ্মীরে ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো একটি অভিযান পরিচালনা করতে হয় আনসার গাজওয়াতুল হিন্দকে। জানা যায় যে, দীর্ঘ ৪ ঘন্টা যাবৎ চলতে থাকে উভয় বাহিনীর মাঝে উক্ত লড়াই। এতে এজিএইচ এর ৩ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ

করেন। বিপরীতে মুজাহিদদের হামলায় নিহত হয় ভারতীয় ৬ মুশরিক সৈন্য এবং আহত হয় আরো ৩ এরও অধিক।

এরপর গত ২৮ এপ্রিল আবারো এজিএইচ ও ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ে।

সংবাদ সংস্থা "কেএনও" থেকে জানা যায় যে, ভারতীয় মুশরিক বাহিনীর স্পেশাল 55 RR বাহিনী সহ তাদের কয়েকটি সেনা ইউনিট এখনো উক্ত এলাকাটিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

ইসরাইলকে ফিলিস্তিনে আরো আগ্রাসন চালাতে সমর্থন বিশ্বসন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে, তারা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের বেশিরভাগ অংশকে ইসরায়েলের দখলে নেয়ার স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত, তবে সেজন্য ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনিদের সাথে আলোচনায় বসতে আহ্বান জানিয়েছে।

গতকাল সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র মন্তব্য করেন, আমরা ধারাবাহিকভাবেই স্পষ্ট করে বলছি, ইসরায়েলের সার্বভৌমত্ব ও ইসরাইলের আইন প্রয়োগের জন্য পশ্চিম তীরের অঞ্চলসমূহে, যেগুলো বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে ট্রাম্পের পরিকল্পনায় আছে, সেগুলোতে ইসরাইলের পদক্ষেপগুলোতে স্বীকৃতি দিতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। (As we have made consistently clear, we are prepared to recognise Israeli actions to extend Israeli sovereignty and the application of Israeli law to areas of the West Bank that the vision foresees as being part of the State of Israel.)

এ বিষয়ে গত কয়েকদিন ধরে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল-জাজিরা, বিবিসি ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদমাধ্যম মিডলইস্ট মনিটরসহ অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে।

তবে ইসরাইলকে ট্রাম্পের পরিকল্পনার গাইডলাইন অনুসরণ করে ফিলিস্তিনের সাথে সমঝোতায় পৌঁছাতে রাজি হতে হবে।

করোনা ভাইরাসের সংকটের মধ্যেই পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখলের চেষ্টা করে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দখলদার সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল। আর ইসরাইলের এসব অপকর্মে বরাবরের মতো সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসছে বিশ্ব সন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দখলদার ইসরায়েল প্রতিবছরের মতো এবার রামাদানে অতিরিক্ত জুলুম চালাচ্ছে, তবে এ বছর ভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে। এবারের পরিকল্পনা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর দখল করার।

যদিও ইসরায়েলের এসব প্রচেষ্টার নামকাওয়াস্তে সমালোচনা করেছে জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। জাতিসংঘের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক দূত বলেছেন, এই ধরনের পদক্ষেপ ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিরসনে দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের ওপর মারাত্মক আঘাত। আর ইইউ বলছে, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ওপর ইসরাইলি সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করবে না তারা।

জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও ইসরাইলের পদক্ষেপের সমালোচনা করেছেন। গুতেরেস বলেছেন, "পশ্চিম তীরে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সমঝোতা ও শান্তি আলোচনা থেমে যাবে শুধু ইসরাইলি একতরফা কর্মকাণ্ডের কারণে।"

[উল্লেখ যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ১৮১ নম্বর প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দ্বিখন্ডিত করার প্রস্তাব পাশ করে নিজেদের মাতৃভূমির মাত্র ৪৫ শতাংশ ফিলিস্তিনীদের এবং বাকি ৫৫ শতাংশ ভূমি ইহুদীবাদীদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।এভাবেই জাতিসংঘ নামক কুফরিসংঘ ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিয়ে মুসলিম ভূমিকে ইহুদিদের হাতে তুলে দেওয়ার স্বীকৃতি দেয় ।]

করোনাভাইরাসে সৃষ্ট মহামারি মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য এমনিতেই নেই দূর্বল ফিলিস্তিনের। এই অবস্থার মধ্যেও ইসরায়েলি সরকার ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড ছিনিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা করে ফিলিস্তিনিদের জীবনযাপন আরো দুর্বিষহ করে তুলেছে।

করোনা পরিস্থিতিতেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো তাদের পোষ্যরাষ্ট্র ইসরায়েলও একই চরিত্র দেখিয়ে বেড়াচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে। ইসরায়েল নিয়মিতই হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায়।

একইভাবে, ভারতের বর্বর নরাধম মোদীর হিন্দুত্ববাদী সরকারও সহিংস হামলা অব্যাহত রেখেছে কাশ্মীরে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই কাশ্মীরিদের ভূমিতে হিন্দুত্ববাদীদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন আইন চালু করেছে নরাধম মালাউন মোদী সরকার।

বিশ্বজুড়ে সৃষ্ট করোনা বিপর্যয়েও ন্যূনতম মানবিকতা জাগেনি আমেরিকা-ইসরায়েল-ভারতের, ইরান-রাশিয়া দানবীয় শক্তির মধ্যে। এই দানব রাষ্ট্রগুলোর সহিংসতা থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে হলে সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

সিরিয়ার আফ্রিনে জ্বালানী ট্রাক বোমা হামলায় ৪৭ জন নিহত, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশংকা

সিরিয়ায় আলেপ্পোর উত্তরাঞ্চলের আফ্রিন শহরে পেট্রোল গাড়ি বোমা হামলায় ৪৭ জন বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। আজ বুধবার ২৯ এপ্রিল আল-জাজিরারসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে খবরটি উঠে আসে।

গতকাল আফ্রিন শহরের জনাকীর্ণ একটি রাস্তায় সাধারণ মানুষ ও বাজারকে লক্ষ করে বোমাটি বিস্ফোরিত করা হয়। হামলায় নারী ও শিশুসহ ৪৭ জন নিহত ও অসংখ্য মানুষ আহত হয়.আসেপাশের দোকানপাটসহ অন্যান্য লক্ষবস্তুও আক্রান্ত হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশংকা রয়েছে।

সিসিটিভি ভিডিওতে দেখা যায়, রাস্তায় অনেকগুলো গাড়ি চলাচল করছিল। হঠাৎ বিশাল বিস্ফোরণে চারদিক আগুনে চেয়ে যায়.মুহূর্তেই মানুষের লাশগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে এদিক ওদিক পরে থাকতে দেখা যায়। অনেক লাশ গাড়ির ভেতরে আটকা পড়ে।

হোয়াইট হেলমেট সিভিল ডিফেন্স, সিরিয়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে উদ্ধার কার্যক্রম চালানোর জন্য আহবান জানিয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে হামলার সাথে শিয়া ও কুর্দিরা জড়িত রয়েছে বলে আল-জাজিরা জানিয়েছে।

২৮শে এপ্রিল, ২০২০

আক্রান্ত না হলেও ১০ ইন্দোনেশীয় মুসল্লিকে গ্রেফতার করলো ভারত

কোয়ারেন্টিন থেকে ইন্দোনেশিয়ার তাবলিগ জামাতের ১০ সদস্যকে গতকাল সোমবার গ্রেফতার করেছে মালাউন সন্ত্রাসী মুম্বাই পুলিশ।

ট্যুরিস্ট ভিসার নিয়ম লঙ্ঘন করে গত মার্চে দিল্লির নিজামউদ্দিনের ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দেয়ার অভিযোগে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতরা ২০ দিন কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। কোয়ারেন্টাইন পর্ব শেষ হওয়ার পরই ওই বিদেশি মুসলিম নাগরিকদের গ্রেফতার করা হয়।

খবরে এক সূত্রের বরাতে বলা হয়, ২৩ এপ্রিল তাদের গ্রেফতার দেখিয়েছে মুম্বাই পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৬৯, ২৭০ ও ১৮৮ ধারায় মামলা রুজু হয়। এর পর আদালতে হাজির করা হলে গ্রেফতারকৃতদের মঙ্গলবার পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

মালাউন সন্ত্রাসী মুম্বাই পুলিশের মুখপাত্র প্রণয়া অশোক জানান, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতে আসা ১২ জনের একটি দল দিল্লির নিজামউদ্দিনের ধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিয়েছিল। ১ এপ্রিল এই বিদেশিদের চিহ্নিত করে মুম্বাই পুলিশ। এরপর নমুনা টেস্ট করতে পাঠানো হলে দুজনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বাকি ১০ জনের নেগেটিভ। খবর: যুগান্তর

তিনি জানান, করোনা আক্রান্ত বিদেশিদের বান্দ্রার লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইতিমধ্যে তারাও নেগেটিভ। তবে সেরে উঠলেও আগামী ৮ মে পর্যন্ত তাদের কোয়ারেন্টাইনে কাটাতে হবে। বাকি ১০ জনকে ২০ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি সেই মেয়াদ শেষের পরই গ্রেফতার করা হয়।

ইসরাইলের পশ্চিম তীর দখল: জরুরি বৈঠক আরব লীগের

ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরকে নিজেদের সাথে অবৈধ সংযুক্তিতে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে এব্যাপারে বৈঠকে বসছেন আরব রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা।

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল পশ্চিম তীর বা এর কিছু অংশকে নিজেদের অবৈধ ভূখণ্ডে সংযুক্ত করলে আরব রাষ্ট্রগুলি কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে এবং কী কী পদক্ষেপ এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ জরুরী বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন।

রবিবার(২৭ এপ্রিল) কায়রোতে এক বিবৃতিতে আরব লীগের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হোসাম জাকি বলেছেন,"ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ইসরাইলি পরিকল্পনা

মোকাবেলায় ফিলিস্তিনি নেতৃত্বকে রাজনৈতিক, আইনী ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করা হবে”।

শুধু তাই নয়,”করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ফিলিস্তিন সরকার কিভাবে ক্ষতি থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং ইসরাইলের আক্রমণাত্মক সিদ্ধান্ত ফিলিস্তিনের ট্যাক্স রাজস্ব হস্তান্তরের ব্যাপারে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণ থেকে উত্তরণের উপায় কি” তা নিয়েও আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জাকি আরও যোগ করেছেন যে সেক্রেটারি-জেনারেল আহমেদ আবুল গাইত গত কয়েকদিন ধরে বিশেষ করে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সাথে যোগাযোগ করেছেন।

আবুল গাইত ইসরাইলী কর্তৃপক্ষকে “কোভিড-১৯ নামক নতুন মহামারী মোকাবিলার ক্ষেত্রে ‘বিশ্বব্যাপী উদ্বেগকে’ ব্যবহার করার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন” এবং অধিষ্ঠিত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে তাদের উপরে ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার জন্য অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের এই অপতৎপরতাকে বৈশ্বিক উদ্বেগ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

আবুল গাইত এসময় জাতিসংঘকে তার নিজ দায়িত্ব সততার সাথে পালনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের ইসরাইলী সরকার সমগ্র অঞ্চলে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও সুরক্ষার জন্য কী করতে চায় তা গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আরবলীগ এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনের ভাগ্য উন্নয়নে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনেক আরব রাষ্ট্রের সাথে বর্তমানে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী ইসরাইলের যোগসাজশ রয়েছে। জাতিসংঘ মুখে শান্তির কথা বললেও ইসরাইলের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে এখনও পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালায়নি।

সুত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

পশ্চিম তীর দখলে আমেরিকার পূর্ণ সহযোগিতায় আত্মবিশ্বাসী নেতানিয়াহু

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আমেরিকা পশ্চিম তীরকে ইসরাইলের সাথে যুক্ত করার অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন যে বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে "ফিলিস্তিন অধিষ্ঠিত পশ্চিম তীরকে নিজেদের ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইসরাইলকে দুই মাসের মধ্যে অনুমোদন দেবে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জমি অধিগ্রহণ করা ভূখণ্ডে তারা যে ভবিষ্যত রাষ্ট্রের সন্ধান করছে এবং তার জমি আরও দখল করতে চাওয়ার ইসরাইলের এই পরিকল্পনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনিরা।

জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইসরাইলকে পশ্চিম তীরের সংযোজনের বিরুদ্ধে বাহ্যিকভাবে সতর্ক করেছে।

আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছেন, দখলকৃত পশ্চিম তীরটি শেষ পর্যন্ত ইসরাইলের সাথে যুক্ত হতে যাচ্ছে। পশ্চিম তীর নিজেদের সাথে যুক্ত করাটা ইসরাইলের সিদ্ধান্ত। আমরা তাদের সাথে কাজ করছি। তবে আমরা সুক্ষ্মভাবে অগ্রসর হবো।

গত ২০ এপ্রিল ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দল লিকুদ পার্টি তাদের প্রধান বিরোধী দল ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট পার্টির প্রধান বেনি গ্যান্টের সাথে জোট সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন।

তারপরই ফিলিস্তিনের অধীনস্ত পশ্চিম তীরকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় সদ্য গঠিত হওয়া ইহুদিবাদী ইসরাইলের নতুন সন্ত্রাসী জোট সরকার।

সুত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

মুসলিমদের কাছে থেকে সবজি কিনবেন না আহ্বান সন্ত্রাসী বিজেপি বিধায়কের

মুসলিমদের কাছে সবজি কিনবেন না। এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদ শিরোনামে উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার বরহজ কেন্দ্রের সন্ত্রাসী দল বিজেপি বিধায়ক মালাউন সুরেশ তিওয়ারি। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই বিধায়কের মন্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হতেই রীতিমতো বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তার এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা তো নয়ই বরং গেয়েছেন সাফাই।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নিজের বিধানসভা এলাকার মানুষকে উপদেশ দিচ্ছিলেন বিধায়ক সুরেশ তিওয়ারি। ১৪ সেকেন্ডের এক ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়,

“আমি আপনাদের খোলাখুলি একটা কথা বলছি। মাথায় গেঁথে নিন। মুসলিমদের কাছ থেকে সবজি কেনার কোনও দরকার নেই।” বিষয়টি ভাইরাল হতেই সোমবার সংবাদমাধ্যমকে সুরেশ তিওয়ারি বলেন, “১৭-১৮ তারিখ নাগাদ আমার কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। একটা জায়গায় ১০-১২ জন লোক আমায় তাদের সমস্যার কথা বলছিলেন। তারা আমাকে জানায়, মুসলমান সবজি বিক্রেতারা থুথু ছিটিয়ে তারপর বিক্রি করছে। তারপরেই আমি তাদের বলি, আমি কিছু করতে পারবো না তবে একটা পরামর্শ দিচ্ছি ওদের কাছ থেকে সবজি কিনবেন না। সবজি না কিনলে করোনা থেকে বাঁচবেন। তারপরেই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, এতে আমি কী ভুল বলেছি বলুন? এটাকে নিয়ে বড় করে দেখিয়ে বেশি হট্টগোল পাকানো হচ্ছে। তার দাবি, দেশে অনগ্রসর শ্রেণির হিন্দুদের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে তার বিচার হচ্ছে না কিন্তু আমি শুধু সবজি না কেনার পরামর্শ দিয়েছি তাতেই এত কিছু!

উল্লেখ্য, ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার করোনা ইস্যুকে কেন্দ্র করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতভূমে করোনা কেবলমাত্র মুসলিমরা ছড়ায় এমন একটি বায়বীয় গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে ।

ভারত মুসলিম ও সংখ্যালঘুদের 'স্বর্গরাজ্য' - দাবি করে বিশ্ব মুসলিমকে বোকা বানানোর অপচেষ্টা

ভারতীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভির দাবি, ভারত মুসলিম ও সংখ্যালঘুদের ‘স্বর্গরাজ্য’। এই মন্তব্যের পর স্বভথিস নানা মহলে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরতের সমাজকর্মী নুরা আল ঘুরাইর মন্তব্য করেছেন, ‘ভারত মুসলিমদের সঙ্গে যেমন আচরণ করে পশ্চিম এশিয়াতেও সংখ্যালঘুদের (হিন্দু) সঙ্গে তেমন আচরণ করা উচিত। আমাদেরও তাদের জন্য স্বর্গরাজ্য বানিয়ে তোলা উচিত। রাজি?’

মুনাফিক মন্ত্রী মুখতার আব্বাসের এমন দাবির পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুসলিম-নির্যাতনের বিভিন্ন ভিডিও শেয়ার করছেন অনেকেই। এছাড়াও এই নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়া-রিপোর্টও শেয়ার করছেন সচেতন মহল।

ফেব্রুয়ারিতে দিল্লি গণহত্যায় মহাম্মদ যুবাইর নামে এক ব্যক্তিকে হিন্দুত্ববাদীরা কীভাবে পিটিয়েছে সেই ভিডিওসহ মসজিদের মিনারে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের গেরুয়া পতাকা টাঙানোর ভিডিও শেয়ার করছেন তারা।

টুইট করে অনেকে নাকভির এহেন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করছেন। রাজিব কুমা নামে একজন লিখেছেন, 'নকভি হিন্দুত্ববাদের নির্লজ্জ দাস'।

আমির আজহার নামে অন্য একজন লিখেন, 'নকভির মুসলিম নামটিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন আরএসএস ব্যবহার করছে মাত্র। তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধকে ঢাকা দিতেই তারা এই নামটি ব্যবহার করছে।

https://www.tdnbangla.com/news/international/then-let-the-gulf-countries-establish-a-paradise-for-the-hindu-minority-in-the-style-of-india-arab-social-worker-retaliates-to-naqvi/

Noora AlGhurair
@AlGhurair98
Taking inspiration from what the Union Minister from India has said, I think we in middle east should now start treating our "minorities" (Hindus) from India the same way Muslims are being treated in India. We should make it ' heaven' for them. Agreed? https://twitter.com/ANI/status/1252496779347705861 …

ANI
@ANI
India is heaven for minorities and Muslims. Their social, economic & religious rights are secure here. If someone is saying this out of a prejudiced mindset then they must look at the ground reality of this country & accept it: Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi on OIC's remarks

View image on Twitter
12.5K
5:49 PM - Apr 21, 2020
Twitter Ads info and privacy
7,240 people are talking about this

নতুন বার্তা |`তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন' | আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ

https://alfirdaws.org/2020/04/28/37086/

জবর দখলকৃত কাশ্মিরে শহিদদের লাশ হস্তান্তর করছে না ভারতীয় মালাউন পুলিশ

জবর দখলকৃত কাশ্মিরে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ভারতীয় মালাউন পুলিশ শহিদদের লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করছে না। মালাউন কর্তৃপক্ষ নিহতদের লাশ অনেক দূরে বিরান ভূমিতে গণকবর দিচ্ছে। এসব কবরের কোনো চিহ্ন রাখা হচ্ছে না।

স্থানীয় লোকজন যাতে জানাজা বা দাফন-কাফনে অংশ নিতে না পারে, সেজন্য পুরো বিষয়টি করা হচ্ছে গোপনে। অথচ জানাজা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করাকে স্থানীয় লোকজন একটি সম্মানের ব্যাপার মনে করে।

গত ২২ এপ্রিল দক্ষিণ কাশ্মিরের সোফিয়ান জেলায় ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীরা চারজন স্থানীয় তরুণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। কাশ্মীর মিডিয়া সার্ভিসের খবরে বলা হয়, এই তরুণদের লাশ সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকা সমাহিত করা হয়েছে।

দাফন অনুষ্ঠানগুলোতে ক্রমবর্ধমান হারে ভারতবিরোধী, স্বাধীনতাপন্থী ও ইসলামপন্থী স্লোগান দেখা যেতে থাকায় মালাউন সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী কর্তৃপক্ষ মনে করছে, শহিদ তরুণদের দাফন-কাফন ভারতবিরোধী ভাবাবেগ আরো বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ২০১৬ সালের মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এ কারণে ভারতীয় গোয়েন্দারা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিচ্ছে শহিদদের লাশগুলো যাতে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করা হয়।

Source কাশ্মির মিডিয়া সার্ভিস

মালাউন যোগী সরকারের বিরুদ্ধে এক কীটে একাধিক ব্যক্তির নমুনা টেস্ট করার অভিযোগ

একটি কীটে একাধিক জনের টেস্ট। মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে উত্তরপ্রদেশে মালাউন যোগী সরকার। গতকাল শনিবার টুইটে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।

তিনি লিখেছেন, 'উত্তরপ্রদেশে করোনা টেস্টিং নিয়ে চিন্তিত সাধারণ মানুষ থেকে বিশেষজ্ঞরা। করোনা লড়াইয়ে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবাই একত্রিত হয়ে মাঠে নামলে তবেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব। গোটা বিশ্ব ইতোমধ্যেই মেনে নিয়েছে যত বেশি টেস্ট হবে তত তাড়াতাড়ি করোনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু যোগী সরকার গত দুদিন ধরে টেস্টের সংখ্যা জানানো বন্ধ করে দিয়েছে। এটা বিপজ্জনক। পুল টেস্টিং করার নামে একাধিক ব্যক্তিকে একটি কিটেই টেস্ট করছে সরকার। এই পদ্ধতি বিপজ্জনক। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ম মেনে চলারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিন কোয়ারেন্টিন সেন্টার নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা সঠিকভাবে পালন করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

২৭শে এপ্রিল, ২০২০

ক্রুসেডার বাহিনীর দুটি সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলা, হতাহত অনেক

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ২৬ এপ্রিল কেনিয়ার মান্দিরা শহরে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর দুটি অবস্থানে সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সিতে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মান্দিরা শহরের দাবাস্তি এলাকায় তাদের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেছেন। যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে ছিলো ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিকযান। যার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিকযানটি ধ্বংস হয়েছে এবং ২ সৈন্য নিহত হয়েছে, এছাড়াও আহত হয়েছে আরো কতক ক্রুসেডার।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করেছেন একই শহরের শাইখ-বারু এলাকায়, যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে ছিলো ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং অনেক ক্রুসেডার সৈন্য আহত ও নিহত হয়েছে।

ক্রুসেডার আমিসোমা বাহিনীর উপর মুজাহিদদের সফল হামলা, হতাহত ৭ এরও অধিক

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সোমালিয় শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ক্রুসেডার আমিসোমা বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ এজেন্সির বরাতে জানা যায় সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে অবস্থিত ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর হালনি সামরিক ঘাঁটিতে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে মুজাহিদদের উক্ত হামলায় ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো ৩ সৈন্য।

করোনা মহামারীতে যেমন আছে ফিলিস্তিনিরা : বাঙালি সাংবাদিকের মুখোমুখি ফিলিস্তিনি যুবক

মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। লকডাউন করা হয়েছে বিশ্বের বড় বড় শহরগুলো। এসময় ঘরবন্দী থাকা সাধারণ মানুষের জীবনযাপন বিপন্ন। করোনায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতেও ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের আগ্রাসনে আরো বহুগুণে দুর্ভোগ নেমে এসেছে ফিলিস্তিনের রাজধানী আল কুদসের মুসলমানদের জীবনে। অনাহার, খাবার ও চিকিৎসা সংকটে হাজারো ফিলিস্তিনি।

ইনসাফের মুখোমুখি হোন ফিলিস্তিনের রাজধানী শহর আল কুদসের স্থানীয় বাসিন্দা আমর মুহাম্মাদ আমর। যিনি বিখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল আস রা. এর বংশধর।

তার জন্ম, বেড়ে উঠা আল কুদসেই। দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ঘুরেছেন দেশবিদেশে। সফর করেছেন ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ও কম্বোডিয়াসহ বিশ্বের নানান দেশে। বাংলাদেশেও আসতে চেয়েছিলেন আল কুদসের দ্বীন-দরদী এই বাসিন্দা। কিন্তু একমাত্র ফিলিস্তিনি হওয়ায় তাকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বর্তমানে ৬ সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে আমর বসবাস করছেন পুণ্যভূমি আল কুদসে। সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানতে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ইনসাফের বিশেষ প্রতিনিধি আরিফ মুসতাহসান।

ইনসাফ: করোনা ভাইরাসের এই পরিস্থিতিতে আল কুদসের বর্তমান অবস্থা কি?

আমর: করোনা ভাইরাসের কারণে ফিলিস্তিনের সকল মসজিদ বন্ধ করা হয়েছে। ফিলিস্তিন ও দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইল সরকার বাহিরে চলাচল নিষিদ্ধ করেছে। বাইতুল মুকাদ্দাসে মুসলমানদের জন্য নামাজ বন্ধ করা হয়েছে। এবং ইহুদিদের প্রার্থনাগার ও কান্নার দেয়ালে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে।

ইনসাফ: বর্তমানে সেখানকার মুসলমানদের কী অবস্থা?

আমর: সবার কথা আর কী বলবো! আমি একজন সচ্ছল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে পরিবার নিয়ে সঙ্কটে আছি। আমার ঘরে খাবার নেই।সন্তানরা অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। আমার ছেলে আমার ওপর অভিমান করে আছে, কারণ তাকে খাবার দিতে পারছি না। আজ আমার কাছে শুকনো রুটি আছে। হয়তো পানিতে ভিজিয়ে জাইতুন দিয়ে খাবো। কিন্তু আগামীকাল কী খাবো তা জানিনা। হয়তো না খেয়ে মারাও যেতে পারি।

ইনসাফ: এমন অবস্থায় ফিলিস্তিনের সরকার কোনো সহায়তা করছে কি?

আমর: আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের সরকারের উপর! ফিলিস্তিনের সরকার ইসরাইলের হয়ে কাজ করে। তারা ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করে এবং আমাদের সম্পদ লুট করে খায়। তারা এতিমের সম্পদ লুট করে, কেউ তাদের বিরুদ্ধে বলতে পারেনা 'এটা হারাম'! কেউ যদি মুখ খুলে, তাকে এমন শাস্তি দিবে হয়তো সে মারা যাবে। ফিলিস্তিন সরকারের কারাগার রয়েছে। কেউ হকের পক্ষে কথা বললে তাকে কঠিন শাস্তি দিবে। হয়তো সে মারা যাবে, না-হয় তার সমস্ত অঙ্গ প্যারালাইজড হয়ে যাবে।

ইনসাফ: ফিলিস্তিনের সরকার এমন কাজ করে?

আমর: ইসরাইলকে রক্ষা করতে ফিলিস্তিনের সরকার সৈন্য হিসেবে কাজ করে। তারা মুসলমানদের জিহাদী কর্মকাণ্ডে নিষেধ করে। পুরুষদের সামনে মহিলাদের নির্যাতন করে। কেউ কিছু বলতে পারেনা।

ইনসাফ: তাহলে সরকার ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে কিছুই করেনা?

আমর: ফিলিস্তিন নামে কোনো রাষ্ট্র নেই। সব মিথ্যা ও ধোঁকা। নামকাওয়াস্তে ফিলিস্তিনের সরকার রাখা হয়েছে, যাতে অন্য দেশ থেকে ত্রাণ আসতে পারে। ত্রাণ আসার পরে তারা তা চুরি করে খায়। ইসরাইল স্থল-জল সব যায়গার নিয়ন্ত্রণ করে। ফিলিস্তিন নামে আদতে কোনো রাষ্ট্র নেই। রাষ্ট্রপতি ও সরকার ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ইনসাফ: চাষাবাদ করলে খাদ্যের জোগান আসতে পারে। ফিলিস্তিনিরা কি তা করেনা?

আমর: ফিলিস্তিনের সব কৃষিক্ষেত্র ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণাধীন। এছাড়া কোনো ভূমি নেই। আছে শুধু পাহাড়ি অঞ্চল। বেশিরভাগই ইসরাইলী অভিবাসীরা অবৈধভাবে দখল করে আছে। গোস্ত,

গম, ভুট্টা, তেল ইসরাইল থেকে আসে। ফিলিস্তিনের কোনো কারখানা নেই। পানি, বিদ্যুৎও ইসরাইল থেকে আসে।

ইনসাফ: ফিলিস্তিনিরা কি কোনো কাজই করতে পারেনা? কাজের সুযোগ কেঁড়ে নিলে কিভাবে জীবিকা উপার্জন হয়?

আমর: ফিলিস্তিনে কর্মক্ষেত্র না থাকায় অধিকাংশ ফিলিস্তিনি ইসরাইলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আর এসব নিয়ন্ত্রণ করে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ছেলে ও ঘনিষ্ঠভাজনরা।

ইনসাফ: ফিলিস্তিনিরা কি ইসরাইলে কাজ করতে পারে?

আমর: ইসরাইলের অনেক কোম্পানি, বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের নিকট মোবাইল নেটওয়ার্ক, পেট্রোল, গ্যাসসহ সবকিছু রয়েছে। ফিলিস্তিনিদের শুধু কাজের জন্য ইসরাইলের ভিসা দেওয়া হয়। অনেক মেধাবী ফিলিস্তিনিকে জোর করে ইসরাইলে কাজে পাঠানো হয়। কেউ যেতে না চাইলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। অনেককে মেরেও ফেলা হয়। “ইসরাইলের হয়ে কাজ করার চেয়ে আমি মৃত্যুবরণকে উত্তম মনে করি”।

ইনসাফ: ইসরাইলে ফিলিস্তিনি কর্মী সংখ্যা কত?

আমর: ইসরাইলে ফিলিস্তিনি কর্মী সংখ্যা অনেক বেশি। ইসরাইলের অধিকাংশ কাজই তারা করে। আর সেখান থেকে উপার্জন ও অনেক বেশি করতে পারে। ইসরাইলে যারা কাজ করে তারা সর্বনিম্ন দুই হাজার ডলার প্রতি মাসে পায়। আর একই কাজ ফিলিস্তিনে করে ৪০০ ডলারের বেশি পায়না। সব ফিলিস্তিনের সরকার লুণ্ঠন করে নেয়।

ইনসাফ: আল কুদসে কি বাজার নেই, যেখান থেকে মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে?

আমর: ৫ টা পর্যন্ত বাজার খোলা থাকে। আমার কাছে টাকা নেই। আমি বাজারে গিয়েই বা কী করবো!

সুত্র : ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম

২৬টি মার্কিন রণতরীতে ছড়িয়েছে মহামারী করোনা

মহাসাগরে মোতায়েন করা মার্কিন রণতরীতেও পৌঁছে গেছে করোনাভাইরাস। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস থিওডোর রুজভেল্টে এক সেনার করোনাভাইরাস হওয়ার পর আরও ২৬টি রণতরীতে করোনা ধরা পড়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন তাদের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন নৌবাহিনীর এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মহাসাগরে মোতায়েন ২৬টি যুদ্ধজাহাজে বাহিনীর সদস্যরা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তবে আক্রান্ত জাহাজগুলোর নাম প্রকাশ করেননি ওই কর্মকর্তা।

নৌবাহিনীর ওই কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএন আরও জানায়, আরও ১৪টি রণতরীতে করোনা ছড়িয়েছিল। তবে সেখানকার সদস্যরা সুস্থ হয়ে ওঠায় সংক্রমণ আর ছড়ায়নি।

বর্তমানে আমেরিকার ২৯৭ রণতরী সমুদ্রে মোতায়েন রয়েছে, কমপক্ষে ৪০টি রণতরীতে করোনা ছড়িয়েছিল বলে তথ্য দেয় সিএনএন। গত বুধবার পর্যন্ত মার্কিন নৌবাহিনীতে কর্মরত তিন হাজার পাঁচশ ৭৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়েছে। তাদের মধ্যে আটশ জনই রণতরী ইউএসএস থিওডোর রুজভেল্টের।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ছড়িয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০ হাজার ছাড়িয়েছে।

করোনাভাইরাস রোধে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের খবর রাখছে না কেউ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্পগুলোতে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে সেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে শুরু থেকেই।

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৮টি জেলাতেই কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

সরকারি তথ্য মতে বুধবার পর্যন্ত বাংলাদেশে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৭৭২ জন। মারা গেছে ১২০ জন। খবর: বিবিসি বাংলা

এর মধ্যে কক্সবাজারে শনাক্ত হয়েছেন পাঁচ জন। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্পগুলোতে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে সেখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে

পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে শুরু থেকেই। এখন কক্সবাজারে কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ায় ঐ আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কী পরিস্থিতি?

কক্সবাজারে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে এই মূহুর্তে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাস করছে। সেখানে ক্যাম্পগুলোতে অপরিসর ঘরে রোহিঙ্গাদের গাদাগাদি করে থাকা এবং ভেতরকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে এর আগে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা উদ্বেগ জানিয়েছে।

উখিয়া ক্যাম্পের একজন বাসিন্দা মরিয়ম বানু বলছিলেন, "কেবল ঘরই ছোট তা নয়, অনেকগুলো পরিবার মিলে একটা টয়লেটে যেতে হয়। তাছাড়া খাবার পানির জন্যও লাইন দিতে হয়। কারণ একটা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করে ৫০টি ঘরের মানুষ।"

কক্সবাজার জেলায় এ পর্যন্ত মোট পাঁচজন মানুষ কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত হলেও, এখনো সেখানে রোহিঙ্গা কেউ আক্রান্ত হননি।

কিন্তু মরিয়ম বানুর আশঙ্কা একজন কেউ আক্রান্ত হলে দ্রুতই সেটা ছড়িয়ে পড়বে।

তাছাড়া এই ভাইরাস যেহেতু সাধারণ ফ্লু বা ঠাণ্ডা লাগার মতো করেই হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়, সে কারণে কক্সবাজারে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর বাসিন্দাদের সুরক্ষা নিয়ে শংকা বাড়ছে।

সন্ত্রাসী মালাউন বিএসএফের এলোপাথাড়ি গুলিতে বিজিবি সদস্যসহ আহত ৩

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী-চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের ছোড়া রাবার বুলেটে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) এক সদস্যসহ তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আহত আবদুল আজিজ বলেন, হঠাৎ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ভারতীয় চ্যাংড়াবান্ধা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা একজন ভারতীয় নাগরিককে পুশইন করে।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে বুড়িমারী-চ্যাংড়াবান্ধা স্থলবন্দরের জিরো পয়েন্ট সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। রংপুর-৬১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের বুড়িমারী কোম্পানি কমান্ডার ওমর ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। খবর: ঢাকা ট্রিবিউন

আহতরা হলেন-বুড়িমারী ইউনিয়নের তাঁতীপাড়া এলাকার আবদুল আজিজ পেট্টু (৫০) ও আইনুল হক (৪০)। আহত বিজিবির সদস্যের নাম খোকন হোসেন।

আহতদের মধ্যে বিজিবি সদস্য খোকন ও আইনুল প্রাথমিক চিকিৎসা নিলেও আবদুল আজিজের ডান হাতে অস্ত্রোপচার করে রাবার বুলেট অপসারণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আহত আবদুল আজিজ বলেন, "হঠাৎ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ভারতীয় চ্যাংড়াবান্ধা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা একজন ভারতীয় নাগরিককে পুশইন করে। এই খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানায়। আমরাও বিজিবির সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু সন্ত্রাসী মালাউন বিএসএফ কোনো কারণ ছাড়াই এলোপাথাড়ি রাবার বুলেট নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে আমার ডান হাতেসহ শরীরে আঘাত লাগে।"

আহত আইনুল হক বলেন, "এখন এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনো মুহূর্তে আরও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে।"

জানতে চাইলে বুড়িমারী স্থলবন্দর বিজিবি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার ওমর ফারুক বলেন, "এই ঘটনায় আমরা কড়া প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে বিএসএফকে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনাস্থলসহ বিভিন্ন পয়েন্টে বিজিবি মোতায়েন রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "ভারতীয় বিএসএফ ছয় রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করেছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেড়েছি। এতে দুই নাগরিকসহ একজন বিজিবি সদস্য আহত হয়েছেন। "

২৬শে এপ্রিল, ২০২০

ইসরাইলী টর্চারসেলে ১৭ বছর পার করলেন ফিলিস্তিনি মুসলিম জালামনেহ

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক আটককৃত 'মোহাম্মদ জালামনেহ' নামের ফিলিস্তিনি রাজবন্দী শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) ইসরাইলী কারাগারে তার বন্দীদশার ১৭ বছর পূর্ণ করেছেন বলে জানিয়েছ "ফিলিস্তিনের কয়েদি সোসাইটি(পিপিএস)।"

ইহুদীবাদী ইসরাইল কর্তৃক অবৈধ ভাবে দখলকৃত পশ্চিম তীরের জেনিন শহর থেকে আগত জালামনেহকে ২০০৪ সালের ২৪ এপ্রিল শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।তার বিরুদ্ধে দখলদার অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের 'দখলদারবিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধে সক্রিয়তার' অভিযোগ এনে ২০ বছরের অযৌক্তিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

জালামনেহ'র পরিবার বেশ কয়েকবার তার সাথে দেখা করতে চেয়েও দেখা করতে পারেনি এই অবৈধ রাষ্ট্রের আশ্চর্যজনক এবং অন্যায্য 'শাস্তি আইনের' কবলে পড়ে। যার ফলে অবৈধ দখলদার রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক আটককৃত শতাধিক ফিলিস্তিনি বন্দীদের মতো 'জালামনেহ'কেও তার ও তার পরিবারের শাস্তি হিসেবে বেশ কয়েকবার পারিবারিক সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত করেছে ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ।

স্বদেশ ফিলিস্তিনকে অবৈধ দখল থেকে মুক্ত রাখার সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য এখনও পাঁচ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি এবং আরব বন্দীদের কারাগারে আটকে রেখেছে দখলদার ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র 'ইসরাইল'।

সূত্র: ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম।

দাজ্জালের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শীঘ্রই আত্মপ্রকাশের দাবি ইসরায়েল ইহুদি ধর্মযাজকের

ইসরায়েলের শীর্ষ পর্যায়ের রাব্বি বা ধর্মযাজকরা এ মুহূর্তে দেশ ছেড়ে অন্যকোথাও যেতে চাচ্ছেন না, কারণ তারা মনে করেন তাহলে তাদের প্রতিশ্রুত মসীহর (মিথ্যুক দাজ্জাল) আগমনকে স্বাগত জানাতে পারবেন না। ইসরায়েলি রেডিওতে দেয়া এক সাক্ষাতকারে এমনটিই জানালেন দেশটির একজন রাব্বি। তিনি জানান, মসীহ খুব শীঘ্রই আত্নপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন।

রাব্বি ইয়াকুব জিশলজ ধর্মভিত্তিক রেডিও ২০০০কে দেয়া তিন ঘন্টার ওই সাক্ষাতকারে বলেন, 'আমাদের শীর্ষ রাব্বি চেইম ক্যানিভস্কি আমাকে বলেছেন ইতিমধ্যে মসীহর সঙ্গে তার সরাসরি সাক্ষাতও হয়েছে। এরপরই আমরা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি।' ইসরায়েলের আল্ট্রা-অর্থোডক্স ইহুদি কমিউনিটিতে রাব্বি চেইম ক্যানিভস্কিকে শীর্ষ দুই-তিনজনের একজন মনেকরা হয়।

ইয়াকুব জিশলজ বলেন, 'রাব্বি চেইম ক্যানিভস্কিসহ আধ্যাত্মিক কারণে গোপন থাকা রাব্বিরা এখন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন মসীহর আসন্ন আগমনের বিষয়টি জনগণের কাছে প্রচার করার

জন্য।' একটি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে ইয়াকুব জিশলজ বলেন, 'শীঘ্রই পরিত্রান প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এবং সেটি খুব দ্রুতগতিতে চলবে। এ মুহুর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনগণকে শান্ত এবং দৃঢ় থাকতে হবে, যাতে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা যায়। প্রত্যেক প্রজন্মেই একজন সম্ভাব্য মসীহ থাকেন ওই প্রজন্মের সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে। আমাদের প্রজন্মের সেই মসীহ আসছেন এটিই সত্য।'

তিনি বলেন, 'প্রতি মুহুর্তে আমাদের জন্ম-মৃত্যু যেভাবে হচ্ছে মসীহ এখন তার চেয়েও বেশি কাছে। আপনি কি গগ এবং মাগগের (ইয়াজুজ-মাজুজ) কথা শুনতে পাননি? সেটাও চলে আসবে। ঠিক এ মুহুর্তে পরিস্থিতি বিস্ফোরণমুখ, আপনি যতোটুকু চিন্তা করতে পারছেন তার চেয়েও বেশি। প্রত্যেকেরই এখন জানা উচিত সে কি এ জন্য প্রস্তুত থাকবে? না বিষয়টিকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের রাব্বিরা মসীহ আত্মপ্রকাশের অনেক নিদর্শনও ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছেন, যা তারা লিখে রেখেছেন। ফলে মসীহ আত্মপ্রকাশের প্রমাণগুলো পেয়ে তারা বিষয়টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। রাব্বি ডভ কুকের ধর্মীয় জ্ঞান ও নীতিবোধ সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন। তিনি আমাদের প্রজন্মের সর্বোত্তম মানুষগুলোর একজন। দশবছর আগে ইসরায়েলে যখন মারাত্মক খরা চলছিলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো গ্যালিলি সমুদ্র আবার কবে অথই পানিতে ভরে যাবে। রাব্বি কুক বলেছিলেন, যখন মসীহ আসবেন তখন এ সমুদ্র কানায় কানায় পূর্ণ হবে। সেই গ্যালিলি সমুদ্র কয়েক সপ্তাহ আগে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে।'

তিনি বলেন, 'রাব্বি ডভ কুক এও বলেছিলেন যে, ইসরাইলের বর্তমান সরকার পরিবর্তন হবে না। তিনটি নির্বাচন হলেও তার কথাই ফলেছে। এ ব্যাপারে আরেকজন রাব্বি বলেছিলেন, ঐশ্বরিক পরিস্থিতি বলছে এটি নির্বাচনের সময় নয় বরং একটি যুদ্ধের সময়। যদি নির্বাচন হয়ও তবে নেতানিয়াহু থেকে কেউ ক্ষমতা নিতে পারবে না।'

রাব্বি ইয়াকুব জিশলজ আরো বলেন, 'কয়েক দশক আগে আধুনিক ইসরায়েলের সর্বশ্রদ্ধেয় ও মহাপ্রাজ্ঞ রাব্বি ইয়েজাক কাদুরি এবং রাব্বি মেনাসেম সেনিরসন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হবেন মসীহ আসার পূর্বে ইসরায়েলের সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী। ইসরায়েলের বেশিরভাগ আল্ট্রা-অর্থোডক্স ইহুদি এটিকেই সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে।'

ইহুদি জাতির কাছে এ মসীহ হচ্ছেন দাজ্জাল। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) এর হাদীস অনুযায়ী কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে দু'জন মসীহ আসবেন। একজন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) বা ঈসা

মসীহ, যিনি হবেন সত্যের ধারক। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং কিয়ামতের আগে আবার আসবেন। আর অন্যজন মসীহ দাজ্জাল, যে হবে মিথ্যুক এবং সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী।

অন্যদিকে ইহুদিরা মনেকরে, ঈসা (আ.) আর আসার সুযোগ নেই। তাদের হিব্রু বাইবেলে আসা প্রতিশ্রুত মসীহর আগমন এখনো ঘটেনি। সে আসবে এবং বিশ্বের সব ইহুদিদের একস্থানে এনে সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে। ফলে ইহুদিরা তাদের সেই মসীহর আগমনের জন্য পৃথিবীকে প্রস্তুত করছে।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একইভাবে বলে গেছেন মিথ্যুক দাজ্জাল হবে ইহুদিদের নেতা এবং তাদের নিয়েই সে সারাবিশ্বে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে। যাকে হত্যা করে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন ঈসা (আ.)। সূত্র: ইসরায়েল টুডে, কালের কণ্ঠ

কাশ্মীরে সাংবাদিক হেনস্থা বন্ধ করতে মালাউন মোদি সরকারকে নির্দেশ দিলো অ্যামনেস্টি

বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের মিথ্যে অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীরের মালাউন পুলিশ ইউএপিএ আইনের অধীন চিত্র সাংবাদিক মাসরাত জাহারা ও সাংবাদিক পিরজাদা আশিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করার ঘটনাকে গত মঙ্গলবার তীব্র সমালোচনা করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া। ওই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম বন্ধ করতে চাপ দিয়েছে এই সংস্থা।

সাংবাদিকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা বিষয়ে বলতে গিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা অবিনাশ কুমার বলেছেন, ইউএপিএ ভারতের সন্ত্রাসবাদরোধকারী আইন। কিন্তু যে সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা সরকারের নীতির সমালোচনা করছেন তাঁদের দমনপীড়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এই আইনকে। এটা এই আইনের অপব্যবহার। তিনি আরও যোগ করেছেন, কাশ্মীরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত চেয়ে যে এফআইআর হয়েছে তা স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে লঙ্ঘন করছে।

তাঁর মতে, কোভিড মহামারির এই সংকটকালে ইউএপিএ-র মতো কঠোর আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের টানাহেঁচড়া ও ধরপাকড় করে একটা প্রতিশোধ ও ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে। তিনি এও বলেন, কাশ্মীরে দীর্ঘকাল ধরে লকডাউন চলছে। ইন্টারনেট স্পিডও নিয়ন্ত্রিত। এ ছাড়া তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই খেয়ালখুশি মতো কাউকে আটক করে রাখা হচ্ছে এবং তাঁরা আইনজীবীর পরামর্শ নেওয়ার সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। এভাবে কাশ্মীরের মানবাধিকাহরণ করা

হচ্ছে তো বটে, সেইসঙ্গে ভারতসহ গোটা বিশ্বের কাছে সেখানকার সংবাদ এসে পৌঁছতে পারছে না।

কাশ্মীরের সাংবাদিকদের থানায় ডেকে তাঁদের খবরের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিতে বলা হচ্ছে। পীরজাদা আশিককে ৪০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে নির্দিষ্টপুলিশ অফিসারের কাছে উপস্থিত হতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পীরজাদা আশিক জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের আগস্টের পর আমার সঙ্গে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমনটা হল। আমাকে তলব করা হল এবং আমার করা দুটি খবর নিয়ে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। কোভিড টেস্টিং কিট কাশ্মীর থেকে জম্মুতে পাঠিয়ে দেওয়ার খবর বিষয়ে। আর একটি হল, দক্ষিণ কাশ্মীরে দুই সেনাকে মেরে ফেলে উত্তর কাশ্মীরের বরামুলাতে সমাধি দেওয়ার খবর প্রসঙ্গে। ওই দুই সেনার পরিবার মৃতদেহ দাবি করেও পাননি। এমনটা রিপোর্টের জন্য আমাকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে।

শ্রীনগরের ২৬ বছরের পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্রসাংবাদিক মাসরাত জাহারাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশ-বিরোধী পোস্ট করে যুবসমাজকে প্ররোচিত করার দায়ে ইউএপিএ আইনের আওতায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। মাসরাত জাহারার কাজ আন্তর্জাতিকমহলে প্রশংসিত হয়েছে এরআগে। প্রকাশিত হয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট, আল জাজিরা সহ ভারতের প্রথম সারির নানা মিডিয়াতে। সাইবার পুলিশ স্টেশন কাশ্মীর জোন এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, মাসরাত জাহারার পোস্ট জনতাকে উত্তেজিত করতে পারে এবং এতে আইন – শৃঙ্খলা ব্যহত হতে পারে, সেই সঙ্গে ওই পোস্ট দেশদ্রোহমূলক কাজকর্মে উৎসাহ দেয়। এর আগেও সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের হেনস্থা করা হয়েছে।

আসিফ সুলতান নামের আরও এক কাশ্মীরি সাংবাদিককে ২০১৮ সালের ২৭ আগস্ট গ্রেফতার করে জেলে পোরা হয়। এখনও তিনি মুক্তি পাননি। এ ছাড়া অরুণ ফেরেরা, বিনায়ক সেন, ভার্নন গঞ্জালভেজ, সুধীর ধাওয়ালে, মহেশ রাউত, সোমা সেন, সুরেন্দ্র গাডলিং, রোনা উইলসন, সুধা ভারদাবা, ভারভারা রাও, গৌতম বলাখা, অখিল গগৈয়ের মতো বহু মানবাধিকার কর্মীকে এই কঠোর আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুবের কলম সূত্রে জানা যায়, অ্যামনেস্টির অবিনাশ কুমার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হলে তাকে অবশ্যই যুক্তি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ভারত সরকারকে প্রেসের মুখে লাগাম পরানো বন্ধ করতে হবে।’

চাবুক মারার শাস্তি বাতিল করতে যাচ্ছে সৌদি আরব

শাস্তি হিসেবে দোররা বা চাবুক মারার বিধান বিলুপ্ত করতে যাচ্ছে সৌদি আরব। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা ও বিবিসির কাছে আসা আইনি নথিপত্র থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনায় বলা হয়, ইসলামি নিয়মে অপরাধীর চাবুক মারার পরিবর্তে কারাদণ্ড বা জরিমানার মত শাস্তি দেওয়া হবে।

সৌদি আরবের মানবাধিকার পরিস্থিতি সংস্কার করতে চান বাদশাহ সালমান ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। তাদের ইচ্ছাতেই আইনে এমন পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

মুহাম্মদ বিন সালমান ইতিপূর্বে পবিত্র ভূমি আরবে বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে। পবিত্র ভূমিতে নাপাক সিনেমা হল চালুসহ ওপেন কন্সার্টের নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনা বাস্তবায়নসহ নানা অপকর্ম চালু করেছে।

এইসব পশ্চিমা কুফরি সংস্কৃতি চালু করার জন্য বেছে নিয়েছে নির্যাতনের স্ট্রিম রুলার। যেই বিরোধীতা করবে তাকেই সহ্য করতে হবে গুম খুন বা বন্দীত্ববরণ ও জুলুম। ইতোমধ্যে শত শত সত্যনিষ্ঠ আলেম উলামাকে গ্রেফতার করে নিক্ষেপ করা হয়েছে নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে। হত্যা করা হয়েছে অসংখ্য আলিম ও বিশিষ্ট দ্বায়ী ব্যক্তিবর্গকে।

লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে "নিউম" নামের পশ্চিমা বেশ্যালয় চালুর জন্য নিজ ভূমি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করায় সৌদি দালাল প্রশাসন আবদুল রাহিম আল-হাওয়াইতি নামে সৌদি নাগরিককে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। যার একটি বিশেষ প্রতিবেদন ২২ এপ্রিল আল-ফিরদাউস নিউজেও উঠে আসে।

করোনা মহামারী সত্ত্বেও গাজার কৃষিজমি ধ্বংস করে দিচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরাইল

সারাবিশ্বে করোনাভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও অসহায় ফিলিস্তিনিদের উপর জুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে ইহুদিবাদী ইসরাইল। বিশ্ব যেখানে দুর্ভিক্ষের ভয়ে আতঙ্ক সেখানে ফিলিস্তিনিদের শস্যক্ষেত উজাড় করে দিচ্ছে ইহুদিবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনারা।

মঙ্গল-বৃহস্পতিবার (২১-২৩ এপ্রিল) পরপর তিন দিন ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনারা তাদের সামরিক যুদ্ধযান নিয়ে গাজা উপত্যকাবর্তী সীমান্তে অনুপ্রবেশ করে কৃষি জমি উজাড় করেছে।

স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন যে, বেশ কয়েকটি 'সামরিক যান' পূর্ব গাজা শহরের উত্তর সীমানা দিয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা আইন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে। শুধু তাই নই তারা গাজা শহরের দক্ষিণ-পূর্ববর্তী জাইতুন পাড়ার পূর্বদিকে কয়েক ডজন মিটার কৃষিজমিতে ভারি সামরিক যান নিয়ে ঢুকে বাতাসে ফাঁকা গুলি চালাতে চালাতে কৃষি জমি উজাড় করে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নষ্ট করেছে। ফলে সেই সবুজ শ্যামল স্থানটি নোংরা ও আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। এমনকি ইহুদিবাদী ইসরাইলের সেনারা কৃষকদেরকে তাদের জমিতে পৌঁছাতেও বাধা দেয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও খাদ্য সংস্থা মঙ্গলবার (২১এপ্রিল) করোনার প্রাদুর্ভাবের ফলে পুরো বিশ্ব দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বলে হুশিয়ার করেছিল তা সত্ত্বেও ইহুদীবাদী ইসরাইল কর্তৃক পরপর তিনদিন অবৈধ ভাবে ফিলিস্তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে খাদ্যশস্য উজাড় করা সত্যিই ন্যাক্কারজনক ও অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার।

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল তাদের সাধারণ সীমান্তগুলির মধ্য থেকে গাজা উপত্যকাবর্তী সীমান্তে সীমানা রেখা থেকে আরো ভিতরে অবৈধভাবে ৩০০ মিটার গভীর বাফার জোন হিসাবে নির্ধারণ করে। এবং প্রায়শই এই অঞ্চলে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে যে কাউকেই গুলি করে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ সহ নানা ধরণের অমানবিক, অন্যায্য ও অন্যায় কার্যকলাপ করে থাকে।

সূত্র: ইনসাফ টুয়েন্টিফোর ডটকম

দখলদার ইসরায়েরের কারাগারে এক ফিলিস্তিনি বন্দীর মৃত্যু, লাশ ফেরত দিতে অস্বীকার

গত ২২ এপ্রিল আল-জাজিরার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জানা যায়, ২১ এপ্রিল মঙ্গলবার রাতে ইসরায়েলের একটি কারাগারে ২৩ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি মারা যান।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার'স সোসাইটির (পিপিএস) মতে ইসরায়েলের নাকাব কারাগারের বন্দী থাকা নূর আল-বারগুতি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। ইসরায়েল প্রিজন সার্ভিস (পিপিএস) দাবী করেছে যে অন্যান্য ফিলিস্তিনি বন্দীদের দ্বারা সৃষ্ট মৌখিক গোলযোগের পরে আল-বারগুতি মারা যান।

পিপিএস বলেছেন, ইসরাইলের কারা ব্যবস্থাপনা তার মৃত্যুর জন্য পুরোপুরি দায়ী। কারা কর্তৃপক্ষ বারগুতির জীবন বাঁচাতে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তারা ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করেছে, ফলে তাকে হাসপাতালে সময়মতো নেওয়া হয়নি। এই বিলম্বই ইঙ্গিত করে যে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষক আবারও "ধীর মৃত্যুর নীতি" প্রয়োগ করেছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে যে, ৮ বছরের কারাদণ্ডের ৪ বছর অতিবাহিত হওয়া আল-বারগুতিকে মঙ্গলবার রাতে তার কক্ষে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।

আল-বারগুতির মৃত্যুর ফলে ১৯৬৭ সালের পর থেকে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী অবস্থায় ফিলিস্তিনি মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ২২৩ এ পৌঁছে। ইতোপূর্বে বিশ্ব সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নক ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ বন্দী অবস্থায় মারা যাওয়া পাঁচ বন্দীর মরদেহ ফিলিস্তিনিদের কাছে দিতে অস্বীকার করেছিল।তাদের মধ্যে ১৯৮০ সালে ইসরায়েলের অ্যাশেলন কারাগারে আনিস দাওলা নামে একজন মারা যান। ২০১৮ সালে আজিজ ওবাইসাত এবং গতবছর ফারিস বারউদ, নসরত তাকাতাকা ও বাসসাম আল-সায়েহ প্রমুখ ব্যক্তিরা মারা যান।

সম্পাদকীয় | চাল চুরির নেপথ্যে কী?

চলমান লকডাউনে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ খাদ্য সংকটে পড়েছেন। খাদ্যের অভাবে অনেকে আত্মহত্যা করছেন—এমন সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এমন করুণ পরিস্থিতিতেও দেশ ও জনতার পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে আওয়ামী প্রশাসন। বরং করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করার পেছনে আওয়ামী প্রশাসনের স্বার্থপরতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, দুর্বলতা এবং উদাসীনতাই দায়ী—এমনটাই মনে করছেন জনসাধারণ।

আওয়ামী সরকারের হিংস্রতার শিকার হয়ে আজ উভয়মুখী সংকটে সাধারণ মানুষ। একদিকে বাইরে বের হলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা, অন্যদিকে ঘরে বসে থাকলে না খেয়ে মরার ভয়। কিন্তু দেশের সরকারের সেদিকে খেয়াল কই? তারা মুজিবপূজায় ব্যস্ত থেকে দেশে করোনাভাইরাস বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। আজ যখন দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে, তখনও তারা উদাসীন। দরিদ্র মানুষের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যত কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছেনা দেশের শাসকগোষ্ঠী; বরং দিয়ে যাচ্ছে একের পর এক মিথ্যা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য।

হ্যাঁ, সরকার ত্রাণ দিয়েছে। ত্রাণ দেওয়াটা সরকারের দায়িত্ব, জনগণের প্রতি অনুগ্রহ নয়। কিন্তু কথা হলো, সরকারের ত্রাণ কারা পেয়েছে? যাদেরকে ত্রাণ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সরকারের ত্রাণ তারাই পেয়েছে। তারা চাল চুরি করেছে, তেল গুদামে ভরেছে। ত্রাণ দিয়ে ছবি তুলেছে, তারপর ত্রাণ কেড়ে নিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি পাঠিয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের সাথে তামাশা করেছে এই আওয়ামী প্রশাসন। এ নিয়ে বিস্তারিত বলার কিছু নেই, গত কয়েকদিনে চাল চুরির ঘটনা সবাই কমবেশি জানেন। চাল চোরদের বিরুদ্ধে সবার কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ। তবে চাল চুরির নেপথ্যে কী? এর সমাধান কোথায়? এ নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হলেও, প্রকৃত সমাধানের কথা উঠে এসেছে বলে মনে হয়নি।

চাল চুরির পেছনে বহু কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে একটি কারণ হলো জবাবদিহিতার অভাব। সরকারের নিম্নপর্যায় থেকে একেবারে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সবার চুরি করার পেছনে এই কারণটি বিদ্যমান। এই সরকারের ‘সবাই’ চুরি করে; কেউ ব্যাংক লোন আর বাজেটের নামে ‘পুকুর চুরি’ করে, আবার কেউ গরীবের হক মেরে ‘চাল চুরি’ করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জবাবদিহিতার পথ রুদ্ধ, কেউ কাউকে জবাবদিহি করার মতো নৈতিক যোগ্যতা রাখে না। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ চোরদের নৈতিক ক্ষমতা নেই নিম্নপদস্থ আঞ্চলিক চোরদের জবাবদিহি করার। বরং তারা একে অপরের সহযোগী; যাকে বলে চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই।

স্বয়ং চোরদের হাতে চুরি ঠেকানোর ‘যন্ত্র’ দিয়ে রাখলে, চুরি বন্ধ করা অসম্ভব। ‘চাল চুরি’ বলুন কিংবা ‘পুকুর চুরি’—এসবের বাস্তবিক সমাধান চোরদের শাসনব্যবস্থায় অকল্পনীয়। কেননা, গণতান্ত্রিক চোরদের সরকারব্যবস্থায় গরীবের হক মারার এই চুরির বিরুদ্ধে জবাবদিহি করার কেউ নেই। আর জবাবদিহি করার বিষয়টি এতো সহজও নয়। ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী এই সকল চোরকে যদি জবাবদিহি করতে যান, তাহলে আপনি তার রোষানলে পড়া ছাড়া ততোটা লাভ হবে না। আপনার উপরই চুরির অপবাদ দেওয়া হতে পারে, আপনাকেই দোষারোপ করে নির্যাতন করা হতে পারে। তাহলে কখন জবাবদিহি করা যাবে? প্রকৃতপক্ষে সমাধান কখন আসবে?

প্রকৃত সমাধান তখনই আসবে যখন দেশের এই চোর শাসকগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হবে; আর ক্ষমতায় থাকবেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ন্যায়পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান শাসক, যিনি অর্ধ পৃথিবীর শাসক হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের সামনে জবাবদিহি করেছেন। সমাধান আসবে— চোরদের হাত কাটার বিধান বাস্তবায়ন করা হলে, রুদ্ধ করা হলে চুরির সমস্ত পথ। কিন্তু, চুরির পথ কীভাবে বন্ধ করবেন? যখন সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারবেন—চুরির পথ তখনই বন্ধ করা সম্ভব; আর

এটা কোনো তাত্ত্বিক বয়ান নয়, বরং ইসলামী শাসনব্যবস্থায় যুগে যুগে এর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী।

লেখক: আহমাদ উসামা আল-হিন্দ, *সম্পাদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

২৫শে এপ্রিল, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হৃদয় প্রশান্তিকর অভিযানের দৃশ্য!

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান এর জানবায মুজাহিদিন গত ২২ এপ্রিল পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র এক লড়াই পরিচালনা করেছিলেন। উক্ত অভিযানের হৃদয় প্রশান্তিকর কিছু দৃশ্যও ক্যামেরা বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ।

https://alfirdaws.org/2020/04/25/37026/

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, নিহত ২ আহত ৩এর অধিক

গত ২২ এপ্রিল পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "হাসুখাইল" এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক চেকপোস্টে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যার ফলে নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ২ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়।

দেশটির সংবাদ মাধ্যমগুলো নিহত হওয়া সৈন্যদের নাম রেদওয়ান এবং আকরাম বলে নিশ্চিত করেছে, আর আহত সৈন্যরা হলো: হাওলাদার গুলশের, রাফাকাত ও ফাহাদ।

উক্ত বরকতময়ী হামলার দায় স্বীকার করেছেন হিজবুল আহরার এর সম্মানিত মুখপাত্র ড. আব্দুল আজিয ইউসূফ যাই হাফিজাহুল্লাহ্।

উল্লেখ্য যে, হিজবুল আহরার টিটিপি'র অঙ্গসংগঠন ও সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সহযোগী দল হিসাবে প্রসিদ্ধ ।

খোরাসান | যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার কাবুল সরকারের চুক্তি লঙ্ঘন, শতাধিক বেসামরিক লোককে গ্রেপ্তার

দখলদার মার্কিন ক্রুসেডার বাহিনী এবং তাদের তাবেদার গোলাম কাবুল প্রশাসন নিরাপরাধ বেসামরিক জনগণের জীবন-যাপনকে প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ক্রুসেডার মার্কিন বাহিনী একের পর এক চুক্তি লঙ্ঘন করেই যাচ্ছে এবং সাধারন জনগণের জান-মালের ক্ষতি করা শান্তি চুক্তির পরও অব্যাহত রেখেছে।

আল-ইমারার এক প্রতিবেদন অনুসারে, গত মঙ্গলবার সকালে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কমান্ডোরা পাকতিয়া প্রদেশের গার্দা-সিরাই জেলার "সুলতান খেল" গ্রামে নিরাপরাধ আফগান মুসলিমদের বাড়িঘরে অভিযান চালায়। এসময় মুরতাদ বাহিনীর সদস্যরা শতাধিক নিরাপরাধ মানুষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং নাগরিকদের উপর নির্যাতন নিপীড়নের করার পাশাপাশি অনেক মুসলিমদের দাড়ি কামিয়ে দেয়। ইন্নালিল্লাহী ওয়াইন্না ইলাইহী রাজিউন!

অন্যদিকে, গত বুধবার বিকেলে পুতুল কাবুল প্রশাসনের মুরতাদ বিমানবাহিনী বাদাখশান প্রদেশের রাজধানী ফয়জাবাদ শাহরের "বান্দোচাঁক" এলাকায় ভারী বোমাবর্ষণ করে, যার ফলস্বরূপ একজন মহিলা, এক শিশু এবং দু'জন বেসামরিক নাগরিক শহীদ হন।

একইভাবে, বুধবার জাউজান প্রদেশের খামআব জেলার প্রাণকেন্দ্র এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে পুতুল বাহিনী ভারী অস্ত্রের দ্বারা আঘাত হানে এবং পুতুল বাহিনীকে সহায়তা করতে মার্কিন ড্রোন এবং B-52 বিমান দ্বারা আক্রমণ করে। এসময় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনী একটি মসজিদ, একটি হাসপাতাল এবং ২২ টি ঘর ধ্বংস করে দেয়। এতে একজন বাচ্চা মেয়ে শহীদ এবং আরো ৩ জন আহত হয়েছেন।

পাকিস্তান | ৯ কন্যা সন্তানের পিতাকে গুলি করে হত্যা করলো নাপাক মুরতাদ বাহিনী

গত ২২ এপ্রিল রাতে পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" সীমান্তে দেশটির মুরতাদ সরকারী বাহিনীর সৈন্যরা রাতের আঁধারে গুলি করে হত্যা করে একজন নিরাপরাধ মুসলিমকে।

নিহত উক্ত ব্যাক্তি হলেন মুহাম্মদ দার আলী নামে এক রিকশাচালক, যিনি দেশটির মিরালির একজন গরিব বাসিন্দা। যিনি ৯ জন কন্যা সন্তানের পিতা, বাবার কষ্টে উপার্যিত সামান্য অর্থ দিয়ে কোন রকম তাদের দিন চলত।

নাপাক মুরতাদ সেনাদেরকে এবিষয়ে সংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলে, তারা বলার চেষ্টা করে যে, তাদের উপর ঐদিন রাতে একটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরিত হয়, এরপর তারা যথারীতি গুলি চালায়, এসময় তাদের গুলিতেই নিহত হয় মুহাম্মদ দার আলী। কিন্তু স্থানীয় লোকজন বলছেন এসময় ঘটনাস্থলে কোন বিস্ফারণের ঘটনাই ঘটেনি।

এটি লক্ষ করা উচিত যে, পাকিস্তানে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দেশটির মুরতাদ সেনাবাহিনী দ্বারা চালিত এই ধরনের হামলা এটিই প্রথম কোন ঘটনা নয়, বরং বছরের পর বছর নিরাপরাধ হাজার হাজার মুসলিমকে এই ডলারখোর নাপাক মুরতাদ বাহিনী হত্যা করে যাচ্ছে। যার ৯৮% সংবাদই জানতে পারেননা দেশের অন্য কোন অঞ্চলের লোকজন। আর যদিও হাজারে কোন একটি সংবাদ প্রকাশ পেয়ে যায় তখন সাজানো হয় বিভিন্ন নাটক ও হলুদ মিডিয়ার অপপ্রচার।

পাকিস্তান | মুরতাদ সৈন্যদের ৫টি চেকপোস্টে টিটিপি'র সফল হামলা

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সির "কাটকুট" সীমান্ত এলাকায় অবস্থানরত শরীয়তের দুশমন নাপাক মুরতাদ বাহিনীর উপর সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর 'এমএসজি' ফোর্সের জানবায মুজাহিদিন।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ উক্ত অভিযান সম্পর্কিত তাঁর এক বার্তায় জানান যে, গত ২২ এপ্রিল সকাল ১০ টায় শরীয়তের দুশমন নাপাক মুরতাদ বাহিনীর ৫টি চেকপোস্ট লক্ষ্য করে ক্লাশিনকোভ ও স্নাইপার সহ আরো নানাধরণের হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর এমএসজি (MSG) ফোর্সের জানবায মুজাহিদিন। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা যায় যে, উক্ত অভিযান দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলতে থাকে।

মৃত্যুভয়ে পলায়নপর পাকিস্তানী মুরতাদ সৈন্যরা এসময় নিজেদের জান বাঁচাতে ভারী তোপ-কামানসহ অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রও ব্যবহার করে। মুরতাদ বাহিনীর এত অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করেও মুজাহিদদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং তাদেরকে এই বিপুল যুদ্ধাস্ত্র ব্যয়ের ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

দিল্লিতে ১৩ বাংলাদেশীসহ ২১ বিদেশীকে মালাউন পুলিশের গ্রেফতার

১৩ বাংলাদেশিসহ ২১ বিদেশীকে দিল্লির শীল দাইঘরের একটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। একই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪ ভারতীয়কে। মোট এই ২৫ জন দিল্লিতে একটি তাবলিগ জামাতে যোগ দিয়েছিলেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন হিন্দুস্তান টাইমস।

থানে'র ক্রাইম শাখা-১ এর সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর নীতিন ঠাকরে বলেছেন, আটক বিদেশীদের মধ্যে ৮ জন মালয়েশিয়ার। বাকিরা বাংলাদেশি। এসব বিদেশী পর্যটন ভিসায় ভারত গিয়েছিলেন।

মালাউন পুলিশ তাঁদের নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলে যে তারা ভিসার নিয়মনীতি লঙ্ঘন করেছেন। মালাউন পুলিশের ভাষ্য, তারা শুধু দিল্লির জামাতেই অংশ নিয়েছেন এমন নয়। একই সঙ্গে তারা মুমব্রা সফর করেছেন। স্থানীয় প্রশাসনকে না জানিয়ে তারা একটি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য যে ,ভারতে চলমান মুসলমানদের উপর নির্যাতন নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা চলছে । বিশ্লেষকদের মতে মুসলিমদের বেছে বেছে গ্রেফতার সে নির্যাতনেরই অংশবিশেষ । সূত্র: মানবজমিন

২৪শে এপ্রিল, ২০২০

শহিদ আমীর হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদের স্মরণে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রকাশ

সম্প্রতি তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান(টিটিপি) দলটির সাবেক আমির হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর বর্ণাঢ্য জিহাদি জীবন স্মরণ করে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রকাশ করেছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে টিটিপির অফিসিয়াল উমার মিডিয়ার মাধ্যমে রিলিজ পেয়েছে ডকুমেন্টারিটি। ভিডিওটিতে হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদের জিহাদি জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি তালিবান-আল-কায়েদাসহ অন্যান্য মুজাহিদ জামা'আতগুলোর সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়েও দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

ডকুমেন্টারির শুরুতেই দেখানো হয় জিহাদের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়া বেশ কয়েকজন শহিদ মুজাহিদদের ফ্রেমেবন্দী ছবি; যাঁদের মধ্যে আছেন আল কায়েদার প্রতিষ্ঠাতা শাইখ উসামা বিন লাদেন ও শহিদ আব্দুল্লাহ্ আযযাম, তালিবানের প্রতিষ্ঠাতা আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর, হাক্কানি নেটওয়ার্কের সামরিক বিভাগের আমির সাঙ্গিন জাদরান, উজবেকিস্তান ইসলামি আন্দোলনের সাবেক আমির তাহির জুলদাশেভ, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপের দা'য়ি শহিদ

আনওয়ার আল-আওলাকি, আল-কায়েদা ইরাক শাখার প্রতিষ্ঠাতা আবু মুস'আব আল-যারকাবি, ইসলামাবাদ লাল মাসজিদের সাবেক খতিব শহিদ আব্দুর রশিদ গাজি, জামিয়া দারুল উলুম ইসলামিয়া করাচির সাবেক পরিচালক নিজামুদ্দিন সামজাই রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমুখ মুজাহিদ।

ভিডিওটিতে জিহাদের ময়দানে হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদের বিভিন্ন আত্মত্যাগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফ্রন্টে তাঁর বীরোচিত নেতৃত্ব এবং বেশ কিছু মোবারক হামলায় তাঁর অবদানের বিষয়ও। এছাড়াও তাঁর ক্ষুরধার নেতৃত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্যের দিকেও ফোকাস করা হয়েছে ভিডিওটিতে।

ডকুমেন্টারিতে বলা হয়, আফগান যুদ্ধে আমেরিকার বিপক্ষে শহিদ হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদ রহ. তালিবান কমান্ডার মোল্লা দাউদ উল্লাহর সঙ্গে এককাতারে থেকে লড়াই করেছেন। টিটিপির তৎকালীন আমির বাইতুল্লাহ্ মেহসুদ তাঁকে তালিবানের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য আফগানিস্তানের হেলমান্দে পাঠিয়েছিলেন। এর আগেও তিনি আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছিলেন, বয়স কম বিধায় আমিরুল মু'মিনিন মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহ তাঁকে ফেরত পাঠান।

ভিডিওতে দেখানো হয়, হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদ রহ. তাঁর প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব এবং কর্মস্পৃহার গুণে কীভাবে জিহাদের ময়দানে নেতৃত্বের আসনে উঠে আসেন।

২০০০ সালের দিকে পাকিস্তানে ইসলামি শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূত্রধরে ওই অঞ্চলে পাকিস্তান-তালিবান-আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে হেলমান্দ, খোশত, পাকতিয়া, নানগারহারসহ বেশকিছু সীমান্তলাইনে আমেরিকার গোলাম মুরতাদ পাক-আর্মির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তালিবান ধারার পাকিস্তানী মুজাহিদরা। সেই আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন শহিদ হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদ।

তখন আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে টিটিপির প্রতিষ্ঠাকালীন আমির বাইতুল্লাহ মেহসুদ রহ. বলেন, 'বর্তমানে আমাদের জিহাদ হলো আত্মরক্ষামূলক। পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের উপর হামলা করছে, আর আমরা প্রতিহত করছি। নারীশিক্ষা একটা মামুলি বিষয়, এটাতে সংস্কার আনা হবে ইনশাআল্লাহ। একটা সময় আসবে যখন আমরা পাকিস্তানের পুরো সিস্টেমটাই পরিবর্তন করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ; আর সবকিছু পরিচালিত হবে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী। ইসলামি শরিয়াহতে কোনটি পরিত্যাজ্য, আর কোনটি অনুমোদিত—এটাই হবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই, এ ক্ষেত্রেও আমাদের মানদণ্ড হবে শরিয়াহ। মোটকথা, শরিয়াহতে কোনো কিছু অনুমোদন দেওয়া হলে আমরা সেটির অনুমোদন দিবো। আর শরিয়াতে কোনো কিছু পরিত্যাজ্য হলে আমরা সেটা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবো।'

অন্যদিকে বিবিসিকে ফোনের মাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে হাকিমুল্লাহ মেহসুদ বলেন, নিরপরাধ মানুষ আমাদের টার্গেট নয়; বরং আমাদের টার্গেট তো পাকিস্তান সরকারের ওইসকল কর্মকর্তা, যারা পাকিস্তানের ইসলাম-বিরোধী কুফুরি শাসনব্যবস্থার প্রতিরক্ষায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত; এমনকি আমেরিকাকে খুশি করার জন্য তারা নিরপরাধ আদিবাসী লোকদেরকে পর্যন্ত হত্যা ও বাস্তুচ্যুত করতে পিছপা হয়নি। আমরা পাকিস্তানের জনগণকে ভালোবাসি, আর আমরা নিজেরাও তো পাকিস্তানী।

এসব বক্তব্য থেকেই তেহরিক-ই-তালিবানের মূল লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা পরবর্তীতে পাকিস্তানে সংগ্রামরত তালিবান ধারার এইসকল মুজাহিদ গ্রুপ একত্রিত হয়েই তেহরিক-ই-তালিবান-পাকিস্তান নামে জিহাদি জামা'আতটি প্রতিষ্ঠা করেন। যেটির প্রতিষ্ঠাকালীন আমির ছিলেন বাইতুল্লাহ্ মেহসুদ রহ.। তখন বাইতুল্লাহ্ মেহসুদের মুখপাত্র ছিলেন হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদ রহ.। পরবর্তীতে বাইতুল্লাহ্ মেহসুদের শাহাদাতের পর তিনি টিটিপির আমির নিযুক্ত হন।

টিটিপির আমির হিসেবে হাকিমুল্লাহ্ মেহসুদ শুধু পাকিস্তান অঞ্চলেই মুজাহিদদের শক্তিমত্তা বৃদ্ধির চেষ্টা করেননি, বরং একটি বৈশ্বিক জিহাদের প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে কাজ করেছেন নিরন্তর। এরই অংশ হিসেবে তিনি আল-কায়েদার মুজাহিদিনকে তাঁর অঞ্চলে আশ্রয় দেয়াসহ দলটির বড়বড় হামলাগুলোতে মৌলিক ভূমিকা রেখেছেন। তিনি 'আমেরিকার অন্তরে আঘাত করার' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই অল্প সময়ের ব্যবধানেই পাকিস্তান সরকারের 'মোস্ট-ওয়ান্টেড' তালিকায় উঠে আসে তাঁর নাম। তাঁর ব্যাপারে কেউ কোনো তথ্য দিতে পারলে তথ্যদাতার জন্য পাঁচ কোটি পাকিস্তানী রুপি পুরষ্কারও ঘোষণা করে মুরতাদ পাক-সরকার।

ডকুমেন্টারিতে বলা হয়, এতোসব হুমকিধামকি সত্ত্বেও এই বীর মুজাহিদ থেমে থাকেননি, বরং উপর্যুপরি হামলা চালিয়ে গেছেন আমেরিকা এবং এর গোলাম পাক-সরকারের বিভিন্ন শক্তিশালী ঘাঁটিতে।

২০09 সালের ৩০শে ডিসেম্বর আফগানিস্তানের খোশতে অবস্থিত সিআইয়ের অপারেশন সেন্টার 'ক্যাম্প চ্যাপম্যান'-এ একটি তীব্রমাত্রার হামলা চালানো হয়। আমির হাকিমুল্লাহ মেহসুদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই হামলাটি চালান জর্ডানের ডা. আবু দুজানা আল-খোরাসানি রহিমাহুল্লাহ। হামলার পূর্বে আবু দুজানা আল-খোরাসানিকে সঙ্গে নিয়ে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছিলেন হাকিমুল্লাহ মেহসুদ। 'ক্যাম্প চ্যাপম্যান'-এ চালানো ওই হামলায় সিআইএয়ের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হয়েছিলো, এছাড়াও ৪ ব্ল্যাক-ওয়াটার সন্ত্রাসীসহ নিহত হয়েছিলো জর্ডানের কাউন্টার-টেরোরিজম বিভাগের প্রধান।

এই হামলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার সবচেয়ে বড় সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় আমেরিকার এক সিনিয়র অফিসার। তার মতে, হামলায় নিহতরা ১৫ হাজার সাধারণ সেনা থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

এছাড়াও ২০১০ সালে আমেরিকার অভ্যন্তরে চালানো এ্যাটাক 'টাইম স্কয়ার বোম্বিং প্লটে'ও হাকিমুল্লাহ মেহসুদ অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখেন; যদিও হামলাটি যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ব্যর্থ হয়।

ভিডিওর একটি ক্লিপে হাকিমুল্লাহ মেহসুদকে উজবেকিস্থান ইসলামি আন্দোলনের সাবেক আমির তাহির জুলদাশেভের সাথে একটি ভবন হতে বের হতে দেখা যায়।

এছাড়াও ডকুমেন্টারির শেষের দিকে এসে মেহসুদ রহ. কে আফগান তালিবানের অপর দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব মোল্লা সাঙ্গিন জাদরান এবং সিরাজুদ্দিন হাক্কানির সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপরত অবস্থায় দেখা যায়। এর মাধ্যমে বুঝা যায়, আফগান তালিবানের সাথে তাঁর সম্পর্কের মাত্রা কতোটা গভীর ছিলো। সিরাজুদ্দিন হাক্কানি বর্তমানে হাক্কানি নেটওয়ার্কের আমির এবং আফগান তালিবানের নায়েবে-আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

হাকিমুল্লাহ-সিরাজুদ্দিন সম্পর্ক পাক-আফগান আঞ্চলিক ও ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জিহাদি দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই তাৎপর্য বহন করে; কেননা হক্কানি নেটওয়ার্ক প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তান অঞ্চলে এদের কার্যক্রম বিস্তৃত করলেও পাক আর্মির ষড়যন্ত্র ও তীব্র বাধার ফলে পরবর্তীতে কেবল আফগান অঞ্চলেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। কিন্তু হাকিমুল্লাহ-সিরাজি সম্পর্ক এই সীমাবদ্ধতাকে জয় করে নেয়। হক্কানি নেটওয়ার্কের পরামর্শ ও হস্তক্ষেপে মুরতাদ পাক আর্মির উপর টিটিপির বেশ কয়েকটি হামলা প্রমাণ করেছে যে হক্কানি নেটওয়ার্ক পাকিস্তানের অভ্যন্তরে না থেকেও যেকোনো হামলায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

হাকিমুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর বিচক্ষণ নেতৃত্ব ও বিভিন্ন জিহাদি জামাআতগুলোর সাথে তাঁর সুসম্পর্কের ফলশ্রুতিতে পাক-আর্মি ক্রমান্বয়েই কোণঠাসা হয়ে যেতে থাকে ওই অঞ্চলে। টিটিপির একের পর এক সফল হামলায় আতঙ্ক নেমে আসে পাক-সেনা শিবিরে। পরিণতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে অবশেষে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতে মুরতাদ পাক গোয়েন্দা সংস্থা। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি ডিজিটাল কার্ড পাঠানো হয় আমির হাকিমুল্লাহ মেহসুদের নিকট; যে কার্ডের পেছনে যুক্ত করা ছিলো ড্রোনের সিগন্যাল প্রেরক ইলেক্ট্রিক চিপ। আর এভাবেই ২০১৩ সালের ১লা নভেম্বর পাকিস্তান আর্মির ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন এই মর্দে মুজাহিদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শাহাদাতকে কবুল করুন। তেহরিক-ই-তালিবানের

মুজাহিদিনের সাথে হাকিমুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহর আনন্দঘন কিছু মুহূর্তের দৃশ্যায়নের মাধ্যমেই শেষ করা হয় ডকুমেন্টারিটি।

মূলত, পুরো ডকুমেন্টারিজুড়ে জিহাদের ময়দানে শহিদ হাকিমুল্লাহ মেহসুদ রহ. এর আত্মত্যাগ এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জিহাদি জামাআতগুলোর সাথে তাঁর সম্পর্কের মাত্রা তুলে ধরা হয়েছে, পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে আমেরিকার গোলাম পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তেহরিক-ই-তালিবানের যুদ্ধ করার কারণ।

রমাদান এবং আমাদের করণীয়

বছর ঘুরে আমাদের মাঝে উপস্থিত শাহরু রমাদান। রমাদানকে ফলপ্রসূভাবে কাটাতে প্রয়োজন পূর্ব পরিকল্পনা। তাই, এখনি ঠিক করে ফেলুন আপনার রমাদান-শিডিউল।

হাদিসের একটি বর্ণনায় এসেছে, 'ব্যবসায়ী মহলের বিশেষ একটি মৌসুম থাকে যখন তাদের ব্যবসা হয় খুব জমজমাট ও লাভজনক। সে মৌসুমে বৎসরের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি আয় হয়। আখেরাতের ব্যবসায়ীদের জন্য পরকালীন জীবনের জন্য সওদা করার উত্তম মৌসুম হল এই রমযান মাস। কেননা এ মাসে প্রতিটি আমলের অনেক গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'রমযানের ওমরা হজ্জ সমতুল্য।' (জামে তিরমিযি, হাদিস ৯৩৯)

১. সিয়াম পালন করা :

এ পবিত্র মাসে আমাদের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো প্রতিটি সিয়াম ইমান ও ইহতিসাবের সাথে পালন করা। রাসুল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমান এবং ইহতিসাবের সাথে রমাদানের সাওম পালন করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারি : ৩৮)

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ইহতিসাবের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ইহতিসাব মানে কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই পুরস্কারের আশা করা।'

২. কুরআন-হাদিসের সাথে সম্পর্ক গভীর করা:

রমাদান মাস কুরআনের মাস; কুরআন নাযিলের মাস। কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলুন। কুরআন তিলাওয়াত করুন, তাফসির অধ্যয়ন করুন। প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ

হিফয করুন। প্রতিদিন অন্তত একটি নতুন হাদিস পাঠ করুন; সম্ভব হলে মুখস্থ করুন। পারিবারিকভাবে কুরআন-হাদিসের দারস ও তা'লিমের আয়োজন করুন।

৩. কিয়ামুল লাইলে যত্নবান হওয়া:

কিয়ামুল লাইল বা তারাবিহ আদায়ে যত্নবান হোন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমান এবং ইহতিসাবের সাথে রমাদানে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি : ৩৭)

৪. তাওবা ইস্তিগফার বাড়িয়ে দেওয়া :

রমাদান মাস ক্ষমার মাস। মহান আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ এ মাস। আল্লাহ তায়া’লার ক্ষমা প্রাপ্তির আশায় আমাদের উচিত বেশি বেশি তাওবা ইস্তিগফার করা। যেখানে রাসুল সা. স্বয়ং দৈনিক ৭০ হতে ১০০ বার তাওবা করতেন, সেখানে আমাদের কতোবার তাওবা করা উচিত, তা নিশ্চয়ই অননুমেয় নয়।

হাদিস শরিফে এসেছে- ‘আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।’ (মুসনাদে আহমদ হাদিস ২১৬৯৮)

তাই এমন মাস পেয়েও যে ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ মাফ করাতে পারল না তার জন্য স্বয়ং জিবরাইল আ. বদদু'আ করেছেন এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাহমাতুল্লিল আলামিন হয়েও আমিন বলে সমর্থন জানিয়েছেন।

অন্য হাদিসে এসেছে- ‘একদা নবি কারিম সা. জুমআর খুতবা দিতে মিম্বরে উঠে তিন তিনবার আমিন বললেন। খুতবা শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে রাসুল, আপনি এমনটা কেন করলেন? ইতোপূর্বে তো এমনটা করেননি। তিনি উত্তরে বললেন, জিবরাইল এসে আমাকে বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে পেয়েও (তাদের খেদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। তখন আমি বললাম, আমিন। অতঃপর তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারল না। আমি বললাম, আমিন। জিবরাইল আবার বললেন, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যার নিকট আমার নাম আলোচিত হল অথচ সে আমার উপর দুরূদ পড়ল না। আমি বললাম, আমিন. (আল আদাবুল মুফরাদ : ২২৫)

৫. ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়ন করা :

কুরআন হাদিসের পাশাপাশি ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়নে মনোযোগী হোন। এ মাসে কতটি বই পড়বেন, কী কী বই পড়বেন, তার একটি লিস্ট তৈরি করে ফেলুন; একটি টার্গেট সেট করে ফেলুন। প্রতিদিন কতো পৃষ্ঠা পড়লে আপনার টার্গেট পূরণ করতে পারবেন, তা ঠিক করে নিন।

৬. দান সাদাকা বাড়িয়ে দেওয়া :

এ মাসে দান সাদাকা বাড়িয়ে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। দরিদ্রের ঘরে পৌঁছে দিন আপনার দান, সাদাকাহ ও যাকাতের টাকা। মনে রাখবেন, আপনার সম্পদে দরিদ্রদের হক রয়েছে। আর হ্যাঁ, যাকাত বা সাধারণ সাদাকা প্রদানের ক্ষেত্রে মুজাহিদ ভাইদের কথা ভুলে যাবেন না যেনো।

৭. আল্লাহর পথে দা'ওয়াহ প্রদান করা :

নিজে নেক আমল করার পাশাপাশি অন্যের নিকট সে আমলের দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়া একজন মুমিনের ইমানি দায়িত্ব। তাই এ মাসে দাওয়াতি কাজের ব্যাপক প্রসার করুন। দাওয়াহ দিন তাওহীদের ; দাওয়াহ দিন ই’দাদের ; দাওয়াহ দিন কিতালের।

৮. ই’দাদকে আঁকড়ে ধরা :

১৭ই রমাদান।ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরের সেই ইতিহাস! আসলে ইসলামের ইতিহাসজুড়ে রমাদান বহু যুদ্ধ-জয়ের সাক্ষী হয়ে আছে। প্রস্তুতি নিন আপনিও। ই'দাদকে ভুলে যাবেন না যেনো। গাযওয়ায়ে হিন্দ কড়া নাড়ছে আপনার দোরগোড়ায়। সুতরাং প্রস্তুতি নিন—আত্মিক, মানসিক, শারিরীক, আর্থিক—সব ধরনের প্রস্তুতি।

৯. লাইলাতুল কদর খোঁজ করা :

রমাদানের শেষ দশকের রাত্রিগুলো—বিশেষকরে বিজোড় রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল কদরের খোঁজ করুন। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমান এবং ইহতিসাবের সাথে লাইলাতুল কদরে সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি : ২০১৪)

১০. ই’তিকাফ করা :

শেষ দশকের মাসনুন ই’তিকাফ অত্যন্ত ফযিলতের আ'মাল। হাদিস শরিফে এসেছে- ‘নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন।’ (সহীহ বুখারি, হাদিস ২০২১)

১১. লিখিত পরিকল্পনা করা :

একটি লিখিত পরিকল্পনা করে নিন। সেই শিডিউল অনুযায়ী দিনগুলো কাটানোর চেষ্টা করুন। সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রমাদানের হক আদায় করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিন।

আগত রামাদান আপনার জীবনে বয়ে আনুক এক আমূল-পরিবর্তন; এই প্রত্যাশায়...

লেখক: আব্দুল্লাহ আবু উসামা, ***ইসলামী চিন্তাবিদ***

প্রশাসনের উদাসীনতায় উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে বাজার

নিত্যপণ্য কেনার জন্য কাঁচাবাজার খোলা রাখা হলেও সেখানে সামাজিক দূরত্ব একদমই মানা হচ্ছে না। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নানা পদক্ষেপের কথা বলা হলেও রাজধানীর সবচেয়ে বড় কাঁচাবাজার কারওয়ান বাজারে তার কোনো দেখা নেই। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কারওয়ান বাজারের এমন চিত্র দেখা যায়।

কারওয়ান বাজারের সাজিদ গেট কিচেন মার্কেটে দেখা যায় কোনো প্রকার সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখেই ক্রেতারা অনায়াসে প্রবেশ করছেন এবং বের হচ্ছেন। বিক্রেতারাও সেটা মানছেন না। কেউ কেউ মাস্ক গ্লাভস পড়লেও, মাস্ক ছাড়াও কয়েকজনকে দেখা যায় সেখানে। খবরঃ জাগোনিউজ২৪

করোনাভাইরাসের কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মো. আনোয়ারের দোকান বন্ধ, তাই তিনি ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করেন তার মহল্লায়। সেজন্য সবজি কিনতে এসেছেন কারওয়ান বাজারে।

সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব সম্পর্কে মো. আনোয়ার বলেন, এখানে তো কিছুই মানা হচ্ছে না। একটার গায়ে আরেকটা লেগে আছে।

পঞ্চাশোর্ধ এক নারী ক্রেতা বলেন, আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে সামাজিক বা শারীরিক দূরত্বের বিষয়টি মানা হচ্ছে না।

কারওয়ান বাজারের মোহাম্মাদ আলী নামে একজন বিক্রেতা বলেন, শারীরিক-সামাজিক দূরত্বের ডিসিপ্লিনটা এখানে এখন নেই। কারণ রোজা সামনে, মানুষ যে যার মতো বাজার করতে এসেছে। দোকানদাররা দূরত্ব বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করলেও পাবলিক তা মানছে না।

দূরত্ব নিশ্চিত করতে প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ রয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, রফিক নামের এক ফল ব্যবসায়ী বলেন, এখানে শারীরিক-সামাজিক দূরত্ব নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে এবার একদিনে আক্রান্ত ২৬৪৯০, মৃত্যু ২৮১৭

যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরও ৪৪ হাজার ৫৭৫ জন। অপরদিকে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৮১৭ জনের।

দেশটির সেন্টার্স ফর ডিজেজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনসনের (সিডিসি) তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ২ হাজার ৫৮৩। অপরদিকে দেশটিতে করোনায় প্রাণ হারিয়েছে মোট ৪৪ হাজার ৫৭৫ জন। খবর: জাগোনিউজ২৪

তবে ওয়ার্ল্ডওমিটারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশটিতে এখন পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ৪৮ হাজার ৯৯৪। অপরদিকে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪৭ হাজার ৬৭৬ জনের।

ইতোমধ্যেই প্রানঘাতী এই ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮৪ হাজার ৫০ জন। তবে এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে ১৪ হাজার ১৬ জন। তারা হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গত ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। এখন পর্যন্ত বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে এই ভাইরাসের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায় সবদেশের শীর্ষে অবস্থান করছে যুক্তরাষ্ট্র। করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের ধারে কাছে নেই কোনো দেশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যেই করোনার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য। অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের তুলনায় সেখানেই করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

বাংলাদেশে পুলিশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে

#সারাদেশ ২১৭ জন পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত

#সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ১১৭ জন ডিএমপি'র বিভিন্ন ইউনিটের

#গত ৪৮ ঘণ্টায় আক্রান্ত ১২২ জন

#এক হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য কোয়ারেন্টাইনে

বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ডাক্তার-নার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি করোনার সংক্রমণরোধে মাঠপর্যায়ে ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে পুলিশ। মাঠপর্যায়ে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন দুই শতাধিক পুলিশ। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত ২১৭ জন পুলিশ সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

এর মধ্যে বুধবার (২২ এপ্রিল) বিকেলের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২১ পুলিশ সদস্য। এর আগের দিন মঙ্গলবার একদিনে ১০১ জন পুলিশ সদস্যের করোনায় আক্রান্তের তথ্য পাওয়া যায়। সে হিসাবে গত ৪৮ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১২২ পুলিশ সদস্য।

করোনার এখন পর্যন্ত পুলিশের ১৭টি ইউনিট, জেলা ও ব্যাটালিয়নের সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন। সর্বশেষ বুধবার (২২ এপ্রিল) তথ্যানুযায়ী, পুলিশে সবমিলে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৭ জনে। আর আক্রান্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ১১৭ সদস্য ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন ইউনিটের। পুলিশ সদর দফতর সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। *খবর: জাগোনিউজ২৪*

"করোনা পরিস্থিতিতেও হিংসার ভাইরাস ছড়াচ্ছে বিজেপি"

বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবিলায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন ভারতের কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। মরণ ভাইরাস রুখতে কংগ্রেস যে পরামর্শগুলি দিয়েছিল, তার অধিকাংশই মেনে চলা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

করোনাভাইরাসের সময় আরোপিত লকডাউন নিয়ে সরকার মমত্ববোধ ও তৎপরতা দেখাতে পারেনি বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। গ্রামীণ ও শহরতলিতে মানুষের দুর্দশা কাটাতে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন সোনিয়া গান্ধী। রিপোর্ট: বিডি প্রতিদিন

একাধিক পরামর্শের কথা বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একাধিক চিঠি দেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী বৈঠকের পর সোনিয়া গান্ধী জানান, 'দুর্ভাগ্যবশত, তারা কার্পণ্যের সঙ্গে আংশিক পরামর্শ গ্রহণ করেছে। আরও মমত্ববোধ, উদার মানসিকতা এবং তৎপরতা দেখানো উচিত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের।

তবে তাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। '

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা প্রত্যেকে ভারতীয়। যখন আমাদের একজোট হয়ে করোনাভাইরাস মোকাবিলা করা উচিত, বিজেপি তখন সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার ভাইরাস ছড়াচ্ছে। সামাজিক সম্প্রীতিতে বিস্তর ক্ষতি হয়ে গেছে। এই ক্ষতি মেটাতে আমাদের দল কঠোর পরিশ্রম করবে।

'গত তিন সপ্তাহে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দেশে মাত্রাতিরিক্ত হারে ও গতিতে বেড়েছে বলেও দাবি করেন সোনিয়া গান্ধী।

২৩শে এপ্রিল, ২০২০

প্রশাসনের উদাসীনতায় লাগামহীন চালের বাজার

করোনাভাইরাসের কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এরপরও ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার কারণে করোনা পরিস্থিতির অজুহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন অসাধু

ব্যবসায়ীরা। এতে বাজারে গিয়ে পণ্য ক্রয় করতে স্বল্প আয়ের মানুষদেরকে হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দফায় দফায় চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ পড়েছে মহাবিপাকে।

কালের কণ্ঠ জানায়, পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় চাল ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী মিল মালিকরা সিন্ডিকেট তৈরি করে দফায় দফায় বাড়াচ্ছেন চালের দাম। যদিও চালের দাম বৃদ্ধির ব্যাপারে চাল ব্যবসায়ী ও মিল মালিকরা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। ভোক্তাদের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় ধাপে ধাপে বাড়ছে চালের দাম।

বুধবার ভাঙ্গুড়া পৌরশহরের শরৎনগর ও ভাঙ্গুড়া বাজার ঘুরে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি বেড়েছে বোরো ২৯ ধানের মোটা চালের দাম। মে চাল এখন বিক্রি হচ্ছে ২৩০০ টাকা বস্তা (৫০ কেজি)। এ বছরের মধ্যে এই চালের সর্বোচ্চ দাম এটা। এর আগে গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই চাল বিক্রি হতো ১৬০০ থেকে ১৭০০ টাকা বস্তা। করোনা ভাইরাসের উদ্ভূত পরিস্থিতির পর কয়েক দফায় দাম বেড়ে বর্তমানে ২৩০০ টাকা বস্তা বিক্রি হচ্ছে। একইসাথে বেড়েছে মিনিকেট ও বাসমতি চালের দাম। বর্তমানে মিনিকেট চাল প্রতি বস্তা বিক্রি হচ্ছে ২৫০০ থেকে ২৬০০ টাকা এবং বাসমতি চাল বিক্রি হচ্ছে ২৮০০ থেকে ৩ হাজার টাকা। অথচ এক মাস আগেও মিনিকেট চাল বিক্রি হতো ২ হাজার ১০০ টাকা ও বাসমতি চাল ২৩০০ থেকে ২৪০০ টাকা বস্তা (৫০ কেজি)। এছাড়া বাহির থেকে আমদানি করা নাজিরশাইল চালের দাম প্রতি বস্তায় বেড়ে গেছে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা করে। গত একমাসে কয়েক দফায় দাম বেড়ে বর্তমানে এই দামে চাল বিক্রি হচ্ছে।

সাধারণ ক্রেতারা অভিযোগ করেন, প্রভাবশালী চাল মিল মালিকরা হাজার হাজার বস্তা চাল গুদামজাত কওে রেখেছেন। এছাড়া প্রত্যেকটি চালের দোকানে শতশত বস্তা চাল সংরক্ষিত রয়েছে। অথচ প্রতি সপ্তাহেই চালের দাম বাড়ছেই। স্থানীয় চাল মিল মালিক ও ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে ধানের দাম স্বাভাবিক থাকার পরও করোনা পরিস্থিতির অজুহাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে চালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু চালের বাজার স্বাভাবিক রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে প্রশাসনের কোনো ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না।

চাল ব্যবসায়ী সজল আহমেদ বাবু বলেন, চাউলের দাম তো দিনের পর দিন বাড়ছেই। কিন্তু আমাদের কিছুই করার নেই। বেশি দামে আমাদের মিল থেকে চাল কিনতে হয়। তাই বেশি দামে আবার বিক্রি করতে হয়। ক্রেতাদের দূর্ভোগে আমাদেরও কষ্ট হয়। কিন্তু চালের দাম বাড়াচ্ছে মিল মালিকরা। এতে চালের দাম স্বাভাবিক রাখার বিষয়টি মিল মালিকদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আমেরিকার সম্মতিতে পশ্চিম তীর দখলের সিদ্ধান্ত ইহুদিবাদী ইসরাইলের; নিন্দা জানালো ফিলিস্তিন

গতকাল ২২ এপ্রিল মিডলইস্ট মনিটর এক প্রতিবেদনে জানায় যে, ফিলিস্তিনের অধীনস্ত পশ্চিম তীরকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সদ্য গঠিত হওয়া ইহুদিবাদী ইসরাইলের নতুন জোট সরকার।

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী ইসরাইলের এমন সিদ্ধান্তকে ইসরাইলের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং এতে ইসরাইলের অধিকার রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও।

বুধবার (২২ এপ্রিল) ইহুদিবাদী ইসরাইলের এমন সিদ্ধান্ত ও আমেরিকার সম্মতির নিন্দা জানিয়েছে বিবৃতি দিয়েছেন ফিলিস্তিনের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা নাবিল আবু রুবাইনাহ।

আবু রুবাইনাহ বলেন, আমেরিকার কোন অধিকার নেই ফিলিস্তিনের ভূমি ইহুদিবাদী ইসরাইলের কাছে তুলে দিবে। ফিলিস্তিনিরাই তাদের ভূমির ভাগ্য নির্ধারণ করবে। জেরুজালেমকে রাজধানী হিসেবে মেনেই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হবে।

আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেন, পশ্চিম তীরকে নিজেদের সাথে যুক্ত করাটা ইসরাইলের সিদ্ধান্ত। আমরা তাদের সাথে কাজ করছি। তবে আমরা সুক্ষ্মভাবে অগ্রসর হবো।

উল্লেখ্য, ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর এক চিঠির মাধ্যমে ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনের ভূমিতে নিজস্ব ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। যা ঐতিহাসিক বেলফোর ঘোষণা নামে প্রসিদ্ধ।

১৯২১ সালে ইহুদিরা 'হাগানাহ' নামে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করে। যারা পরবর্তীতে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড দখলে ও ইহুদিবাদী ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদিরা দলে দলে ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে এবং ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনিদের অধিকাংশ ভূমি জোর দখল করে জাতিসংঘের সহায়তায় ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করে।

১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর জেরুজালেমকেও নিজেদের বলে দাবী করে ইহুদিবাদী ইসরাইল। ১৯৯২ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বিল ক্লিনটন। অবশেষে ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ট্রাম্প প্রশাসন জেরুজালেমকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

বর্তমানে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হিসেবে গাজা ও পশ্চিম তীরকে চিহ্নিত করা হয়। যদিও ইহুদিবাদী ইসরাইলের আধিপত্য পুরো ফিলিস্তিন জুড়েই। তবে পশ্চিম তীরকে নিজেদের দখলে নিলে আদতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র বলে আর কিছুই বাকি থাকবেনা।

সার গুদামজাত করে ধরা খেলেও গ্রেফতার করা হয়নি হিন্দু ইউপি সদস্যকে

অবৈধভাবে সার গুদামজাত করার অপরাধে এক ইউপি সদস্যকে অর্থদণ্ড ও সার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার কান্দি ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার অনাদি বৈরাগী অনুপকে লাইসেন্স ছাড়া সার মজুদের অপরাধে নগদ মাত্র ২০ হাজার টাকা এবং সহযোগিতার অপরাধে ট্রাকচালককে চার হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বাড়ির গুদামে বিপুল সার পাওয়া গেলেও তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়নি ।

কালের কণ্ঠের সূত্র জানায়, গোপান সংবাদের ভিত্তিতে ইউপি সদস্য অনাদি বৈরাগী অনুপের বাড়িতে গিয়ে সার মজুদ দেখতে পায় সহকারী কমিশনার মহসিন উদ্দিন। এ সময় লাইসেন্স দেখতে চাইলে তিনি কোনো লাইসেন্স দেখাতে পারেননি। তাই লাইসেন্স ছাড়া সার মজুদের অপরাধে অনাদি বৈরাগীকে ২০ হাজার ও তার সহযোগী হিসেবে ট্রাকচালককে ৪ হাজার টাকা জরিনামা করা হয়। সেইসঙ্গে সমস্ত সার বাজেয়াপ্ত করা করা হয়।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মাদারিপুর জেলার কালকিনি উপজেলা থেকে ঢাকা মেট্রো-ট, ২০-৫৭৫৫ নম্বরের ট্রাকে করে সার আনেন ইউপি সদস্য। ৫০ কেজি ওজনের তিনশ বস্তা ইউরিয়া সার অবৈধভাবে আমদানি করে নিজ বাড়ির গোডাউনে মজুদ করে রাখেন এই হিন্দু নেতা।

কাশ্মিরী সাংবাদিকদের উপর ভারতীয় মালাউন বাহিনীর ক্র্যাক ডাউন

ভারতীয় মালাউন বাহিনী কাশ্মিরের তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে "দেশবিরোধী" কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগ তোলে আটক করেছে। এই বিষয়ে সচেতন সমালোচকগণ মনে করেন, হিন্দুত্ববাদী অথর্ব কর্তৃপক্ষ নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে করোনাভাইরাস মহামারী চলাকালীন সময়ে মিডিয়াকর্মীদের ভয় দেখাতে ও অত্যাচার করতে শুরু করেছে।

পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম দ্যা এক্সপ্রেস ট্রিবিউন সূত্রে জানা যায়, ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার মাসরাত জাহরাকে গত সোমবার সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযুক্ত দেখিয়ে আটক করা হয়েছে এবং মঙ্গলবার মালাউন পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

একটি পুলিশ বিবৃতিতে তাঁর ব্যাপারে মিথ্যে অভিযোগ এনে বলা হয়েছে যে, তার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলো "জনসাধারণকে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে প্ররোচিত করতে পারে" এবং তার বিরুদ্ধে "প্রায়শই অপরাধবিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে দেশবিরোধী পোস্ট আপলোড করার অভিযোগ তোলে।"

সোমবার কাশ্মীর ভিত্তিক সাংবাদিক দ্য হিন্দু সংবাদপত্রের পীরজাদা আশিককে “ভুয়া সংবাদ” এবং “ভুল তথ্য” ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল। পুলিশের দাবি তিনি মিথ্যা বলেছেন যে, ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে প্রতিবেশী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় ও জম্মুতে ভাইরাস টেস্টের কিটগুলি সরানোর পর সেখানে করোনভাইরাস পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার গওহর গিলানির বিরুদ্ধে পুলিশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে “ইসলামিক যোদ্ধাদের প্রশংসা” করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার গভীর রাতে তাকে আটক করে।

এছাড়াও নয়াদিল্লির মালাউন পুলিশ বাহিনী এ সপ্তাহে সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে বেশ কয়েকজন মুসলিম ছাত্র-কর্মীকে এই বছরের শুরুর দিকে দাঙ্গার পরিকল্পনার মিথ্যা অভিযোগ আনে।
সাংবাদিক জাহরা, বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, তিনি কেবল প্রকাশিত কাজটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন এবং তার কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা ছিল না। এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া বলেছে যে জহরা ও আশিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা অর্থাৎ "সাংবাদিকদের উপর সন্ত্রাসবাদের আইন প্রয়োগ করার অর্থ "ক্ষমতার অপব্যবহার"। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অবিনাশ কুমার এক বিবৃতিতে বলেছেন, "কট্টর আইনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের হয়রানি ও ভয় দেখানো অব্যাহত থাকলে তা কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলার প্রয়াসকে হুমকির সম্মুখীন করবে।"

করোনার গজবেও থেমে নেই ইসরায়েলী সন্ত্রাসীদের আগ্রাসন,এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যেও থেমে নেই দখলদার ইয়াহুদি বর্বর সন্ত্রাসীদের ফিলিস্তিনি মুসলিমদের নিধনযজ্ঞ। জেরুজালেমের কাছের এক তল্লাশিচৌকিতে এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরাইলি সন্ত্রাসীরারা। গতকাল বুধবার এই নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। ইসরাইলি পুলিশের মুখপাত্র মিকি রোজেনফেল্ডের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর জানিয়েছে ।

তিনি বলেন, এক সীমান্ত পুলিশের দিকে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করায় ওই ফিলিস্তিনিকে তাৎক্ষণিক গুলি করে হত্যা করা হয়।

দখলকৃত পশ্চিমতীরে ইহুদিদের অবৈধ বসতি মালু আডুমিমের কাছে ওই পুলিশ সদস্য হালকা আহত হন বলে জানায় ইসরাইলি মুখপাত্র।

এদিকে বৈশ্বিক মহামারী করোনায় অবৈধ রাষ্ট্রটির ১৮৭ নাগরিক মারা গেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বুধবার ইসরাইলি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

সূত্র: ইসলাম টাইমস

আবারও চার কাশ্মীরীকে হত্যা করলো ভারতীয় মালাউন বাহিনী

ভারতের জবর দখলকৃত কাশ্মীরে আরও চারজন কাশ্মীরি যুবককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসীরা।
কাশ্মীরি মিডিয়া সার্ভিসের খবরে জানা গেছে, আজ (২২ এপ্রিল) ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের পোলওয়ামার জেলায় এ ঘটনা ঘটে। সংবাদমাধ্যম কেএমএসের তথ্য অনুসারে, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক পুলওয়ামার মালহোড়া এলাকায় আরোপিত অবরোধ লঙ্ঘনের ঠুনকো অজুহাতে কাশ্মীরি চার যুবককে শহীদ করেছে তারা।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী ইসলামাবাদ জেলার ওয়াটরিগাম এলাকায় ঘরে ঘরে অনুসন্ধান চালাতে গিয়েও চারজন কাশ্মীরিকে শহিদ করেছিলো।

দুটি পিসিআর মেশিনেই চলছে তিন কোটি মানুষের টেষ্ট!

চট্টগ্রাম বিভাগের ১০ জেলার তিন কোটি মানুষের করোনার নমুনা পরীক্ষার জন্য পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশন মেশিন (পিসিআর) আছে মাত্র দুটি। এর মধ্যে একটি আবার করোনা সংকট শুরুর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধার করে আনা। অথচ চট্টগ্রামে অব্যবহৃত পড়ে আছে ২১টি পিসিআর মেশিন। মেশিনগুলো কাজে লাগানো গেলে দীর্ঘ অপেক্ষা ছাড়াই ফল পাওয়া যেত করোনার নমুনা পরীক্ষার।

করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরীক্ষার ওপর জোর দিয়ে আসছে। সংস্থাটি প্রকাশিত সর্বশেষ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধবিষয়ক কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত এ রোগের কোনো টিকা বা সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই। পরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত রোগী শনাক্ত করা এবং তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা গেলে এ ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হবে। তাই সাধারণ জনগণের মধ্যে করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষা করতে দেশগুলোকে সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

আমাদের সময়ের অনুসন্ধানে জানা যায়, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি জেলার মধ্যে একমাত্র কক্সবাজারে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বাকি জেলার মানুষের করোনা পরীক্ষা করতে হচ্ছে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজে (বিআইটিআইডি)। আর এই একটি প্রতিষ্ঠান করোনা রোগীর নমুনা পরীক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে। অথচ করোনা পরীক্ষায় বিআইটিআইডিসহ চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে পিসিআর মেশিনের স্বল্পতার কথা বলা হলেও চট্টগ্রামে এই মুহূর্তে ২১টি পিসিআর মেশিনের তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মাত্র সাতজন ব্যক্তি যখন পুরো বিভাগের করোনার নমুনা পরীক্ষায় হিমশিম খাচ্ছেন, তখন হাতের কাছে থাকা প্রশিক্ষিত মাইক্রোবায়োলজিস্ট ও জনশক্তিকে ব্যবহারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না স্বাস্থ্য বিভাগ। খবর: আমাদের সময়

২১টি পিসিআর মেশিনের মধ্যে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) আছে ছয়টি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ ও ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ বিভাগে পাঁচটি, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) চট্টগ্রাম শাখা, চট্টগ্রাম মেরিন ফিশারিজ অ্যাকাডেমিসহ বিভিন বেসরকারি হাসপাতালে আরও ১০টির বেশি পিসিআর মেশিন রয়েছে। এছাড়া পিসিআর মেশিনে ভাইরাস পরীক্ষায় প্রশিক্ষিত জনবলও রয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব পিসিআর মেশিন ও প্রশিক্ষিত জনবল ব্যবহার করে চট্টগ্রাম বিভাগের করোনার নমুনা পরীক্ষা সম্ভব।

বিআইটিআইডির ল্যাবপ্রধান ও ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক শাকিল আহমদ বলেন, চট্টগ্রাম ও আশপাশের জেলা থেকে দৈনিক ২'শতের অধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু আমরা চাইলেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ১২০টির বেশি নমুনা পরীক্ষা করতে পারি না। এ কারণে প্রতিদিনই বিআইটিআইডিতে নমুনার স্তূপ জমা পড়ছে। বিকল্প ব্যবস্থা করা না গেলে রোগীদের ফল পেতে দীর্ঘ অপেক্ষা ও ভোগান্তিতে পড়তে হবে।

সিভাসুর উপাচার্য ড. অধ্যাপক গৌতম বৌদ্ধ দাশ বলেন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে একটি চিঠি পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের নেতৃত্বে এখানে একটি ১০ সদস্যের দল গঠন করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে আর কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। এ ল্যাবের ছয়টি মেশিন দিয়ে প্রতিদিন ১৫০ নমুনা অনায়াসে পরীক্ষা করা সম্ভব। কিট, পিপিই, নমুনাসহ কারিগরি সহায়তা পেলে সরকার যখনই চাইবে, তখন থেকে নমুনা পরীক্ষা করা যাবে।

চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক হাসান শাহরিয়ার কবির বলেন, চট্টগ্রামে বর্তমানে করোনা সামাজিক সংক্রমণ চলছে। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তির আশপাশের লোকজনকে বেশি পরীক্ষা করছি, তাই তারা শনাক্তও বেশি হচ্ছেন। তিনি আরও জানান, করোনা পরীক্ষা করার জন্য আরও পিসিআর মেশিন প্রয়োজন।

কাল থেকে সিয়াম শুরু সৌদি আরবে

সৌদি আরবের আকাশে কোথাও রমজান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। তবে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ হবে। সে হিসেবে আগামীকাল শুক্রবার থেকে দেশটিতে পবিত্র রমজান মাস শুরু হবে।

আজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে তারাবির নামাজ পড়ে শেষ রাতে সেহেরি খাবেন সৌদি প্রবাসীরা।

তারাবির নামাজের জন্য নতুন নিয়ম চালু করেছে সৌদি সরকার। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে শুধু কাবা ও মসজিদে নববীতে সীমিত মুসল্লিদের অংশগ্রহণে ১০ রাকাত তারাবির নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের রমজান মাসটি বিশ্ববাসীর কাছে একটু ব্যতিক্রম। মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে বেশির ভাগ দেশেই চলছে লকডাউন। সৌদি আরবে এবার রমজানে ঘরেই তারাবি

আদায়ের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অনেক দেশেই বাসায় অবস্থান করে ইবাদত-বন্দেগির মধ্য দিয়ে এবারের রমজানের রোজা পালন করবেন মুসলিমগণ।

মক্কা ও মদিনা মসজিদের সীমিত সংখ্যক মুসল্লির অংশগ্রহণে রমজানে ওয়াক্তিয়া নামাজ, তারাবিহ ও শেষ ১০ দিন তাহাজ্জুদের জামাত চলবে। তবে এসব সিদ্ধান্ত শুধু মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর ক্ষেত্রে। দেশের অন্য মসজিদে জামাতের নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের দেওয়া ভুয়া পিপিই সেটে আক্রান্ত ডাক্তাররা

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইতোমধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ চিকিৎসক। তবে তাদের কোনও জটিলতা নেই, তারা ভালো আছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাসপাতালের একাধিক চিকিৎসক বলেন, যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে দেওয়া পিপিই (পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট) আর নকল এন-৯৫ মাস্ক পরেই আইসোলেশন ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন করেছেন, আর সেখান থেকেই তারা সংক্রমিত হয়েছেন। এদিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্ত্রীরোগবিদ্যা বিভাগের একজন সহকারী রেজিস্ট্রার আক্রান্ত হওয়ার পর জানা গেছে, তিনি হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা পিপিই পরে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা সন্দেহভাজন করোনা রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। এভাবে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে সরবরাহ করা পিপিই পরেই যখন একের পর এক চিকিৎসক কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হচ্ছেন, তখন সে পিপিইর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

একাধিক হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা পিপিই পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেগুলা খুবই নিম্নমানের। তারা বলছেন, করোনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেলে এসব পিপিই কোনও কাজে আসবে না। প্রথমদিকে চিকিৎসকদের কেউ কেউ এ নিয়ে কথা বললেও এখন শোকজসহ নানা হয়রানির আতঙ্কে মুখ খুলছেন না।

একাধিক চিকিৎসক অভিযোগ করে বলেন, অধিদফতরের দেওয়া পিপিই সেটে মাস্ক আর গগলস নেই। আবার কারোটাতে কেবল গাউন আর সার্জিক্যাল মাস্ক আছে, নেই সু-কাভার, হেডকাভার। এভাবে একেকটা পিপিই সেটের ভেতর থেকে এসব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোথায় গেল—সেটা খুঁজে দেখা দরকার বলেও মনে করছেন তারা। চিকিৎসকরা বলছেন, ডিউটি করতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, কেবল প্রোপার পিপিইর দাবি জানাচ্ছি। নয়তো চিকিৎসকরা কী করে সেবা দেবে? পিপিই ধুয়ে শুকিয়ে ব্যবহার করছেন বলেও জানান তারা। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ হচ্ছে, এসব পিপিই একবার ব্যবহারের পর ধ্বংস করে দিতে হবে।

বাংলা ট্রিবিউন সূত্রে জানা যায় বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাদের সরবরাহ করা পিপিইর ছবি পাঠিয়েছেন। তারা বলছেন, পিপিইর ভেতরে থাকা মাস্ক-ক্যাপ-গ্লাভস-গাউনের কোয়ালিটি একেবারেই নিম্নমানের। এমনও হয়েছে যে গ্লাভস পরতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে। আবার কোভিড হাসপাতালগুলোতে নিম্নমানের পিপিই দেওয়া হলেও নন-কোভিড হাসপাতালগুলোতে অপ্রতুলতা রয়েছে, এটা প্রচণ্ড চাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য।

কোভিড-১৯ চিকিৎসার জন্য ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলোর মধ্যে অন্যতম পুরান ঢাকার মহানগর হাসপাতালের অ্যানেস্থেসিওলজি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আমিনুল ইসলাম মামুন বলেন, এই হাসপাতালে বর্তমানে ৫০ জন রোগীর মধ্যে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী রয়েছেন ৩৮ জন আর বাকি ১২ জন সাসপেক্টেড।

তিনি জানান, তাদের এক সেট করে পিপিই দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তার মান প্রশ্নবিদ্ধ। এই পিপিইতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মাস্ক, দ্বিতীয় গ্লাভস এবং তৃতীয় হেডকাভার। অথচ গ্লাভস দেওয়া হয়েছে উন্নতমানের মোটা পলিথিনের। এগুলোই ব্যবহার করা হচ্ছে, এছাড়া তো কোনও উপায়ও নেই।

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, হোটেলে খাবার দেওয়ার সময় যে পাতলা পলিথিন পরে খাবার দেওয়া হয়, সে পলিথিনের তৈরি গ্লাভস দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো ছিঁড়েও গেছে, এগুলো পরা আর না পরা সমান কথা। স্বাস্থ্য অধিদফতর নিজেদের অপারগতার কথা স্বীকার করে নিক, আমরাও তাদের পাশে থাকবো। কিন্তু তারা আমাদের বিপদে ফেলে মিডিয়ায় গালভরা গল্প শোনাচ্ছেন, এটা মেনে নিতে কষ্ট হয় আর নিজেরা লজ্জা পাচ্ছি এগুলো দেখে—বলেন একাধিক চিকিৎসক।

ডা. আমিনুল ইসলাম মহানগর হাসপাতালের আগে ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানকার অভিজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, ওখানকার অবস্থা ছিল আরও খারাপ। বিভাগ থেকে ওয়ানটাইম ইউজ করার জন্য পিপিই দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ছিল কেবল গাউন আর সার্জিক্যাল মাস্ক। আবার কোথাও কোথাও মোটা রেইনকোটের মতো দেওয়া হয়েছে, মাস্ক ছাড়া আমি নিজে এটা ব্যবহার করে এসেছি। তিনিই জানালেন, একজন ওয়ার্ডবয়ের পিপিই সেটের ভেতরে স্যু-কাভার হিসেবে ছিল বাজার করার পলিথিনের ব্যাগ।

কিম জং উনের স্বাস্থ্য নিয়ে নীরব ভুমিকায় উত্তর কোরিয়া

হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের পর উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং উনের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে খবরের মধ্যে নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমেও অনুপস্থিত রয়েছেন তিনি। বুধবার উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় মাধ্যমে তার নতুন কোথাও উপস্থিতির খবর প্রচার হয়নি বলে জানিয়েছে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। এদিকে এই ইস্যুর ওপর নিবিড় নজর রাখার কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিম জং উনের এই ছবিটি গত ১০ এপ্রিল প্রকাশ করে কেসিএনএ।

মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সংবাদমাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন 'গুরুতর অসুস্থ' বলে খবর প্রকাশিত হয়। এসব খবরে বলা হয়, হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তবে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এই খবরের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। খবরঃ বাংলা ট্রিবিউন

২০১৮ ও ২০১৯ সালে কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়া ও মার্কিন সংবাদমাধ্যমের খবর নিশ্চিত নয়। আর এগুলোর ওপর বেশি ভরসা নেই তার। তিনি বলেন, 'আশা করি তিনি ভালো আছেন। আমার সঙ্গে কিম জং উনের সম্পর্ক খুবই ভালো। আর আমি তাকে ভালো দেখতে চাই। তিনি কেমন আছেন তা আমরা দেখবো। রিপোর্টগুলো সত্যি কিনা তা এখনও আমি জানি না।'

গত ১৫ এপ্রিল উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও কিমের দাদা কিম ইল সাং এর জন্ম বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার পর কিম জং উনের স্বাস্থ্য নিয়ে প্রথম জল্পনা শুরু হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে বলা হয়, কিম জং উন স্বাভাবিক নিয়মেই রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো দেখভাল করছেন আর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গুজবের বিষয়ে কোনও তথ্য নেই।

এইসব গুজবের মধ্যে কিম জং উনের খবর নিতে স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর কোরিয়ার সংবাদমাধ্যমগুলোর নজর রাখছেন অনেকে। তবে বুধবার দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা (কেসিএনএ) খেলাধুলা, মালবেরি পেকে যাওয়াসহ বিভিন্ন বিষয়ে খবর প্রকাশ হলেও কিম জং উন কোথায় আছেন সেই বিষয়ে কোনও খবর পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র রোদং সিনমুন-এ বুধবার স্বনির্ভর অর্থনীতি ও করোনাভাইরাস বিরোধী পদক্ষেপ সংক্রান্ত প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। তবে সেখানেও কিম জং উনের কোনও খবর প্রকাশ হয়নি।

২০১৪ সালেও একবার প্রায় ছয় সপ্তাহ সংবাদমাধ্যমে অনুপস্থিত ছিলেন কিম জং উন। এর পরে তার বেত হাতে একটি ছবি প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা জানায়, গোড়ালি থেকে একটি টিউমার অপারেশনের পর প্রকাশ্যে আসেন কিম।

চাল চুরির মহোৎসবে এবার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে জনগণের মামলা

নড়াইলের পিরোলী ইউপি চেয়ারম্যান জারজিদ মোল্যার বিরুদ্ধে ভিজিডির ৪১ টন চাল আত্মসাৎ-এর মামলা করেছে জনগণ।

এ সময় করোনার ঝুঁকির মধ্যে সামাজিক দূরত্ব ব্যবস্থা না মেনেই চেয়ারম্যানের বাড়ির আশে পাশের কয়েকজন নারী-পুরুষকে মানববন্ধনে বাধ্য করা হয়। কয়েক দফা তদারকির পর চেয়ারম্যান জারজিদ মোল্লার বিরুদ্ধে প্রায় ৪১ টন ভিজিডি চাল আত্মসাতের ঘটনায় কালিয়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের সুপারভাইজার মো.মতিয়ার রহমান বাদী হয়ে শনিবার (১৮এপ্রিল) থানায় মামলা দায়ের করেন। যা কালিয়া থানা পুলিশের মাধ্যমে দুদকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

মামলার বিবরণে জানা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে পিরোলী ইউনিয়নের অসহায় পরিবারের মহিলাদের দুই বছরব্যাপী বিনামূল্যে প্রতিমাসে ৩০কেজি করে ১৯০টি ভিজিডি কার্ড বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত কার্ডের বিপরীতে চলতি ২০১৯-২০২০অর্থবছরে ইউপি চেয়ারম্যান মো.জারজিদ মোল্যার অনুকুলে ১৯০ জনকে ভিজিডি সুবিধার জন্য ৫হাজার ৭০০কেজি চালের ডিও প্রদান করা হয়। এই ১৯০ জন দরিদ্র মানুষের তালিকায় ৮৫ জনের কোন হদিস পায়নি তদারককারী প্রতিষ্ঠান উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। এই চালের কিছু অংশ বিতরন করলেও ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাস হতে মাস হতে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১৬ মাসে ৪০ টন ৮০০ কেজি চাল দুর্নীতি বা বেআইনীপন্থায় আত্মসাৎ করেছেন। কালের কন্ঠের রিপোর্ট

স্থানীয়রা বলছেন,যেখানে দুর্নীতিবাজ চেয়ারম্যান এর গ্রেপ্তার হওয়া উচিত সেখানে তা না করে উল্টো একজন চোর নিজেকে দুর্নীতি মুক্ত করতে মানবন্ধনের সাহস পায় কোথায়। মানববন্ধনে আসা খড়রিয়া গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চেয়ারম্যান ভয়ংকর প্রকৃতির মানুষ তার ভয়ে তার বিপক্ষে এলাকার কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়না। আমরা বাধ্য হয়েই মানবন্ধনে এসেছি, না হলে বাড়ি টিকতে পারবো না।

এদিকে দুদকে মামলা হবার পরে পিরোলী ইউনিয়নের সাধারন মানুষ অত্যন্ত খুশী হলেও কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। খোজ নিয়ে জানা গেছে,এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে নেশা,চাদাবাজি করার জন্য নিজ বাহিনী তৈরী করেছে এই চেয়ারম্যান। একাধিক খুন সহ সাংবাদিক ও তহশিলদার মারার মতো ঘটনার সাথে জড়িত তিনি।

খড়রিয়া বাজারের একজন ব্যবসায়ী বলেন, চেয়ারম্যান জারজিদ একজন সন্ত্রাসী ও নেশাখোর,তার নিজস্ব বাহিনী আছে,কেউ তার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে তাকে সায়েস্থা করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের দোতলায় তার টর্চার সেল আছে।

পশ্চিম তীরে ইহুদীবাদী ইসরাইলের গুলিতে এক ফিলিস্তিনি শহীদ

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সৈন্যরা দক্ষিণ পশ্চিম তীরের শহর বেত লাহামের নিকটবর্তী একটি সামরিক নিরাপত্তা চৌকিতে বুধবার একটি ফিলিস্তিনি গাড়িতে গুলি চালিয়েছে বলে আল-জাজিরার ২২ এপ্রিল প্রতিবেদনে উঠে আসে।

উক্ত ঘটনায় সেই গাড়ির চালক ইব্রাহিম হালসা ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর লাশ মাটিতে পরেছিলো পরে সন্ত্রাসী ইসরায়েল লাশটি নিয়ে যায়।

ফিলিস্তিনের স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে দখলকৃত পশ্চিম তীরে হালসার গ্রামে ও বাড়িতে ইসরায়েলি বাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি ফিলিস্তিনি বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে এবং তার বাবা-মাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

ইহুদীবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের সেনাবাহিনী দাবী করেছে যে, ”ফিলিস্তিনি ব্যক্তিটি তার গাড়ি নিয়ে নিরাপত্তা চৌকিতে প্রবেশ করে এবং একজন সেনাকে ছুরিকাঘাত করে।

নিরপরাধ মুসলিম ব্যাক্তিটিকে ঠুনকো অজুহাতে শহীদ করা হয়। দাবী করা হয় হালসা দখলদার ইহুদি সেনাকে ছুরিকাঘাত করেছে অথচ ইহুদি সেনার কিছুই হয়নি। উল্টো হালসার মা-বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। এমন বর্বর জুলুমে ফিলিস্তিনিরা হতবাক।

সুপেয় পানির তীব্র সংকটে উপজেলা জুড়ে হাহাকার

একদিকে করোনা আতঙ্ক, অন্যদিকে রমজান মাস সমাগত। এই অবস্থায় বাগেরহাটের শরণখোলায় দেখা দিয়েছে খাবার পানির (সুপেয়) তীব্র সংকট। এলাকার পুকুরগুলো শুকিয়ে গেছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পুকুরে বসানো পানি ফিল্টারিংয়ের বেশিরভাগ পিএসএফ অকেঁজো। কিছু কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পিএসএফ স্বচল থাকলেও করোনার ভয়ে অবাধে পানি

নেওয়া সীমিত করা হয়েছে। তাছাড়া, উপজেলার অধিকাংশ এলাকায় নলকুপের পানি লবণাক্ত হওয়ায় কারণে সুপেয় পানির অভাবে উপজেলা জুড়েই হাহাকার পড়ে গেছে।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ভূক্তভোগীদের সাথে কথা বলে খাবার পানির সংকটের কথা জানা গেছে। যেসব পুকরে পিএসএফ স্বচল রয়েছে, সেখানে দিনরাত নারী-পুরুষের দীর্ঘ লাইন থাকে। করোনার ভয় উপক্ষো করে জীবন বাঁচাতে দূর-দূরান্ত থেকে পানির জন্য যেখানে ফিল্টার আছে সেখানে ছুঁটছে মানুষ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে এক কলস পানি নিয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে তাদের। খবরঃ কালের কণ্ঠ

আজ বুধবার সরেজমিনে উপজেলা সদরের আর.কে.ডি.এস বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, ফিল্টারের পাশে সারি সারি কলস সাজানো। নারী-পুরুষরা অপেক্ষায় রয়েছে এক কলস পানির জন্য। সেখানে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের উত্তর কদমতলা গ্রাম থেকে পানি নিতে আসেন শহিদুল ইসলামের স্ত্রী মমতাজ বেগম (৪৫)। তিনি জানান, তাদের গ্রামে কোথাও একফোটা খাবার পানি নেই। আগে গ্রামের পুকুরের পানি ফুটিয়ে এবং ফিটকিরি দিয়ে খেতেন। কিন্তু এখন সেসব পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন। তাই এখানে এসেছেন পানি নিতে। সামনে রমজান মাস। এই সময় ঘরে খাবার পানি না থাকলে মানুষের কষ্টের সীমা থাকবে না।

রায়েন্দা বাজারের পূর্ব মাথার ঋষিপাড়ার নিতাই ঋষির স্ত্রী ঝর্ণা রাণী জানান, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন পানির জন্য। করোনার কারণে ঘর থেকে বের হতেই ভয় লাগে। তার পরও পানির জন্য না এসে উপায় নেই।

রায়েন্দা ইউনিয়নের উত্তর রাজাপুর ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. জাকির হোসেন খান জানান, তার ওয়ার্ডের ৫টি গ্রামের প্রায় সাত হাজার লোক বাস করে। গ্রামের সমস্ত পুকুর শুকিয়ে যাওয়ায় খাবার পানির জন্য মানুষ হাহাকার করছে। তাছাড়া সিডরের পর বিভিন্ন পিএসএফগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তার ওয়ার্ডে বর্তমানে ভোলার পাড় সামছুল উলুম কওমি মাদরাসা, উল্টার পাড়ের মোমিন গাজী বাড়ি এবং আমতলী গ্রামের স্বপন চৌকিদারের বাড়ির এই তিনটি পিএসএফ স্বচল আছে। তা দিয়ে এলাকার এতো জনগোষ্ঠীর চাহিদা পুরণ করা সম্ভব না। ভোলার পাড়ের মজিদ গাজীর বাড়ি জেলা পরিষদের পুকুরটি পুনঃখনন করা হলে পানির সমস্যা অনেকটা দূর হতো।

ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান স্বপন জানান, তার বাড়ির পাশে নবী হোসেন হাওলাদারের বাড়ির পিএসএফে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শত শত মানুষের ভিড় পড়ে যায়। ওই ইউনিয়নে সরকারি ও ব্যক্তিগত মিলিয়ে মাত্র ১০-১২টি পিএসএফ চালু

আছে। সবগুলোতেই এভাবে মানুষেল ঢল নামে। করোনার এই মুহূর্তে এক জায়গায় এতো মানুষের সমাগম হওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। রমজান মাসের জন্য সরকারিভাবে ভ্রাম্যমাণ খাবার পানি সরবরাহের দাবি জানান তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর শরণখোলায় চরমভাবে সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয়। ওই সময় সিডর বিধ্বস্ত এই উপজেলার চারটি ইউনিয়নের পানি সংকট নিরসণে প্রায় দুই হাজার পন্ড । সেসব পিএসএফ ব্যক্তি মালিকানা ছোট ছোট পুকুরে বসানোর ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি না থাকায় তার অধিকাংশই ভেঙে ফেলা হয়।

---

৯২ বছরের বৃদ্ধার ত্রাণের আশায় পথ চেয়ে...

নব লক্ষী দেব বর্মা (৯২) সাংবাদিকদের দেখে প্রথমে মনে করেছিলেন ত্রাণের লিস্ট করতে তারা এসেছে। ঘর থেকে বেড়িয়ে নব লক্ষী মুখে হাসি দিয়ে নিজের নামটি ত্রাণের লিস্টে তুলার জন্য অনুরোধ করছেন। বলা হল আমরা সাংবাদিক। সাংবাদিক পেয়ে তার দুঃখের শেষ নেই। তিনি বলেন, ১০ কেজি ত্রাণের চাল দিয়ে কয়দিন চলা যায়। এক মাস হয়ে গেল বাড়ির লোকজন কাজে বের হতে পাড়ছে না। এলাকার চেয়ারম্যান মেম্বরারা এসে খবর নিচ্ছে না।

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের ত্রিপুরা পল্লী ঘুরে দেখা গেছে, এখানে ২২ টি পরিবারে প্রায় দেড়'শ লোক বসবাস করে। সাথে এই পল্লীতে চা শ্রমিক পরিবার আছে ৫ টি। সব মিলিয়ে এখানে ২০০ মানুষের বসবাস। এখানে শিশু খাদ্যসহ খাদ্য সংকট প্রকট। কালের কন্ঠের রিপোর্ট

নব লক্ষী বলেন, গত বছর বর্ষায় পাহাড়ি ঢলে সাতছড়ি ত্রিপুরা পল্লীর ব্যাপক পাহাড় ধসের সময় স্থানীয় প্রশাসন জরুরী ভিত্তিতে বাঁশের পাইলিং ও বস্তা দিয়ে সাময়িক মেরামত করে। দিন দিন পাহাড়ের ভাঙ্গন টিপরা পল্লীর বসত ঘরের নিকট চলে এসেছে। এ বছর পাহাড় ধস থেকে রক্ষা করতে না পাড়লে পল্লী পাহাড়ি চড়ায় বিলিন হয়ে যাবে।

বিরোধে আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী নেতাকে ছাত্রলীগ নেতার গুলি

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার বাটইয়া ইউনিয়নে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার ছোড়া গুলিতে বিদ্ধ হয়েছেন এক সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতা। গুলিবিদ্ধ

বাহার উদ্দিন (৪৫) বাটইয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তাকে বর্তমানে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। গতাকাল মঙ্গলবার সকালে বাটইয়া ইউনিয়নের ছিন্নদ্রি গ্রামের চৌরাস্তা এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বাহার উদ্দিন বলেন, দলীয় কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তারেক আমিন জনি ও শাকিব গ্রুপের মধ্যে সকালে চৌরাস্তা দোকান ঘর এলাকায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় শাকিব গ্রুপের কয়েক যুবক আমার বাড়ির ওপর দিয়ে পালিয়ে যায়। জনি অস্ত্র হাতে তাদের ধাওয়া করে বাড়ির ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে আমি বাধা দিই। এ সময় সে আমার বাম পায়ে গুলি করে দেয়। তিনি অভিযোগ করেন, বাটইয়া ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের মদদে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা জনি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করবেন বলেও জানান তিনি। খবরঃ আমাদের সময়

তবে জনি সে অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে বলেন, ‘আমাকে লক্ষ্য করে শাকিব নামে এক যুবক গুলি করলে বাহার পায়ে গুলিবিদ্ধ হন।’ ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, ‘গুলিবিদ্ধ বাহার বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাকে দলীয় পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই আমার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছে।’ তার মদদে এলাকায় কেউ কোনো সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে না বলেও দাবি করেন স্থানীয় এই ইউপি চেয়ারম্যান।

মিথ্যাচারের অভিযোগে চীনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা

করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে চীন তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি- এমন অভিযোগ তুলে চীন সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য মিজৌরি। একইসঙ্গে করোনাভাইরাসের কারণে মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দাদের হওয়া লাখ লাখ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার মিজৌরি রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক স্মিথ যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কোর্টে মামলাটি দায়ের করেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

অভিযোগে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাস নিয়ে চীন সরকারের মিথ্যাচার এবং অবহেলার কারণে লাখ লাখ বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে মিজৌরি অঙ্গরাজ্য এবং এর বাসিন্দারা। একই সঙ্গে এই আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবিও করা হয়েছে।

রিপাবলিকান অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক স্মিথ বলেন, 'চীনা সরকার কোভিড-১৯ এর বিপদ এবং সংক্রামক প্রকৃতি সম্পর্কে বিশ্বকে মিথ্যা বলেছিল, তথ্যদাতাদের চুপ করে রেখেছিল। এছাড়াও এই রোগের বিস্তার ঠেকাতে তেমন কিছুই করেনি তারা। তাদের কর্মের দায়ভার অবশ্যই তাদের তাদের নিতে হবে।'

রিপোর্টঃ আমাদের সময়

আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনাভাইরাস নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে করা এই মামলায় তেমন কিছুই হবে না এবং এটা সম্ভবত ব্যর্থ হবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম থেকেই এই ভাইরাসকে চীনা ভাইরাস বলে আসছিলেন। এই ভাইরাস নিয়ে চীন আরও আগে এবং আরও বেশি তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারতো বলেও জানান ট্রাম্প।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৮ লাখ ১৯ হাজার ১৭৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৫ হাজার ৩৪৩ জনের।

বাংলাদেশে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সহায়তা করার অজুহাতে বাংলাদেশে ১৪ সদস্যের সেনাবাহিনীর দল পাঠাবে ভারত। বুধবার (২২ এপ্রিল) ভারতের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম জি নিউজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জানা যায়, করোনা প্রতিরোধে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভূটান ও আফগানিস্তানে একটি করে টিম পাঠাতে প্রস্তুত ভারতের সেনাবাহিনী। এরই লক্ষ্যে করোনা মোকাবিলায় কথিত সহায়তার জন্য বাংলাদেশে ১৪ সদস্যের একটি দল পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছে ভারত।

গত মার্চ মাসে করোনাভাইরাস টেস্ট সেন্টার তৈরি ও স্থানীয় চিকিৎসকদের ভাইরাসের মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নেপালে ১৪ সদস্যের দল পাঠিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

এছাড়া কুয়েতেও ১৫ সদস্যের দল পাঠিয়েছে তারা। ইতোমধ্যে ৫৫টি দেশে করোনার তথাকথিত সম্ভাব্য ওষুধ হাইড্রক্সিক্লরোকুইন পাঠিয়েছে ভারত। বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ভূটান, আফগানিস্তানের মতো দেশে এই ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, করোনা রোগীদের হাইড্রক্সিক্লরোকুইন ঔষধ প্রয়োগে মৃত্যুর হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । ১১ এপ্রিলের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন অথবা মৃত্যু হয়েছে এমন ৩৬৮ জন করোনা রোগীর চিকিৎসার নথি ঘেঁটে দেখেছে মার্কিন গবেষণা সংস্থা ভেটেরানস হেলথ অ্যাসোশিয়েসান। তাঁদের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, ৯৭ জন ব্যক্তিকে এই ম্যালেরিয়া ড্রাগ(হাইড্রক্সিক্লরোকুইন) দেওয়া হয়েছিলো, তাঁদের মধ্যে ২৮ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে। ১১৩ জন রোগীকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২২ শতাংশের। আর এই ধরণের কোনও ড্রাগই দেওয়া হয়নি এমন ১৫৮ জনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ১১ শতাংশের। এই সমীক্ষাই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। গবেষকরা বলছেন, যাঁরা এই ড্রাগ নিয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা অন্যদের থেকে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকার এই বিতর্কিত প্রাণঘাতী ঔষধ উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাংলাদেশে পাঠাতে চাচ্ছে, সাথে পাঠাচ্ছে সম্ভাব্য ধর্ষকগোষ্ঠী ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যকে। ভারতের দাবি বন্ধু দেশগুলির প্রতি পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশসহ আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভুটানে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীর টিম প্রেরণের যে সীদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, উল্লেখিত প্রতিটি রাষ্ট্রে পূর্ব থেকে আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। প্রতিটি দেশের সাথেই কর্তৃত্ববাদী সামরিক চুক্তি ইতোমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে । দীর্ঘদিন যাবত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর পর এবার সরাসরি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সেনাবাহিনী প্রেরণের ঘোষণা এলো।

উল্লেখ্য যে, নব্য উপনিবেশিক সময়ে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ সেবার অজুহাতে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রে সেনা প্রেরণ করে , এরপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যা সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম দেশসমূহের ক্ষেত্রে পৃথিবীবাসী দেখতে পাচ্ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অর্থনীতি প্রতিটি সূচকে পিছিয়ে পড়া, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় প্রশাসন নিজ দেশের করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেলেও অন্য দেশে কেন সেনাবাহিনী পাঠাতে চাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, করোনা পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে এটা বাংলাদেশের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণের পাঁয়তারা নয়তো?

২২শে এপ্রিল, ২০২০

মাসিক ইনফোগ্রাফি | হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান

বৈশ্বিক জিহাদী সংগঠন আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন, গত মার্চ ২০২০ ঈসায়ী সোমালিয়া জুড়ে দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৩০ টিরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে হতাহত হয় প্রায় ৮ শতাধিক কুফ্ফার সেনা।

বিস্তারিত জানতে দেখুন আল-ফিরদাউস কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক ইনফোগ্রাফি…

https://alfirdaws.org/2020/04/22/36914/

সেই মুসলিম নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করলো তাগুত সৌদি বাহিনী! [Video]

https://alfirdaws.org/2020/04/22/36911/

কোয়ারেন্টাইন ফেরত ৫৪ বিদেশি তাবলিগিকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিলো উত্তরপ্রদেশের মালাউন যোগী

কোয়ারেন্টাইনে ১৪ দিন থাকার পর এবার নিজামুদ্দীনের তাবলিগ জামাতের ৫৪ বিদেশি সদস্যকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর অফিস।

রাজ্যের শাহারানপুরে ছিলেন ওইসব বিদেশি নাগরিকরা। এতদিন তারা ছিলেন কোয়ারেন্টাইনে। সেই পর্ব শেষ হওয়ায় তাদের এবার পাঠানো হচ্ছে অস্থায়ী জেলে। পরবর্তী তালিকায় রয়েছে আরও ১২ জন। তাদের কোয়ারেন্টাইনের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তা শেষ হলেই তাদের নিয়ে কোনও নতুন নির্দেশ দেবে সরকার। আপাতত তারা রয়েছেন দেওবন্দে।

উল্লেখ্য, গত মাসে দিল্লির নিজামুদ্দিনে কয়েক হাজার ভারতীয় এবং কয়েকশো বিদেশি তবলিগ জামাতের ইজতেমায় যোগ দেন। ইজতেমা শেষে তারা ছড়িয়ে পড়েন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এখনও পর্যন্ত সেইসব জামাত ও তাদের সংস্পর্শে আসা ২৫,০০০ লোককে চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। এদের চিনিয়ে দিতে পারলে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার।

এদিকে, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারতে ১৮,০০০ এর বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৫৯০ জনের। ৩,২৫২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

সূত্র: ইসলাম টাইমস

এবার দেওবন্দ মাদ্রাসাকে করোনা ভাইরাসের বৃহত্তম হটস্পট উল্লেখ করে টুইট করলো হিন্দুত্ববাদী সংবাদমাধ্যম নিউজ-১৮

তাবলিগ জামাতের জমায়েতকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো অপপ্রচার চালিয়ে গোটা ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ উসকে দিচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ এবং দারুল উলুম ওয়াকফে দেওবন্দের ব্যাপারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করেছে নিউজ-১৮।

দেওবন্দ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারী নিউজ চ্যানেলের লাইসেন্স বাতিল করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন ভারতের ধর্মীয় ও বৃহত্তম সামাজিক সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি।

গত সোমবার (২০ এপ্রিল) দিল্লির সংবাদমাধ্যম "হামারা সমাজে" প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়,ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ এবং দারুল উলুম ওয়াকফে দেওবন্দের ব্যাপারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারকারী নিউজ চ্যানেলের লাইসেন্স বাতিল করার আবেদন জানিয়েছেন মাওলানা আরশাদ মাদানি।

প্রসঙ্গত, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে 'নিউজ-১৮' নামে একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সোমবার (২০ এপ্রিল) দারুল দেওবন্দ মাদ্রাসাকে করোনা ভাইরাসের বৃহত্তম হটস্পট উল্লেখ করে টুইট করে। টুইটে তারা দাবি করে দেওবন্দ মাদরাসায় ৪৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে ।

করোনা বিষয়ে ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের ব্যাপারে মিথ্যা ও বানোয়াট খবর ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করে একটি জরুরি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন মাদরাসাটির মুহতামিম মুফতি আবুল কাসেম নোমানি।

গত সোমবার (২০ এপ্রিল) দেওবন্দ মাদরাসার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, করোনা বিষয়ে নিউজ-১৮ নামের একটি সংবাদমাধ্যম দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার ব্যাপারে ভুয়া খবর ছড়াচ্ছে। সংবাদ টিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে একইদিনে অভিযুক্ত মাদ্রাসা দু'টির মুহতামিম মাওলানা আবুল কাসেম নোমানি এবং মাওলানা সুফিয়ান কাসেমি একটি বিবৃতি দেন।

মাওলানা আবুল কাসেম নোমানি বলেন, নিউজ-১৮ এ জঘন্য ও মারাত্মক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে মূলত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। তারা দারুল উলুম দেওবন্দকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। দারুল উলুম দেওবন্দেরমত ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা সংবাদ প্রচার করায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। এ বিষয়ে কেউ যেনো ভুল না বুঝে আমরা সবার প্রতি এই আহ্বান জানাই। কেউ এই দুষ্কৃতকারীদের গুজবে কান দিবেন না বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আর আমরা বিনীত অনুরোধ করছি নিউজ-১৮ উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে অতিশীঘ্রই আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

এছাড়া দারুল উলুম ওয়াকফিয়ার মুহতামিম মাওলানা সুফিয়ানও মতলববাজ চ্যানেলটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন সরকারের প্রতি।

এবার ভারতে রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সে করোনার আঘাত

নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ সবজায়গাতেই। প্রতিনিয়তই হুহু করছে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এবার ভারতে রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সে এক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দেহে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এরপর প্রায় ১০০ জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখার খবর এসেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, চার দিন আগে ওই পরিচ্ছন্নতা কর্মীর দেহে সংক্রমণ ধরা পড়ে। সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও তাদের পরিবারকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়েছে। আর কর্মীদের দিল্লির একটি কোয়ারেন্টিন কেন্দ্রে নিয়ে রাখা হয়েছে। খবরঃ আমাদের সময়

পরীক্ষায় কমপ্লেক্সের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ছাড়া অন্য কারও দেহে ভাইরাস পাওয়া যায়নি। ভারতে শনাক্ত হওয়া করোনাভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা মঙ্গলবার সকালে ১৮ হাজার ৬০১ জনে দাঁড়িয়েছে, মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯০ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যায় মহারাষ্ট্র রাজ্য শীর্ষে আছে। এরপরই আছে রাজধানী দিল্লি। এখানে আক্রান্তের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ভাইরাসটির বিস্তার ঠেকাতে চার সপ্তাহ ধরে লকডাউনে আছে পুরো ভারত। আগামী ৩ মে পর্যন্ত লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

করোনার আক্রমণে রাশিয়ার ১৫ হাজার সেনা কোয়ারেন্টিনে!

রাশিয়ার রেড স্কয়ারে ‘ভিক্টোরি ডে প্যারেড’র জন্য সামরিক মহড়াতে অংশগ্রহণ করা প্রায় ১৫ হাজার সেনা সদস্যকে দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে। এই মহড়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ভাইরাসের জন্য কোনো ধরনের প্রতিরক্ষা কিংবা সামাজিক দূরত্ব মানছে না রাশিয়ার সামরিক সদস্যরা।

আমাদের সময়ের বরাতে জানা যায় গতকাল সোমবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ওই মহড়াতে অংশ নেওয়া কিছু সামরিক সদস্যের করোনা শনাক্ত হওয়ায় সেনাদের কোয়ারেন্টিনে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ‘তাস’ জানিয়েছে, সামরিক দলগুলোকে রেড স্কোয়ারে সামরিক কুচকাওয়াজ স্থগিতের সিদ্ধান্ত মেনে হোম বেসগুলোতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সামরিক সদস্য যারা মহড়াতে অংশ নিয়েছিল তাদের দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে রাখা হবে।

এর আগে গত শুক্রবার রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে কয়েকজন সামরিক সদস্যের করোনা শনাক্ত হওয়ার বিষয়টি জানানো হয়। যদিও তার আগের দিনই ভিক্টোরি ডে উপলক্ষে আসন্ন সামরিক মহড়া স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

প্রতি বছর ৯ মে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের উৎযাপন করা হয়। এই বছর ৭৫তম বিজয় বার্ষিকী পালনের জন্য গত ফেব্রুয়ারি থেকে মহড়া শুরু করেছিল রাশিয়া।

এখনোও বেতনের অপেক্ষায় অনেক গার্মেন্টস শ্রমিক

একদিকে করোনা আতঙ্ক, অন্যদিকে বকেয়া বেতনের প্রতীক্ষা। এ অবস্থায় গার্মেন্টস শ্রমিকরা রয়েছেন বিপাকে, আর তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন সারাদেশ। ঢাকার সাভার ও আশুলিয়ার বেশ কিছু গার্মেন্টে পরিশোধ হয়নি শ্রমিকদের পাওনা। ২২ এপ্রিল প্রতিশ্রুত তারিখে তা পরিশোধ না হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কালের কণ্ঠের সূত্রে জানা যায়, সাভার ও আশুলিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে ও ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গত ১২ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। তাদের একত্রিত অবস্থান করোনা ঝুঁকি বাড়াচ্ছে কয়েকগুন। বেতন বঞ্চিত শ্রমিকরা বাধ্য হয়েই বারবার রাস্তায় নামছেন বলে দাবি শ্রমিক নেতাদের। এ ধরণের পরিস্থিতি এড়াতে শ্রমিকদের পাওনা প্রতিশ্রুত সময়ে দিয়ে দিতে বলছেন তারা।

শ্রমিকরা জানান, চলতি মাসের প্রথম দিকে বেতন দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন তারিখ দিয়েও টালবাহানা করছেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। একবার বলছেন বিকাশের মাধ্যমে দেব, আবার বলছেন হাতে হাতে দিয়ে দেব। কিন্তু কোনোভাবেই বেতন দিচ্ছেন না। আন্দোলনের মুখে কয়েকটি কারখানায় বেতন হয়েছে। অনেকেই দিয়েছেন আংশিক। আবার কেউ কেউ কিছুই পরিশোধ করেননি। এসব কারখানার শ্রমিকরা খুবই অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার বলেন, ‘বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা বেতন ও বকেয়া পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারখানার সামনে এসে বিক্ষোভ করে দাবি জানানোর ভেতর দিয়ে তাঁরা আরো বেশি করোনাভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়েছেন। কেন বেতন ও বকেয়া পরিশোধের নির্দেশনা মানা হচ্ছেনা, তা রহস্যজনক।’

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাভার-আশুলিয়া আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি খাইরুল মামুন মিন্টু বলেন,‘করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে শ্রমিকদের ঘরে রাখতে হবে। আর সেজন্য তাদের বেতন যথাসময়ে দেয়াটা জরুরি। এখন পর্যন্ত যেসব কারখানায় শ্রমিকরা বেতন পেয়েছেন সেখানে একটা শ্রমিকও রাস্তায় নামেননি।’

চীনকে দায়ী করে ১৩ হাজার কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ চেয়েছে জার্মানি

করোনাভাইরাসের ছোবলে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চল। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। এরই মধ্যে, প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের জন্য চীনকে দায়ী করেছে জার্মানি। এর জন্য বেইজিংয়ের কাছে ১৩ হাজার কোটি পাউন্ডের ক্ষতিপূরণ চেয়েছে দেশটির প্রভাবশালী পত্রিকা 'বিল্ড'।

এছাড়া চীনের কাছে ১৩০০০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ চেয়ে ইনভয়েস পাঠিয়েছে জার্মানি।

এতে পর্যটনখাতে ২৭০০ কোটি ইউরো বা ২৩৫২.০২ কোটি পাউন্ড ক্ষতি দেখানো হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পে ৭২০ কোটি ইউরো বা ৬২৭.২১ কোটি পাউন্ড, জার্মানির বিমান সংস্থা লুফথানছায় ঘণ্টা প্রতি ১০ লাখ ইউরো বা ৮৭ লাখ পাউন্ড এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় ৫০০০ কোটি ইউরো বা ৪৩৫৫.৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতি দেখানো হয়েছে।

'বিল্ড'-এর হিসাব মতে, এই ক্ষতি জার্মানিতে যদি জাতীয় প্রবৃদ্ধি শতকরা ৪.২ ভাগ পতন হয়, তাহলে মাথাপ্রতি ক্ষতি হবে ১৭৮৪ ইউরো বা ১৫৫০ পাউন্ড। এ নিয়ে 'বিল্ড'-এর সংবাদ শিরোনাম 'হোয়াট চায়না ওউস আস'। অর্থাৎ আমাদের কাছে চীনের যে ঋণ।

উল্লেখ্য, চীনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ফ্রান্স, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র। এবার তার সঙ্গে যোগ দিলো জার্মানি।

দেশগুলোর দাবি, চীনের উহান থেকেই করোনাভাইরাসের উৎপত্তি এবং বিষয়টিকে তারা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এ ছাড়া করোনায় আক্রান্ত ও মৃত সংখ্যা অনেক কম করে দেখিয়েছে বলে চীনের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

পাঠকের মন্তব্য: মাদ্রাসার উস্তাদদের পাশে দাঁড়ান

আজকে এক ভাইয়ের কথা শুনলাম। মাদ্রাসায় চাকরি করে, কয়েক মাসের বেতন তো আগে থেকেই বাকি। তিনি এখন মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের কাছে বেতন চাইলে বলা হয়, বেতন মাদ্রাসা খোলার পরে দিবে। আর মাদ্রাসা বন্ধ থাকাকালীন মাসের কোন বেতন দেয়া হবে না। বেচারা তারপর স্ত্রীর হাতের চুরি নিয়ে বিক্রি করতে গেলে দেখে দোকান বন্ধ! সত্যি কথা বলতে এরকম অবস্থা তো আমার কাছে আসা শুধু এই ব্যক্তির একার না, বাস্তবতা তো হলো আমাদের মুষ্টিমেয় কিছু প্রাইভেট কওমি মাদ্রাসা বাদ দিয়ে সবার এই একই দশা!

আমাদের উচিত আমাদের মক্তব, হেফযখানা এবং কিতাব বিভাগের যে উস্তাদগণ আছেন, তাঁদের খোঁজখবর নেয়া। পারলে এলাকার হুজুরদেরও খোঁজ নেওয়া। আর, সবাইকে দোয়ায় স্বরণ রাখা। আওয়ামী লীগ নিজেদের দিচ্ছে, অন্য দলেরাও নিজেদের দিচ্ছে, কিন্তু বেফাকুল মাদারিস, হাইয়্যাতুল উলইয়াহ!?
কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ এই কর্তৃপক্ষ নিজেদের ফান্ড থেকে এ বছরের পরীক্ষার টাকা দান করে পরীক্ষা সংক্ষেপ করুক। কমপক্ষে সকল মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করুক, দরিদ্র উস্তাদদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। করতে চাইলে কিন্তু অনেক কিছুই করা যায়।

লেখক: উসামা, *আল-ফিরদাউস নিউজের সম্মানিত পাঠক।*

এবার করোনা মহামারির সময়েই বিক্ষোভে উত্তাল ইসরাইল

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে উত্তাল অবৈধ দেশটির রাজধানী তেল আবিব।

করোনা মহামারির মধ্যেই মুখে মাস্ক এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ করে অন্তত ২ হাজার মানুষ।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বেনি গ্যান্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর জোট সরকার গঠনের প্রতিবাদে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১৩ হাজারের বেশি মানুষ। মারা গেছে প্রায় দুইশ’। লকডাউনে বন্ধ ব্যবসা বাণিজ্য। স্থবির অর্থনীতি। কঠিন এ পরিস্থিতিতে ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট পার্টির প্রধান বেনি গ্যান্ট প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর দল লিকুদ পার্টির সঙ্গে জোট সরকার গঠন করতে যাচ্ছে।

এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠে রাজধানী তেল আবিবের রাবিন স্কয়ার। কারণ নেতানিয়াহু ঘুষ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারে অভিযুক্ত। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট পার্টি নির্বাচনী প্রচারণায় একক সরকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। তবে হোয়াইট পার্টি বলছে, করোনা পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, করোনা সংকটকে মাতৃভূমি এবং শিশুদের ভবিষ্যৎ রক্ষায় সব ধরনের লড়াই করতে আমরা প্রস্তুত। করোনা

সংকটকে কাজে লাগিয়ে গণতন্ত্র এবং সরকার ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পায়তারা চলছে। দুর্নীতিতে অভিযুক্ত নেতানিয়াহুর সঙ্গে বেনি গ্যান্টের জোট সরকার হতে পারে না। রিপোর্টঃ ইনসাফ২৪

"মুসলমানদের দমন বাড়াতে করোনাকে ব্যবহার করছে ভারত"

রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিস্ট অরুন্ধতী রায় অভিযোগ করে বলেছেন, করোনাভাইরাস মহামারিকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়াতে কাজে লাগাচ্ছে ভারত সরকার।

ডয়চে ভেলেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ভারতের জাতীয়তাবাদী সরকার এই কৌশল ব্যবহার করে অসৎ উদ্দেশ্যে নিখুঁতভাবে এমন কিছু করতে যাচ্ছে যার প্রতি বিশ্বের নজর রাখা উচিত। হিন্দুপ্রধান দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি 'গণহত্যার দিকে ধাবিত হচ্ছে' বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমি মনে করি কোভিড-১৯ ভারতের এমন কিছু বিষয় ফুটিয়ে তুলেছে যা আমরা সবাই আগে থেকেই জানতাম। আমরা ভুগছি, তবে শুধু কোভিডে নয়, ঘৃণা থেকে সৃষ্ট সংকট, ক্ষুধা থেকে সৃষ্ট সংকটেও।

ভারতের ১৩০ কোটি মানুষ বর্তমানে ছয় সপ্তাহের লকডাউনে রয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনবহুল দেশটিতে জন হপকিন্স ইন্সটিটিউটের হিসেবে সোমবার অবধি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,৮৩৫ জন, আর মারা গেছেন ৪৫২ জন।

অরুন্ধতী রায় বলেন, মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ সংক্রান্ত সংকটের পেছনে রয়েছে দিল্লিতে এক নির্বিচারে হত্যার ঘটনা, যা দেশটিতে মুসলিমবিরোধী নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদের সময় ঘটেছিল। কোভিড-১৯-এর আড়ালে ভারত সরকার আইনজীবী, জ্যেষ্ঠ সম্পাদক, অ্যাক্টিভিস্ট এবং বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা লড়ায় তরুণ শিক্ষার্থীদের গ্রেপ্তার করছে। খবরঃ ইনসাফ২৪

তিনি দাবি করেছেন যে, ভারত সরকার এমন এক কৌশলের জন্য ভাইরাসটির অপব্যবহার করছে যা গণহত্যার সময় নাৎসিদের ব্যবহৃত কৌশলগুলোর একটির কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ (আরএসএস) হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মাদারশিপ, যেটি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে যে, ভারতের হিন্দু রাষ্ট্র হওয়া উচিত। এটির ভাবাদর্শে ভারতের

মুসলমানদের সঙ্গে জার্মানির ইহুদিদের তুলনা করা হয়। আপনি যদি তারা কিভাবে কোভিডকে ব্যবহার করছে সেদিকে তাকান, তাহলে দেখবেন এটা অনেকটা ইহুদিদের যেভাবে আলাদা করতে, কলঙ্কিত করতে টাইফুসকে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেরকম।

আমেরিকায় তেলের দাম শূন্যের নীচে, উল্টো মিলবে ডলার!

করোনাভাইরাসের কারণে তেলের চাহিদা অস্বাভাবিক কমে যাওয়ায় আমেরিকার বাজারে তেলের দাম শূন্যের নীচে নেমে গেছে। অর্থাৎ এখন তেল বিক্রেতারা ক্রেতাকে তেলের পাশাপাশি কিছু ডলারও দিয়ে দিতে বাধ্য হবেন কারণ, তাদের তেলের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং আর কয়েকদিনের মধ্যে উৎপাদিত তেল রাখার আর কোনো জায়গা থাকবে না।

সোমবার (২০ এপ্রিল) আমেরিকার ওয়েস্ট টেক্সাস বাজারে তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে অর্থাৎ মাইনাস ৩৭.৬৩ ডলারে নেমে যায়। বিশ্ব বাজারে তেল বেচা-কেনার জটিল প্রক্রিয়ার কারণে তেলের মূল্যের এই অস্বাভাবিক দরপতন হয়েছে। খবরঃ ইনসাফ২৪

আন্তর্জাতিক বাজারে সাধারণত একমাস পরের তেলের দাম বর্তমানে নির্ধারিত হয়। এর আগে মে মাসে বিক্রির জন্য তেল কেনা-বেচার যে চুক্তি হয়েছিল গতকাল (মঙ্গলবার) তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। অর্থাৎ বিক্রেতারা মে মাসে তথা এখন থেকে দুই সপ্তাহ পরে যে তেল বিক্রি করবেন তা যদি এখনই সংরক্ষণাগারে রাখতে চান তাহলে তাদেরকে তেল সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এই কারণে তারা তেলের দাম শূন্যের নিচে নামিয়ে দিয়ে তেল সংরক্ষণাগারের খরচ কমানোর চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য ইউরোপের বাজারে তেলের দাম সোমবার শূন্যের উপরেই ছিল। ওই বাজারে ৯ শতাংশ কমে গিয়ে জুন মাসে হস্তান্তরের জন্য তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ২৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের নর্থ সি ব্রেন্ট বাজারে নির্ধারিত তেলের দামকে সাধারণত আমেরিকা ছাড়া অবশিষ্ট বিশ্বের তেলের দামের মানদণ্ড ধরা হয়।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারির কারণে সারা বিশ্বে লকডাউনের ফলে চাহিদা কমে আসায় গত এক মাস ধরে তেল উত্তোলন কমানো নিয়ে বিতর্ক চলছে। গত ১৩ এপ্রিল নানা আলোচনার পর ওপেক প্লাস ও তেল উৎপাদক মিত্রদেশগুলো উৎপাদন কমানোর বিষয়ে

সমঝোতায় পৌঁছায়। দৈনিক প্রায় ১ কোটি ব্যারেল তেল উত্তোলন কমানোর ব্যাপারে একমত হয় শীর্ষ তেল উত্তোলনকারী দেশগুলো। কিন্তু তারপরও তেলের দরপতন ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

করোনা আতঙ্কে শরনার্থী শিবির থেকে ধ্বংসাবশেষ বাড়িতে ফিরছেন ইদলিবের বাসিন্দারা

সিরিয়ার একটি স্থানীয় ত্রাণ সংস্থার বরাত দিয়ে মিডলইস্ট মনিটর গতকাল ২০ এপ্রিল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে যুদ্ধবিরতির পর থেকে শরনার্থী ক্যাম্পগুলি থেকে বাধ্য হয়ে প্রায় ১,৮০,০০০ হাজার মানুষ ইদলিব এবং আলেপ্পোর আশেপাশের শহরগুলোতে ফিরে এসেছেন।

ইদলিবের চারপাশে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। এমন একটি বাড়িও নেই যেখানে ক্রুসেডার জোটের হিংস্র থাবা পড়েনি। রাস্তা-ঘাটগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত ইট-বালুতে ডাকা পড়েছে।

দীর্ঘ ৯ বছর ধরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় বাস্তুহারা এই সব মানুষ শরনার্থী ক্যাম্পগুলিতে বহুবিধ ভয়ানক সমস্যায় দিনযাপন করছিলো। ফলে ভুক্তভোগীরা অধীর আগ্রহে বাড়ি ফেরার অপেক্ষা করছিলো বহু আগে থেকে। সম্প্রতি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব সেই সুযোগটাই এনে দিয়েছে।

ইদলিবের বাসিন্দা তাহের আল মাতার বলেন , "শরনার্থী ক্যাম্পগুলিতে আমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় কাটিয়েছি। এর চেয়ে নিজের ধ্বংসাবশেষ বাড়িটিই আমার কাছে উত্তম। পবিত্র রমজান মাসে ঘরে বসে আমার ছয় সন্তানের সাথে কাটাতে চাই। আল্লাহ তায়া'লার প্রশংসা করছি ,কারণ তিনি আমাদের বাড়িতে আসার তওফিক দিয়েছেন। এখন আমি নিজের হাতেই যতটুকু পারি বাড়ি মেরামত করছি, কারণ আমার কাছে কোন অর্থ নেই"।

তিনি বলেন,"আমারা শরনার্থী ক্যাম্পগুলিতে গাদাগাদি করে থাকতাম, সেখানে নিরাপদ দূরুত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না, কোন ধরনের চিকিৎসা সামগ্রী ছিলনা। ফলে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশংকা ছিলো"।

ইদলিবে এখন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও ভাইরাস পরিক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় কিট নেই। যদিও এখনো ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়ায়নি তবু মানবিক বিপর্যয় রোধে তাদের সুরক্ষায় আরও লক্ষ লক্ষ লোকের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববাসীকে অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

২১শে এপ্রিল, ২০২০

ভারতে রোহিঙ্গারা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে নয়,ক্ষুধার্ত হয়ে মরে যাওয়ার ভয়

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর পাশ্ববর্তী নুহ জেলার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে মারাত্মক খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে সেখানে অবস্থানরত ব্যক্তিরা।

এই জেলাটির অবস্থান রাজধানী থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে হরিয়ানা প্রদেশে। কোভিড-১৯ মহামারীর জন্য এটা রেড জোন হিসেবে ঘোষিত হওয়ায় কোন স্বেচ্ছাসেবক দল সেখানে প্রয়োজনীয় খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যেতে পারছে না। নুহের মতো আরও ১০৭টি জায়গাকে রেড জোন ঘোষণা করেছে সরকার।

যদিও জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে, রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে এখন পর্যন্ত কোন আক্রান্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়নি। এই ক্যাম্পে মোটা ২৫০ পরিবার বাস করছে। তবে এর আশেপাশের এলাকাগুলো থেকে এ পর্যন্ত ৪৮জন ব্যক্তি ভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ক্যাম্পের বাসিন্দা জাফরুল্লাহ আনাদোলু এজেন্সিকে বলেন, সে এবং আরও কয়েকজন মিলে কমিউনিটির বাসিন্দাদের জন্য দরকারি জিনিসপত্র কিনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে, কিন্তু লকডাউনের কারণে তারা কিছু করতে পারছে না। সে উদ্বেগ জানিয়ে বললো, কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হতে হবে না, এখানকার মানুষ হয়তো ক্ষুধাতেই মারা যাবে।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে যাতে ভারতে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পরীক্ষা করা হয়।

ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী বিগত এক দশকে প্রায় ৪০,০০০ রোহিঙ্গা ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছে। জাতিসংঘের এই সংস্থা যদিও ১৭,৫০০ শরণার্থীকে কার্ড দিয়েছে, কিন্তু ভারত এই কার্ডের স্বীকৃতি দেয় না, কারণ তারা জাতিসংঘের শরণার্থী সনদে স্বাক্ষর করেনি।

রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি মালাউনদের বিদ্বেষের কারণ হল,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের পরীক্ষা করাটা জরুরি হয়ে গেছে কারণ দেখা গেছে যে, তাদের অনেকে তাবলীগ জামাতের ইজতেমায় যোগ দিয়েছিলো।

বিবৃতিতে বলা হয়, “হায়দ্রাবাদের ক্যাম্পগুলোর বাসিন্দা রোহিঙ্গারা হরিয়ানায় তাবলিগের ইজতেমায় যোগ দিয়েছিলো এবং জাতীয় রাজধানীর নিজামুদ্দিনের ইজতেমাতেও তাদের অনেকে অংশ নিয়েছিলো”।

৩ মে পর্যন্ত লকডাউন বর্ধিত করার কারণে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে। এই শরণার্থীরা মূলত অন্যের দান এবং এনজিওগুলোর সহায়তার উপর নির্ভর করে টিকে আছে।

জাফরুল্লাহ ফোনে বলেন, “২২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী মোদি যখন প্রথমবার লকডাউন ঘোষণা করলেন, তখনও আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম, কিন্তু কোনরকমে আমরা সেই সময়ের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু নুহ জেলাকে রেড জোন ঘোষণা করার পর আমাদের সমস্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। আমরা বাইরে গিয়ে খাবার বা ওষুধ কিনতে গেলে পুলিশ আমাদেরকে পেটায়, এবং সে কারণে আমাদের মধ্যে এখন ক্ষুধার্ত হয়ে মরে যাওয়ার ভয় ঢুকে গেছে”।
সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

'সমাজের ধন বৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধন বৃদ্ধি'

'সমাজের ধন বৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধন বৃদ্ধি' উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিড়াল' গল্পের অন্তর্গত। নিপীড়িত মানুষের প্রতীক হিসেবে বিড়াল মার্জারী এ উক্তিটি করে। ব্যঙ্গাত্মক সরল উক্তিটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে বর্তমান পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার নির্মম, ভয়াবহ কুৎসিত চরিত্র। ধনী গরিবের বৈষম্য বৃদ্ধির কারিগর এই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় উপকৃত হয় কেবলমাত্র কতিপয় পুঁজিপতি বুর্জোয়া শ্রেণী । আর সমাজশোষক সংখ্যালঘু কতিপয় পুঁজিপতি ধনিকের আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়াকেই দেখানো হয় দেশের জিডিপি-জিএনপির প্রবৃদ্ধি এবং দেশের ও সমাজের উন্নতি হিসেবে।ধনীর ধনসম্পদ বৃদ্ধির ফলে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়ে সত্যি কিন্তু এতে গরীবের কোন লাভ নেই। তাদের তো আর এতে আয় বৃদ্ধি পায় না। বরং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় গরিব চিরদিনই গরিব থেকে যায় বা আরো গরিব হয় ।

পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থার প্রভাবে পুরো পৃথিবীর সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার তথ্যমতে, বিশ্বের মাত্র ৬২ জনের সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের কাছে থাকা সম্পদের সমান। বৈষম্যের এই লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ। এটি ইসলামী সুষম বন্টনভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিপরীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিষফল। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০০০ সালের পর থেকে বিশ্বে যে সম্পদ বেড়েছে, তার মাত্র ১ শতাংশ পেয়েছে বিশ্বের অর্ধেক মানুষ, যা

অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সম্পদের বৈষম্যের এই নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হচ্ছেন হতদরিদ্র মানুষেরা।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিনিয়ত কোনো একদিকে সম্পদের পাল্লা ভারী হচ্ছে। একশ্রেণির মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে চরম ভোগবিলাসে মত্ত। আর অন্য শ্রেণী দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত। যা একদিনে হয়নি, ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার এই বলয় তৈরি হয়েছে। আর শোষিত হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মজদুর গণমানুষেরা।

পুঁজিবাদী বিশ্বে সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দিতে শোনানো হয় গড় মাথাপিছু আয়ের প্রতারণাপূর্ণ গল্প। বার্ষিক গড় মাথাপিছু আয়ের ফাঁকি বুঝতে আসুন একটি হিসেব দেখা যাক। ধরুন একটি মেসে তিন জন মানুষ থাকেন । তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ধনী প্রথম ব্যক্তিটির বাৎসরিক আয় ১ কোটি টাকা, দ্বিতীয় ব্যক্তির বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ১০ হাজার টাকা । এখন তিন জনের বাৎসরিক গড় মাথাপিছু আয় হবে {(১০০০০০০০+১০০০০০+১০০০০)÷৩}=৩৩৭০০০০ টাকা । অর্থাৎ মেসের তিন সদস্যের বার্ষিক মাথাপিছু আয় তেত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। বাইরে থেকে মেসের সদস্যদের মাথাপিছু আয় শুনে সবাইকে ধনী মনে হলেও বাস্তবতা হচ্ছে একজনের বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকা এবং অন্য জনের মাত্র দশহাজার টাকা। এটাই হচ্ছে বর্তমান প্রতারণাপূর্ণ গড় মাথাপিছু আয়ের ফাঁকি।

সেক্যুলার পুঁজিবাদী বাংলাদেশ রাষ্ট্রও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ধূর্ত গল্প দেশবাসীকে শুনিয়ে থাকে। ওয়াল্ড ইকনোমিক আউটলুক ডাটাবেজ, অক্টোবর ২০১৯ এর হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ২০৬৮ মার্কিন ডলার। কিন্তু পূর্বের গল্পের মতো এখানেও দেশের মানুষের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার উপায় নেই। আরো কিছু পরিসংখ্যান দেখলে হয়তো বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া যাবে ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) থানা আয়-ব্যয় জরিপ:২০১৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের শীর্ষ ধনী পাঁচ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু আয় ১২৭৪০ মার্কিন ডলার (১০ লাখেরও বেশী) অপরদিকে সবচেয়ে দরিদ্র পাঁচ শতাংশ মানুষের বাৎসরিক মাথাপিছু আয় মাত্র ১০৪ মার্কিন ডলার বা ৮২২৫ টাকা। এই তথ্য দেখে আশা করি চক্ষুষ্মান বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে পুঁজিবাদী বৈষম্য ও মাথাপিছু আয়ের ফাঁকি অস্পষ্ট থাকা সম্ভব নয়।

এভাবেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জিডিপি-জিএনপি বা মাথাপিছু আয় যা কিছুই বৃদ্ধি হোক না কেন, তা মূলত ধনীর ধন বৃদ্ধির হিসেব। এই উন্নতি হচ্ছে কেবল ধনীর জীবনমানের উন্নতি ও সম্পদের পাহাড়ের স্ফীতি। যাতে সাধারণ দরিদ্র মানুষের কোন লাভ নেই, অবদানের মূল্য নেই । তাই বঙ্কিমের বিড়ালের মতো বলতে হয় ''সমাজের ধন বৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধন বৃদ্ধি' ।

লেখক: **রেদোয়ান সায়িদ,** *রাজনৈতিক বিশ্লেষক।*

করোনায় আক্রান্ত মুরতাদ কাবুল প্রেসিডেন্টের ৪০ কর্মকর্তা

আফগানিস্তানের কাবুল প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানির সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

রোববার (১৯ এপ্রিল) বিবিসি অনলাইনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ২০ জনের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানা গিয়েছিল। তবে রোববার দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সে সংখ্যা বেড়ে ৪০ জনে দাঁড়িয়েছে।

আফগান কাবুল সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। এ ছাড়া ৭০ বছর বয়সী মুরতাদ প্রেসিডেন্ট ঘানি করোনায় আক্রান্ত কিনা তাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

শনিবার আফগানের কাবুল সরকারের এক কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের কমবেশি ২০ কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবে আতঙ্ক ছড়ানোর আশঙ্কায় এই তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না।

গত বৃহস্পতিবার প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ঘানির ভিডিও কনফারেন্সের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়। তবে এরপর যে ছবিগুলো প্রকাশ করা হয় তা ছিল মূলত ইরানের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আফগান কাবুল প্রেসিডেন্টের বৈঠকের ছবি।

বেতন না পেয়ে নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক বিক্ষোভ, অবরোধ

নারায়ণগঞ্জে লকডাউন ভঙ্গ করে বকেয়া বেতনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা। গতকাল সকালে ফতুল্লার ওয়াপদারপুল এলাকা থেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে মিছিল করে নগরীর চাষাঢ়ায় এসে সড়কে অবস্থান নেয় প্যারাডাইজ ক্যাবলস ইন্ডাস্ট্রির প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিক। সামাজিক দূরত্ব না মেনে বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে পুলিশের চেকপোস্টের পাশে বিজয় স্তম্ভের চারপাশে অবস্থান নিয়ে প্রায় ৪ ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ করেন তারা। বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত চাষাঢ়া মোড় ৪ ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় শ্রমিকরা। শ্রমিকরা জানায়, গত ১০ মাস ধরে মালিক পক্ষ তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যাপারে নানাভাবে আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত বেতন পাননি তারা। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ না করেই কারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। যার কারণে মানবেতর জীবনযাপন করছেন কর্মহীন হয়ে পড়া কয়েকশ শ্রমিক। বাড়ি ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালা ঘরে তালা দিয়েছেন। পাশাপাশি পরিবার নিয়ে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। করোনার ভয় ও লকডাউন উপেক্ষা করে বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমেছেন বলে জানান শ্রমিকরা। এদিকে শ্রমিকদের এই বিক্ষোভের কারণে নগরীর প্রধান সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়।

অ্যাম্বুলেন্সসহ খাদ্যপণ্য বহনকারী বেশ কয়েকটি যানবাহন আটকা পড়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। বিকাল ৩টা পর্যন্ত চাষাঢ়া মোড় অবরোধ করে রাখে শ্রমিকরা।

লাইভ বুলেটিনটাও ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারছে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

গত ৮ এপ্রিল থেকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইনে প্রতিদিন দুপুরে স্বাস্থ্য বুলেটিন প্রচার করে আসছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রিফিং কারিগরি সমস্যার জন্য আটকে যাওয়াসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, যা একমাসেরও বেশি সময় পরেও ঠিক হয়নি। সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান। বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট

আর একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার ও ইন্টারনেটের গতি ঠিক রাখাসহ নানা পরামর্শ দিয়েছেন তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

সারা বিশ্ব থমকে গেছে, বাড়ছে করোনার ভয়াবহতা। তাই করোনার সবশেষ পরিস্থিতি জানতে সারা দেশের মানুষের চোখ এখন গণমাধ্যম আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। অনলাইনে ব্রিফ করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

কিন্তু আটকে যাচ্ছে ব্রিফিং, আটকে যাচ্ছে সারা দেশের চোখ।

ভালো মানের একাধিক ক্যামেরা ব্যবহার ও ইন্টারনেটের গতি ঠিক রাখার পরামর্শ দিলেন তথ্য ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রচার, তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ সালাউদ্দিন সেলিম বলেন, ফেসবুক লাইভের পাশাপাশি একটা স্ট্রিমিং ক্লাউড সার্ভারে সম্পূর্ণ ফিডটি পাঠিয়ে দেয়া। স্ট্রিমিং সার্ভার ক্লাউড প্রভাইডাররা তখন প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেলকে একটি ইউআরএল দিয়ে দেবে যেন তারা ক্লিয়ার লাইভ দিতে পারে। প্রতিদিন এক জায়গা থেকে লাইভ যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথটাও ইনশিউর করার একটা ব্যাপার আছে। লাইভ স্ট্রিমিং সার্ভারের সহায়তা নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপরও জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সৌদি রাজপরিবারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রকাশিত পরিসংখ্যানের চেয়েও অনেক বেশি

সৌদি আরবের রাজ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা প্রথম প্রকাশিত পরিসংখ্যানের চেয়েও অনেক বেশি।

এর আগে মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে প্রথম এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছিল এবং এতে সৌদি রাজ পরিবারের দেড়শ' সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

রাজতান্ত্রিক দেশটির গোপন তথ্য ফাঁসকারী হিসেবে পরিচিত সৌদি নাগরিক আল-আহাদ আজ-জাদিদ এক টুইট বার্তায় আরও বলেছেন, লোহিত সাগরের তীরবর্তী সৌদি বন্দর নগরী জেদ্দার একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল করোনা আক্রান্ত রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল। এ হাসপাতাল করোনা রোগীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং বর্তমানে সেখানে নতুন রোগী ভর্তি করার কোনও সুযোগ নেই।

টুইট বার্তায় আরও জানান হয় যে এ পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯’এ আক্রান্ত রাজপরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য জেদ্দায় আরও দুই হোটেল নেওয়া হয়েছে। এ দুটির মধ্যে একটি মুভেনপিক হোটেল বলেও বার্তায় উল্লেখ করা হয়।

এদিকে, গোপন তথ্য ফাঁসকারী আরেক সৌদি নাগরিক মুজতাহিদ অবশ্য রিয়াদ সরকারের করোনা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, সৌদি সরকার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে যেসব তথ্য প্রকাশ করছে দেশটির প্রকৃতি পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ।

সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান যখন তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ক্ষমতার তীব্র লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছেন তখন দেশটিতে করোনার প্রকোপ দেখা দিল। সৌদি রাজা সালমান করোনা মহামারী থেকে বাঁচতে জেদ্দার কাছে একটি দ্বীপ প্রাসাদে নির্জন জীবন-যাপনের পথ বেছে নিয়েছেন বলেও নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছিল। সূত্র: বিডি প্রতিদিন

করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসায় লোকবল সংকট চট্টগ্রামে

চট্টগ্রামে করোনাভাইরাসের (কভিড-১৯) চিকিৎসাসেবা ও নমুনা সংগ্রহ-পরীক্ষা চলছে চিকিৎসক, নার্সসহ জনবল সংকটের মধ্য দিয়ে। আইসোলেশনে রোগীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমনি সংক্রামক এ ভাইরাস পরীক্ষার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। কিন্তু এসব জনবল সংকট দেখা দেওয়ায় হাসপাতালগুলো হিমশিম খাচ্ছেন।

চিকিৎসকদের মতে, যেভাবে করোনা আক্রান্ত ও সন্দেহজনক রোগীর বাড়ার সঙ্গে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ছে সে অনুপাতে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ানসহ বিভিন্ন বিভাগে কর্মকর্তা-কর্মচারী জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজন। ইতোমধ্যে দুইটি হাসপাতাল থেকে লোকবল চেয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ বরাবরে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে চিকিৎসকরা বলছেন, অনেক ক্ষেত্রে করোনা পরিস্থিতির আগের লোকবল দিয়ে করোনার আইসোলেশন ওয়ার্ডসহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এতে করে তারা নানা সমস্যায় পড়ছেন।

চট্টগ্রামে এখন সরকারি তিনটি হাসপাতালে করোনাভাইরাস আক্রান্ত ও সন্দেহজনক (কভিড-১৯) রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক)

হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসক-নার্সসহ চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সংকট না হলেও চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে সংকট রয়েছে।

চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় ১০০ শয্যার করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে সদর হাসপাতাল হিসাবে পরিচিত চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে। এখানে গতকাল রবিবার দুপুর পর্যন্ত আইসোলেশনে রয়েছে ২৮ জন রোগী। এরমধ্যে ২৪ জনই শনাক্ত হয়েছেন। অপর চারজনের পরীক্ষা হলেও রিপোর্টের অপেক্ষায়। এ হাসপাতালে ইতোমধ্যে ৮ জন জুনিয়র কনসালট্যান্ট এবং ৭ জন মেডিক্যাল অফিসার প্রেষণে দেওয়া হলেও বিভিন্ন বিভাগে (করোনা রোগী) চিকিৎসাসেবার জন্য আরও অন্তত ৩০ জন চিকিৎসক প্রয়োজন। এসব চিকিৎসক প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে সর্বশেষ গত শনিবার স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে চিঠি দিয়েছেন চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. অসীম কুমার নাথ কালের কণ্ঠকে বলেন, আইসোলেশনে আমাদের এখানে দিন দিন রোগী বাড়ছে। বর্তমান যে লোকবল রয়েছে তারা তো চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। কিন্তু চিকিৎসকসহ আরও কিছু লোকবল প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) আইসোলেশনে গতকাল দুপুর পর্যন্ত ৮ জন রোগী আইসোলেশনে রয়েছে। এরমধ্যে চারজন শনাক্ত এবং চারজনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের অপেক্ষায়। করোনার জন্য ৩০ শয্যার সরকারি এ প্রতিষ্ঠানে ১২ জন চিকিৎসককে সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন মোট ৪০ জন চিকিৎসক এবং ৪০ জন নার্স রয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক ডা. এম এ হাছান চৌধুরী কালের কণ্ঠকে জানান।

তিনি বলেন, আমাদের এখানে আইসিইউ স্থাপনের জায়গা নেই। ৭টি কক্ষে করোনারোগীর চিকিৎসাসেবার জন্য ৩০টি শয্যা করা হয়েছে।

তবে বিআইটিআইডির অধীনে থাকা চট্টগ্রামে একমাত্র করোনাভাইরাসের পরীক্ষা কেন্দ্রে লোকবল সংকট চরম আকার ধারন করেছে। সূত্র জানান, মাইক্রোবায়োলজী ল্যাবে টিবি রোগসহ বিভিন্ন রোগের আগে (করোনা পরিস্থিতির আগে) দৈনিক এক শিফটে ২৫ থেকে ৩০টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতো। সকাল সাড়ে আটটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত কাজ করা হতো। করোনা নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা শুরুর পর কাজ বেড়েছে ৭/৮ গুণ। দুইশিফটে সকাল থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত পরীক্ষা হচ্ছে করোনার। কিন্তু এ পর্যন্ত লোকবল বেড়েছে মাত্র একজন টেকনিশিয়ান।

ত্রাণের দাবিতে যশোরে কর্মহীনদের মানববন্ধন

যশোর পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ত্রাণের দাবিতে সোমবার মানববন্ধন করেছেন। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে প্রেস ক্লাব যশোরের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানবন্ধনে তারা খাদ্য সহায়তার দাবি জানিয়ে প্লাকার্ড প্রদর্শন করেন।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া কর্মহীন মানুষদের দাবি, সরকার ছুটি ঘোষণার পর থেকে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কাজের উদ্দেশ্যে বের হলে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় খাদ্য না থাকায় অভুক্ত দিন অতিবাহিত করছেন। সরকার খাদ্য সহায়তার ঘোষণা দিলেও তারা কোনো সহায়তা পাচ্ছেন না বলে বাধ্য হয়ে রাজপথে এসেছেন। যশোর ছাড়াও দেশের অন্যান্য স্থানের হতদরিদ্র মানুষেরাও লকডাউন উপেক্ষা করে কাজের সন্ধানে বেড়িয়েছেন । তাদের অভিযোগ তারা পর্যাপ্ত খাদ্য পাচ্ছেন না, তাই মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে পেটের দায়ে রাস্তায় আস্তে হচ্ছে। রিপোর্টঃ কালের কণ্ঠের

লকডাউন ভেঙে পেট চালাতে প্রাণের ঝুঁকি

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার সবচেয়ে বৃহৎ ও দরিদ্র কবলিত ইউনিয়ন খানমরিচ। এই ইউনিয়ন ৩০ হাজারের অধিক মানুষ বসবাস করে। অধিকাংশ মানুষই দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সম্প্রতি করোনাভাইরাসের (কোভিড ১৯) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়ে ইউনিয়নের সহস্রাধিক মানুষ। এ অবস্থায় খাদ্যাভাবে দিন কাটছে কর্মহীন হয়ে পড়া এসব কর্মহীনদের পরিবারের সদস্যদের। তাই বাধ্য হয়েই এখন তারা কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

কালের কণ্ঠের বরাতে জানা যায়, খানমরিচ ইউনিয়নে বিত্তবানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। ইউনিয়নের ৭০ থেকে ৮০ ভাগ লোক দিনমজুরের কাজ করে পরিবারের সদস্যদের খাবারের যোগান দেয়। এই দিনমজুরদের একটা বড় অংশ বছরের বেশিরভাগ সময় নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শ্রমিকের কাজ করে। গত তিন বছরে ওইসব জেলায় কাজ করতে গিয়ে মাটির ট্রলার ডুবে অন্তত ২৫ জন শ্রমিক প্রাণ হারায়। এরপরেও ঝুঁকি নিয়েই এই ইউনিয়নের শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন জেলায় কাজ করতে যায়। কারণ দরিদ্র কবলিত খানমরিচ ইউনিয়নে বছরের সবসময় কাজ পাওয়া যায় না। বর্তমানে করোনাভাইরাসের কারণে এসব দিনমজুর সবাই এলাকায় চলে এসেছে। এলাকায় ফিরে কাজ না পেয়ে তারা মানবেতর

জীবনযাপন করছে। এদের মধ্যে অনেক পরিবার ১০ কেজি করে চাল সহায়তা পেয়েছেন। যা কয়েকদিনেই ফুরিয়ে গেছে। ফলে পরিবারের খাবার জোগাড় করতে কর্মক্ষম মানুষগুলোকে এলাকায় কাজ খুঁজতে হচ্ছে।

এ অবস্থায় সোমবার খানমরিচ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে দুধবাড়িয়া থেকে বড় পুকুরিয়া গ্রামে ৫ লাখ টাকা ব্যয়ে দুই কিলোমিটার সড়ক মেরামতের কাজ শুরু হয়। এই কাজের অর্থায়ন করছে খানমরিচ ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রামের মসজিদ ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। এই মেরামত কাজে দুধবাড়িয়া ও বড় পুকুরিয়া গ্রাম থেকে দিনে ৩৫০ টাকা পারিশ্রমিকে অন্তত ৭০ জন শ্রমিক কাজ করছে।

সড়ক মেরামত কাজে অংশ নেওয়া দুলাল, আমিরুল ও জলিল সহ কয়েকজন শ্রমিক বলেন, কাজ না করলে খামু কি। করোনার ভয় করলেও কাজ করতেই হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হবেন।

দুধবাড়িয়া গ্রামের ইউপি সদস্য আব্দুল লতিফ বলেন, বর্তমান পরিস্থিতে এভাবে একসঙ্গে কাজ করা অনুচিত সেটা আমরা জানি। কিন্তু এরপরেও সার্বিক বিবেচনা করে কাজ করাতে হচ্ছে। এতে শ্রমিকরা কিছুটা হলেও আর্থিক সহায়তা পাবে। তবে শ্রমিকদের সবাইকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে।

করোনায় কাঁপছে কথিত সুপার পাওয়ার ইউরোপ-আমেরিকা

বিশ্বজুড়ে ক্রমশ থাবা চওড়া হচ্ছে করোনাভাইরাসের। যত দিন যাচ্ছে ততই পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে আমেরিকা, ইতালি, স্পেনের। বিশ্বে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ২৪ লাখ ৬ হাজার ৮২৩ জন, মারা গেছে এক লাখ ৬৫ হাজার ৫৪ জন। আর সুস্থ হয়েছে ৬ লাখ ১৬ হাজার ৮৭০ জন। মৃতের সংখ্যার নিরিখে শীর্ষে পৌঁছে গেছে আমেরিকা। দেশটিতে মারা গেছে ৪০ হাজার ৫৫৩ জন। এর পর রয়েছে ইতালি (২৩,২২৭), স্পেন (২০,৬৩৯), ফ্রান্স (১৯,৩২৩), ব্রিটেন (১৫,৪৬৪)। পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ আমেরিকায়। শুধু মাত্র নিউইয়র্কেই ১৩ হাজার ১৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে গত দু’সপ্তাহে এই প্রথমবার নিউইয়র্কে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ৫৫০-র কম, এ কথা জানিয়েছেন সেখানকার গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো।খবর নয়া দিগন্তের।

চীনে নতুন করে আরও ১৮ জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। পাকিস্তানে আট হাজার মানুষের করোনা ধরা পড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আট জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে, যা গত দু'মাসে সবচেয়ে কম।

প্রতি ৬ দিনে গিনিয়াতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হচ্ছে। ঘানায় তা দ্বিগুণ হচ্ছে প্রতি ৯ দিনে। দক্ষিণ আফ্রিকায় গত ৬ দিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ২ হাজার ৬০০। আর ক্যামেরুনে ১ হাজার।

এবার মহাকাশেও করোনার হানা

পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে এবার প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস মহাকাশেও হানা দিয়েছে। গত সপ্তাহে একটি রকেট রশিয়া থেকে মহাকাশে যাত্রা শুরু করে। এ সময় এতে এনার্জিয়া রকেট অ্যান্ড স্পেস করপোরেশনের ডেপুটি হেড অব এভজিনি মিকরিন ছিলেন। ফিরে আসার পর গত শুক্রবার তার শরীরে করোনা ধরা পড়েছে।

৬৪ বছর বয়সী ওই কর্মকর্তা যে বিমানে কাজাখস্তান পৌঁছেন, সেই বিমানেই ছিলেন রাশিয়ার স্টেট করপোরেশন ফর স্পেস অ্যাকটিভিটিজের প্রধান দমিত্রি রোগোজিন, যিনি ওই রকেটের মহাকাশযাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন।
ওই মহাকাশযানে রয়েছে দুই রাশিয়ান ও এক মার্কিন অ্যাস্ট্রোনট।

আমাদের সময় সূত্রে জানা যায় যাত্রা শুরুর আগে একটি বৈঠকও করেন তারা। সেখানে অবশ্য অ্যাস্ট্রোনট ও কর্মকর্তাদের মাঝে কাচের দেয়াল ছিল। এই দমিত্রি রোগোজিন আবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বেশ ঘনিষ্ঠ। তিনিই অ্যাস্ট্রোনটদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন। সেই সময় অ্যাস্ট্রোনটদের মুখে কোনো মাস্ক ছিল না। ফলে করোনা আক্রান্তের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মহাকাশের উদ্দেশে ওই দিন পাড়ি দেন নাসার মহাকাশচারী ক্রিস ক্যাসিডি ও দুই রুশ মহাকাশচারী অ্যানাতলি ইভানিসিন ও ইভান ভাগনার। ছবিতে যদিও অ্যাস্ট্রোনটদের কাছাকাছি মিকরিনকে দেখা যায়নি। পরে তার পর পর দুটি পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। রাশিয়ার স্পেশ পারসোনেলদের মধ্যে ৩০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত। তবে মিকরিন কীভাবে আক্রান্ত হলেন, তা জানা যায়নি। তার শরীরে কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি। হোম কোয়ারেন্টিনে আছেন তিনি।

২০শে এপ্রিল, ২০২০

সোমলিয়া | মুজাহিদদের হামলায় কমান্ডারসহ ১৪ মুরতাদ সৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ২০ এপ্রিল সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "আউদাকলী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন বলে জানা যায়।

দেশটিতে আল-কায়েদার অফিসাল সংবাদ মাধ্যম "শাহাদাহ নিউজ" হতে জানা যায় যে, এই দিন রাজধানীর আউদাকলী শহরে সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী ও মুজাহিদদের মাঝে এক তীব্র লড়াই সংগঠিত হয়, এসময় উভয় দিক থেকেই তীব্র গুলাগুলি শুরু হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের তীব্র কৌশলী হামলার সামনে পরাজিত হয় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী।

আর হারাকাতুশ শাবাবের হামলায় তখন নিহত ও আহত হয় কমান্ডারসহ সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ১৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

সোমালিয়া | মুরতাদ ও ক্রুসেডার বাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে মুজাহিদদের হামলা

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া জুড়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সফল অভিযান পরিচালনা করে আসছেন।

এরই ধারাবাকিতায় গত ১৯ এপ্রিল দেশটিতে অবস্থান করা দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদগণ প্রায় ৪টি অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে অনেক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়। অন্যদিকে ২০ এপ্রিল ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এর মধ্যে একটি স্নাইপার হামলায় ১ ক্রুসেডারের মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেছেন মুজাহিদগণ।

এদিকে মুরতাদ সোমালিয় সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধেও গত ১৯-২০ এপ্রিল প্রায় ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে ৯ সৈন্যের আত্মসমর্পণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর দাওয়াতুল ইরশাদ কমিশনের জানবায মুজাহিদদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে কাবুল প্রশাসনের ৯ সৈন্য মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

আত্মসমর্পণকারী সৈন্যদের মধ্য ৮ সৈন্যই ফারয়াব প্রদেশের "বান্দারা" এলাকা হতে মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়। এছাড়া বাকি এক সৈন্য "মাকার" এলাকা হতে মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়।

পাকিস্তান | মুরতাদ "মালেক ইয়ায" এর উপর টিটিপির সফল হামলা

পাকিস্তানের অন্যতম জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর জানবায মাইন মাস্টার মুজাহিদিন গত ১৯ এপ্রিল বাজুর এজেন্সীর "মুমান্দ" এলাকায় মুরতাদ "মালেক ইয়ায" এর উপর একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন বলে জানিয়েছেন টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্।

তিনি আরো জানান যে, উক্ত দাগি মুরতাদ সদস্যের উপর মুজাহিদগণ এমন সময় হামলা চালিয়েছেন, যখন সে নিয়ম অনুযায়ী ত্বাগুত বাহিনীর ডিউটি শেষে নিজ ঘরে ফিরছিল। তখনই মুজাহিদগণ তার গাড়ি লক্ষ্য করে আইটি হামলা চালান। যাতে সে গুরুতর আহত হয় এবং তার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

উল্লেখ্য যে, মুরতাদ "মালেক ইয়ায" পাকিস্তানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় ত্বাগুত বাহিনীর হয়ে অভিযান পরিচালনাকালে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছিল। যার অনেক তথ্য প্রমাণও মুজাহিদদের নিকট এখনো মজুদ রয়েছে।

করোনাভাইরাস: ফিলিস্তিনের গাজায় মাস্ক সংকটে অভিনব উপায়ে মুসলিম বাচ্চাদের সুরক্ষার চেষ্টা

সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পরা করোনাভাইরাসের ছোঁয়া লেগেছে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসী ইসরাইলের নির্যাতনে বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজায়। কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও মেডিকেল ইকুইপমেন্ট না থাকায় নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারছেন না গাজাবাসী।

সম্প্রতি টুইটারে ভাইরাল হওয়া কিছু ছবিতে দেখা যায় গাজার বাইত লাহিয়া অঞ্চলের এক মা তার সন্তানদের সবজীর মাধ্যমে অভিনব পদ্ধতিতে মাস্ক পরিয়ে দিচ্ছেন। *সূত্র: ইনসাফ টুয়েন্টিফোর*

লকডাউন উপেক্ষা করে এবার কান্ডজ্ঞানহীন আ.লীগের প্রতিবাদ সভা

লকডাউন উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে উপজেলা সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন। আজ রোববার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য এবাদুল করিম বুলবুলকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ ও আপত্তিকর লেখালেখির প্রতিবাদে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

আমাদের সময় থেকে জানা যায়, নবীনগর উপজেলার থানাকান্দিতে পা কেটে পৈশাচিক খুনের ঘটনায় দায়ের হওয়া হত্যা মামলায় বীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কবির আহমেদকে প্রধান আসামি করা হয়। আর আসামি করার ঘটনায় এমপি বুলবুলের হস্তক্ষেপ রয়েছে উল্লেখ করে কবির চেয়ারম্যানসহ তার অনুসারীরা ফেসবুকে বুলবুলের ছবি দিয়ে অশ্লীল ভাষায় এমপি বিরোধী নানা পোস্ট দিচ্ছেন। এর প্রতিবাদেই এ সভার আয়োজন করা হয়। গতকাল শনিবার রাতেও বীরগাঁও বাজারে এমপি বুলবুল অনুসারীরা ফেসবুকে কটাক্ষকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, লকডাউন উপেক্ষা করে আজ দুপুর ১২টায় উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের শত শত নেতাকর্মী আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে উপস্থিত হন। উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা নাছির উদ্দিনের পরিচালনায় সেখানে নবীনগর পৌরসভার মেয়র অ্যাডভোকেট শিব শংকর দাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জাকির হোসেন সাদেক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সুজিত কুমার দেব, শামীম রেজা, যুবলীগ সভাপতি সামস আলম, শ্রমিকলীগ নেতা ফোরকান উদ্দিন মৃধা, শ্রীরামপুর ইউপি চেয়ারম্যান আজহার হোসেন জামাল, নবীনগর বাজার কমিটির সেক্রেটারি আশরাফুল ইসলাম জনিসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন। বক্তারা ফেসবুকে এমপি বুলবুলকে নিয়ে কটাক্ষকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

এ প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির। লকডাউন উপেক্ষা করে প্রতিবাদ সভার বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এখানে লকডাউন ভঙ্গ করে আইন অমান্য করা হয়নি। আমরা কেবল সাংবাদিকদের ডেকে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছি।

প্রসঙ্গত, এলাকায় গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নবীনগর উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান ও এলাকার আবু কাউছার মোল্লার সশস্ত্র লোকজনের মধ্যে পূর্ব বিরোধের জের ধরে গত ১২ এপ্রিল দফায় দফায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত লোক আহত হন। সংঘর্ষ চলাকালে কাউছার মোল্লার পক্ষের লোকজন পৈশাচিকভাবে প্রতিপক্ষের রিকশাচালক মোবারক মিয়ার (৪৫) একটি পা কেটে নেন। পরে ওই পা হাতে নিয়ে গ্রামে জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে আনন্দ মিছিল করেন দাঙ্গাবাজরা। পরে গুরুতর আহত মোবারক চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে গত ১৫ এপ্রিল মারা যায়। এ ঘটনায় গত ১৭ এপ্রিল কবির আহমেদ চেয়ারম্যানকে প্রধান আসামি করে ১৫২ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

ট্রাম্পের ফাঁকাবুলি চলছেই, এবার চীনকে 'ফল ভোগ করানো'র হুমকি

নভেল করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) জন্য বারবার চীনকেই দায়ী করছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার হুমকি দিয়েই বসেছেন তিনি। করোনাভাইরাস মহামারি চীনের 'জ্ঞাতসারেই' ঘটেছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে দেশটিকে পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে বলে সতর্ক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গতকাল শনিবার হোয়াইট হাউসের দৈনিক ব্রিফিংয়ে প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে বেইজিংয়ের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ফল ভোগ করতে হবে হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'যদি এটা ভুল হয়ে থাকে, ভুল ভুলই। কিন্তু তারা যদি জ্ঞানত দায়ী থাকে, হ্যাঁ, আমি বলছি, তখন অবশ্যই ফল ভোগ করতে হবে।'

করোনাভাইরাসের এই সঙ্কটকালে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ দুটির মধ্যে যখন নজিরবিহীন সহযোগিতা দরকার, তখন দুই পক্ষের এই কথার লড়াই উল্টো বেইজিং-ওয়াশিংটন সম্পর্ককে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করে চলছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

ট্রাম্প বলেন, 'শুরু হওয়ার আগে চীনেই এটি থামানো যেত, তা হয়নি আর এখন পুরো বিশ্ব এর কারণে ভুগছে।'

তবে ওই রকম পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি তিনি। গত বছরের শেষ দিকে চীনের উহান শহরে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর চীন এ বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য দেয়নি বলে বেশ কিছুদিন ধরেই ট্রাম্প ও তার শীর্ষ সহযোগীরা অভিযোগ করে আসছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে 'চীন ঘেঁষা' অ্যাখ্যা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট গত সপ্তাহে সংস্থাটির তহবিলও স্থগিত করেছেন। ভাইরাসটিকে ঘিরে ওয়াশিংটন ও বেইজিং এখন প্রকাশ্যেই তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। প্রথমদিকে প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে ভূমিকার জন্য চীন ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের দারুণ প্রশংসা করেছিলেন ট্রাম্প। তবে তিনি ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তখনও ভাইরাসটিকে 'চীনা ভাইরাস' বলে উল্লেখ করেছিলেন; আর এখন দেশটির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে কথা বলছেন।

ট্রাম্পের স্বদেশি সমালোচকরা বলছেন, প্রাদুর্ভাব শুরুর সময় চীন মানসম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে পারেনি এবং কী ঘটেছে তা এখনো স্পষ্ট করেনি। প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় নিজের ভুলত্রুটি ঢাকতে

ট্রাম্প এখন বেইজিংকে ব্যবহার করতে চাইছেন এবং ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু ভোটারের মধ্যে বাড়তে থাকা চীনবিরোধী মনোভাবের সুযোগ নেওয়ারও চেষ্টা করছেন, বলছেন তারা।

রয়টার্স লিখেছে, একই সময় দুই পক্ষের উত্তেজনা অতি চরম পর্যায়ে চলে গেলে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার বিষয়েও সজাগ আছেন হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তারা। মার্কিন স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণের (পিপিই) জন্য যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল; ট্রাম্প বেইজিংয়ের সঙ্গে চান কষ্টার্জিত বাণিজ্য চুক্তিটি টিকিয়ে রাখতেও আগ্রহী।

কিছুদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক ভালো ছিল বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, 'কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই আপনি এগুলো শুনছেন। ভুল করে করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ ছাড়া হয়ে গেছে, না জেনেশুনে এটি করা হয়েছে? এই দুটির মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য আছে।'

লকডাউনেও ১ লাখের বেশী পোশাক শ্রমিক মজুরি পাননি

পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত ১৮১ তৈরি পোশাক কারখানার এক লাখ ১২ হাজার ৭১৪ জন শ্রমিক এখনও মজুরি পাননি। দেশে বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত সক্রিয় তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানা রয়েছে ২ হাজার ২৭৪টি। এর মধ্যে ২ হাজার ৯৩টির মালিক তাদের ২৩ লাখ ৬০ শ্রমিকের মার্চ মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছেন।

আজ রবিবার গণমাধ্যম কর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছে পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। খবরঃ কালের কণ্ঠে

বিজিএমইএ বলছে, ২ হাজার ২৭৪ কারখানার মধ্যে ঢাকা মহানগর এলাকায় রয়েছে ৩৬০টি। এর মধ্যে মার্চের বেতন দিয়েছে ৩২৫টি প্রতিষ্ঠান। গাজীপুরের ৮০৮টি কারখানার মধ্যে বেতন দিয়েছে ৭৪৬টি, সাভার আশুলিয়ায় ৪৭১টির মধ্যে বেতন দিয়েছে ৪৪০টি, নারায়ণগঞ্জে ২৬৯টি পোশাক কারখানার মধ্যে বেতন দিয়েছে ২৬০টি, চট্টগ্রামে ৩২৪টি কারখানার মধ্যে ২৮৩টি এবং প্রত্যন্ত এলাকার ৪২টি কারখানার মধ্যে ৩৯টির মালিক মোট ২৩ লাখ ৬০ হাজার শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করেছে।

ভারতে মুসলিম হওয়ায় ভর্তি করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসার অভাবে দুই শিশুর মৃত্যু

করোনাভাইরাস মহামারির মধ্যে ভারতে পৃথক দুটি ঘটনায় চিকিৎসার অভাবে দুই শিশুর মৃত্যু ঘটেছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের ঝারখান্ড প্রদেশের জামশেদপুরে এমজিএম হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হয় সদ্য জন্ম নেয়া এক শিশুর। শিশুটির মাকে হাসপাতালে ভর্তি করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ওই গর্ভবতী মায়ের অপরাধ ছিল তিনি মুসলিম। যুক্তরাজ্যের সংবাদ মাধ্যম দ্যা টেলিগ্রাফে এক রিপোর্টে রোববার এ তথ্যটি প্রকাশিত হয়।

রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে ভারতে করোনা মহামারিতে মালাউন প্রশাসন ও হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ার মুসলিম বিদ্বেষী অপপ্রচারে সবার মাঝে তৈরি হয়েছে 'ইসলামআতঙ্ক'। যা ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে।

রেজওয়ানা খাতুন নামে ৩০ বছরের ওই গর্ভবতী নারী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। হাসপাতালে অবস্থানরত সময় তার ব্লিডিং (গর্ভকালীন রক্তপাত) শুরু হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রেজওয়ানাকে চিকিৎসা সেবা না দিয়ে উল্টো করোনা আক্রান্তের অভিযোগে তাকে দিয়েই তার রক্ত পরিষ্কার করায়।

এদিকে এপ্রিলের শুরুতে রাজস্থান রাজ্যের ভারতপুর জেলায় আরো এক মুসলিম মাকে তার সন্তান হারাতে হয়েছিল। কারণ যথাসময়ে সরকারি হাসপাতাল ওই গর্ভবতী মহিলাকে ভর্তি নেয়নি।

ভারতের ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজিপি) গত মার্চে রাজধানী দিল্লিতে তাবলিগ জামাতের বিরুদ্ধে করোনা সংক্রমণের মিথ্যা অভিযোগ তোলে। দেশটিতে গত মাসে দিল্লিতে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মুসলিম তাবলিগ জামাতের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেয়া ও কিছু সাথী করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে মালাউনরা ভারত জুড়ে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে থাকে। যার ফলে এই ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে ভারতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে হওয়া একই ধরনের সমাবেশ নিয়ে কোনো সমালোচনা নেই।

সংবাদ মাধ্যম দ্যা টেলিগ্রাফের রিপোর্ট মতে, দেশটিতে উত্তর প্রদেশের মেরুতের এক হাসপাতালে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে মুসলিমদের কোভিড-১৯ টেস্ট ছাড়া ভর্তি করা হবে না। অপরদিকে ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের থেকে এ ধরনের কোনো প্রমাণপত্র চাইছে না।

তেলেঙ্গানা রাজ্যের হাসপাতালগুলোও মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। এছাড়াও অনেক মুসলমানদের ফার্মাসি ও মুদি দোকানেও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ভারতে সোমবার সকাল পর্যন্ত মোট আক্রান্ত ১৭ হাজার ৬১৫ ও মৃতের সংখ্যা ৫৫৯ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্ত ধরা পড়েছে এক হাজার ২৫০ জন।

সূত্র : দ্যা টেলিগ্রাফ

বিচার সালিসে শিক্ষিকা ও তার বাবাকে জুতাপেটা করল মেম্বার!

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় বিচার সালিসে স্থানীয় লোকজনের উপস্থিতিতে এক শিক্ষিকা ও তার বাবাকে জুতা ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করেছেন ইছাপুরা ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার মো. রফিকুল ইসলাম। ভুক্তভোগী স্থানীয় একটি মাহিলা মাদরাসার আরবি বিভাগের শিক্ষিকা। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় দিকে উপজেলার শিয়ালদি গ্রামের আব্দুল জব্বারের বাড়িতে বিচার সালিসে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিক্ষিকা শনিবার রাতে বাদি হয়ে সিরাজদিখান থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

কালের কন্ঠের বরাতে জানা গেছে, শিয়ালদী গ্রামের মৃত আরোজ আলী দেওয়ানের ছেলে জাবেদ দেওয়ানের সঙ্গে পুকরের জায়গার মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভুক্তভোগী শিক্ষিকার বাবা মো. আজিজুল হক (৬৫) এর সাথে বিরোধ চলছিল। শিক্ষিকার বাবা মো. আজিজুল হক তার নিজের রের্কডিয় পুকুরে মাটি কাটলে ওই পুকুরে ক্রয় সূত্রে মালিক দাবি করে জাবেদ দেওয়ান পুকুর থেকে মাটি কাটতে চাইলে এই নিয়ে শনিবার রাতে বিচার সালিস ডাকা হয়। বিচার সালিসে ভুক্তভোগী শিক্ষিকা ও তার বাবাকে সবার সামনে অন্যায়ভাবে ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম মারধর করেন বলে শিক্ষিকা অভিযোগ করেন।

ভুক্তভোগী শিক্ষিকা বলেন, ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম বিচারের সময় আমার বৃদ্ধ বাবাকে লাঠি ও জুতা দিয়ে মারধর করে এতে বাধা দিয়ে আমি এগিয়ে গেলে আমাকেও সবার সামনে জুতা দিয়ে মারধর করেন।

এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মো. আব্দুল জাব্বার বলেন, আজিজুল হককে মেম্বার রফিকুল ইসলাম মারধর করতে থাকলে মেয়ে শিক্ষিকা শারমিন আক্তার এগিয়ে গেলে তাকেও জুতাপেটা করে ইউপি সদস্য।

অভাবী মানুষের প্রশ্নঃ ১০ কেজি চালে আর কয় দিন চলে?

করোনাভাইরাসের কারণে এক মাস ঘরে বসে আছেন হাতুন্ডা গ্রামের প্রতিবন্ধী আব্দুল হামিদ। হামিদ বলেন, তার এক টাকাও সঞ্চয় বা জমা নাই। স্ত্রী ছেলে-মেয়েসহ ৬ জনের সংসার চলে আমার একার রোজগারে। ত্রাণের ১০ কেজি চালে কয়দিন চলা যায়। করোনার কারণে ঘরে আছি।

হামিদের মতো হবিগঞ্জ চুনারুঘাটের শতাধীক প্রতিবন্ধী ভিকুকের একই কথা। রহমান, বাদশা, আকছির, ফুলবানু, মতিন, রমজান ও আব্দুল হকের মতো প্রতিদিন শতাধীক ভিকুক পৌর শহরের দোকান মালিক, শহরের আসা লোক জনের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

লকডাউনের জন্য এক মাস ধরে শহরে লোকজন নেই, দোকানপাট বন্ধ। সারা দিন শহরে ঘুরে আয় রোজগার নেই। সরকারের ত্রাণ সহায়তার জন্য প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও সহায়তা যা পাচ্ছেন তা নগণ্য। এ অবস্থায় পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটছে তাদের পরিবারের। এদের খাদ্য সহায়তায় প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য সচেতনমহল আহবান জানিয়েছেন।
খবরঃ *কালের কণ্ঠ*

ভারতে মালাউনদের মুসলিম বিদ্বেষ, করোনা টেস্ট ছাড়া হাসপাতালে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞাপন

করোনা ভাইরাস টেস্ট ছাড়া হাসপাতালে ঢুকতে পারবেন না কোনও মুসলিম। এমনই নির্দেশ জারি করেছিল উত্তরপ্রদেশের মীরাঠের এক ক্যান্সার হাসপাতাল। গত সপ্তাহে করোনা টেস্ট ছাড়া প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে স্থানীয় এক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনটি ছেপেছিল ওই হাসপাতাল। তাতে বলা হয়েছিল কোনও মুসলিম রোগি ভর্তি হতে এলে, তাঁর করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করাতে

হবে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা করাতে হবে তাঁর পরিবারের লোকজনকেও। টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ এলে তবেই তাঁকে ভর্তি নেওয়া হবে।

ভারতের অন্যতম জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ প্রায় ২০ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত এই রাজ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৯৭০ এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। রাজ্যের অন্তত ১৫০ এলাকাকে হটস্পট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মীরাটে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ৭০ জন করোনা রোগী পাওয়া গিয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। সেই মীরাটের হাসপাতালের বিরুদ্ধেই মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। তার পরেই বিতর্ক শুরু হয়। এমনকী অভিযোগ ওঠে, ওই হাসপাতালের হিন্দু ও জৈন রোগীদের বেশি করে দেখাশোনা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর করোনা তহবিলে অনুদান দিয়েছেন তাঁরা পাচ্ছেন বিশেষ পরিষেবা। *খবর দ্যা ওয়ালের*

ভ্যালেন্টিস হাসপাতালের বিজ্ঞাপনে দিল্লির তাবলিগ জামাতের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এটাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে।

ভারত প্রশাসন ও উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা করোনা ইস্যুকে এক চেটিয়াভাবে বিচার করছে। তাদের বোঝা উচিত, তাবলীগের প্রতিটি সাথী যেমন করোনা আক্রান্ত নয়, তেমন প্রতিটি মুসলমানও তাবলীগের সাথী নয়। সুতরাং তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানদের মূল্যায়ন করা, কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

আশ্চর্যের বিষয় হল, ভারতে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের বিস্তার এবং প্রাদুর্ভাব হুহু করে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলমানদের ওপরে ভারত সরকার ও প্রশাসনকর্তৃক চরম অসদাচরণের পরিমাণও বাড়ছে।

ভারতীয় মিডিয়াও প্রতিটি মুসলমানকে তাবলীগ কর্মী এবং প্রতিটি তাবলীগকর্মীকে করোনাবাহী হিসেবে প্রচার করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। যা খুবই নিন্দনীয়।

অথচ, ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তাবলিগ জামাতের সমাবেশেরও আগে। এমনিভাবে, লকডাউন ঘোষণার পর মালাউনদের অনেক সমাবেশও হয়েছে।

এপ্রিলের ১ তারিখে ভারতবর্ষে সভা-সমাবেশের ওপরে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হিন্দুদের বড় একটি গণ জমায়েত হয়েছে এবং তাতে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারাও গেছেন। এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেন না। হয়তো বলবেনও না।

এবার মাদারীপুরে ত্রাণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ না খাওয়া মানুষের

মাদারীপুরে ত্রাণের দাবিতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে হতদরিদ্ররা। রবিবার মাদারীপুর সদর উপজেলার সমাদ্দার ব্রিজ এলাকায় এ বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন হতদরিদ্র পুরুষ-নারীসহ শিশুরা।

বিক্ষোভকারীরা জানায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তিন সপ্তাহ আগে ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও ছবি নেন পরিষদের কর্মকর্তারা। কিন্তু এখনো কোন ত্রাণ কিংবা খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়নি। বারবার ইউনিয়ন পরিষদে গিয়েও হতদরিদ্রদের ফিরে আসতে হয়েছে বলেও অভিযোগ তাদের।

এ অবস্থায় ত্রাণের দাবীতে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভের পরে মানববন্ধন করে ত্রাণের দাবি জানায় তারা। ব্যানার-ফেস্টুন হাতে ত্রাণের জন্য রাস্তায় নামেন শিশু-কিশোর, নারী, পুরুষসহ সব বয়সের মানুষ। খবরঃ কালের কণ্ঠ

ফ্যাস্টুন হাতে স্কুল পড়ুয়া নবিন সরদার বলেন, আমার বাবা কর্মহীন হয়ে আছে, আমার বাবা যদি কাজ না করতে পারে তাহলে আমরা খাবার পাবো কোথায়।

সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মজিবর মাতুব্বরের মোবাইল নাম্বারে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেস্টা করা হলেও সে ফোন রিসিভ করেননি।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ বদরুল আলম মোল্যা বলেন, ত্রাণের দাবিতে কিছু মানুষ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এমন খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাদের বুঝিয়ে সড়ক ফাঁকা করে। হতদরিদ্ররা ত্রাণের যে দাবি করেন তা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

ত্রাণে অনিয়ম চলছেই, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

ত্রাণ নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় চলছে নয়ছয়। কারও কারও বিরুদ্ধে উঠেছে স্বজনপ্রীতির অভিযোগও। চট্টগ্রামের পটিয়ায় ত্রাণ বিতরণে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ করায় নুর হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে

মারধর করেছেন হুইপ অনুসারী হিসেবে পরিচিত জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের এয়াকুবদন্ডী ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শাহাদাত হোসেন সবুজ। এ ব্যাপারে গত ১১ এপ্রিল ইউপি সদস্য সবুজসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৮-১০ জনের বিরুদ্ধে পটিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যক্তি।

বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, পটিয়ার জঙ্গলখাইন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি হিসেবে ইউপি সদস্য শাহাদাত হোসেন সবুজ এলাকায় সম্প্রতি ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে এলাকার বেশকিছু দরিদ্র মানুষকে বাদ দেন। এর প্রতিবাদ করলে নুর হোসেনকে ডেকে নিয়ে সবুজ ৮-১০ জন লোক দিয়ে মারধর করেন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

জানা গেছে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ সামশুল হক চৌধুরী এমপির ত্রাণ সহায়তা টিম উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ সহায়তা দিচ্ছে। তবে এসব ত্রাণ অনেক দরিদ্র ও দিনমজুররা পাচ্ছেন না।

নিজেদের পছন্দমতো লোককে ত্রাণের কিছু প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে ফটোসেশন করে গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছেন।

হুইপ সামশুল হক চৌধুরীর ছোট ভাই মুজিবুল হক চৌধুরী নবাবও প্রতিদিন হুইপের পক্ষে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে চাল, ডাল, আলু, সাবান, মাস্ক ও হেক্সিসল বিতরণ করা হচ্ছে বলে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করেন। এছাড়া পটিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হুইপ সামশুল হক চৌধুরী নিজ অর্থায়নে উপজেলার ১৭ ইউনিয়ন ও পটিয়া পৌরসভায় ইতোমধ্যে ৬ হাজার পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে ভোটার আইডি কার্ড না থাকলেও অসহায়, গরিব ও দুস্থ ব্যক্তিদের ত্রাণ দিতে সরকার নির্দেশনা থাকলেও তা পটিয়ায় মানা হচ্ছে না বলে জানা গেছে।

ত্রাণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ক্ষুধার্ত মানুষের

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ত্রাণের দাবিতে ঢাকা-নগরবাড়ী মহাসড়কের উপজেলার বালসাবাড়ী বাজার এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে কর্মহীন মানুষ। রবিবার সকালে উপজেলার দুর্গানগরে ইউনিয়নে দুর্গানগর এলাকার শতশত কর্মহীন মানুষ এ বিক্ষোভ করেছে।

বিডি প্রতিদিন থেকে জানা যায়, করোনার প্রভাবে কর্মহীন মানুষের জন্য ত্রাণের জন্য দুর্গানগর ইউনিয়নে সাড়ে ১৩ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়।

কিন্তু চেয়ারম্যান আফসার আলী তার পরিচিত ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অধিকাংশ চাল বিতরণ করেন। এতে তাঁত প্রধান এলাকার শতশত কর্মহীন মানুষ ত্রাণ সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সকালে ঢাকা-নগরবাড়ী মহাসড়কের বালসাবাড়ী বাজার এলাকায় শতশত মানুষ ত্রাণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে।

১৯শে এপ্রিল, ২০২০

কাশ্মীর | ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের উপর স্বাধীনতাকামীদের হামলা, নিহত ৪, আহত আরো ৩ এরও অধিক

বেশ কয়েক মাস যাবৎ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে কাশ্মীরকে, এর মধ্য করোনার অযুহাতে লকডাউনের আড়ালে চলছে কাশ্মীরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় মালাউন সৈন্যদের অমানবিক সকল ধরণের নির্যাতন নিপীড়ন। প্রতিবাদ স্বরূপ ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের উপরেও হামলা চালাচ্ছেন কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা।

গত শনিবার (১৮ এপ্রিল) দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপোরে ভারতীয় মুশরিক সৈন্যদের উপর হামলা চালান কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা। এতে মারা গেছে ভারতীয় মুশরিক সিআরপিএফ-এর ৪ সৈন্য। আহত হয় আরো ৩ মুশরিক সৈন্য। কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় যখন সিআরপিএফ এর যৌথ মুশরিক বাহিনীর টহল দিচ্ছিল, তখনই এই সফল অভিযানটি চালান কাশ্মীরী মুক্তিকামীরা।

খোরাসান | তালেবানদের কাছে ১৮ সেনার আত্মসমর্পণ

আফগানিস্তানের বাগলান প্রদেশের কেন্দ্রীয় বাগলান জেলা হতে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবানদের কাছে ১৮ সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছেন।

জানা যায় যে, ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ বিভাগের জানবায মুজাহিদদের দাওয়াতে এসকল সৈন্যরা সত্যতা বুঝতে পেরে তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ইমারতে ইসলামিয়া আত্মসমর্পণকারী উক্ত ১৮ সৈন্যের একটি তালিকাও প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা, হতাহত ৫ এরও অধিক

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "হেডকোয়াটার মীরানেশাহ" এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপয়েন্টে হালকা ও ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ।

পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যমের বরাতে জানা যায় যে, হামলাটি রাতের বেলায় চালানো হয়, যা বেশ কিছুক্ষণ যাবত চলতে থাকে। যার ফলে উভয় দিক থেকে তীব্র হামলা চালানো হয়। অতঃপর হামলা শেষে মুজাহিদগণ নিরাপদে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন।

পাকিস্তানী মিডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত হামলায় ১ সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে।

অন্যদিকে পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম টিটিপি এর অঙ্গসংগঠন বলে পরিচিত "হিজবুল আহরার" এর মুখপাত্র জানান যে, হামলায় ২ মুরতাদ সৈন্য নিহত, এবং আরো কতক সৈন্য আহত হয়েছে।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হাতে আইএসআই এর এক মুরতাদ নিহত

পাকিস্তানের খাইবার প্রদেশের "চারসাদাহ" জেলায় দেশটির মুরতাদ (আইএসআই) গোয়েন্দা সংস্থার এক সদস্যকে হত্যা করেছেন মুজাহিদিন।

মুজাহিদদের হাতে নিহত হওয়া উক্ত মুরতাদ গোয়েন্দা সদস্যের নাম "খাত্তার ইবনে কুররাব" বলে জানা যায়। যাকে গত ১৮ এপ্রিল "শবেকদর" এলাকা হত মুজাহিদগণ বন্দী করেন এবং মুজাহিদগণ নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নিয়ে তাকে গুলি করে তার পাপ্য বুঝিয়ে দেন।

এই বরকতময়ী হামলার দায় স্বীকার করেন হিজবুল আহরার এর মুখপাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল আজিজ হাফিজাহুল্লাহ্। তিনি এও জানান যে, এই মুরতাদ কিছুদিন পূর্বেও মুজাহিদদের ভিতর নিজের পরিচয় গোপন করে অবস্থান করছিল।

লকডাউন উপেক্ষা করেই ভারতে হয়ে গেল মালাউনদের মনগড়া ধর্মীয় সমাবেশ!

এবার ভারতের কর্নাটকে। লকডাউন উপেক্ষা করেই একের পর এক উদযাপিত হচ্ছে মালাউনদের বিভিন্ন মনগড়া উৎসব। এবার আরেকটি ধর্মীয় সমাবেশ হয়ে গেল কালবুর্গিতে। যে জায়গায় ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে, সেই জায়গাটি আবার করোনা হটস্পট হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে এতবড় ধর্মীয় সমাবেশ হয়ে গেল বিজেপি শাসিত কর্নাটকের কালবুর্গিতে? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। লকডাউন চলাকালীন ধর্মীয় সমাবেশের অনুমতি না দেওয়ার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্দেশ দেয়া আছে। কিন্তু কর্নাটকের কালবুর্গি এলাকার সিদ্ধলিঙ্গেশ্বর মন্দিরে দেখা গেল নিয়মভঙ্গের ভয়াবহ ছবি। লকডাউন ভেঙে বার্ষিক রথযাত্রা উৎসবে মেতে উঠল সাধারণ মানুষ। অথচ এই কালবুর্গি করোনা হটস্পট এবং এই জেলায় মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এমনকী, করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশের প্রথম মৃত্যুও হয়েছিল এখানেই। *সূত্র: আজকাল*

অথচ, ইতিপূর্বে তাবলিগ জামাতের সমাবেশকে কেন্দ্র করে মালাউন সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভারতে করোনা ছড়িয়ে দেওয়ার বিদ্বেষমূলক গুজব ছড়িয়ে ছিল।

উত্তরপ্রদেশে খিদের জ্বালায় বিস্কুট কিনতে গিয়ে মালাউন পুলিশের মারে প্রাণ গেল মুসলিম কিশোরের

করোনা প্রতিরোধের সঠিক ব্যবস্থা না করে ভারতে চলছে অপরিকল্পিত লকডাউন। আর সেই লকডাউন মানতে কড়া নজরদারি। নিয়ম ভাঙলেই অনেকক্ষেত্রে কপালে জুটছে মালাউন পুলিশের লাঠি। এবার সেই লাঠির ঘায়েই উত্তরপ্রদেশে এক মুসলিম কিশোরের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ।

ভারতের উত্তরপ্রদেশে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিস্কুট কিনতে বেরিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে রিজওয়ান (১৯) নামের এক মুসলিম কিশোরের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

খাবার কিনতে বেরিয়ে পুলিশের অত্যাচারের মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে। গত বৃহস্পতিবার রাতেই গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু'দিন মৃত্যুর শয্যায় থেকে

শনিবার সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ছাজ্জাপুরের কিশোরের মৃত্যুতে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশকেই কাঠগড়ায় তুলছেন গ্রামবাসীরা।

ভারতীয় বার্তা সংস্থা সংবাদ প্রতিদিন সূত্রের খবর, লকডাউনের পর থেকেই ভাঁড়ারে টান পরেছে। বৃহস্পতিবার রাতে খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিস্কুট কিনতে বেরিয়েছিলেন আম্বেদকর নগরের ছাজপুর গ্রামের বছর উনিশের রিজওয়ান। লকডাউন ভাঙার অভিযোগ সেই সময় মালাউন পুলিশ তাকে বেধরক মারধর করে বলে দাবি। প্রত্যদর্শীদের অভিযোগে, দোকানে আরও খরিদ্দাররা ছিল, কিন্তু তাঁদের কিছু বলেনি পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে রিজওয়ানের বাবা মুহাম্মদ ইজরায়েলি বলেন, “বৃহস্পতিবার রাতে আমার ছেলে আর খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছিল না। বিস্কুট কিনতে বেরিয়েছিল। সেইসময় পুলিশ তাকে বেধড়ক মারধর করে।” কাঁদতে কাঁদতে তাঁর হাহাকার, “করোনা নয়, পুলিশই আমার ছেলেকে কেড়ে নিল।”

গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, লকডাউন থাকায় পুলিশ রিজওয়ানকে বিস্কুট কিনতে দিচ্ছিল না। রিজওয়ানের কাকা মুন্নার কথায়, সেখা আরও খরিদ্দাররা ছিলেন, তাদের পুলিশ আটকাল না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলল, পুলিশ রাইফেলের বাট, লাঠি দিয়ে তাকে মারছিল। তাঁদের আরও অভিযোগ, “লকডাউননের মেয়াদ বৃদ্ধির পরই প্যানিক-বাইয়িং চলছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বাড়ি বাড়ি খাবর পৌঁছে দিয়ে যাবেন। কিন্তু ২৫ মার্চ থেকে কোনও সাহায্যই পাইনি। বাড়িতে যা রসদ ছিল সব শেষ। বাইরে বের হলেই পুলিশ মারছে। জানিনা এরপর কীভাবে চলবে!”

যুক্তরাজ্যে চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতি থাকায়, ব্যবহৃত গাউন পরার নির্দেশ

যুক্তরাজ্যে চিকিৎসা সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও নার্সদের পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা পোশাক (পিপিই) ছাড়াই এবং অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম একাধিকবার ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ইংল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশনা জারি করেছে। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহকারীরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতলে মজুদ ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশের পরই এই নির্দেশনা জারি করা হলো। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এখবর জানিয়েছে।

জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের আগের নির্দেশনায় বলা হয়েছিল, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের লম্বা হাতা, একবার ব্যবহারযোগ্য ও তরলনিরোধ গাউন পরতে

হবে। কিন্তু এখন গাউনের সংকট দেখা দেওয়াতে কর্মীদের মেডিক্যাল গাউন ধুয়ে পরা বা তরলনিরোধ নয় এমন সরঞ্জাম পরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৪ হাজার ৬০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ৯ হাজারের বেশি মানুষ। দেশটিতে অন্তত ৫০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে করোনার সংক্রমণে। এই অবস্থায় যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই করোনাভাইরাস আক্রান্ত হতে পারেন এমন ব্যক্তির থেকে ২০ সেন্টিমিটারের মতো দূরত্বে থেকে কাজ করতে বলা হচ্ছে ডাক্তারদের। অথচ যেখানে সাধারণ মানুষকে বলা হচ্ছে ২ মিটার হতে হবে ন্যূনতম দূরত্ব।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ এক নির্দেশনায় বলেছে, উচ্চমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ হাসপাতালগুলোতেই কেবল পূর্ণাঙ্গ পানিনিরোধক সার্জিক্যাল গাউন পরতে হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, যখন গাউন শেষ হয়ে যাবে, তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্লাস্টিকের অ্যাপ্রন পরতে হবে অথবা অন্য হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করতে হবে। এ ছাড়া চিকিৎসক ও নার্সদের একটি গাউন একাধিকবার ব্যবহার করতে বলা হয়েছে।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পরামর্শক কমিটির চেয়ারম্যান ড. রব হারউড বলেছেন, যদি গাউন পুনরায় ব্যবহার করতে বলা হয় তাহলে সেটি হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে, প্রাপ্যতার ভিত্তিতে নয়। স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার বিষয়ে কোনও ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই।

এর আগে বিবিসি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যুক্তরাজ্যে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের কর্মীরা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন ময়লা ফেলার ব্যাগ মাথায় দিয়ে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ব্যক্তিগত সুরক্ষা দেয়া সরঞ্জামের অভাব প্রকট, এমনও হয়েছে যে পিপিইর অভাবে ময়লা ফেলার পলিথিন, প্লাস্টিকের অ্যাপ্রোন ও স্কিইং করার চশমা পরে কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন তারা।

সিঁধ কেটে চুরি করতে গিয়ে ধরা, আ'লীগ নেতাকে গণধোলাই

টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সহবতপুর ইউনিয়নের নন্দ পাড়ায় সিঁদ কেটে চুরি করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে ৭নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা মো. শাহীন খান (৪২)। পরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী। শাহীন সহবতপুর

ইউনিয়নের নন্দপাড়ার মৃত ছামু খানের ছেলে ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি।

রাইজিং বিডি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) দিবাগত গভীর রাতে একই গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. হাশেম মিয়ার বাড়িতে সিঁদ কেটে চুরি করতে গেলে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী জানায়, সহবতপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য শাহীন অনেক দিন যাবৎ চুরি করছে। সে একজন দাগী চোর। এর আগে একাধিক বার চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরাও পড়েছিল। তার বিরুদ্ধে একাধিক চুরির অভিযোগও রয়েছে। এলাকাবাসী তার উৎপাত থেকে রেহাই পেতে ভোট দিয়ে তাকে ইউপি সদস্য নির্বাচিত করে। মেম্বার হওয়ার পর কিছুদিন ভালো চললেও আবার তার উপদ্রব বেড়ে গেছে।

মুক্তিযোদ্ধা হাশেম মিয়ার ছেলে ওসমান গনি বলেন, আমি শুক্রবার দিবাগত রাতে বাড়ির পাশের জমিতে ইরিস্কিম থেকে জমিতে পানি দিয়ে বাড়িতে এসে টর্চের আলো জ্বালালে চোর শাহীনকে দৌড় দিতে দেখি। এসময় আমি ও আমার পরিবারের ডাক চিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে এসে পালানোর সময় তাকে ধরে ফেলে। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে গ্রামবাসী শাহীনকে পিটিয়ে গাছের সাথে বেঁধে পুলিশকে খবর দেয়।

১৮ই এপ্রিল, ২০২০

দৌলতপুরে ভুয়া তালিকা করে ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির পাশাপাশি ভুয়া তালিকা করে ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন ইউনিয়নের ত্রাণ বঞ্চিত দিনমজুর, দরিদ্র ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি ও ওয়ার্ড মেম্বররা এ অভিযোগ করেছেন।

বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, অভিযোগে তারা বলেছেন, সরকারি ত্রাণ বিতরণে ওয়ার্ড মেম্বরদের মাধ্যমে তালিকা করে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চৌকিদারদের দিয়ে ওইসব দরিদ্র, দিনমজুর ও অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা। কিন্তু তা করা হচ্ছে না।

চেয়ারম্যানরা প্রতিটি ওয়ার্ডে তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের নামে তালিকা করে ত্রাণ বিতরণ করছেন যেখানে মেম্বরদের কোন তালিকা নেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে ত্রাণ বিতরণের বিষয়ে কিছু জানানো হচ্ছে না। আবার প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫০ জন দরিদ্র, দিনমজুর ও অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে ত্রাণ দেওয়ার কথা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০ জন বা ২৫ জনকে দেওয়া হচ্ছে। বাকি ত্রাণ কোথায় কিভাবে দেওয়া হচ্ছে তাও জানানো হচ্ছে না।

উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ আলমগীর ২ নং ওয়ার্ডের বৈরাগীরচর এলাকায় তার নিকট আত্মীয় আপন ভাগ্নি ও মামাত ভাই জহুরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান হবি, আব্দুর রাজ্জাক ও রিপনসহ ৫০ জনের মাঝে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন। ইউপি সদস্যের তালিকার কাউকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়নি বলে ইউপি সদস্য নাসির উদ্দিন অভিযোগ করেন।

একই অভিযোগ ৭ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শাহআলম মেম্বারের। তিনিও অভিযোগ করেন তার ওয়ার্ডেও চেয়ারম্যান শাহ আলমগীরের নিজস্ব আত্মীয় স্বজন ও তার পছন্দের লোকদের মাঝে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছেন। আমার তালিকার কাউকে এ ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয়নি।

আড়িয়া ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর হোসেন আলী অভিযোগ করেন, চেয়ারম্যান সাইদ আনছারী বিপ্লব ৬ নং ওয়ার্ডে তার পছন্দ অনুযায়ী তালিকা করে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন। তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তাদের অনেকেরই তালিকার নামের সাথে মিল নেই। এ বিষয়ে আড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাইদ আনছারী বিপ্লব বলেন, ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর হোসেন ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয় সভায় কোনদিন আসেন না। কোন খোঁজখবরও রাখেন না। তাই ৬ নং ওয়ার্ড আমার নিজেরও ওয়ার্ড হওয়ায় ওই ওয়ার্ডে কারা দরিদ্র ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি তাদের আমি চিনি ও জানি। সে অনুযায়ী তালিকা করে প্রাপ্য ব্যক্তিদের মাঝেই ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এখানে কোন অনিয়ম হয়নি।

প্রাগপুর ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের জামালপুর গ্রামের হতদরিদ্র সাহিদা খাতুন ও ইউসুফ আলী অভিযোগ করেন, ত্রাণের তালিকায় তাদের নাম থাকা সত্ত্বে¡ও আসলাম মেম্বর তাদেরকে ত্রাণ দেয়নি। এছাড়াও ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর জয়পুর গ্রামের আনারুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মহিষকুন্ডি গ্রামের আলাউদ্দিনসহ অনেকে অভিযোগ করেছেন তাদের ওয়ার্ডে ৫০ জনের পরিবর্তে ২৫ জনের তালিকা করে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। একই অভিযোগ রয়েছে ফিলিপনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মেম্বরদের।

এবার লকডাউন ভেঙে গরুর শেষকৃত্যে ভারতে শত শত মানুষের ঢল!

করোনাভাইরাসে পরিবারের সদস্য মারা যাওয়ার পরও অনেক জায়গায় লাশ নিতে যাচ্ছেন না কেউ। আবার গরুর মৃত্যুতে মানুষের ঢল! এমন আজব দৃশ্যের দেখা মিলল ভারতে।

তামিলনাড়ুর মুধুবারাপট্টির গ্রামে বুধবার এক ষাঁড়ের শেষকৃত্যে জমায়েত হয়েছেন শয়ে শয়ে মানুষ। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

বুধবার মুধুবারাপট্টি নামে এক গ্রামে জাল্লিকাট্টুর একটি ষাঁড়ের মৃত্যু হয়। তার শেষযাত্রায় সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখেই অংশ নেন শয়ে শয়ে গ্রামবাসী। ঘটনাটি কেউ ভিডিও করে সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দেয়। পরে তা ভাইরাল হয়।

তামিলনাড়ুতে প্রায় ১২৫০ জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত। তা সত্ত্বেও মধুরাপট্টি গ্রামের কয়েকশো মানুষ সামাজিক দূরত্ব না মেনে ষাঁড়ের শেষকৃত্যে অংশ নিলেন। গ্রামবাসীদের কারও মুখে মাস্ক ছিল না।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ষাঁড়টিকে ভ্যানের মতো কোনও গাড়িতে চাপানো হয়েছে।

তার উপর ফুল, মালা দেওয়া হয়েছে, ধূপ জ্বলছে। আর সামনে, পিছনে, চার পাশে কয়েকশ’ মানুষ রীতিমতো শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলেছেন তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে।

মেয়েকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বাবাকে আছাড় মেরে হত্যা করলো আ’লীগের ইউপি মেম্বার

মেয়েকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় শূন্যে তুলে আছাড় মেরে কৃষক বাবাকে হত্যা করেছেন এক ইউপি সদস্য। গতকাল শুক্রবার কুমিল্লার লালমাই উপজেলার ইছাপুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার ওই কৃষক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শী, নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বেলঘর উত্তর ইউনিয়নের ইছাপুরা গ্রামের কৃষক আমান উল্লাহর এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়েকে কিছুদিন ধরে উত্ত্যক্ত করে আসছিল বেলঘর উত্তর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক ও ইউপি মেম্বার দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের ছোট ভাই কাঠমিস্ত্রী সোহরাব।

গত ১৬ এপ্রিল রাত ১১টায় দিকে সোহরাব আমান উল্যাহর বাড়িতে গিয়ে তার মেয়েকে ডাকাডাকি শুরু করে। এসময় আমান উল্যাহ ও তার ছেলেরা চোর চোর বলে চিৎকার দেয়। তাদের চিৎকার শুনে আশেপাশের বাড়ির লোকজন বেরিয়ে আসে। খুঁজতে গিয়ে সবাই দেখে সোহরাব বাড়ির পাশের ধান খেতে শুয়ে আছে। এসময় তাকে ধরে উত্তমমধ্যম দেয়।

এখবর পেয়ে সোহরাবের ভাই দেলোয়ার মেম্বারের নেতৃত্বে ১০/১২জন রাত সাড়ে ১২টার দিকে আমান উল্যাহর বাড়িতে হামলা করে।

পরদিন ১৭ এপ্রিল দুপুরে গ্রামের গণ্যমান্যদের আমান উল্যাহ বিষয়টি জানায়। গ্রামবাসীকে জানানোর কারণে দুপুরে দেলোয়ার মেম্বারের নেতৃত্বে তার ভাইসহ কয়েকজন আমান উল্যাহকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। ঘর থেকে বের করার সময় দেলোয়ার মেম্বার আমান উল্যাহকে শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় দেয়। এরপর সবাই মিলে তাকে মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে ইছাপুরা গ্রামের শহীদের বাড়ির সংলগ্ন সড়কের পাশে ফেলে দেয়। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

নিহতের ছেলে আবদুল জলিল সাংবাদিকদের বলেন, সোহরাবের চরিত্র খারাপ হওয়ায় তার স্ত্রী চলে গেছে। বেশ কিছুদিন ধরে সে আমার বোনকে উত্ত্যক্ত করে আসছে। ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় দেলোয়ার মেম্বারের নেতৃত্বে আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে। খুনি দেলুসহ তার ভাইদের গ্রেফতার ও ফাঁসি চাই।

মিয়ানমারে সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর হামলায় নারী-শিশুসহ নিহত ৩২

মিয়ানমারে সশস্ত্র সন্ত্রাসী সেনাবাহিনীর হামলায় অন্তত ৩২ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন। তাদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। সেনা সন্ত্রাসীরা বাড়িঘর ও স্কুল ভেঙ্গে দিয়েছে। গতকাল শুক্রবার এই তথ্য দিয়েছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয়।

জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী *বিডি প্রতিদিন* সূত্রে জানা যায়, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে দেশটির অশান্ত রাখাইন এবং চিন রাজ্যে। অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে এক বছরের বেশি সময় ধরে আরাকান আর্মির (এএ) সশস্ত্র যোদ্ধারা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে।

জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিবার বিষয়ক কার্যালয়ের মুখপাত্র রুপার্ট কোলভিল এক নিউজ ব্রিফিংয়ে বলেন, 'জনবহুল এলাকাগুলোতে প্রতিদিনই বিমান হামলা ও শেল নিক্ষেপ করছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। এসব হামলায় গত ২৩ মার্চ থেকে অন্তত ৩২ জন নিহত ও ৭১ জন আহত হয়েছেন।'

তিনি জানান, 'সামরিক বাহিনীর এসব হামলায় হতাহতদের বেশিরভাগ নারী ও শিশু। এছাড়া সেনারা বিভিন্ন এলাকায় বাড়িঘর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। তবে এসব হতাহত বন্দুকযদ্ধে হয়েছে নাকি সেনা সরাসরি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে তা নিশ্চিত হওয়াটা কঠিন।'

তবে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কোনো মুখপাত্রের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে দেশটির সেনাবাহিনী নির্বিচারে এসব সাধারণ মানুষ হত্যার অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্থানীয় বাসিন্দা ও সরকারি কর্মকর্তাদের বরাতে জানিয়েছে, গত সোমবার রাখাইন রাজ্যের কিউক সেইক গ্রামে সেনাবাহিনীর শেল হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত হন। কিন্তু সেনাবাহিনী বরাবরের মতই বলছে, সাধারণ মানুষ হত্যার এই অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রংপুরে সুরক্ষা সামগ্রীর দাবীতে, চিকিৎসকদের কর্মবিরতি

করোনা আতঙ্কে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের একাংশ প্রথম থেকেই কাজে যোগ দেয়নি। যারা কর্মরত ছিলেন তারাও বৃহস্পতিবার রাত থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। ফলে হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসাসেবা মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

কাজে যোগ না দেওয়া কয়েকজন চিকিৎসক জানান, দেশে করোনা প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকেই তারা সুরক্ষা সামগ্রী চেয়ে আসছেন। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ইন্টার্ন চিকিৎসকদের সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখছেন না। ফলে তারা কাজে যোগ দেননি। তবে সুরক্ষা নিশ্চিত হলে তারা কাজে যোগ দেবেন বলে জানান।

এদিকে হাসপাতালে কর্তব্যরত একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক জানান, তারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে রোগীদের সেবা দিয়ে আসছিলেন। অন্য চিকিৎসকরা অনুপস্থিত থাকায় তারা চিকিৎসাসেবা

দিতে হিমশিম খাচ্ছেন। কেউ কাজ করবে কেউ করবে না এই অবস্থায় তারা কর্মবিরতিতে গিয়েছেন।

এদিকে, করোনায় দেশে এ পর্যন্ত ১০০ জন চিকিৎসক আক্রান্ত হয়েছেন।এছাড়া করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসে কোয়ারেন্টাইনে আছেন প্রায় ৩০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী।

এরমধ্যে নিবিড় পরিচর্চা কেন্দ্রে (আইসিইউ) আছেন একজন। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে ডা. মো. মঈন উদ্দিন নামে এক চিকিৎসকের। এরমধ্যে তিনজন সুস্থ হয়ে ছুটি পেয়েছেন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৫৩ জন। বাকিরা বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন। গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশনের (বিডিএফ) প্রধান সমন্বয়ক ডা. নিরূপম দাশ।

মন্ত্রীর মালাউন গানম্যানের গুলিতে যুবক নিহত, আহত ১ জন

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আ ক ম মোজাম্মেল হকের হিন্দু গানম্যানের ছোঁড়া গুলিতে শহিদ (৩০) নামে এক যুবক নিহত ও তার বন্ধু মঈন উদ্দিন (৩২) আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমগীর হোসেন মজুমদার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর দ্য ডেইলি স্টার'র।

গতকাল রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার কুতুবদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শহিদ কালিয়াকৈর উপজেলার সীমান্তবর্তী টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার আইজগানা গ্রামের সবুর উদ্দিনের ছেলে। মঈন উদ্দিনের বাড়ি ওই গ্রামে।

আলমগীর হোসেন মজুমদার বলেন, মন্ত্রীর গানম্যান সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)তিনি বলেন, ঘটনার সময় গুলির শব্দ পেয়ে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে কিশোর পালিয়ে যায়। নিহত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজ উদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। কুমার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কিংবা পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিশোর কুমারের বাড়ি কুতুবদিয়া গ্রামে। তার বাবার নাম নারায়ণ কুমার। শহিদের বুকের ডান পাশে গুলি লাগলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মঈনের পেটের এক পাশে গুলি লেগেছে। বর্তমানে তিনি সাভারে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তিনি বলেন, ঘটনার সময় গুলির শব্দ পেয়ে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে কিশোর পালিয়ে যায়। নিহত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজ উদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

ভারতে করোনায় নৌবাহিনীর ২১ সদস্যসহ আক্রান্ত ৯৯২, আরও ৪৩ জনের মৃত্যু,

ভারতে করোনায় গত ২৪ ঘন্টায় ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৯৯২ টি নয়া সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। দেশে এপর্যন্ত মোট ৪৮০ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪ হাজার ৩৭৮। আজ (শনিবার) সকাল ৮ টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে ওই তথ্য জানা গেছে।

সংবাদ মাধ্যম *এনডিটিভি* সূত্রে জানা গেছে, এ বার ভারতীয় নৌবাহিনীতেও করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় ২১ জন নৌসেনাকে নৌবাহিনীর হাসপাতাল আইএনএইচএস অশ্বিনী-তে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। ভারতের মুম্বইয়ের নৌসেনা ঘাঁটি আইএনএস অ্যাঙ্গরে-তে কাজ করেন ওই নৌসেনারা। মোট ২১ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। ওই ঘটনায় কার্যত আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওই নৌঘাঁটি থেকেই নৌসেনা ওয়েস্টার্ন কমান্ডের লজিস্টিকাল এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম চলে। আক্রান্তদের সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে নৌসেনা সূত্রে আশঙ্কা করা হয়েছে

সেই মুসলিম নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করলো তাগুত সৌদি বাহিনী!

লোহিত সাগরে মেগা-প্রকল্পের নামে অশ্লীলতার আড্ডা বসাতে চায় তাগুত আলে সৌদ প্রশাসন। মেগা-প্রকল্পের নামে এই জঘন্য কাজটি করার জন্য যে সম্পত্তি দরকার, তা কেড়ে নিচ্ছে সাধারণ মুসলিমদের কাছ থেকে। আর যারা নিজের সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করছেন, তাদের উপর চলছে তাগুত সৌদি প্রশাসনের নির্মম নির্যাতন। সেই ধারাবাহিকতায় আবদুর রহিম আল-হাওয়াইতি নামে একজন মুসলিমকে আলে-সৌদ তাগুত বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আল-জাজিরার সূত্রে জানা যায়, আমেরিকার গোলাম সৌদি সরকার আব্দুর রহিম আল-হাওয়াইতি নামক মুসলিম নাগরিককে নিজের বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জঘন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু, ঐ মুসলিম নাগরিক নিজের বাড়ি ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। আর এতেই মুসলিম ব্যক্তিটির বাড়িতে

ঝাঁপিয়ে পড়ে সৌদ পরিবারের গোলাম বাহিনী, নির্মমভাবে শহীদ করে দেয় ঐ মাজলুম মুসলিমকে।

সৌদি বাহিনীর হাতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া ঐ ব্যক্তি শহীদ (ইনশাআল্লাহ) হওয়ার আগে অনলাইনে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আব্দুর রহিম আহমাদ মাহমুদ আল-হাওয়াইতি নামে নিজের পরিচয় দেন। ভিডিওটিতে তিনি বলেন, উত্তর-পশ্চিম লোহিত

সাগর অঞ্চলের আল-খ্রাইবাহ এলাকায় তাঁর বসবাস। ঐ এলাকার অন্যান্য বাসিন্দাদের পাশাপাশি তাঁকেও নিজ সম্পত্তি সরকারকে দিয়ে দিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে।
আল-হাওয়াইতি ইউটিউবে আপলোড করা ওই ভিডিওতে আরো বলেছেন যে, "কেউ যদি এই অঞ্চল ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে সরকারী এজেন্টরা গ্রেপ্তার করে"। তিনি আলে-সৌদ সরকারের এমন পদক্ষেপকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "এটি আমার বাড়ি এবং এ বাড়ি ছেড়ে আমি সৌদি আরবের অন্য কোথাও যাব না। কারণ এটি আমার মাতৃভূমি"
আল-হাওয়াইতি বলেন, এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের পিতৃপুরুষের শিকড়কে উপড়ে ফেলতে চান না। তবে নিরাপত্তা বাহিনী তাঁদের উপর অত্যাচার চালিয়ে এমনটা করতে বাধ্য করবে—এই আশংকায় তাঁরা এখন ভীত অবস্থায় আছেন।

অন্য একটি ভিডিওতে তিনি বলেছিলেন, "আমার অঞ্চল থেকে এখনও পর্যন্ত ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আমি নিশ্চিত যে পরবর্তীতে আমাকে গ্রেফতার কিংবা হত্যা করা হতে পারে, যেমনটা তারা মিশরে করেছে। আমি নিশ্চিত, যদি তারা আমাকে হত্যা করে তবে হত্যার পর তারা আমার কাছে অস্ত্র রেখে দাবি করবে যে, আমি একজন সন্ত্রাসী ছিলাম!"
আল-হুওয়াইতাত গোত্রের লোকেরা আরো আগে থেকেই ইহুদীদের গোলাম সৌদি সরকারের তথাকথিত মেগা-প্রকল্পের বিরোধিতা করে আসছেন। বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, তাঁরা সৌদির তাগুত সরকারের মেগা-প্রকল্প নামক শয়তানী প্রকল্পের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ করছেন। বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করে তাঁরা বলছেন, "আমরা অন্য কিছু চাই না, কোনো মেগা-প্রকল্প চাই না, আমাদের কেবল এই ভূমি চাই, এই বাড়ি চাই। আমরা এখান থেকে যেতে চাই না।"

https://twitter.com/saudibus222/status/1249635492842418176

আল-হুওয়াইতাত গোত্র ঐ অঞ্চলে ৮০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করে আসছেন। বিলাদুল হারামাইন ছাড়াও জর্দান এবং মিশরের সিনাইতেও এ গোত্রের শাখা রয়েছে।

লন্ডন ভিত্তিক সৌদি রাজনৈতিক কর্মী আলিয়া আবুতায়াহ সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের তাবুক শহরের বাসিন্দা।

তিনি আল জাজিরাকে বলেছিলেন যে, তিনি একাধিক ভিডিও পেয়েছেন - যার মধ্যে সাক্ষী স্বরুপ একটি ভিডিও রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী আল-হাওয়াইতিকে হত্যা করছে। এটি তিনি তার টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন।

বুতায়াহ বলেছেন, "সৌদি সরকার কোন প্রকল্পের জন্য আমাদের অঞ্চল ও বাসিন্দাদের নিজ ভূমি ও বাড়িঘর থেকে উৎখাত করার কোন অধিকার নেই।" তিনি বলেন, সরকারের বিরোধিতা করার কারণে তাকেও সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী হত্যার হুমকি দেয়।

ইহুদিঘেঁষা সৌদি রাজপুত্র তাগুত মুহাম্মাদ বিন সালমান তাবুক প্রদেশের লোহিত সাগরের তীরবর্তী এ অঞ্চলে "NEOM" নামে একটি মেগা-প্রকল্প করার চিন্তা করছে। এই প্রকল্পটি আকারে বেলজিয়ামের কাছাকাছি হবে, এটি "পর্যটন, প্রযুক্তি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতি" এর কেন্দ্রস্থল হতে চলেছে। সৌদি আরবের তেলভিত্তিক অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য ও সৌদি আরবকে পশ্চিমা রঙচঙে সাজাতে মুহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন ২০৩০ এর অংশ এটি।

NEOM এর ওয়েবসাইট অনুসারে, প্রকল্পটিতে "শহর-বন্দর, উদ্যোক্তা, গবেষণা কেন্দ্র, খেলাধূলা ও বিনোদন স্থান এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে"।

ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক সৌদি একাডেমিক এবং একজন প্রবীণ সৌদি রয়েল কর্মী হামজাহ আল-কিনানী আল জাজিরাকে বলেন, " এই অঞ্চলের বাসিন্দারা হয় কারাবরণ করবে নয়তো নিহত হবে, তবুও বাড়িঘর ত্যাগের জন্য সরকারি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করবে না। যেমনটি আব্দুর রহিম আল-হাওয়াইতের ক্ষেত্রে হয়েছে।"

আল-কিনানির মন্তব্যের সাথে একমত হয়ে ওয়াশিংটন ডিসি ভিত্তিক সৌদি একটিভিস্ট আলী আল আহমাদ বলেছেন, 'সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী আল-হাওয়াইতিকে হত্যা করেছে এই খবরে আমি অবাক হয়নি,কারণ এই বর্বর বাহিনীর জন্য এই কাজ করা অসম্ভব নয়।'

ইনস্টিটিউট অফ গাল্ফ অ্যাফেয়ার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক আল-আহমদ বলেছেন, 'সৌদি সরকার দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত এর পূর্ব প্রদেশেও একই ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।'

তিনি বলেন “সৌদি সরকার ২০১৭ সালে পূর্ব কাতিফ প্রদেশের আওয়ামিয়া শহরের একটি আবাসিক অঞ্চলেও অনেক ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বাড়িঘর এবং ঐতিহাসিক স্থান ধ্বংস করেছে, যাতে মেগা-প্রকল্পটা সম্প্রসারণ করতে পারে। এই মেগাপ্রকল্প রাজ্যের কেবল কিছু লোককে ধনী বানাবে, আর বঞ্চিত হবে জনসাধারণ।”

ভারতীয় মালাউন সরকারের ব্যর্থতা আড়াল করতে করোনার দায় চাপানো হচ্ছে মুসলিমদের উপর

অন্যান্য দেশে যখন রোগটি শিকড় গাড়ছিল, তখন শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রকাশনাগুলো ভারতে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বিজেপি নেতাদের নেতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরছিলো করছিল। তারা তখন মনগড়া ধর্মভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী ওষুধের ওপর ভর করে অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা (যোগ বা গোমূত্র পান) প্রয়োগের কথা বলছিলেন।

বোঝাই যাচ্ছে, সরকার তার বক্তব্য প্রচারে গোঁড়া, ভ্রান্ত ধর্মকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছিল।

অবশ্য ভারতে রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার হুমকি সৃষ্টি এবং দুর্বল স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি ভয়াবহ অবস্থা ফুটে উঠার পর ভারতীয় গেরুয়া সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের ওপর গোঁড়ামিপূর্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষই কোভিড-১৯-এর সংক্রমণের জন্য একটি মুসলিম জামাতকে দায়ী করেছে। ওই গ্রুপটি মার্চের প্রথম দিকে দিল্লিতে একটি বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ একে ইসলামিক জিহাদী দল 'তালেবানি' হিসেবে অভিহিত করে।

ভুয়া ভিডিওতে ভ্রান্তভাবে দাবি করা হয় যে মিশনারি গ্রুপটির সদস্যরা পুলিশের ওপর থুতু ফেলছে, নার্সদের হয়রানি করছে। এসব ভিডিও ভাইরালও হয়। ভারত সরকার বেশ স্মার্টভাবে দিল্লিতে মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালানোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিন্দার বিষয়টি আড়াল করার চেষ্টা করছে এর মাধ্যমে।

অথচ বিজেপি নেতা ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজে পর্যন্ত লকডাউন ভেঙে হিন্দুদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক লোক উপস্থিত হলেও তা কোনো খবরে পরিণত হয়নি।

#coronajihad নামের হ্যাশট্যাগটি তিন লাখের বেশিবার শেয়ার হয়েছে, সম্ভবত সাড়ে ১৬ কোটি লোক তা দেখেছে।

ডিজিটাল মানবাধিকার গ্রুপ ইকুইলিটি ল্যাবসের মতে, এ ধরনের পোস্টগুলোর একটি বড় অংশই টুইটারের নিয়ম লঙ্ঘন করে করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও এগুলো সরানো হচ্ছে না। টুইটার স্পষ্টভাবেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে যুক্ত হচ্ছে। অবশ্য কাশ্মির ও ভারতের অন্যান্য কিছু ঘটনা বিবেচনা করলে একে নজিরবিহীন মনে হবে না।

অথচ বাস্তবে ভারতে হাজার হাজার অভিবাসী শ্রমিক আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে লকডাউনের কারণে। তাদের হাতে টাকা নেই, লঙ্গরখানার খাবারের ওপর ভরসা করে থাকবে, সংক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদের অনেকে শত শত মাইল হেঁটে গ্রামের দিকে যাচ্ছে খাদ্য ও থাকার নিশ্চিয়তার জন্য।

সরকারি সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছে কোটি কোটি চাকরিহীন লোক। তারা এখন ক্ষুধার আশঙ্কায় ভুগছে। কিন্তু সরকারি সহায়তার আশ্বাস এখনো পূরণ হয়নি।

এমনিভাবে, চীনে করোনার তাণ্ডব শুরু হওয়ার কয়েক মাস পরে ভারতে তার প্রকোপ শুরু হয়েছে। ফলে প্রস্তুতির যথেষ্ট সময় পাওয়া গিয়েছিল। তখন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিলো কি? হলে তো এত অপ্রস্তুত, এতটা সহায় সম্বলহীন অবস্থায় থাকতে হতো না। এই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে চিকিৎসকদের যে সুরক্ষা পোশাক পরা দরকার, তার নাম পিপিই। সেই পোশাক আবার প্রতি ছয় ঘন্টায় একবার করে জীবাণুশূন্য করা দরকার। ভারতে সরকারি চিকিৎসকদের হাতে পিপিই দেওয়া হয়নি।

এদিকে, লকডাউনের বিধিনিষেধ অমান্যকারী লোকদের প্রহার করা হচ্ছে, নির্যাতন করা হচ্ছে। অথচ সামাজিক মিডিয়ায় হতাশাজনকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবার সদস্যরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা ভোগ করছে।

আর অপরিকল্পিত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতে করোনাভাইরাস রোগীর দিক থেকে এই অঞ্চলে শীর্ষ স্থানে রয়েছে।

তাই সরকারি ব্যর্থতা আড়াল করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর দায়ভার চাপিয়ে দেয়া।

সূত্র: আনাদুলু এজেন্সি

ভারতে করোনা নিয়ে নয়,-পরিযায়ী শ্রমিকরা চিন্তিত খালি পেট নিয়ে!

চিকিৎসকদের মতে, নভেল করোনা ভাইরাস ফুসফুসে আক্রমণ করে। কিন্তু, ফুসফুস নয়, ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকরা চিন্তিত খালি পেট নিয়ে। কারণ, একমুঠো ভাতের পরিবর্তে মিলছে শুধুই আশ্বাস।

গত ২৫ মার্চ থেকে ভারত জুড়ে মালাউন মোদি প্রশাসনের অপরিকল্পিত লকডাউন চলছে। ২১ দিনের পর আরো ১৯ দিন মিলিয়ে মোট ৪০দিন প্রায় সব বন্ধ। ভিন রাজ্যে আটকে পড়েছেন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮টি রাজ্যকে চিঠি লিখে পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যের অনুরোধ করেছেন। ব্যাস, আপাতত ওইটুকুই। সাহায্য মিলছে কই! বেশিরভাগ জায়গায় শ্রমিকরা নিজেদের জমানো অর্থে অন্নের সংস্থান করছেন। কিছু এলাকায় মিলছে একবেলার খাবার। বাংলায় আরো

অসহায় তাদের পরিবারের সদস্যরা। পর্যাপ্ত খাদ্য না পেয়ে ঘরে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন বহু বাঙালি শ্রমিক। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হিসেব অনুযায়ী, ভিন রাজ্যে আটক বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যা দু-লক্ষ, যদিও বাস্তব তা বলছে না।

টেলিফোনে ভিন রাজ্যে আটক বেশ কয়েকজন বাঙালি শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে প্রকৃত পরিস্থিতি জানিয়েছে বার্তা সংস্থা ডয়েচে ভেলে।

যে, মোটামুটি সকলের এক কথা— বহু মানুষ সাহায্যের আশ্বাস দিচ্ছেন। বাস্তবে কিছুই মিলছে না। ১৪ এপ্রিল প্রথম দফার লকডাউন উঠলে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা। এখন দ্বিতীয় দফায় ৩ মে পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণার পর কার্যত অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটছে ওঁদের।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মোর্তাজা শেখ, আইনুল শেখ, বাবলু শেখরা তিন ভাই। মাস চারেক আগে কাজের সন্ধানে কেরালায় গিয়েছেন। এক ইটভাটায় কাজ পেয়েছিলেন। রোজগার সামান্য। কিন্তু তারপর আচমকা করোনা-সংকট। এবং লকডাউনের ঘোষণা। স্বভাবতই বন্ধ হয়েছে রোজগার। তপ্ত রোদে পলিথিনের ছাউনির নীচে শতাধিক শ্রমিকের সঙ্গে বসবাস করছেন তারা। কেরালা সরকারের 'কমিউনিটি কিচেন'-এর দৌলতে একবেলা রান্না করা খাবার জুটছে গত কয়েকদিন ধরে। কিন্তু, বাকি সময় খিদে পেট নিয়ে শুয়ে থাকছেন তারা। কোথাও কোনো সাহায্যের অবকাশ নেই। ইটভাটার মালিক গা-ঢাকা দিয়েছেন। মোর্তাজা জানালেন, "মাস দুয়েক আগে আব্বার চোখ অপারেশন হয়েছে। এখন কিডনির সমস্যা। চিকিৎসকেরা অপারেশন করাতে বলছেন। বৃদ্ধা মা বাতের ব্যাথায় কাবু। জমানো টাকা সব শেষ। মালিক বেপাত্তা।" তাঁর প্রশ্ন, "লকডাউন এইভাবে চললে খাব কী? বাঁচব কীভাবে? চিকিৎসার খরচ পাব কোথায়?"

একই ছবি দিল্লির শাহপুর জাট এলাকায় আটকে থাকা অন্তত বিশ হাজার এমব্রয়ডারি শিল্পের শ্রমিকের। সবার হাতে স্মার্টফোন ও আনলিমিটেড ডেটা থাকলেও পেটে খাবার নেই। রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন দেখে পেট ভরাতে হচ্ছে। ভিক্টর গায়েনের বাড়ি হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায়। বছর পাঁচেক হলো দিল্লিতে থাকেন। জানালেন, "বাড়িতে বয়স্ক বাবা-মা। মাসে গড়ে ৭ হাজার টাকা আয়। তালাবন্দি ঘোষণার পর থেকে বেতন বাকি রেখে কারখানার মালিক গায়েব হয়েছেন। দশ ফুট বাই ১২ ফুটের ভাড়ার ঘরে একসঙ্গে পাঁচ জন বাস করছি। দুপুরে দিল্লি সরকারের দেওয়া ৩ জনের খাবার খাচ্ছি ৫ জনে মিলে। রাতে সকলে মিলে চাঁদা তুলে কোনওমতে রান্না চলছে। এইভাবেই গুজরান। কিন্তু, কতদিন?"

মুম্বইয়ে কয়েক হাজার শ্রমিকের মতোই অসহায়ভাবে আটকে রয়েছেন স্বর্ণ কারিগর পরিমল তরফদার। বছর তিরিশের যুবকের পকেটে এক টাকাও নেই। সরকারি ত্রাণই ভরসা। সকাল

ছ'টা থেকে খিচুনির লাইনে দাঁড়ান তিনি। দুপুর ১টায় রান্না করা খাবার আসে। কোনোদিন জোটে কোনোদিন খালি পেটে দিন গুজরান। কেরালার কোন্নুর জেলায় আটকে রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থানার বাসিন্দা শক্তিপদ দিন্ডা। মার্চ মাসে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনা ছিল তার। গত ২৬ মার্চ ট্রেনে ওঠার জন্য টিকিট কেটে রেখেছিলেন। ২৪ তারিখ রাতে লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই থেকে দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে রয়েছেন। খাবার নেই। পানীয় জল নেই। নেই সরকারি সাহায্যও।

“লকডাউনের জেরে কারখানা বন্ধ। টাকাকড়ি, খাবার কিছুই নেই। নানা জায়গায় যোগাযোগ করেছি। সবাই সমস্যার কথা শুনেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন। কিছু বন্দোবস্ত হয়নি। কারখানার মালিক কোনো খোঁজ নেননি। ফোন করলেও রিসিভ করছেন না। না খেতে পেয়ে মরতে হবে মনে হচ্ছে।" রোজগার নেই। বাড়ির মালিক ভাড়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। আপাতত দুপুরে খিচুড়ি, রাতে মুড়ি খেয়ে দিন কাটছে। আরো খারাপ পরিস্থিতি গুজরাটের সুরাটে। সেখানে টেক্সটাইল, পাওয়ারলুম এবং নির্মাণ শিল্পের বহু শ্রমিক বাঙালি। বেতন না দিয়েই গায়েব হয়েছেন ঠিকাদাররা। একবেলা খেয়ে কোনো মতে বেঁচে আছেন কয়েক হাজার শ্রমিক।

সূত্র: ডয়চে ভেলে

করোনার মধ্যেও ফিলিস্তিনি বন্দীদের ওপর ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের নৃশংসতা অব্যাহত!

অধিকৃত ফিলিস্তিনে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও নিরপরাধ ফিলিস্তিনি বন্দিদের ওপর নানা ধরনের নৃশংসতা অব্যাহত রেখেছে ইহুদীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল।

ফিলিস্তিন বন্দি বিষয়ক কমিটি জানিয়েছে, হানাদার ইসরাইলিদের কারাগারে বন্দী রয়েছে ৫ হাজার ৮০০ নিরপরাধ ফিলিস্তিনি যাদের ৬২ জন নারী ও ২০০ জন শিশু। ফিলিস্তিনি স্বশাসন-কর্তৃপক্ষের শাসিত এলাকার বাইরে রাখা এই ফিলিস্তিনি বন্দীদের ওপর সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে বর্ণবাদী ইসরাইল। ৫৪০ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে প্রহসনের বিচারে কয়েকবার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

১৯৬৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ইসরাইলের পৈশাচিক নানা নির্যাতন, অবহেলা ও হামলার শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন ২২২ জন নিরপরাধ ফিলিস্তিনি বন্দী। এদের ৬৭ জন শহীদ হন চিকিৎসা

ও ওষুধের ব্যবস্থা না থাকায়। সম্প্রতি ইসরাইলি কারাগারের চার ফিলিস্তিনি বন্দী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন করোনা আক্রান্ত অসুস্থ চিকিৎসক ও কারারক্ষীদের মাধ্যমে।

ফিলিস্তিনি বন্দীদের অবস্থা শোচনীয় বলে বার বার ফিলিস্তিনি নেতাদের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ইসরাইল এ বিষয়ে বর্বরতা অব্যাহত রাখায় ও করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় সম্প্রতি ফিলিস্তিনের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ইসরাইলের সঙ্গে বন্দী-বিনিময়ের প্রস্তাব দিয়েছে যাতে অসুস্থ, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্ত করা যায়।

ইহুদিবাদী ইসরাইল শর্ত-সাপেক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু আলোচনার নামে ইসরাইলি নেতারা ধোঁকা দিতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। তাই ফিলিস্তিন স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসসহ ফিলিস্তিনি নেতারা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তির লক্ষ্যে ইসরাইলের ওপর চাপ বাড়াতে বিশ্ব-সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঘরোয়া রাজনৈতিক দিক থেকে নড়বড়ে অবস্থায় থাকা প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বন্দী মুক্তির বিষয়টি নিয়ে প্রচারণার খেলা খেলছেন ও বাস্তবে বন্দি মুক্তির কোনো পদক্ষেপ নেবে না বলে ফিলিস্তিনিরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

সূত্র: পার্সটুডে

কেনিয়ায় করোনার চেয়ে বেশি লোক মারা গেছে পুলিশের গুলিতে!

কেনিয়ায় করোনা মহামারিতে যে পরিমাণ লোক মারা গেছে তার চেয়ে বেশি মারা গেছে কার্ফিউ চলাকালীন পুলিশের গুলিতে। খবর আনাদোলু এজেন্সি’র।

দেশটিতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে জারি করা কার্ফিউ চলাকালীন এ পর্যন্ত ১২ জনকে গুলি করে হত্যা করেছে কেনিয়ার পুলিশ। যেখানে ওই দেশে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১১ জন।

মানবাধিকার কর্মী উইলফ্রেড ওলাল গণমাধ্যমকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওলাল বলেন, 'পুলিশের গুলিতে প্রায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১২ জনের ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি আর বাকিদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া জণগনের প্রতি পুলিশের বর্বরতা ও মারধরের এতো বেশি ঘটনা ঘটছে যা হিসেবে করা সম্ভব নয়।'

তিনি আরো বলেন, 'জনগণ কভিড -১৯ এর চেয়ে পুলিশকে বেশি ভয় করে।

মহামারী শুরুর প্রেক্ষিতে আদালত স্থগিত করার নির্দেশনা পুলিশের অর্থোপার্জন প্রকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। আদালতকে চ্যালেঞ্জ জানাতে না পারায় পুলিশ প্রতিনিয়ত লোকদের গ্রেপ্তার করছে এবং তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের জরিমানা আদায় করছে।'

নিরাপত্তা বিশ্লেষক জর্জ মুসামালি বলেন, 'কেনিয়ার এটি একটি নতুন পরিস্থিতি। আমরা এখন যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি তা হল পুলিশের নির্মম ব্যবহার। আমাদের বেশিরভাগ লোক দাবি করেছে যে কারফিউ কার্যকর করার প্রক্রিয়ায় পুলিশ তাদের আত্মীয়দের হত্যা করছে এবং অনেক লোক আহত হয়েছে।'

১৭ই এপ্রিল, ২০২০

মাসিক ইনফোগ্রাফি | খোরাসানে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত মার্চ মাসে খোরাসান (আফগানিস্তান) জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৭১৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে কয়েক হাজার আফগান মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

বিস্তারিত জানতে দেখুন আল-ফিরদাউস কর্তৃক প্রকাশিত ইনফোগ্রাফিটি...

https://alfirdaws.org/2020/04/17/36466/

খোরাসান | কাবুল প্রশাসনের আরো ২০ সৈন্যকে মুক্তি দিল ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের দায়িত্বশীল তালেবান মুজাহিদিন চুক্তি অনুযায়ী গত ১৬ এপ্রিল লাগমান প্রদেশের মুতারলাম জেলার "সুলতান গাজী বাবা" এলাকায় কারাবন্দী কাবুল প্রশাসনের ২০ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছেন। এসময় তালেবান মুজাহিদিন উক্ত সৈন্যদেরকে ৫ হাজার আফগান ডলার ও জামাকাপড় প্রদান করেন।

ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহীন হাফিজাহুল্লাহ্ গতাকাল তাঁরা করা এক টুইটি সংবাদটি নিশ্চিত করেন।

এদিকে ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদও তাঁর করা টুইটে উক্ত বন্দীদের ছবি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি এও যোগ করেছেন যে, তাদের ঘরে যাওয়ার জন্য পাঁচ হাজার আফগান ডলার ও তাদের প্রয়োজনীয় জামাকাপড়ও দেওয়া হয়েছে।

বুর্কিনা-ফাসো | মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে হামলা, নিহত ০৫, গনিমত ৭টি সামরিকযান!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ৯ এপ্রিল বুর্কিনা-ফাসোর "সুলী" নামক শহরে ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম বুর্কিনা মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

JNIM এর অফিসিয়াল "আয-যাল্লাকা" মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, JNIM এর জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বরকতময়ী সফল অভিযানে সামরিক ঘাঁটিটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি ০৫ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয় এবং বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে।

এই অভিযানে মুরতাদ বাহিনী হতে মুজাহিদগণ বিভিন্ন ধরণের ৭টি সামরিকযান, ২০টি ক্লাশিনকোভ, ৩টি দাশকা, ৫টি pka, ৮টি RPG সহ আরো অন্যান্য অনেক ভারি ও হালকা যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

খোরাসান | ইমারতে ইসলামিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করল কাবুল প্রশাসনের ৫১ সৈন্য!

আলহামদুলিল্লাহ্, প্রতিনিয়ত কাবুল প্রশাসনের দায়িত্ব ছেড়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করছে অনেক আফগান সৈন্য। নিজেদের অতীত কার্যক্রমের জন্য তারা

লজ্জিত হয়ে মহান রবের কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন এবং ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগ দিয়ে কাবুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিচ্ছেন।

এরই ধারাবাকিতায় ১৭ এপ্রিল আফগানিস্তানের ঘৌর প্রদেশ হতে তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন কাবুল সরকারের ৪০ সৈন্য।

এমনিভাবে নানগাহার প্রদেশের মারবুতাত জেলা হতে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেন ৭ সৈন্য।

একইভাবে বাদগিশ প্রদেশের "মাকার" জেলা হতে তালেবানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন আরো ৪ সৈন্য।

পাকিস্তান | ওয়াজিরিস্তান ও বাজুর এজেন্সীতে মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের সফল হামলা!

পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীর "আল-মাযু" সীমান্ত এলাকায় দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে ফায়ারিং করেন একজন গেরিলা মুজাহিদ। যার ফলে উক্ত মুরতাদ সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

অন্যদিকে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "সারারুগ" সীমান্তে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান টার্গেট করে সফল অভিযান চালান মুজাহিদগণ। যার ফলে কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

গত বুধবার হওয়া উভয় হামলার দায় স্বীকার কালে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই হামলাগুলোতে কত মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে তা এখনো নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি।

চিকিৎসাখাতের দুর্দশা, এই দায় সরকার কীভাবে এড়াবে?

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও তার ভয়াবহতা নিয়ে কথা বার্তা শুরু হয়েছে অন্তত তিন মাস আগে। কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, আমাদের সব প্রস্তুতি আছে। এমনকি গতকাল বৃহস্পতিবার(১৬ এপ্রিল) করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গণভবন থেকে ঢাকা বিভাগের জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়ের সময় মিথ্যাবাদী শেখ হাসিনা বলেছে,আগে থেকেই ব্যবস্থা নেয়ায় করোনা পরিস্থিতি অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভাল আছে।

অথচ, প্রকৃতপক্ষে করোনা ভাইরাসের বিষয়ে সরকারের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কী বা কেমন? প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত এক শব্দের উত্তর 'কিছুই না'। এক বাক্যের উত্তর, সরকারের কোনো রকম প্রস্তুতি ছিল না বা সরকার কোনো রকমের প্রস্তুতি নেয়নি।

১. করোনা ভাইরাস আক্রান্ত দেশ থেকে কেউ ফিরলে ছড়িয়ে পড়তে পারে কোভিড ১৯, তা জানা ছিল। তাহলে ঢাকা বিমানবন্দরের তিনটি থার্মাল স্ক্যানারের দুটি শুরু থেকে প্রায় দেড় মাস নষ্ট থাকলো কেন? চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কেন থার্মাল স্ক্যানার থাকলো না? দেশের সবকটি স্থল বন্দর দিয়ে দেশি-বিদেশিরা অবাধে ঢুকে গেল। কারো প্রায় কোনো রকম স্ক্রিনিং হলো না। সরকার জানলোই না যে, কে করোনা ভাইরাস শরীরে নিয়ে ঢুকলো আর কে সুস্থ শরীরে ঢুকলো।

২. সরকারি হিসেবে দেশে মানুষ সাড়ে ১৬ কোটি। অনুমান করা হয় ১৮ বা ২০ কোটি। দেশে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জায়গা ছিল একটি। না, কৌতুক নয়, সত্যি। করোনা কিট শনাক্তের পরীক্ষার জন্যে অপরিহার্য। দেশে তা আছে হাজার দেড়েক। কোভিড ১৯ থেকে বাঁচার জন্যে ডাক্তার-নার্সসহ হাসপাতাল কর্মীদের পিপিই (ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম) অপরিহার্য, যা ডাক্তার-নার্সদের দেওয়া হয়নি। করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে প্রবেশের আগে আড়াই মাস সময় পেয়েছে সরকার। এই সময়ে তারা কিট ও পিপিই সংগ্রহের কোনো চেষ্টাই করেনি। এখন বলছে, "নির্দেশ দেওয়া' হয়েছে।", "করতে হবে" ইত্যাদি!

৩. বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য শুরুতেই কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালকে প্রস্তুত করা হয়। সেই প্রস্তুতিতে কতটা কমতি ছিল তা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব, পিপিই ও এন নাইনটি ফাইভ মাস্কের অভাব-এসব তো আছেই। আতঙ্কে হাসপাতালের রাঁধুনি পালিয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যকর্মীদের খাদ্য সংকটে পড়া, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে যাওয়ার পরও বিনা নোটিশে চিকিৎসকদের বরখাস্ত হওয়া এবং সর্বশেষ নার্সদের দিনের পর দিন অভুক্ত থাকা বা তাদের পচা খাবার সরবরাহ করার অভিযোগ। এসব তো চরম অব্যবস্থাপনা ছাড়া আর কিছু না।

ঢাকার একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে নার্সদের খাবার সংকট থাকার কথা স্বীকার করে নার্সিং ইন্সটিটিউটের উপপরিচালক শাহানারা খাতুন বলেছেন, বাজেট না থাকায় খাবারের এ সংকট দেখা দিয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

অথচ দেশে করোনা সংক্রমণ শনাক্তের আগেই গত ফেব্রুয়ারিতে এ রোগের চিকিৎসার জন্য কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। সরকার শুরু থেকে বলছে সব প্রস্তুতি আছে। অথচ বাজেট সংকটে সেই 'প্রস্তুত' হাসপাতালের নার্সরা এখন খাবার পাচ্ছেন না!

হাসপাতালে প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব এবং ডাক্তারদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ কেবল এক-দুটি হাসপাতাল থেকে নয়, বরং দেশের প্রতিটি হাসপাতালেই এমন অবস্থা। অবশ্য দেশের শাসকরা বলছে, হাসপাতালে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আছে! হাসিনা সরকার এমন নানা মিথ্যাচার চালিয়ে গেলেও বাস্তবতা স্পষ্ট হচ্ছে করোনাভাইরাস সনাক্তের পরিসংখ্যানে। ১৭ই এপ্রিলের সংবাদে বলা হয়, ১৭ই এপ্রিল পর্যন্ত সারাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত কেবল ডাক্তারদের সংখ্যাই ৯০জন, আর নার্স আক্রান্ত হয়েছেন আরো ৫৪জন।

আবার আইইডিসিআর এর তথ্য মতে, গত ১৬ই এপ্রিল নরসিংদী জেলায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়েছেন ১৮জন। এর মধ্যে কেবল ১জন ব্যতীত বাকি ১৭জনই হাসপাতালের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী!

এসকল পরিসংখ্যান থেকেই বুঝা যায়, হাসপাতালগুলোতে সরকারের কেমন প্রস্তুতি ছিল বা আছে! দেশ যখন এমন মহাসংকটে, তখনও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে মিথ্যাচার করে যাচ্ছে হাসিনা সরকার। নিজেদের অপকর্ম নিয়ে বিন্দুমাত্র অনুশোচনাবোধ তাদের মাঝে দেখা যাচ্ছে না, বরং লোকদেখানো নানা অপকর্ম করে মানুষকে প্রতারিত করে যাচ্ছে তারা।

করোনার সংকটেও আ' লীগ নেতার গুদাম থেকে ৭৬৮০ কেজি সরকারি চাল জব্দ!

বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতির একটি গুদাম থেকে ৭ হাজার ৬৮০ কেজি সরকারি চাল উদ্ধার করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

বার্তা সংস্থা *প্রথম আলো* বরিশালের জেলা প্রশাসন সূত্রে জানিয়েছে, বেলা ১১টায় বানারীপাড়া উপজেলার উত্তরপার বাজারে একটি নামবিহীন দোকান থেকে ৭ হাজার ৬৮০ কেজি চাল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত চালের মধ্যে ইনটেক বস্তা ছিলো ৭টি এবং খালি বস্তা ২৪৯টি। ওই দোকানে খাদ্য অধিদপ্তরের বস্তা খুলে চাল অন্য বস্তায় ভরার চেষ্টা চলছিল।

ভারতে মাওলানা সাদকে হত্যা মামলার পর এবার মানি লন্ডারিংয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা !

দিল্লি নিজামুদ্দিনের মাওলানা সাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার পর মালাউনরা এবার মানি লন্ডারিংয়ের মামলা দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

দিল্লি পুলিশের অভিযোগের ভিত্তিতে মাওলানা সাদ ও তার ট্রাস্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

সরকারি কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, গত কয়েকদিন ধরে তাবলিগ জামাত নেতাদের আর্থিক লেনদেন তদন্ত করছে সংস্থাটি। এ বিষয়ে ব্যাংক ও গোয়েন্দা এজেন্সিগুলির কাছ থেকে তারা বিভিন্ন নথি পেয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্প্রতি বিদেশি এবং ভারতের কয়েকটি উৎস থেকে তাবলিগ জামাতের পাওয়া অনুদান এজেন্সির নজরদারিতে রয়েছে।

এর আগে মাওলানা সাদের বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত মৃত্যু সংঘটনের অভিযোগে মামলা করে দিল্লির মালাউন পুলিশ।

পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিলো তা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয় সাদের বিরুদ্ধে।

এখন তার বিরুদ্ধে অবহেলাজনিত মৃত্যু সংঘটনের অভিযোগ যুক্ত করা হয়েছে।এই অভিযোগে দায়ী ব্যক্তির সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

পুলিশ বলছে, সরকারি নির্দেশ ভেঙে মারকাজে জমায়েত করার জন্য আগেই তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছিল। কিন্তু জমায়েতের কয়েকজন মারা যাওয়ার পরে হত্যার অভিযোগ দায়ের করা হলো।

গতমাসে দিল্লির মারকাজ নিজামুদ্দিনে তাবলিগের যে সমাবেশ হয়েছিল, সেটিকে মালাউনরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ভারতে করোনা ছড়িয়ে দেওয়ার গুজব রটিয়ে দেয়।

অথচ, ভারতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে আরও আগেই। আর যে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল তারপরেও হিন্দুত্ববাদী মালাউনরা বিভিন্ন জায়গায় অনেক লোক জমায়েত করে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিল। কিন্তু মালাউন পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারতে করোনা ভাইরাসে মোট ১২ হাজার ৩৮০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ৪১৪ জন।

ফিলিস্তিনের করোনাভাইরাস পরীক্ষার ক্লিনিক ধ্বংস করে কর্মীদের আটক করল ইসরাইল!

দখলকৃত ফিলিস্তিনের পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস শহরে করোনাভাইরাস পরীক্ষার একটি ক্লিনিক ধ্বংস করেছে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সন্ত্রাসীরা। এছাড়া, ক্লিনিকের চার কর্মীকে আটক করা হয়েছে।

বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের সিলওয়ান এলাকার একটি মসজিদে এই ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাতে সেটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ফিলিস্তিনি স্বশাসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ক্লিনিকটি পরিচালনা করা হচ্ছিল বলে ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীরা সেটি বন্ধ করে দেয়।

ফিলিস্তিনের জনগণ আশংকাজনকভাবে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করা সত্বেও বর্বর ইহুদিবাদীরা ক্লিনিকটি বন্ধ করে দিয়েছে। অস্থায়ী এ ক্লিনিকের পরিচালক জানান, সিলওয়ান এলাকায় করোনাভাইরাস পরীক্ষার সরঞ্জামাদির তীব্র ঘাটতি রয়েছে। এরইমধ্যে ওই এলাকায় ৪০ জন ব্যক্তিকে করোনা রোগী হিসেবে চিহ্নিত করেছে ডাক্তার। এ অবস্থায় আশংকা করা হচ্ছে ঘনবসতিপূর্ণ এ এলাকায় করোনাভাইরাস মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের জনগণকে ইহুদিবাদী ইসরাইল সঠিক স্বাস্থ্যসেবা ও করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। এছাড়া, তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য ছিনিয়ে নিয়েছে এবং শহরের পূর্বাঞ্চলে তাদের চলাচল সীমিত করেছে।

সূত্র: পার্সটুডে

১৬ই এপ্রিল, ২০২০

দ্বিমাসিক ইনফোগ্রাফি | আফ্রিকায় মুজাহিদদের হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান!

আল-কায়েদা আফ্রিকান শাখার মুজাহিদ গ্রুপগুলো প্রতিনিয়ত পূর্ব থেকে পশ্চিম আফ্রিকা জুড়ে দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল অভিযান পরিচালনা করে শহরের পর শহর বিজয় করে চলছেন। হত্যা করছেন শত শত কুফ্ফারকে। এরি ধারাবাহিকতায় গত ৬০ দিনেও মুজাহিদগণ আফ্রিকার ৬টি (সোমালিয়া, কেনিয়া, মালি, বুর্কিনা-ফাসো, নাইজার ও নাইজেরিয়া) দেশ জুড়ে প্রায় ২৪৭ টি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন।

বিস্তারিত জানতে দেখুন আল-ফিরদাউস কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিমাসিক ইনফোগ্রাফি...

https://alfirdaws.org/2020/04/16/36427/

খোরাসান | লোগারে তালেবান মুজাহিদদের হামলায় ১৫ সৈন্য নিহত, আটক ২৪ এরও অধিক!

আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশের "সার্ক" জেলায় ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর একটি সুরক্ষা চৌকি লক্ষ্য করে সফল অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন।

এসময় তালেবান মুজাহিদদের তীব্র হামলার ফলে মুরতাদ কাবুল সরকারের ১৫ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো কতক সৈন্য। আর আহত অবস্থায় মুজাহিদগণ বন্দী করেন আরো ৯ সৈন্যকে। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ১৫টি "M16" রাইফেল ও একটি হাম্বি (সাঁজোয়াযান) গনিমত লাভ করেন।

অন্যদিকে আফগানিস্তানের উরুজগান যুদ্ধে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের আরো ১৫ সৈন্যকে বন্দী করেছেন তালেবান মুজাহিদিন। যাদের মধ্যে তিন সৈন্যকে আহত অবস্থায় বন্দী করেছিলেন মুজাহিদিন।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযানে তেহরিকে তালেবানের হামলা!

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদিন গত ১৫ এপ্রিল আসরের সময় পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের সারারোগাহ সীমান্তের "মাল-খাইল" এলাকায় পাকিস্তানি মুরতাদ সেনাদের বহনকারী একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে হামলা চালান।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ ১৬ এপ্রিল তাঁর এক বার্তায় জানান যে, "আমরা এখনও উক্ত হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত কোন রিপোর্ট পাইনি।

ভারতে করোনার চিকিৎসাতেও মালাউনদের হিন্দু-মুসলিম বিভাজন

রোগীর ক্ষেত্রেও এ বার হিন্দু-মুসলিম বিভাজন করা হলো মালাউন নরেন্দ্র মোদীর ভারতে। গুজরাটের আমদাবাদে করোনা আক্রান্তদের জন্য সরকারি হাসপাতালে যে ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে সেখানে হিন্দুদের রাখার জন্য একটা ওয়ার্ড এবং মুসলিম রোগীদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। হিন্দুদের ওয়ার্ডে ঠাঁই পাবেন না মুসলিম রোগীরা এবং মুসলিমদের ওয়ার্ডে রাখা হবে না হিন্দুদের। ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাসপাতালের দাবি, সরকারের নির্দেশেই এ কাজ করা হয়েছে। যদিও সরকারের বয়ান, এ বিষয়ে তাদের কিছুই জানা নেই। তবে রোগীরা জানিয়েছেন, রোববার সন্ধ্যায় আইসোলেশন ওয়ার্ডে হিন্দু এবং মুসলিমদের পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। স্বাধীন ভারতের সাত দশকের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এটি শুধু অমানবিক ঘটনা নয়, তার চেয়েও মারাত্মক।

আমদাবাদের সিভিল হাসপাতালে করোনা রোগীদের জন্য ১২০০ টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সেখানে ভর্তি ১৫০ জন। আরও ৩৬ জনের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। তাঁরা একটি পৃথক ওয়ার্ডে আছেন। হাসপাতাল সূত্র বার্তা সংস্থা ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছে, এর মধ্যে অন্তত ৪০ জন মুসলিম রোগী। গত সপ্তাহেই যাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তেমনই এক করোনা আক্রান্ত মুসলিম রোগীর পরিবারের সদস্য ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, রোববার সন্ধ্যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, হিন্দু এবং মুসলিম রোগীদের পৃথক ওয়ার্ডে রাখা হবে। সেই মতো রাতেই মুসলিম রোগীদের অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে দেওয়া হয়।

হাসপাতালের সুপার গুণবন্ত রাঠোর জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনেই এ কাজ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

তবে রোগীদের বক্তব্য, রোববার সন্ধ্যায় আচমকাই আইসোলেশন ওয়ার্ডে ঢুকে প্রাথমিক ভাবে ২৮ জনের নাম ঘোষণা করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেকেই মুসলিম। তাঁদের বলা হয়, অন্য

ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। এ বিষয়ে সিভিল হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বার্তা সংস্থা ডয়চে ভেলে।

কার নির্দেশে সরকারি হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটল, তা স্পষ্ট না হলেও বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায় বার্তা সংস্থা ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, ''মানবতার কথা তো অনেক পরের বিষয়। গুজরাটে যা ঘটেছে তা খুবই নিন্দনীয়।

অমলবাবুর বক্তব্যকে সমর্থন করেন চিকিৎসক সাত্যকি হালদার। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের একটি সরকারি হাসপাতালে সুপারের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সাত্যকির বক্তব্য, ''রোগীর কোনও ধর্ম হয় না। এমবিবিএস পাশ করলেই ডাক্তারদের শপথ নিতে হয়। গোটা বিশ্বেই এ নিয়ম আছে। সেখানে বলতে হয়, রোগী দেখার সময় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষার ক্ষেত্রে কোনও পক্ষপাতমূলক অথবা বিভেদমূলক আচরণ করা হবে না। চিকিৎসকের কাছে সকলেই সমান। গুজরাটের এই ঘটনা চিকিৎসার নৈতিকতাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসলো। এটা অনভিপ্রেত।''

গত কয়েক বছরে ভারতে গেরুয়া সন্ত্রাসীদের বিভেদ এবং উস্কানি চোখে পড়ার মতো বেড়েছে। কয়েক মাস আগেই দিল্লিতে ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যা। মৃত্যু হয়েছে পঞ্চাশেরও বেশি সাধারণ মানুষের। এখনও গৃহহীন অসংখ্য। তারও আগে এনআরসি, সিএএ নিয়ে অশান্তি চলেছে মাসের পর মাস। রাস্তায় নেমেছেন মুসলিম মহিলারা। গোটা দেশ জুড়ে তাঁরা দিনের পর দিন অবস্থান বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। রাস্তায় নেমেছেন ছাত্ররাও। তারই মধ্যে শুরু হয় করোনার প্রকোপ। ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা হয়। লকডাউনের কিছু দিন আগে দিল্লিতে ধর্মীয় সমাবেশ করে তাবলিগের প্রচারকরা। সেই সমাবেশ থেকে করোনা ছড়িয়েছে বলে বিবৃতি দেয় মালাউন সরকার। যদিও সেই একই সময়ে ঘটে যাওয়া আরও বহু হিন্দু ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সমাবেশের কথা এড়িয়ে যাওয়া হয়। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির আইটি সেল একের পর এক 'ভুয়ো খবর' প্রচার করতে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেশের মূলস্রোতের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমও সেই খবর প্রচার করে। যেখানে দেখানো হয় তাবলিগের প্রচারকরা রেস্তোঁরার খাবারে থুতু ফেলছেন, পুলিশের গায়ে থুতু দিচ্ছেন করোনা ছড়ানোর জন্য। পরে জানা যায়, ওই সমস্ত ছবিই ভুয়ো। এখনও পর্যন্ত ওই সমস্ত ছবি এবং খবরের প্রচারকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু জনমনে বিভেদের বিষ ঢুকে গিয়েছে। গুজরাটের এই ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাম নেতা এবং সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, ''দেশের শাসক দল এটাই করতে চাইছিল অনেক দিন ধরে। এতদিন ভিতরে ভিতরে বিভেদের রাজনীতি চলছিল। সিএএ করে তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল এ বার বিভেদের রাজনীতি প্রকাশ্যে হবে। গুজরাটের ঘটনা তা আরও স্পষ্ট করে দিল। বিভেদের রাজনীতি সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু অবশ্য এর মধ্যে রাজনীতি দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, ''চিকিৎসকরা যদি মনে করেন হিন্দু-মুসলিমকে আলাদা রাখলে চিকিৎসায় সুবিধা হবে, তা হলে আমার কিছু বলার নেই। চিকিৎসকদের পরামর্শে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'' যদিও দেশের ডাক্তারদের বক্তব্য, কোনও চিকিৎসকের পক্ষে এমন পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ রোগ এবং চিকিৎসার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। যাঁরা বিষয়টিকে চিকিৎসকদের পরামর্শ বলে চালানোর চেষ্টা করছেন, তাঁরা হয় মিথ্যা বলছেন, অথবা সত্য থেকে চোখ ঘোরানোর প্রচেষ্টায় আছেন।

গুজরাটের সিভিল হাসপাতালের ঘটনা প্রকাশ্যে চলে আসায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেরই ধারণা, এর ফলে রাতারাতি হাসপাতাল নিয়ম পরিবর্তনও করতে পারে। সে কারণেই কেউ এর দায় নিতে চাইছেন না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আরও ঘটতে পারে বলেই বিশেষজ্ঞদের একাংশের ধারণা।

মাজলুম কাশ্মীরী বোনের দোয়া কি কবুল হয়ে গেল!

নাফিসা উমর। কাশ্মিরের এক মেয়ে। যার একটি দোয়া (প্রার্থনা)-র কথা উল্লেখ করেছেন সাংবাদিক অরবিন্দ মিশ্র। কাশ্মিরে লকডাউন ছিল দীর্ঘ সাতমাস। এটা নিয়ে দেশে-বিদেশে নানা কথা উঠতে থাকে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কয়েকজন সাংসদকে এনে কাশ্মির পরিদর্শন করানো হয়। এর আয়োজন ও ব্যবস্থা করে ভারত সরকার। সেই পরিদর্শকদলের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় দেশের কয়েকজন 'বাছাই করা' সাংবাদিককে, যাতে কাশ্মির নিয়ে রিপোর্টিং করা হলেও তা যেন সরকারের প্রতিকূলে না যায়। সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন ইকোনমিক টাইমসের অরবিন্দ মিশ্র। কয়েকদিন আগে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ওই কাশ্মির ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি পোস্ট করেন, যেটি ভাইরাল হয়। এখানে পেশ করলাম সেই ভাইরাল হওয়া পোস্টটির অনুবাদ :

শ্রীনগরের এক গলির মুখে একটি বাড়ির জানালায় দেখতে পাই এক পর্দানশীন মেয়েকে। মেয়েটি আওয়াজ দিতে আমি থেমে যাই। আমাকে দেখে বলেন, 'ভাইয়া ! আপনি বিলালের বন্ধু, দিল্লিতে থাকেন, তাই না?'

আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন মেয়েটি বললেন, 'বিলাল আপনার খুব তারিফ করে। বলে, আপনি খুব বুঝদার মানুষ। মানুষের দুঃখ বোঝেন। আমি নাফিসা উমর। বিলালের ফুফাতো বোন...'

সময়ের স্বল্পতা বুঝে মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তাঁর সেই কথাগুলো শুনে আমি কয়েকদিন ঘুমাতে পারিনি। আর সেই কথাগুলো আজ আপনাদের কাছে বলাটা জরুরি মনে করছি। নাফিসা বলেছিলেন :

'যদি কোনো জায়গায় লাগাতার সাত মাস ধরে কারফিউ চলে, বাড়ি থেকে বের হওয়া দূরের কথা, বাইরে উঁকি দেওয়াও কঠিন হয়, এলাকাজুড়ে ৮–৯ লক্ষ সেনা মোতায়েন থাকে, ইন্টারনেট বন্ধ থাকে, মোবাইল বন্ধ থাকে, ল্যান্ডলাইন ফোনও বন্ধ থাকে, বাড়ি বাড়ি থেকে শিশু-যুবক-বৃদ্ধসহ হাজারো বেকসুরদের গ্রেফতার করা হয়ে থাকে, ছোট-বড় সমস্ত নেতাদের জেলবন্দি করা হয়ে থাকে, স্কুল-কলেজ-দপ্তর সব বন্ধ থাকে, তাহলে কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে মানুষ? তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে? অসুস্থদের অবস্থা কী হবে? এসব কথা ভাবার মতো কেউ নেই। যদি এলাকার জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি মানুষ অবসাদে ভুগতে ভুগতে মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়ে, বাচ্চারা আতঙ্কিত হয়ে থাকে, ভবিষ্যৎ থাকে অন্ধকারে, নির্যাতন-নিপীড়ন চরমে পৌঁছয়, আলোর কোনো রেখা দেখা না যায়, অবস্থা ভালো করার মতো কেউ যদি না থাকে এবং গোটা দুনিয়া চুপচাপ তামাশা দেখতে থাকে...'

নাফিসা এরপর কাঁদতে কাঁদতে বলেন :

'আমরা সব সহ্য করছি। যথেষ্ট সহ্য করছি। কিন্তু ওই সময় অন্তর কেঁদে ওঠে, মনটা বড়ো ছটফট করে, যখন শুনতে হয়, ওদিকের কিছু লোক বলে, ''ভালোই হয়েছে, ওদের সঙ্গে এরকমই হওয়া দরকার ছিল''! তবুও আমরা ওদের জন্য, কিংবা অন্য কারোর জন্যেও, কখনো বদদোয়া করিনি, অভিশাপ দিইনি। কারোর খারাপ চাইনি। শুধু একটাই দোয়া/প্রার্থনা করেছি, যাতে সমস্ত মানুষ এবং গোটা দুনিয়া আমাদের অবস্থা কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারে। অরবিন্দ ভাইয়া, আপনি দেখে নেবেন, আমার প্রার্থনা খুব শীঘ্রই মঞ্জুর হবে।'

এবার আমি জানতে চাইলাম, 'আপনি কী প্রার্থনা করেছেন, বোন?'

তখন নাফিসা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে যা বলেছিলেন—আমার কানে অনেক দিন বেজেছে—এখন চোখের সামনে দেখতেও পাচ্ছি—তার ব্যথা অনুভব করার চেষ্টা করবেন, হুবহু তার কথাগুলোই তুলে ধরছি :

'ইয়া আল্লাহ ! যাকিছু আমাদের ওপর হচ্ছে তা যেন অন্য কারোর উপর না হয়, শুধু তুমি এমন একটা কিছু করে দাও যাতে গোটা পৃথিবী কিছুদিনের জন্য নিজেদের ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়, থেমে যায়। তাহলে হয়তো দুনিয়া এটা অনুভব করতে পারবে যে, আমরা বেঁচে আছি কেমন করে !'

আজ আমরা সবাই যে যার ঘরে বন্দি। আমার কানে নাফিসার সেই কথাগুলো যেন বাজছে—

'ভাইয়া, আপনি দেখে নেবেন, আমার দোয়া খুব শীঘ্রই কবুল হবে...!'

উল্লেখ্য : ২৭ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিলের মধ্যে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় অনেকের ওয়ালে প্রকাশিত একটি পোস্টের অনুবাদ উপরে পেশ করা হয়েছে। সেই পোস্টগুলির মধ্যে কয়েকটির লিঙ্ক নিচে দেওয়া হলো।

https://web.facebook.com/himanshukumardantewada/posts/3357268257620934

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=928498854255234&id=354427608329031

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1254275864769720&id=100005619559150

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2448828422095552&id=100009052558335

[কার্টেসি : Coronavirus Bangladesh গ্রুপ থেকে নেয়া মো. রাহাতের পোস্ট]

করোনাভাইরাসে মহা মন্দায় পড়বে বিশ্ব অর্থনীতি

২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। ১১ মার্চ দুনিয়াজুড়ে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। করোনাভাইরাস বৈশ্বিক মহামারিতে এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৮৫টি দেশ ও অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ লাখ ১৯

হাজার ৯১৩। এরমধ্যে এক লাখ ১৯ হাজার ৬৬৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেশিরভাগ আক্রান্ত দেশগুলোতে জারি করা হয়েছে লকডাউন। এতে করে স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতি।

আইএমএফ'র প্রধান অর্থনীতিবিদ গীতা গোপিনাথ বলেন, চলমান সংকটে আগামী দুই বছরের মধ্যে বৈশ্বিক জিডিপি কমে যেতে পারে ৯ লাখ কোটি ডলার।

গোপিনাথ সতর্ক করে বলেছেন, মহামন্দার পর এই প্রথম উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ক্যাটাগরির দেশই আর্থিক মন্দায় পতিত হতে যাচ্ছে।

গোপিনাথ আরও বলেন, বর্তমানের 'মহালকডাউন' নীতিনির্ধারকদের সামনে 'এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা' তুলে ধরেছে। তারা এই সংকটের মেয়াদ ও আঘাতের তীব্রতা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। উন্নত দেশগুলোর পক্ষেও ২০২২ সালের আগে ভাইরাস-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।

আইএমএফ'র সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে জার্মানি, ব্রিটেন, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে করোনায় সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবিলায় নেওয়া পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়েছে। তবে তাতে এটিও বলা হয়েছে যে, কোনও দেশই আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা পাবে না।

আইএমএফ জানিয়েছে, করোনা মহামারি যদি চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তাহলে আগামী বছর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

আইএমএফ'র পূর্বাভাস অনুসারে, করোনা ভাইরাসের কারণে বিশ্বের শীর্ষ আর্থিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলতি বছর ৫.৯ শতাংশ সংকুচিত হবে। বেকারত্বের হার ১০.৪ শতাংশে পৌঁছতে পারে দেশটিতে। ২০২১ সালের দিকে দেশটির অর্থনীতি আংশিক ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আর্থিক শক্তি চীনের প্রবৃদ্ধি হবে মাত্র ১.২ শতাংশ। ১৯৭৬ সালের পর এটিই দেশটির সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি। বড় সংকটে পড়বে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিও।

সংস্থাটির মতে, এই বছঠর ভারতের আর্থিক প্রবৃদ্ধি কমবে অবিশ্বাস্য রকম। বিশ্ব ব্যাংক চলতি আর্থিক বছরে ভারতের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ১.৫ শতাংশ থেকে ২.৮ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিলেও আইএমএফ বলছে তা হবে ১.৯ শতাংশ। ১৯৯১ সালের পর সবচেয়ে কম প্রবৃদ্ধি এটি।

আইএমএফ বলছে, ভাইরাসটি নিয়ন্ত্রণে বেশি বিলম্ব হলে বা ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় এটি ছড়িয়ে পড়লে বৈশ্বিক জিডিপি ৮ শতাংশ কমে যেতে পারে।

সংস্থাটি আশঙ্কা করছে, এই সংকটে ঋণগ্রস্ত দেশগুলোর পরিণতি আরও খারাপ হতে পারে। বিশেষ করে এসব দেশগুলোকে বিনিয়োগকারীরা ঋণ দিতে চাইবেন না। ফলে ঋণের ব্যয়ও বেড়ে যাবে।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

ইয়েমেনের হাসপাতালে আবারও সৌদি আরবের বিমান হামলা

সারা বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসের মহামারি মোকাবিলায় ব্যস্ত তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত ইয়েমেনে বিমান হামলা চালিয়েছে সৌদি আরব। আজ বৃহস্পতিবার ইয়েমেনে রাজধানী সানার কয়েকটি এলাকায় ও দেশটির বৃহত্তম মারিব প্রদেশে এই বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

রাজধানী সানার একটি হাসপাতালকে লক্ষ্য করেও বিমান হামলা চালানো হয়েছে বলে ইয়েমেনের আল-মাসিরাহ টেলিভিশন চ্যানেলের বরাত দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে তাসনিম নিউজ এজেন্সি।

খবরে বলা হয়েছে, রাজধানী সানার ওয়াদি ধর, হামদান, খোলান আল-টিয়াল এলাকাগুলোতে বিমান হামলা চালানো হয়েছে। একই সঙ্গে মারিব প্রদেশের মেদগাল জেলায় দুটি বোমা হামলা চালিয়েছে সৌদি সরকার। এছাড়াও হার্ফ সুফিয়ান জেলায় বিমান হামলা খবর পাওয়া গেছে।

ঠুনকো অজুহাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় অর্থায়ন বন্ধের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (ডব্লিওএইচও) অর্থায়ন সাময়িকভাবে বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটির অন্যতম বড় দাতা দেশ যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে এক প্রেস কনফারেন্সে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্রুসেডার ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘোষণা দিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

ডব্লিওএইচও'র প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের অভিযোগ তুলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, অর্থায়ন বন্ধের ব্যাপারে তার প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিযোগ, মহামারি করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এমনকি মহামারির প্রথম থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চীনের পক্ষে কাজ করেছে।

প্রেস কনফারেন্সে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযোগ করেন, 'চীনে এই ভাইরাসটির উৎপত্তির পর এর মোকাবিলায় তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং চীনের দেওয়া তথ্যের ওপরেই বিশ্বাস করেছে তারা। এর অর্থায়ন বন্ধের জন্য আমি প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি এবং এই নিষেধাজ্ঞা চলমান থাকবে।'

জাতিসংঘের এই অঙ্গ-সংস্থাটির মোট বাজেটের ১৫ শতাংশই দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর সংস্থাটিকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন করে বিশ্বের সবচেয়ে কথিত ক্ষমতাধর এই দেশটি।

মঙ্গলবার ট্রাম্পের এই ঘোষণায় তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ডব্লিওএইচও। তবে হঠাৎ করে যুক্তরাষ্ট্র সংস্থাটিকে অর্থায়ন বন্ধের ঘোষণা দেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। একে 'দুর্যোগের' সঙ্গে তুলনা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন ইউনিভার্সিটির মেডিকেল ডিরেক্টর ও ইনফেকশাস ডিজিজেস স্পেশালিস্ট নাহিদ ভাদেলিয়া।

কয়েক দিন আগেই সংস্থাটিতে অর্থায়ন বন্ধের হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। অবশেষে তার সেই হুমকিকে বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

চীনের সরকারি তথ্য বলছে, দেশটিতে এ পর্যন্ত মোট ৮২ হাজার ১৬০ জন আক্রান্ত হয়েছে। মারা গেছে ৩ হাজার ৩৪১ জন।

সন্দেহের জেরে কোমরে রশি বেঁধে ৩ কিশোরকে পেটালেন আ.লীগ নেতা

বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় মুঠোফোন চুরির অপবাদে কোমরে রশি বেঁধে তিন কিশোরকে পিটিয়েছেন ইদ্রিস সরদার নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা। গত রোববার দুপুরে বাকেরগঞ্জ পৌরসভার ভরপাশা এলাকায় নির্যাতনের এই ঘটনা ঘটে। পরে নির্যাতনের সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়।

নির্যাতনের শিকার কিশোররা হলো- ভরপাশা এলাকার মৃত হুমায়ুন হাওলাদরের ছেলে শুভ হাওলাদার (১৩), আয়নাল মীরের ছেলে তারেক মীর (১৫) ও তৈয়ব আলী সিকদারের ছেলে হাসান সিকদার (১৪) ।

স্থানীয়রা জানান, ভরপাশা এলাকার ইমরান সরদার নামে এক যুবকের একটি মুঠোফোন চুরির অপবাদে গত রোববার শুভ, তারেক ও হাসানকে বাড়ি থেকে ডেকে একটি মাঠে নিয়ে আসা হয়। এরপর তাদের কোমরে রশি বেঁধে লাঠি দিয়ে মারধর করেন ইদ্রিস সরদার ও তার সহযোগী মো. মিজানসহ আরও কয়েকজন। এতে ওই তিন কিশোর গুরুতর আহত হয়। লাঠির আঘাতে তারেকের হাত ভেঙে যায়। তবে ইদ্রিস সরদারের হুমকির কারণে তাদেরকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হয়। রিপোর্টঃ আমাদের সময়

এ ঘটনার পর চুরির বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার নামে তারেক ও হাসানের পরিবারের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকাও আদায় করেন আওয়ামী লীগ নেতা ইদ্রিস সরদার। তবে নির্যাতনের বিষয়টি তিনি ধামাচাপা দিতে পারেননি বলে জানান স্থানীয়রা।

এদিকে, নির্যাতনের ওই দৃশ্য গোপনে মুঠোফোনে ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন স্থানীয় এক যুবক। বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

ত্রাণের দাবিতে মিছিল করায় বিক্ষোভকারীদের মারধর চেয়ারম্যানের

ত্রাণের দাবিতে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে লকডাউন উপেক্ষা করে ত্রাণ বঞ্চিত দুই শতাধিক অভাবি মানুষ বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

গত মঙ্গলবার এ বিক্ষোভের পর ইউপি চেয়ারম্যানের লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামের তিনটি বাড়ি ভাংচুর করেন। এ ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন। আহতরা হলেন মো. সজিব হোসেন (৩৫) ও মাকসুদা খাতুন (২০)।

চরকৈজুরি গ্রামের ত্রাণ বঞ্চিত দুই শতাধিক অভাবি মানুষ চরকৈজুরি বাজারে জড়ো হয়। এ সময় ত্রাণের দাবিতে কৈজুরি ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আধাঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। খবর পেয়ে চেয়ারম্যানের বড় ভাই আব্দুল খালেকের নেতৃত্বে ২০-২৫ জনের একটি দল লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালিয়ে তাদের তিনটি বাড়ি ভাঙচুর

করে। এ সময় দুইজনকে মারপিট করে আহত করা হয়।
খবরঃ আমাদের সময়

‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে পা কাটা সেই মোবারক মারা গেছেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে দাঙ্গাবাজদের হাতে পা হারানো মোবারক মিয়া (৪৫) মারা গেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তার পরিবার।

গত ১২ এপ্রিল নবীনগরের কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের হাজিরহাটি গ্রামে দাঙ্গাবাজরা মোবারকের বাম পা গোঁড়ালির ওপরের অংশ থেকে কুপিয়ে বিচ্ছিন্ন করে। এরপর কাটা পা হাতে নিয়ে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেয় দাঙ্গায় জড়িত এই আওয়ামী লীগের হামলাকারীরা। পরিবারের লোকজন জানান,তার ডান পা-ও কুপিয়ে আলাদা করার চেষ্টা হয়। দুই হাত এবং পিঠেও বেশ কয়েকটি কোপ দেয়া হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ দিন মুমূর্ষু অবস্থায় থেকে মারা যান মোবারক। ঘটনার পরপরই তাকে কোপানোর সঙ্গে জড়িত কয়েকজনের নাম প্রকাশ করেন মোবারক। তারা হচ্ছেন থানাকান্দি গ্রামের সিরাজের ছেলে খোকন, হাজিরহাটি গ্রামের মাঈনুদ্দিনের ছেলে রুমান, (রুমানের হাতেই ছিল কাটা পায়ের অংশ) জিল্লুর ছেলে শাহিন ও মালির ছেলে জাবেদ। বাকিদের তিনি চিনতে পারেননি বলে জানান। তার এই বক্তব্যের মোবাইলে করা ভিডিও রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় মোট ১২/১৩ জন জড়িত বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

ঢাকায় রিকসা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহকারী মোবারক করোনা পরিস্থিতির কারণে বাড়িতে এসেছিলেন। গ্রামে দু-পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন।

মোবারকের স্ত্রী সাবিয়া জানান, তার সামনেই মোবারককে মাটিতে সোজা করে শুইয়ে ফেলে কোপানো হয়। এসময় তিনি অদূরেই থাকা পুলিশের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন সাহায্যের জন্যে। তার স্বামীকে মেরে ফেলা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ তাকে উল্টা ধাওয়া দেয়।

সাবিয়া জানান, ঘটনাস্থলের কাছে ৩০/৪০ জন পুলিশ অবস্থান করছিল। তারা ঝগড়া থামানোর কাজ না করে আসামি ধরতেই ব্যস্ত ছিল। মোবারক গ্রামের কোনো ঝগড়া-দলাদলিতে ছিলেন না বলেও জানান তার স্ত্রী। তার জন্ম এবং বিয়েশাদী সব ঢাকাতেই। বছর চারেক আগে পরিবার

নিয়ে গ্রামে চলে আসেন মোবারক। কিন্তু গ্রামের দাঙ্গা পরিস্থিতির কারনে এরমধ্যে দেড় বছর শ্বশুর বাড়িতে কাটাতে হয় তাকে । পরে আবার ঢাকায় চলে যান রিকসা চালাতে।

সূত্র:আমাদের সময়

১৫ই এপ্রিল, ২০২০

ইসরায়েলের কারাগারে মৃত্যুমুখে শত-শত ফিলিস্তিনি!

ফিলিস্তিনি বন্দীরা আজ দুটি ফ্রন্টের লড়াইয়ে আটকা পড়েছে-একটি করোনভাইরাস মহামারী থেকে পরিত্রাণ পেতে, অন্যটি দখলদার ইসরায়েলের ভয়াবহ কারানির্যাতনের বিরুদ্ধে। তারা বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিস্তিতি মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাচ্ছে বলে মিডলইস্ট মনিটরের (১৪-মার্চ) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, চার বন্দী ফিলিস্তিনির করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা হয়েছে, ফলাফল পজিটিভ এসেছে। আশংকা করা হচ্ছে এ সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে, কারণ অন্য একজন বন্দী মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পরে ভাইরাসের জন্য পরীক্ষা করা হয়, সেখানেও ফলাফল পজিটিভ এসেছে।

ফিলিস্তিনি সংস্থা "প্রিজনার রাইটস গ্রোপ এডেমিয়ার" জানিয়েছেন, দখলদার কারাগারে প্রায় ৫০০০ হাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন। ইতিমধ্যে কারাগারে কমপক্ষে ৭০০ এর বেশি পুরুষ ও মহিলা অসুস্থ হয়েছেন এবং তাদের জরুরী স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন। তাদের মধ্যে ১ জন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রমলা কারাগার হাসপাতালে রয়েছেন, যার পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

বেশিরভাগ কারাকক্ষ সঙ্কীর্ণ, ফলে বন্দীরা কোন ধরণের সামাজিক দূরত্ব অনুশীলন করতে পারেছে না, এমনকি সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও পরিষ্কার সামগ্রীও পাচ্ছেনা।

অসংখ্য মানবাধিকার সংস্থা হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, পুরো বন্দীদের মাঝে ভাইরাস ছড়াতে কেবলমাত্র একজন সংক্রামিত ব্যক্তিই যথেষ্ট যা মারাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। জীবন বাঁচাতে বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও দখলদার কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনি বন্দীদের মুক্তি না দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে।

বরং মুক্তির পরিবর্তে করোনা ভাইরাসের অজুহাতে ফিলিস্তিনি আটক বন্দীদের উপর উল্টো কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের অজুহাত ব্যবহার করে ইসরায়েল প্রিজন সার্ভিস (আইপিএস) অসুস্থ ও আহত বন্দীদের সেবাদানকারী মেডিকেল ক্লিনিকগুলি সীমিত করেছে। অনেকের মাঝে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন প্রকার চেক-আপ করা হচ্ছে না ।

এমনকি ফিলিস্তিনি বন্দীদের উকিলের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ নিষিদ্ধ করে শুধুমাত্র ফোনে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে, ফলে আটককৃতদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বন্দীদের প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান গুলোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। ফেস মাস্ক হিসাবে মোজা ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং কারাগার ক্যান্টিনে অত্যাবশ্যকীয় জরুরী উপাদানের মধ্যে ১৪০ টি পণ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে।

ফিলিস্তিনি সংস্থা "প্রিজনারস সেন্টার ফর স্টাডিজের" পরিচালক রাফাত হামদোনা বলেছেন, চিকিৎসা অবহেলায় দখলদারদের চারটি নীতি প্রয়োগ করছে - ইচ্ছাকৃতভাবে সঠিক চিকিৎসা সামগ্রী অভাব, সঠিক ওষুধের অভাব, পরীক্ষাগারে পরীক্ষার অভাব এবং জরুরী সার্জারি স্থগিত করা।

তিনি আরও বলেন, দখলদার কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে বন্দীদের ওষুধ প্রেরণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেছে।

সাম্প্রতিক নোবেল করোনা ভাইরাসটি বন্দীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় অনেকেই ১৯৬৭ সাল থেকে ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনাচিকিৎসায় নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা করছেন।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সংস্থার মতে, তখন থেকে দখলদার বিশ্ব সন্ত্রাসী ইসরায়েল কারাগারে কমপক্ষে ২২২ ফিলিস্তিনি বন্দী মারা গেছেন,যাদের মধ্যে ৬৫জন ফিলিস্তিনি মারা গেছেন শুধুমাত্র চিকিৎসার অভাবে।

গত বছরের শেষদিকে, রাজনৈতিক বন্দী সামি আবু দিয়াক ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন এবং আটকে থাকার সময় ফুসফুস ও পেটে সমস্যায় ভুগছিলেন। নোংরা কারাগার ও অমানবিক পরিস্থিতি এবং ইচ্ছাকৃত চিকিৎসার অবহেলার ফলে ৩৬ বছর বয়সী আবু দিয়াকের শরীরে টিউমার ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিনি বিভিন্ন চিকিৎসা নিয়েছিলেন এবং বেশ কিছু শারিরীক জটিলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন,তবু সন্ত্রাসী ইসরায়েল দখলদার কর্তৃপক্ষ তাকে মানবিক কারণে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছিল।

যে সব ফিলিস্তিনি দখলদার ইসরায়েলের কারাগারে এক দশক সময় আটক থেকে মুক্তিলাভ করেছেন তারা বেঁচে রয়েছেন জটিল অসুস্থতার সাথে এবং তাদের অসুস্থতা শেষ অবধি মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

বন্দীদের জীবন যখন মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু মুখে পৌঁছে যায়, টিক তখনই কেবল নামমাত্র চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় যা মানবাতার জন্য লজ্জাজনক।

কয়েক দশক ধরে কারাগারে বিনাচিকিৎসায় শত শত ফিলিস্তিনিরা তাদের জীবন হারিয়েছে। কারা বিষয়ক কমিশন বলেছেন যে ৯০% বন্দীদের গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকেই নির্যাতন করা হয়েছে।জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন এমনকি বন্দীদের কারাগারে রাখার পরেও নির্যাতন অব্যাহত থাকে এবং হাসপাতালে চিকিৎসার পরিবর্তে অনেককে নির্জন কারাগারে আটকে রাখা হয়।

"অ্যাডামিরের ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইউনিটের" সমন্বয়কারী এহতেরাম গাজাওয়ানহ উল্লেখ করেছেন, কারাগারে রোগ নির্ণয় একটি মারাত্মক সমস্যা যা প্রায়ই ভুল রোগ নির্ণয় করে বন্দীদের মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দেয়।

বন্দিরা বলেছেন যে তারা তাদের আটকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রায়শই অনশন বা ধর্মঘট করে, যার ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগের জন্য আরও বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

বিশ্বব্যাপী মহামারী চলাকালীন সময়ে ফিলিস্তিনি বন্দীদের রক্ষার জন্য আইপিএস স্বাস্থ্য ব্যবস্থাগুলির অনুপস্থিতি এদিকে আরও স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, দখলদার ইসরায়েল অন্যায়ভাবে পূর্ণ ফিলিস্তিন দখল প্রকল্পে অগ্রসর হতে করোনা ভাইরাসকে ফিলিস্তিনের বন্দীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক মরণঘাতী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে।

খোরাসান | তালেবান মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ১০০ আফগান সৈন্য

আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিনিয়ত আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে মুরতাদ বহিনীর হয়ে কাজ করা আফগান সৈন্যরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দলে দলে যোগ দিচ্ছে ইমারতে ইসলামিয়ায়।

এরই ধারাবাকিতায় ১৫ এপ্রিল আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলা হতে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করছেন ৬৯ আফগান সেনা।

এর মধ্যে দেশটির নানগাহার, গজনী ও বলখ প্রদেশ হতে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয় ২৬ আফগান সৈন্য।

এমনিভাবে নুরিস্তান, বাগলান, কাপিসা ও পাকতিয়া প্রদেশ হতে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হয় ৩৩ আফগান সৈন্য।

একইভাবে ঘৌর ও ফারয়াব প্রদেশ হতে তালেবানদের সাথে যোগ দেয় আরো ৯ আফগান সৈন্য। অন্যদিকে বলখ প্রদেশ হতে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগদান করে আরো ৩১ আফগান সৈন্য।

কেনিয়া | মুজাহিদদের হামলায় নিহত ৬ ক্রুসেডার সৈন্য!

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত ১৪ এপ্রিল পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শাহাদাহ নিউজের বরাতে জানা যায় যে, মুজাহিদগণ তাদের উক্ত সফল অভিযানটি পরিচালনা করেছেন কেনিয়ার "ওয়াজির" নামক একটি শহরে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ৬ কেনিয়ান ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হবার কথা জানিয়েছে হারাকাতুশ শাবাব। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ৫ টি যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের একাধিক হামলা, হতাহত অনেক!

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত ১৪ এপ্রিল প্রায় ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন, এতে একাধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

এর মধ্যে রয়েছে, সোমালিয়ার শাবেলি সুফলা প্রদেশের "জানালী" শহর, যেখানে মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি। মুজাহিদদের উক্ত হামলায় সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়াও ১ সৈন্য নিহত হবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন মুজাহিদিন, তবে ধারাণা করা হচ্ছে উক্ত অভিযানে একাধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে।

একই প্রদেশের "বুলুমারিরী" শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার উগান্ডান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালান মুজাহিদগণ, যাতে কতক ক্রুসেডার হতাহত হয়।

একইভাবে জুবা প্রদেশের "কুকানী" শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। আলহামদুলিল্লাহ্, এখানেও মুজাহিদদের হামলায় কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়।

এছাড়াও রাজধানী মোগাদিশুতেও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন মুজাহিদগণ, যাতে কতক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৩৮ জনের মৃত্যু

ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ সময় বুধবার বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ভারতে এ ভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১১ হাজার ৫৫৫। এর মধ্যে ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবারই দেশজুড়ে লকডাউনের মেয়াদ আগামী ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ভারতে করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহারাষ্ট্র। সরকারি হিসাবেই রাজ্যটিতে দুই হাজার ৬৮৭ জনের শরীরে এ ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। দিল্লি ও তামিলনাড়ুতে আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে এক হাজার ৫৬১ এবং এক হাজার ২০৪।

মঙ্গলবার গুজরাটে একজন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানী ও অন্য দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। পরে ওই বিধায়কের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়।

ইমরান খেদাওয়ালা নামের ওই কংগ্রেস বিধায়ক এক সাংবাদিক সম্মেলনেও যোগ দেন। সেখানে অন্যান্য বিধায়ক ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তার মাধ্যমে অন্যরাও আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারে।

এদিকে মঙ্গলবার লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণার পরেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে মুম্বাই। লকডাউনের বিরোধিতা করে বাণিজ্য নগরীর বান্দ্রা স্টেশনের বাইরে সহস্রাধিক অভ্যন্তরীণ অভিবাসী শ্রমিক জড়ো হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাদের বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হোক। এক পর্যায়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

সূত্র: এনডিটিভি।

চাল চুরিতে ধরা পড়া আ'লীগ চেয়ারম্যানের পক্ষে আদালতে এমপি

২২৯ বস্তা সরকারি ভিজিএফর চালসহ হাতেনাতে আটক ও পরে থানায় দায়েরকৃত মামলায় গ্রেপ্তার পাবনার বেড়া উপজেলার ঢালারচর ইউপি চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কোরবান আলী সরদারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য ও

জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমেদ ফিরোজ কবীর এবং বেড়া উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও বেড়া পৌরসভার মেয়র আব্দুল বাতেন।

মঙ্গলবার কোরবান আলী সরদারের পক্ষে জামিনের জন্যে নিজ নেতাকর্মীদের নিয়ে পাবনা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আসেন আহমেদ ফিরোজ কবীর এমপি। এ সময় তিনি তার পক্ষে সাফাই গাইতে থাকে। তিনি বলেন নিরাপত্তার স্বার্থে চেয়ারম্যান কোরবান আলী সরদার চালের বস্তা ইউনিয়ন পরিষদে না রেখে নিজ গুদামে মজুদ করছিলেন। বরাবরই তিনি এখান থেকে ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তার আত্মসাতের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এটা সবাই জানে। কোন একটি মহল তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

তবে, র‍্যাব-১২ পাবনা থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে চেয়ারম্যান কোরবান আলী সরদার উদ্ধারকৃত চাল কালোবাজারে বিক্রির চেষ্টা করছিলেন বলে জানানো হয়েছে। র‍্যাব-১২ পাবনা ক্যাম্পের কমান্ডার আমিনুল কবীর তরফদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার র‍্যাব জানতে পারে বেড়া উপজেলার ঢালারচর ইউপি চেয়ারম্যান কোরবান আলী সরদার ভিজিডির চাল কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে না রেখে গভীর রাতে রূপপুর ইউনিয়নের বাঁধেরহাট বাজারে নিজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গুদাম ঘরে মজুদ করছেন। সোমবার রাত ১০টার দিকে হাতেনাতে এই চাল উদ্ধার করা হয় এবং চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় তাকে আটক করে। রাতে আমিনপুর থানায় মামলা দায়েরের পর মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আনাম সিদ্দিকী বলেন, ত্রাণের চাল কোনভাবেই ব্যক্তিগত গুদামে রাখার সুযোগ নেই। কোরবান আলী সরদার ইউনিয়নের সীমানার বাইরে বেআইনিভাবে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। সেখানে ত্রাণের চাল মজুদ করার বিষয়েও তিনি প্রশাসনকে অবহিত করেননি।

সূত্র: সুরমা টাইমস

মসজিদে সীমাবদ্ধতা আরোপ করায় পাক মুরতাদ সরকারকে আলেমদের হুঁশিয়ারি!

করোনাভাইরাসের মহামারী মোকাবেলার জন্য মসজিদে নামাজ আদায়ে সীমাবদ্ধতা আরোপের ব্যাপারে কড়াকড়ি করে পাকিস্তানের মুরতাদ সরকার যেসব দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা নিয়ে দেশটির অন্তত ৫০ জন আলেম সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পাকিস্তানের বার্তা সংস্থা ডনের প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাকিস্তানের বেফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়া সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের আলেমরা ইমরান খানের সরকারকে গতকাল (মঙ্গলবার) এই হুঁশিয়ারি দেন। তারা বলেছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করবেন না।

The ulema addressing the media at Karachi Press Club on Tuesday. – DawnNews screengrab

সারাদেশের উলামা ও ধর্মীয় আলেমদের বৈঠকে বলা হয়েছে যে, এখন থেকে সব মসজিদে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত ও জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। তবে এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

রাওয়ালপিন্ডি এবং ইসলামাবাদের বেফাকুল মাদারিসের আলেমরা সরকারকে মসজিদে নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা জারি করতে নিষেধ করেছেন। সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের ৫৩ জন আলেম রাজধানী ইসলামাবাদের জামিয়া দারুল উলুম জাকারিয়ায় গতকাল বৈঠকে বসেন এবং সেখানে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে শীর্ষ পর্যায়ের আলেমদের পাশাপাশি বিভিন্ন মাদরাসার শিক্ষক, নিষিদ্ধ ধর্মীয় সংগঠনের নেতা এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তান সরকার করোনাভাইরাস মোকাবেলার অংশ হিসেবে পবিত্র রমজান মাসেও মসজিদে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপের পরিকল্পনা নিয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। এরপর পাকিস্তানের আলেমদের পক্ষ থেকে এই হুঁশিয়ারি এল।

পাকিস্তানে সমস্ত প্রদেশের কর্তৃপক্ষগুলি গত দুই সপ্তাহের পর থেকে সরকারীভাবে জুমার নামাজের জন্য মসজিদে জামাত আদায় নিষিদ্ধ করেছিল। এই অন্যায় নির্দেশ অমান্য করার

অজুহাতে পাক মুরতাদ সরকারের সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন মসজিদের ইমাম মুসল্লিদের গ্রেফতার করেছিল।

অপরিকল্পিত লকডাউন: শ্রমিকদের বাড়ি ফেরার দাবিতে স্টেশনে ভিড়, মুম্বাই পুলিশের লাঠিচার্জ

ভারতে মালাউন মোদির অপরিকল্পিত ২১ দিনের লকডাউনে এমনিতেই চরম বিপাকে পড়েছেন অভিবাসী শ্রমিকরা। তাঁদের কথা চিন্তা না করে চলমান লকডাউনের মেয়াদ আগামী ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগের তিন সপ্তাহের লকডাউনের কারণে রোজগার হারিয়েছেন হাজার হাজার অভিবাসী শ্রমিক। পরিবহন বন্ধ থাকায় ফিরতে পারেননি বাড়িতেও। ভারত সরকার এসব শ্রমিককে বিনামূল্যে খাবার ও আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তা পাননি।

কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় নিরুপম মনে করেন খাবার সংকট ছাড়াও অভিবাসী শ্রমিকেরা বাসস্থানের সংকটে পড়ে নিজ বাড়িতে ফিরতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিনি বলেন, এসব শ্রমিকের অধিকাংশই একটি কক্ষ দশ জন বা তার চেয়ে বেশি মানুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন। টানা লকডাউনের কবলে পড়ে দীর্ঘ সময় তাদের পক্ষে ওই কক্ষে অবস্থান করা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে।

ফলে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর প্রতিবাদে মুম্বাইয়ের একটি রেল স্টেশনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেছেন ভারতের হাজার হাজার অভিবাসী শ্রমিক। বাড়ি ফেরার দাবিতে মঙ্গলবার বান্দ্রা স্টেশনে সমবেত এসব শ্রমিকের সঙ্গে যোগ দেয় খাবারের সন্ধানে আসা বহু বস্তিবাসী। বিক্ষোভরত এসব মানুষের ওপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। সম্প্রচারমাধ্যম এনডিটিভি এই খবর জানিয়েছে।

ঘটনাস্থলের ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে সোস্যাল ডিসটান্সিংয়ের বিধিনিষেধ অমান্য করে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ চালাতে থাকে। এনডিটিভি জানিয়েছে, পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভরতরা ইচ্ছাকৃতভাবে না সরায় লাঠিচার্জ করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অন্যতম এলাকা মুম্বাই। মহারাষ্ট্রে শনাক্ত হওয়া দুই হাজার তিনশো করোনা আক্রান্তের মধ্যে এক হাজার পাঁচশোরও বেশি মুম্বাইয়ের বাসিন্দা।

বাংলাদেশে ত্রাণ না পেয়ে কর্মহীন ও ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য ‘লুট’!

বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন ও ত্রাণ না পাওয়া ক্ষুধার্ত মানুষেরা খাবার লুট করতে শুরু করেছে। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের হিসাব অনুযায়ী- করোনাভাইরাসের কারণে সারা দেশে নিম্ন আয়ের ১৪ শতাংশ মানুষের ঘরে কোনো খাবারই নেই। এ অবস্থায় অস্থির হয়ে উঠেছে ক্ষুধার্ত মানুষ।

সংবাদ মাধ্যম পার্সটুডের বরাতে জানা যায়, গত (রোববার) দুপুরে জামালপুর পৌরসভার মুকুন্দবাড়ি এলাকায় কয়েক শ' ক্ষুধার্ত মানুষ রাস্তা বন্ধ করে ত্রাণবাহী একটি ট্রাক থামিয়ে খাদ্য সামগ্রী লুট করে নেয়। এসময় অনেকটা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন পুলিশ সদস্যরা। ট্রাকটি কর্মহীন মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত চাল, ডাল, আলুসহ ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর জামাল পাশার কার্যালয়ে যাচ্ছিল।

স্থানীয়দের অভিযোগ, করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়েছে শতশত মানুষ। খাবারের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা। এখন পর্যন্ত পৌঁছেনি ত্রাণ সামগ্রী। তাই বাধ্য হয়েই ত্রাণের মালামাল ছিনিয়ে নিয়েছেন তারা।

কুষ্টিয়া

এর আগে গত শনিবার কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার ওসমানপুর ইউনিয়নে ৪৫০টি ঘরবন্দী দুস্থ পরিবারের জন্য বরাদ্ধকৃত চাল চেয়ারম্যানের পছন্দমতো স্বচ্ছল ও দলীয় লোকদের মাঝে বিতরণ করায় ত্রাণ বঞ্চিত প্রকৃত দুস্থরা ২৬ বস্তা চাল লুট করে নেয়। ঘটনার পর পুলিশ চাল উদ্ধারের জন্য গ্রামে অভিযান চালাতে গেলে গ্রামবাসী তাদেরও ঘেরাও করে রাখে।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মজিবুর রহমান স্বীকার করেছেন, প্রকৃত দুস্থ যারা তারাই ত্রাণের চাল লুট করেছে। সেখানে স্বচ্ছল লোকদের ত্রাণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু খেটে খাওয়া দুস্থ লোকদের নাম তালিকায় ছিল না।

করোনাকে কেন্দ্র করে ইসলামবিদ্বেষ ছড়াচ্ছে ভারতসহ অন্যান্য দেশ

ভারতের হিমাচল প্রদেশে সম্প্রতি দিলশাদ মাহমুদ নামের এক যুবক আত্মহত্যা করেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, পরীক্ষা করে এই যুবকের শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া না গেলেও সামাজিক চাপে পড়ে এলাকার মানুষের অবজ্ঞা ও হুমকির কারণে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। স্থানীয় মানুষের এমন আচরণের কারণ মার্চে তাবলিগ জামাতের দুই অনুসারীর

সঙ্গে দিলশাদ দেখা করেছিলেন। তাতে তাদের ধারণা হয়েছিল, দিলশাদও আক্রান্ত এবং তাকে এলাকাবাসীর জন্য হুমকি বলে ভাবছিলেন তারা।

করোনা ও মুসলিমবিদ্বেষ

মার্চে ভারতের দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় তাবলিগ জামাতের সমাবেশ হয়। সেখানে অংশ নেন দুই হাজারেরও বেশি মানুষ, যাদের মধ্যে বিদেশিও ছিলেন অনেকে। এই সমাবেশে অংশ নেয়া কয়েকজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ফলে ভারতের নিজামুদ্দিনের সমাবেশের পর থেকে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুসলিমবিদ্বেষী প্রচারণা শুরু হয়। এর আগে ভারতের নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিরোধের মুখে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াতে শুরু করে। এমনকি তা মুসলিম গণহত্যার রুপ ধারণ করে।

হ্যাশট্যাগ করোনা জিহাদ

টুইটারে সম্প্রতি কয়েকটি হ্যাশট্যাগ দিয়ে প্রচুর পোস্ট হচ্ছে। এর মধ্যে #CoronaJihad, #BioJihad কিংবা #MuslimMeaningTerrorist এসব সম্বলিত পোস্ট দেখা যাচ্ছে। কিছু মানুষ করোনা ভাইরাসকে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াবার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

https://twitter.com/RajHarshit1000/status/1249600074839015425

এ বিষয়ে ভারতীয় সাংবাদিক রানা আইয়ুব একটি টুইটার পোস্টে লিখেছেন, ‘‘বিশ্বের অতি-ডানপন্থি দল ও ওয়েবসাইটগুলো মানুষের ভয় ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলিমদের বিষয়ে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে।''

✔ @RanaAyyub

Anti-Muslim Propaganda Is Seeping Into Online Discourse About The Coronavirus

Far-right groups and websites across the globe have taken advantage of people's fears and vulnerabilities in order to push disinformation to vilify

Anti-Muslim Propaganda Is Seeping Into Online Discourse About The Coronavirus

Far-right groups and websites across the globe have taken advantage of people's fears and vulnerabilities in order to push disinformation to vilify Muslims.

মার্কিন সংবাদ সংস্থা সিএনএন যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন অ্যানালিস্ট প্লাটফর্ম ইকুয়ালিটি ল্যাবের বরাত দিয়ে বলছে, ২৮ মার্চ থেকে প্রথম সপ্তাহেই #CoronaJihad হ্যাশট্যাগটি টুইটারে কমপক্ষে তিন লাখ বার প্রকাশিত হয়েছে এবং কমপক্ষে সাড়ে ১৬ কোটি মানুষ তা দেখেছেন।

ফেসবুক ও টুইটারে বিদ্বেষমূলক এসব বক্তব্য যারা ছড়াচ্ছেন তাদের বিরাট অংশই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সন্ত্রাসী দল বিজেপির সমর্থক বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে। ওয়াশিংটন পোস্টে মন্তব্য প্রতিবেদনে রানা মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর পেছনে রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে দায়ী করে লেখেন, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, এমন একটা বৈশ্বিক সংকটের সময় যখন আমাদের সব হিংসা দূরে রাখা দরকার, তখন আমার দেশ ও আমার নেতারা আমাকে আবারো বাধ্য করছেন মানুষের নৈতিকতাবিবর্জিত অন্ধসংস্কার নিয়ে লিখতে।"

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় প্রবাসীদের সংগঠন ইন্ডিয়ান অ্যামেরিকান মুসলিম কাউন্সিল (আইএএমসি) গেল শনিবার একটি যৌথবিবৃতি দিয়েছে। তারা মুসলিম সংখ্যালঘুদের করোনা সংকটে বলির পাঠা বানানোর নিন্দা জানিয়েছে, বিশেষ করে তাবলিগ জামাতের সমাবেশকে কেন্দ্র করে।

ইংল্যান্ড ও অ্যামেরিকাতেও

শুধু ভারতে নয়, ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা গেছে। গেল কয়েকসপ্তাহ ধরে যুক্তরাজ্যে ভুল তথ্য ও প্রচারণা চালাচ্ছে দক্ষিণপন্থিরা।

হাফিংটন পোস্ট প্রতিবেদন করেছে, সামাজিক গণমাধ্যমে মসজিদ ও বাইরের পুরোনো ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে বলা হচ্ছে, মুসলিমরা এখনো জমায়েত হচ্ছে। অনলাইন প্লাটফর্মগুলোতে ছড়ানো এসব ছবির সত্যতা পায়নি পুলিশ ও বিভিন্ন ফ্যাক্ট চেকিং গ্রুপ।

এর মধ্যে একটি প্রচারণা ছিল, 'যুক্তরাজ্যে করোনা ভাইরাসের কেসগুলোর ২৫ ভাগ মুসলিমদের কারণে হয়েছে।' কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, তারা 'নিজেদের আলাদা করতে চাননি।' ফ্যাক্ট চেকিং প্লাটফর্ম ফার্স্ট ড্রাফট নিউজ এই পরিসংখ্যানের সত্যতা পায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে, লকডাউন বা নিষেধাজ্ঞা মুসলিমদের রমজানের আগে তুলে নেয়া হবে, অথচ অন্য ধর্মাবলম্বীদের যেমন, খ্রিস্টানদের ইস্টার পালনে নিষেধাজ্ঞা ছিল।

সূত্র: ডয়চে ভেলে

---

৩৩৩ নম্বরে কল করে ত্রাণ চাওয়ায় কৃষককে পেটালেন ইউপি চেয়ারম্যান!

করোনায় দেশের বেহাল দশা। অপরিকল্পিত লকডাউনে দেশের মানুষ পড়েছে চরম বিপাকে। কর্মহীন মানুষগুলো খাবারের অভাবে পেরেশান। এমতাবস্থায় দেশের ত্বাগুত মিডিয়াগুলো দরিদ্র মানুষগুলোকে মিথ্যে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে- যে, বিভিন্ন নম্বরে ফোন দিলেই খাবার পৌঁছে যাবে ঘরে। আসলেই কি তাই?

বার্তা সংস্থা *বাংলা ট্রিবিউনের* বরাতে জানা যায়, প্রতিবেশী দরিদ্রদের জন্য ত্রাণ সহায়তা চাইতে টেলিভিশনে দেখানো ৩৩৩ নম্বরে কল করেছিলেন লালপুর উপজেলার অর্জুনপুর -বরমহাটি (এবি) ইউনিয়নের আঙ্গারিপাড়া গ্রামের কৃষক শহিদুল ইসলাম। বিষয়টি জানতে পেরে চৌকিদার দিয়ে ডেকে নিজ হাতে লাঠি দিয়ে শহিদুলকে বেদম মারধর করেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার। এরপর শাসিয়ে দেন কাউকে বললে অবস্থা আরও খারাপ হবে। দরিদ্র ওই কৃষক এখন চিকিৎসা নিচ্ছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। এ ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী ওই চেয়ারম্যানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে।

আহত শহিদুল ইসলাম

ভুক্তভোগী শহিদুল(৬০) জানান, আঙ্গারীপাড়া এলাকার প্রায় আড়াইশ’ দরিদ্র মানুষ ২০-২৫ দিন থেকে কর্মহীন। নিজেরও কর্ম নেই। এ অবস্থায় নিজের পরিবারের কথা চিন্তা না করে প্রতিবেশীদের জন্য সাহায্য পেতে শনিবার বিকেলে তিনি ৩৩৩ নম্বরে ফোন দেন। রবিবার দুপুরে নামাজ শেষে বাড়ি এলে চৌকিদার তাকে বলে ইউনিয়ন পরিষদে ইউএনও এসেছে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে ইউএনওকে পাওয়া যায়নি বরং কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চৌকিদারের হাত থেকে লাঠি নিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান সাত্তার তাকে বেদম মারধর করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মারধরে তার দেহের পেছন অংশ ও পায়ে মারাত্মক জখম হয় ও মারের দাগ বসে যায়। তিনি বাড়ি ফেরার সময় চেয়ারম্যান শাসিয়ে বলে, ৩৩৩ নম্বরে কেন ফোন দিয়েছিস তার জন্যই এই শাস্তি। একথা কাউকে বললে তোর অবস্থা আরও খারাপ করে দেবো।

বাড়ি আসার পর এলাকাবাসী তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা করায়। এ ঘটনায় শহিদুলসহ তার গ্রামবাসী মারধরকারী চেয়ারম্যানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার জানান, সোমবার বিকেলে ইউএনও তাকে এব্যাপারে ডেকেছিলেন। ওখানেই বিষয়টি মীমাংসা হয়েছে। জানতে চাইলে ইউএনও উম্মুল বাণীন দ্যুতি মীমাংসার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

করোনায় ঠাকুরগাঁয়ে ত্রাণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ!

ঠাকুরগাঁওয়ের আউলিয়াপুরে ত্রাণ না পাওয়ায় এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধ করেছে। এ ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন স্থানীয়রা।

বিডি প্রতিদিনের সূত্রে জানা যায়, গত রবিবার ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় মহাসড়কের সদর উপজেলা ৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের কচুবাড়ী গ্রামের তিয়াস তিমু পাম্পের সামনে ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে রাখেন স্থানীয় ২ শতাধিক এলাকাবাসী। স্থানীয়রা জানান, করোনাভাইরাসে কারণে আমরা কর্মহীন হয়ে পড়েছি। বার বার স্থানীয় মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে বলেও কোনো কাজ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছি।

মোলানী পাড়া গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন জানান, করোনাভাইরাসের কারণে আমরা কোনো কাজ করতে পারতেছি না। আমার পরিবারের সবাই কয়েকদিন থেকে আলু সিদ্ধ করে খাচ্ছি। কোনো ত্রাণ সামগ্রী না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে রাস্তায় আসছি।

এ সময় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল-মামুন ঘটনাস্থলে এসে এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে তাদের ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা করার মৌখিক আশ্বাস দিলে স্থানীয়রা ফিরে যান।

১৪ই এপ্রিল, ২০২০

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাস্তায় শ্রমিকরা!

বেতনের দাবি ও ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। গতকাল দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে লকডাউনের মধ্যেই বিক্ষোভ করেন তারা। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

গাজীপুর : গাজীপুরে লকডাউনের মধ্যেই সকাল ৯টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কয়েকটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গাজীপুর সিটির সাইনবোর্ড

ও ভোগড়া বাইপাস এলাকার ইস্ট-ওয়েস্ট গ্রুপ ও নিউওয়ে ফ্যাশনস লিমিটেডের শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন।

টানা এক ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ থাকার পর পুলিশের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ ১৬ এপ্রিল বেতন পরিশোধের ঘোষণা দিলে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন। পরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। নিউওয়ে ফ্যাশন লিমিটেডের নিটিং অপারেটর শাহিনা বেগম সাংবাদিকদের জানান, তারা দুই মাস ধরে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না।

কর্তৃপক্ষ দেই-দিচ্ছি করে ঘোরাচ্ছেন। এখন ঘরে খাবার নেই। বাড়িভাড়া ও দোকানে বাকি পড়ে আছে। এর মধ্যে গাজীপুর লকডাউন। এখন আমাদের না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে।

সাভার : বকেয়া বেতনের দাবিতে রাকিব অ্যাপ্যারেলসের শ্রমিকরা হেমায়েতপুর-সিংগাইর মহাসড়কে বিক্ষোভ করেছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ নিয়ে টালবাহানা করছে কর্তৃপক্ষ।

গতকাল বেতন পরিশোধের কথা ছিল। বেতন পরিশোধের কথা থাকলেও তা না করায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন গার্মেন্ট শ্রমিকরা। কর্তৃপক্ষ চলতি মাসের ১৬ তারিখে পরিশোধ করবেন বলে আশ্বস্ত করলে তারা অবরোধ তুলে নেন।

নারায়ণগঞ্জ : চলমান লকডাউনের মধ্যেই বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি ও শ্রমিক ছাঁটায়ের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন বেশ কয়েকটি গার্মেন্টের শ্রমিকরা। ফতুল্লায় কায়েমপুর এলাকার ফকির নিটওয়্যারের পাঁচ শতাধিক শ্রমিক চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠান ঘেরাও করে রাখেন। এর আগে শনিবার ফতুল্লার প্যারাডাইজ কেবলসের শ্রমিকরা বেতন-ভাতার দাবিতে আন্দোলন করেছেন। শ্রমিকরা আন্দোলনে নামায় জেলায় লকডাউন ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।

ফকির নিটওয়্যারের আন্দোলরত শ্রমিকরা জানান, কারখানাটি মিথ্যা অজুহাতে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি আসলাম হোসেন জানান, দুই মাসের বেতন পরিশোধ করে প্রায় ৫০০ শিক্ষানিশ শ্রমিককে গার্মেন্টে কাজ নেই বলে ছাঁটাই করেছিল। এর প্রতিবাদে ওই শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন।

খোরাসান | বলখ প্রদেশ হতে ইমারতে ইসলামিয়ায় যোগদান করল ৩১ আফগান সৈন্য।

আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত আফগান বাহিনী ছেড়ে তালেবানদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছে শত শত আফগান সৈন্য।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ এপ্রিলেও আফগানিস্তানের বলখ প্রদেশের ৪টি এলাকা হতে ২৪ আফগান সৈন্য কাবুল প্রশাসনের ধোঁকাবাজি ও ইসালামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ স্পষ্ট হলে তারা সেচ্ছায় ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে যোগদান করে।

একইভাবে ঘৌর প্রদেশের "শাহরাক" জেলা হতেও তালেবানদের সাথে এসে যোগদান করে আরো ৭ আফগান সেনা সদস্য।

আলহামদুলিল্লাহ, ইমারতে ইসলামিয়ার দায়িত্বশীল তালেবান মুজাহিদিন তাদেরকে স্বাগত জানান।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর ১১টি পোস্টে সফল হামলা চালিয়েছেন TTP এর মুজাহিদিন!

পাকিস্তান ভিত্তিক অন্যতম জিহাদী তানযিম "তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান" (TTP) এর জানবায মুজাহিদিন গত ১৩ এপ্রিল পাকিস্তানের বাজুর এজেন্সীতে দেশটির মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে একাধিক সফল হামলা চালিয়েছেন।

এর মধ্যে সকাল ১১:০০ টার সময় তেহরিকে তালেবানের "MSG" ফোর্সের জানবায মুজাহিদিন বাজুর এজেন্সীর "লাইটি-কান্ডু" সীমান্তে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর টহলরত একটি দলকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান। যার ফলে পাহাড়ের চুড়ায় আরোহনের জন্য ব্যাবহৃত পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী ২টি খচ্চর মারা যায়, এসময় বাকি সৈন্যরা পলায়ন করে, তবে বহনকারী কোন যানবাহন না থাকায় পাহাড়ের চুড়া হতে পলায়নের সময় অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

অন্যদিকে একই প্রদেশের মুমান্দ সীমান্তের "সাকরু-নাউয়ী থেকে আল-মাযুড়ুপ" এলাকা পর্যন্ত অবস্থিত পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর ১১টি পোস্টে একজুগে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এই অভিযানে মুজাহিদগণ হালকা ও ভারী যুদ্ধাস্ত্র ব্যাবহার করেন। হামলার তীব্রতা এতটাই জুড়ালো ছিল যে, পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী পাগলের মত আচরণ করতে থাকে।

তেহরিকে তালেবানের সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই অভিযানে কত সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। যদিও ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স আসা যাওয়া করতে দেখা গিয়েছিল।

কয়েকদিনেই বেসামাল আমেরিকা, সব অঙ্গরাজ্যে বিপর্যয় ঘোষণা

বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় নামিয়ে এনেছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। এ থাবায় আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের ১৯ লাখ ৩৭ হাজার ৬ শতাধিক মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ২০ হাজার ৬ শতাধিক মানুষের। বিডি প্রতিদিনের রিপোর্ট

করোনাভাইরাস সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে আমেরিকায়। এই ভাইরাসে অসহায় হয়ে পড়েছে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এই রাষ্ট্র। দেশটিতে এরই মধ্যে মোট আক্রান্ত হয়েছে ৫ লাখ ৮৭ হাজার ১ শতাধিক মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ২৩ হাজার ৬৪৪ জনের।

এমন অবস্থায় করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে ইতিহাসে প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যেই বিপর্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। গত শনিবার ওয়াইমিং ঘোষণার অনুমোদন দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাসী ডোনাল্ড ট্রাম্প। করোনার ভয়াবহতায় সংক্রমণ শুরুর মাত্র ২২ দিনের মাথায় এ ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন তিনি।

গত ২০ মার্চ প্রথমে নিউইয়র্কে বিপর্যয় ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এর দু'দিন পরেই ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়াতেও একই অবস্থা জারি হয়।

দেশজুড়ে বিপর্যয় ঘোষণার প্রশংসা করে রবিবার এক টুইট বার্তায় ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'ইতিহাসে প্রথমবার ৫০টি অঙ্গরাজ্যেই বিপর্যয় ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট।

চীনের বিরুদ্ধে স্পেনের গুরুতর অভিযোগ

চীনের বিরুদ্ধে করোনা নিয়ে স্পেন ছাড়াও বিভিন্ন দেশ অভিযোগ করেছে।করোনাভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার পরও তথ্য লুকিয়ে চীন বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টে নিয়োজিত স্পেনের জ্যেষ্ঠ এক সদস্য। শুধু তাই নয়,

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাব নিয়ে চীন বিশ্বের কাছে ভুল তথ্য দিয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। খবরঃ আমাদের সময়

নিউ ইউরোপ জার্নালে লেখা এক নিবন্ধে এ মহামারির জন্য সরাসরি চীনকে দায়ী করে স্প্যানিশ এই সাংসদ বলেন, 'চীনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই ভাইরাসের ব্যাপারে গত বছরের নভেম্বরেই জানতে পায়। তখন তারা নীরব থাকার নীতি নেয় এবং বিশ্বকে ভয়াবহ শাস্তি দেওয়ার জন্য ভুল বার্তা দিতে থাকে। এই ভাইরাসের ভয়াবহ ক্ষতি এখনো অপেক্ষা করছে।'

এ জন্য চীনের তীব্র সমালোচনা করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের স্প্যানিশ সদস্য হারমান টার্টচ। তিনি বলেন, 'চীনের ভুল বার্তা এবং তথ্য আড়াল করার কারণেই এই মহামারি। বিশ্বের লাখো মানুষের মৃত্যু এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যও চীন কখনই দায়মুক্তি পেতে পারে না।'

চীনে করোনাভাইরাস মহামারিতে যত মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, তার পাঁচগুণের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেছেন হারমান টার্টচের দেশ স্পেনে। তিনি এই ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে চীনকে কাঠগড়ায় তুলে বেশ কিছু যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

নিউ ইউরোপে লেখা নিবন্ধে ওই সংসদ বলেন, করোনাভাইরাসের কেন্দ্র উহানে চিকিৎসকরা যখন কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা দিচ্ছিলেন, তখনই তারা প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের ব্যাপারে চীনের রাষ্ট্রীয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উই চ্যাটে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু চীনের ক্ষমতাসীনরা চিকিৎসকদের কণ্ঠরোধ করে।

করোনার উপস্থিতির ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া চিকিৎসকরা হয় মারা গেছেন, নতুবা তাদের গুম করা হয়। এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রতিনিধিদল পাঠাতে চাইলে চীন তা প্রত্যাখ্যান করে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি পুরো নিয়ন্ত্রণে আছে বলে জানায়। কিন্তু সেই সময় এই ভাইরাস চীনের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তার ঘটায়।

আসন্ন মহামারির তীব্রতা যাতে বিশ্ব আঁচ করতে না পারে সেজন্য চীন একের পর এক মিথ্যাচার করতে থাকে বলে অভিযোগ করেছেন স্পেনের এই সাংসদ। এমনকি ভাইরাসটি চীনে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিলেও সে তথ্য আড়াল করা হয়।

এ বিষয়ে রেডিও ফ্রি এশিয়ার একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেন হারমান টার্টচ। তিনি বলেন, 'চীন মাত্র সাড়ে তিন হাজার মানুষের মৃত্যুর কথা জানালেও রেডিও ফ্রি এশিয়ার অনুসন্ধানে চীনে ৪০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে বেরিয়ে এসেছে।'

চীনা গণমাধ্যমেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন স্প্যানিশ এই সাংবাদিক কাম রাজনীতিক। তিনি বলেন, ‘চীনা গণমাধ্যমগুলো করোনাভাইরাসটি যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য জীবাণু মারণাস্ত্র হিসাবে ল্যাবে তৈরি করেছে বলে গল্প ছড়াতে শুরু করল। আসলে এসবের কোনো ভিত্তি নেই। এই সংকটকে গুরুত্বের সঙ্গে না নিয়ে তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চীনের বাগযুদ্ধে উসকানি দেওয়া শুরু করল।’

হারমান টার্টচ বলেন, ‘এখানেই শেষ নয়। যখন ভয়াব ক্ষতির মুখে পড়ল ইউরোপ, তখন কিছু দেশে জনসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসাবে মেডিকেল সরঞ্জাম ও সহায়তা পাঠাল চীন। কিন্তু এসব হিতে-বিপরীত হয়ে দেখা দিল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পাঠানো মেডিকেল সহায়তার অধিকাংশই ভেজালে পূর্ণ। যথাযথ মানসম্মত না হওয়ায় নেদারল্যান্ডস সরকার চীনের দেয়া ৬ লাখ মাস্ক ফেরত পাঠিয়ে দেয়। একই অভিযোগে স্পেন এবং ক্রোয়েশিয়াও চীনা সহায়তা ফেরত দেয়।‘

এই রাজনীতিক আরও বলেন, ‘নকল পণ্যের অন্যতম কারিগর চীন এখন পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির দিকে নজর দিয়েছে। এশীয় এই ড্রাগন ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে টার্গেট করেছে। গত বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের টি-মোবাইলসহ ছয়টি কোম্পানির ইন্টেলেকচুয়ার প্রোপার্টি চুরির চেষ্টা চালায় চীন। এ নিয়ে সেই সময় বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখোমুখি হয় দেশটি।’

চীনকে হুমকি স্বরূপ জানিয়ে হারমান বলেন, ‘চীন এখন বিশ্বের জন্য নতুন একটি হুমকি। তিনি শিগগিরই ইউরোপীয় রক্ষণশীল এবং সংস্কারপন্থী দলগুলোর সঙ্গে চীনের ব্যাপারে আলোচনায় বসবেন । বলেছেন। বিশ্ব ব্যবস্থায় নতুন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে চীন। যা সামলাতে পুরো বিশ্বই এখন নাকানি-চুবানি খাচ্ছে।’

করোনায় মারা গেছে দখলদার ইসরায়েলের প্রধান রাব্বি ইলিয়াহু বকশি-ডোরন

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইসরায়েলের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা এলিয়াহু বকশি-ডোরনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার রাতে জেরুজালেমের শেরে সিদেক মেডিকেল সেন্টারে করোনভাইরাস জটিলতার কারণে মারা যান। সে দীর্ঘদিন ইহুদিদের প্রধান রাব্বি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রথম করোনার ছোবলে ইসরায়েল উচ্চ পর্যায়ের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলো।

সোমবার (১৩ এপিল) আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।খবরে বলা হয়, ১৯93 থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এলিয়াহু বকশি-ডোরন সাফারদি গোষ্ঠীর প্রধান রাব্বি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।ইহুদি ধর্মীয় বক্তা হিসেবে তিনি আস্থাভাজন ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

এলিয়াহু বকশি-ডোরনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে সন্ত্রাসী ইসরায়েলের মালাউন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েলের সব সম্প্রদায়ের জন্য তিনি ছিলেন এক পথ প্রদর্শক।

করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে শীর্ষ এ ধর্মীয় নেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মানুষজনকে ভিড় না করতে অনুরোধ জানিয়েছে ইসরায়েল পুলিশ।

শেষ খবর অনুসারে, সোমবার সকাল পর্যন্ত সরকারি হিসেবে ইসরায়েলে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ১১ হাজার ২৩৫ জনের। এতে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১১১ জনের।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের কাছে আত্মসমর্পণ করল সরকারি বাহিনীর ৪ সেনা সদস্য!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর কাছে গত ১৩ এপ্রিল আত্মসমর্পণ করে ৪ সোমালিয় সেনা সদস্য।

হারাকাতুশ শাবাবের পরিচালিত "শাহাদাহ নিউজ এজেন্সী" এর বরাতে জানা যায় যে, উক্ত ৪ সোমালিয় সেনা সদস্য দেশটির জিযু প্রদেশের "আইল-আদী" শহর হতে মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছিল।

পাকিস্তান | মুরতাদ সরকারি বাহিনী পূণরায় অবরুদ্ধ করল লাল মসজিদ ও জামিয়া হাফসা!

গতকাল (১৩ এপ্রিল) রাতে ইশার নামাযের সময় পাকিস্তানের ইসলামাবাদ শহরের প্রসিদ্ধ "লাল মসজিদ" ও মসজিদ সংলগ্ন "জামিয়া হাফসা" মহিলা মাদ্রাসা পূণরায় অবরুদ্ধ করেছে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানি মুরতাদ সরকারের ডলারখোর বাহিনী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে, ডলারখোর পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী লাল মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে সেখানকার পরিবহণের পথ এবং মাদ্রাসার ভিতরে কোন ধরণের সাহায্য পৌঁছার সকল মাধ্যম অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। এদিকে গতাকাল থেকে জামিয়ার সকল ধরণের অনলাইন ভিত্তিক একাউন্ট গুলো অফলাইনে দেখাচ্ছে। প্রতিবারই যখন পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী মাদ্রাসা, মসজিদের উপর অবরুদ্ধ ও হামলা চালাতে এসেছিল , তখন এসকল একাউন্টগুলো হতে ভিতরের পরিস্থিতি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করা হতে, ফলে সাধারণ মানুষ রাজপথে এসে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন। ধারণা করা হচ্ছে এসকল কারণে এবার জামিয়ার বিদ্যুৎ গ্যাস ও নেট কানেক্ট বন্ধ করে দিয়েছে দেশটির ত্বাগুত সরকার।

অবরোধের কোন কারণ এখনও অবধি প্রকাশ করেনি পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী, যার ধরুন জামিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়া) এর শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

এটি লক্ষণীয় যে, মাত্র গত এক মাস আগেও দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনী লাল মসজিদ ও তা সংলগ্ন জামিয়া হাফসার মত একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘ কয়েকদিন যাবত অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। অতঃপর দেশটির সাধারণ মুসলিমদের আন্দোলন ও অর্ধ-আলোচনার পরে ত্বাগত সরকার উক্ত অবরোধ বিলুপ্ত করে।

খোরাসান | মার্চে তালেবানদের কাতারে মিলিত হল 760 আফগান সৈন্য!

চলিত (২০২০ ইসায়ী) বছরের গত মার্চ মাসে কাবুল প্রশাসনের ৭৬০ সেনা সদস্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামী ইমারাতে যোগ দিয়েছিলেন। মার্চ মাস জুড়ে আফগানিস্তানের বিভিন্ন অংশে তালেবানদের দাওয়াহ কমিশনের সাথে সংযুক্তি মুজাহিদিন যারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে কাবুল প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত আছেন, তাঁরা কৌশলে এসকল সৈন্যদের নিকট ইসলামের সুন্দর্যতা ও ইসলামী ইমারাতের লক্ষ্য উদ্দ্যেশ্য সম্পর্কে দাওয়াহ প্রধান করেন। এছাড়াও নিজ আগ্রহে অনেক সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এবং কাবুল প্রশাসনের ইসলাম ও মুসলিম বিরুধী কার্যক্রমগুলো দেখে ইমারতে ইসলামিয়ার সাথে এসে মিলিত হন। সব মিলিয়ে গত মাসে মুজাহিদদের মেহনতের ফলে ৭৬০ আফগান সৈন্য ইমারতে ইসলামিয়ার আনুগত্য শিকার করেন।

এসকল সৈন্যরা বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র, যানবাহন ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি মুজাহিদদের হাতে হস্তান্তর করেন।

মুজাহিদীদের সাথে যোগ দেয় এসকল সৈন্যরা জানায় যে, তারা ধর্ম বিদ্বেষী ও বিদেশী দখলদার বাহিনীর সহায়তা এবং তাদেরকে কোনরূপ সুরক্ষা দেওয়া হবেনা, তারা তাদের নিপীড়িত জনগণ এবং ইমারতে ইসলামিয়া শক্তি বৃদ্ধিতে সর্বহালাতে সহযোগিতা করবে। সকল আফগানীকে তাওহীদের পতাকা তলে একত্রিত করার জন্য এবং ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার কাজে সর্বদা ইমারতে ইসলামিয়ার পাশে সুদৃঢ় প্রাচীরের নেয় দাড়িয়ে থাকবেন।

আলহামদুলিল্লাহ, ইমারতে ইসলামীয়ার দায়িত্বশীলগণ এসকল সৈন্যদের আমন্ত্রণ ও স্বাগত জানায় এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করার পাশাপাশি নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন।

বিচারকদের মুসলিম বিদ্বেষ: আসামে মুসলিমদের ত্রাণ না দেওয়ার শর্তে সরকারি তহবিলে অনুদান!

ভারতের আসাম রাজ্যে গঠিত ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের প্রায় ডজনখানেক সদস্য করোনা সরকারি তহবিলে অর্থ দিয়েছেন। তবে এতে তারা শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছেন, 'এই অর্থ যেন তাবলিগ জামাত, জিহাদি বা জাহিল (অশিক্ষিত)-দের ত্রাণে না লাগে।'

রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তীব্র মুসলিমবিদ্বেষী এসব বিতর্কিত শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তারা। দৃশ্যত জাহিল বলতে তারা কটাক্ষপূর্ণভাবে মুসলিমদের ইঙ্গিত করেছেন।

আসামের মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি থেকে যাদের নাম বাদ পড়েছে, তাদের আপিল করতে হয় এই ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে। এই ট্রাইব্যুনালের সদস্যরা বিচারকের ক্ষমতাসম্পন্ন। তারাই স্থির করেন কার আপিল গৃহীত হবে। অন্যভাবে বললে, কাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব বহাল থাকবে এবং কাদের কথিত 'বিদেশি'দের জন্য নির্দিষ্ট বন্দিশিবিরে পাঠানো হবে সেটা নির্ধারণের এখতিয়ার তাদেরই। এই কথিত প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনাল সদস্যরা কীভাবে প্রকাশ্যে এরকম মুসলিমবিদ্বেষী মন্তব্য করতে পারেন, তার সমালোচনায় সরব হয়েছেন অ্যাক্টিভিস্ট ও মানবাধিকার কর্মীরা।

আসামের সুপরিচিত মানবাধিকার আইনজীবী আমন ওয়াদুদ বার্তা সংস্থা বিবিসিকে বলেন, 'এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতার লোকজনের ওপর কীভাবে নাগরিকত্ব ফয়সালা করার ভার ছেড়ে রাখা হয়েছে তা তো ভাবতেই পারি না!' তিনি বলেন, 'নাগরিকত্ব হলো সংবিধানে প্রদত্ত সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। আর সেটা থাকবে কিনা, তা ঠিক করছেন এমন সব লোকজন, যারা প্রকাশ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকজনকে জিহাদি বা জাহিল বলে গালিগালাজ করছেন।'. দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সমাজকর্মী নন্দিনী সুন্দর বলেন, 'ওই চিঠির বক্তব্য এক কথায় মারাত্মক ও শকিং!'

ওই চিঠিতে আসামের বিভিন্ন জেলার ১২ জন ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল সদস্য সম্মিলিতভাবে 'কোভিড-১৯ থেকে মানবতাকে রক্ষায়' যৌথভাবে ৬০ হাজার রুপিরও বেশি দান করার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই তারা যোগ করেছেন, 'আমাদের একটাই প্রার্থনা থাকবে, এই অর্থ দিয়ে যাতে তাবলিগ জামাত সদস্য, জিহাদি ও জাহিলদের কোনও সাহায্য না করা হয়।'

চিঠির মূল স্বাক্ষরকারী বাকসা জেলার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল সদস্য ও আইনজীবী কমলেশ কুমার গুপ্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকাকে জানিয়েছেন, 'চিঠিতে যা লেখা হয়েছে, তা নিয়ে আমি কোনও আলোচনা করতে চাই না।' তবে চিঠিটি ফাঁস হওয়ার পর সমালোচনার মুখে তিনি এখন দাবি করছেন, চিঠিটি নাকি শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছে পাঠানোই হয়নি। ওই চিঠিতে স্বাক্ষরদাতাদের একজন কামরূপ জেলার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল সদস্য পম্পা চক্রবর্তী।

তিনি গত বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ৩০ বছর ধরে কাজ করা মোহাম্মদ সানাউল্লাহ নামে এক ব্যক্তির নাগরিকত্বের আপিল খারিজ করে দিয়ে তাকে ডিটেনশন সেন্টারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সুবেদার পদ থেকে অবসর নেওয়া মোহাম্মদ সানাউল্লাহ এরপর গুয়াহাটি হাইকোর্টে জামিন পান। ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে তার আপিল এখন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

সূত্র: বিবিসি

করোনা সন্দেহে সাভারে ৫ হাসপাতাল ঘুরে বিনাচিকিৎসায় ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঢাকার সাভারে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে চিকিৎসা মেলেনি সাভার উপজেলার জয়নাবাড়ি এলাকার ব্যবসায়ী জসিম উদ্দিনের (৫২)। পাঁচ হাসপাতাল ঘুরে বিনা চিকিৎসায় সোমবার ভোরে তার মৃত্যু হয়।

সংবাদ মাধ্যম *যুগান্তরের* বরাতে জানা গেছে, জসিম উদ্দিন ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার সিরাজনগর গ্রামের মমতাজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি সাভারের জয়নাবাড়ী এলাকায় বাড়ি করে দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বাস করে আসছিলেন।

নিহতের পরিবার জানায়, শরীরে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন জসিম উদ্দিন। ভর্তির কয়েক ঘণ্টা পর করোনা সন্দেহে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়।

পরে তাকে হাসপাতাল ছাড়তে বাধ্য করেন বলে অভিযোগ করেছেন নিহতের পরিবারের সদস্যরা। এরপর সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ঢাকার কয়েকটি হাসপাতালে ঘুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোমবার ভোরে তিনি মারা যান।

নিহত জসিম উদ্দিনের শ্যালক রেজাউল করিম বলেন, বংশগত হাঁপানি এবং অ্যাজমা রোগ ছিল তার। গত দুই বছরের মধ্যে তিনি দুই বার স্ট্রোক করেছেন। এজন্য তার মুখ বাঁকাসহ শরীরেও সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে হঠাৎ করে রোববার সকালে জসিম অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়।

পরে তিন হাজার টাকা নিয়ে ৬০৭ নম্বর কেবিনে ভর্তি করানোর কিছুক্ষণ পরই করোনার গুঞ্জন উঠিয়ে আমাদেরকে হাসপাতাল ছাড়ার নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ। একপর্যায়ে রোগীর চিকিৎসা বন্ধ করে রাত ৯টায় আমাদেরকে জোর করে বের করে দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. আনোয়ারুল কাদের নাজিম বলেন, জসিম উদ্দিনের শরীরে করোনাভাইরাসের লক্ষণ ছিল কি না, তা আমার জানা নেই। তবে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। জোর করে বের করে দেয়ার অভিযোগ সত্য নয়।

জসিম উদ্দিনের অপর শ্যালক ইকবাল হোসেন আরও বলেন, আমার ভগ্নীপতিকে আনসার ডেকে এনাম মেডিকেল থেকে বের করে দেয়ার পর সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাই। সেখানকার চিকিৎসকরাও করোনা সন্দেহ করে আমাদেরকে রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

পরে গুরুতর অবস্থায় রাত ১১টায় দিকে কুর্মিটোলা নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা করা হলেও করোনায় আক্রান্ত থাকার লক্ষণ মেলেনি। তাই চিকিৎসকরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেন।

পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে ৬০১ নম্বরে ভর্তি করা হলেও ইউনিট ম্যানেজার আমাদেরকে বের করে দেন। এরপর বাধ্য হয়ে তাকে ঢাকার বাবুবাজার এলাকার ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর রাত ৩টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক মো. সায়েম বলেছেন, যথাসময়ে রোগীকে এখানে আনা হয়নি। এখানে ভর্তি হওয়ার আগে থেকেই তার হৃদযন্ত্র কাজ করছিল না। ফলে সাধ্যমতো চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হই।

চিকিৎসার বিষয়ে জানতে চাইলে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সায়েমুল হুদা বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পর করোনার উপসর্গ পাওয়ায় তাকে ঢাকার কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তবে সেখানে নিয়ে পরীক্ষার ফলাফলে তার দেহে করোনায় আক্রান্তের লক্ষণ মেলেনি।

বাংলাদেশে COVID-19 পজিটিভ চিকিৎসক বেড়ে ৪১ জন

দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে। গতকাল পর্যন্ত সারাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৬২৩ জন,সুস্থ হয়েছেন ৩৯ জন এবং মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৪ জন। দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪১ জন চিকিৎসক। এদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

গতকাল ১৩ এপ্রিল (সোমবার) সকালে বাংলাদেশ ডক্টরস ফাউন্ডেশনের (বিডিএফ) প্রধান সমন্বয়ক নিরূপম দাশ এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছে ৮ জন চিকিৎসক। ১২এপ্রিল (রবিবার) পর্যন্ত ৩৩ জন চিকিৎসক এ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। গতকাল একজন চিকিৎসক করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যায়।

সূত্র: এই সময় 365

১৩ই এপ্রিল, ২০২০

৬ ডাক্তার বরখাস্তের প্রতিবাদ জানালেন কর্ম কমিশনের সদস্য আব্দুল জব্বার খান

পিএসসি সদস্য আব্দুল জব্বার খান আজ একটি ফেসবুক স্ট্যাটাস দিয়েছেন যেখানে তিনি ৬ ডাক্তার বরখাস্ত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পোস্টটি ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। পাঠকের জন্য সেটা হুবহু তুলে ধরা হলঃ

“এই দুর্যোগের সময় আর কেউই চাকরি হারালো না, হারালো ছয়জন চিকিৎসক! সব সময় ভেবেছেন দেশের স্বাস্থ্যখাতকে উন্নত করার কোনো দরকার নেই। আমার কিছু হলে বিদেশে গিয়ে ট্রীটমেন্ট নিয়ে আসবো। রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে। সামান্য সর্দিকাশি হলেও Thorough Check up করতে বিদেশে উড়াল দিয়েছেন। বাই দ্যা ওয়ে, এই thorough check up জিনিসটাও কিন্তু আপনারই পরিভাষা। মেডিকেল সায়েন্সে এই ভাষা এখনো অনুপস্থিত।

এদেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় কি শুধু ডাক্তার-এঞ্জিনিয়াররা পড়ে? বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, আইনের ছাত্ররা পড়ে না? গায়ে লাগলো? ইউজিসির কাছ থেকে মাথাপিছু খরচের হিসাবটা দেখে নিবেন। জ্বী, কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কম। তারপরও ছড়ি ঘোরাবার সময় মনে হয় এরা দেশের মানুষের টাকা চুষেচুষে খেয়েছে, এদের শায়েস্তা করতে হবে।

আপনার অফিসটাকে ঝকঝকে তকতকে রাখার জন্য পিয়ন আবদালি সবই রেখেছেন। চাকরি জীবনের মাঝ বয়সে এসে গাড়ি, ড্রাইভার সব পাবার জন্য নিয়ম বানিয়ে নিচ্ছেন। আহা! আপনার সেবাটাই শুধু জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের সেবা?

আপনি কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নিজের অফিস রুমে বসে এসিটা ছেড়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে পারেন। আর আপনার সরকারি ডাক্তার সে দৌড়াতে দৌড়াতে শুধু রোগীই দেখবে! আপনার দেশের ডাক্তারের রুমে শেষ কবে গিয়েছেন? এই ডাক্তার তার শিক্ষাজীবনের কোন স্তরে আপনার চেয়ে পিছিয়ে পড়া ছাত্র ছিল? আপনাদের কত পারসেন্ট এই ডাক্তারের চেয়ে বেশি মেধার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন?

ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে এই আকাশপাতাল বৈষম্য সৃষ্টি করেছে কে? একজন গাঁটের পয়সা খরচ করে গাড়ি, ড্রাইভার, এসি পাবে আরেকজন চলবে জনগণের পয়সায়! ওয়াও!!

আজকে স্বাস্থ্যখাতের যে করুণ অবস্থা দৃশ্যমান হয়েছে সেজন্য দায়ী কে, কারা? তাদের কয়জনের চাকরি গেছে? নাকি তারা untouchable সম্প্রদায়ের?

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কি ডাক্তারদের কাজ? মেডিকেল ইকুইপমেন্ট কেনার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি, লুটপাট চলেছে যুগযুগ ধরে সেটার ভাগতো আপনিও নিয়েছেন। এসব সিন্ডিকেটের খবর আপনার পিয়নও জানে। জানেন না শুধু আপনি?

ঐ ছয়জনকে বরখাস্ত করার আগে এগুলো একটু ভাবা উচিত ছিল না? একবারো কি আপনারা এই লকডাউনের মধ্যে ডাক্তাররা কি খেয়ে ডিউটি করছেন, নাকি না খেয়ে করছেন, নাকি শুকনো পাউরুটি আর কলা খেয়ে করছেন – সেই খবর রেখেছেন? কী সুব্যবস্থা রেখেছেন তাদের জন্য?

করোনা ভাইরাস হয়তো আর দুই মাস পর চলে যাবে কিন্তু আপনারা যে কঠিন ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বসে আছেন সেটা থেকে জাতি কীভাবে রক্ষা পাবে?

ভাবার সময় পেয়েছেন, ভাববেন। বেঁচে থাকলে ভাইরাসমুক্ত হয়ে ফিরে আসবেন – এই শুভকামনাই রইলো।”

খোরাসান | মুরতাদ বাহিনীর নিকট আইএস প্রধানের আত্মসমর্পণ!

মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত আইএসের খেলাফত একে একে বিলুপ্ত হয়ে তা সীমাবদ্ধ হয়ে আসে তাদের মিথ্যার দেয়ালে ঢাকা মিডিয়াতে। গত কয়েক সপ্তাহ আগে আফগান ত্বাগুত সরকার দাবী করে যে, তারা ISKP (আইএস আফগান শাখা) এর প্রধান আসলাম ফারুকীকে বন্দী করেছে। কিন্তু তখন তালেবানদের পক্ষহতে স্পস্ট বলা হয়েছিল যে, তাকে গ্রেফতার করা হয়নি বরং সে ও তার বাহিনী তালেবানদের হামলা হতে বাঁচতে আফগান মুরতাদ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আশ্রয় নিয়েছে।

আর এর সত্যতা মিল আইএস প্রধান আসলাম ফারুকীর বক্তব্যে। সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদে সে বলেছিল যে, তালেবান আফগানিস্তানের আইএস গ্রুপের ৯০ শতাংশকে ইতিমধ্যে হত্যা ও বন্দী করে নিয়েছে।

সাংবাদিক শিশির গুপ্ত হিন্দুস্তান টাইমসে লিখেছে, তালেবানদের হাত থেকে বেছে যাওয়া বাকি আইএস সদস্যরা নানগাহার প্রদেশের "আচিন" জেলায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু উক্ত জেলাটিও

তালেবান খুব দ্রুতই অবরুদ্ধ করে নেয় এবং সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রান প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে। এসময় কোন উপায় না পেয়ে আইএসের কাপুরুষ যোদ্ধারা ইসলামের দিকে ফিরে না এসে মুরতাদ কাবুল প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

উল্লেখ্য যে, ইমারতে ইসলামিয়া অফিসিয়ালভাবে গত কয়েকমাস পূর্বে তাদের সকল যোদ্ধাদের নির্দেশ দিয়েছিল যে, যাতে তারা আইএসের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন অভিযানের নিউজ প্রচার না করে। কেননা এতে ক্রুসেডার আমেরিকা ও আফগান মুরতাদ বাহিনী সতর্ক হয়ে যেত এবং আইএসদের সহায়তায় তারা এগিয়ে আসত। আলহামদুলিল্লাহ, তালেবান মুজাহিদগণ তাদের এই যুদ্ধ কৌশলে সফলতা লাভ করেন এবং খোরাসানের মাটিতে আইএসকে লাঞ্চনাকর পরাজয় উপহার দেন।

পাকিস্তান | ডলারখোর পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর সাথে TTP এর তীব্র লড়াই!

পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" এলাকায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম ও ডলারখোর পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর সাথে গত ১২ এপ্রিল এক তীব্র রক্তক্ষয়ী লড়াই সংগঠিত হয়। লড়াইটি এমন এক সময় শুরু হয়, যখন পাকিস্তানি ডলারখোর মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের উপর হামলা করতে আসে।

মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর এই হামলার সংবাদ পেয়েই প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান, এবং মুরতাদ বাহিনী হামলা করতেই তীব্র লড়াইয়ের সূচনা হয়। যার ফলে মুজাহিদদের পাল্টা হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৫ সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়।

TTP এর সম্মানিত মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, এই তীব্র লড়াইয়ের সময় তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের চারজন জানবায মুজাহিদিন শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ মুজাহিদদের মধ্যে ক্বারী জিয়াউদ্দীন (রহ.) নামক একজন আফগান মুহাজিরও শামীল রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিহত মুজাহিদিন ভাইদেরকে শাহাদাতের উচ্চমাকান দান করুন।

শাম | ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর পথ অবরুদ্ধ করায় সাধারণ জনতার উপর হামলা চালাল তুর্কি বাহিনী!

গত ১২ এপ্রিল সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিম হালাব (আলেপ্পো) সিটির আন্তর্জাতিক মহাসড়ক হয়ে ভারী যানবাহন নিয়ে অতিক্রম কালে ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর পথ অবরুদ্ধ করেন সাধারণ সিরিয়ান মুসলিমরা।(মহাসড়কটি তুর্কি সমর্থিত বিদ্রোহীদের দখলে)

এসময় দখলদার তুর্কি ও তাদের গোলাম বিদ্রোহী গ্রুপগুলো ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর জন্য পথ ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সাধারণ মানুষ হাজারো মুসলিম হত্যাকারী ক্রুসেডারদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

পরে তুর্কি বাহিনী তাদের গোলাম বিদ্রোহীদের সহায়তায় দখলদার রাশিয়ার ক্রুসেডারদের এগিয়ে দেওয়ার জন্য সড়কে অবস্থানরত সাধারণ জনতার উপর হামলা চালায়, এতে কয়েক ডজন বেসামরিক নাগরিক হতাহতের শিকার হন।

এদিকে গাদ্দার তুরস্ক ইদলিব সিটির মুক্ত এলাকাগুলোতে ক্রুসেডার রাশিয়ার টহলরত দলগুলোর জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ তৈরি করতে দফায় দফায় সাধারণ মানুষের সাথে সংঘাতে জড়াচ্ছে। ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহানীর টহল চৌকিগুলোকে উত্তেজিত সাধারণ সিরিয়ানদের হামলা থেকে রক্ষা করতে নিয়োগ করা হয়েছে তুর্কি পেটুওয়া পুলিশ ও সেনা বাহিনীকে। সাধারণ জনগণকে মুক্ত অঞ্চল হতে আরো ২০০ মিটার ভিতরে নিয়ে আসাতে এবং ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীকে ইদলিব সিটিকে পরিপূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করতে সহায়তা করে যাচ্ছে তুর্কি বাহিনি।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের হামলায় ৫ মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম "হিজবুল আহরার" এর জানবায মুজাহিদিন গত ১২ এপ্রিল সকাল ১০ টায় পাকিস্তানের পাঞ্জাব শহরের "রাওয়াল পিন্ডি" এলাকায় ফাতাহ জঙ্গ রোডে পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনীর একটি চেকপোস্টে রিমোর্ট কন্ট্রোল বোমা দ্বারা সফলভাবে হামলা চালান।

হামলাটি এমন সময় চালানো হয় যখন পাকিস্তানী মুরতাদ সৈন্যরা গাড়ি থেকে নেমে চেকপোস্টের নিকট গিয়ে একত্রিত হয়। যার ফলে সেখানে অবস্থান করা ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং ২ মুরতাদ সৈন্য আহত হয়। এছাড়াও মুরতাদ বাহিনীর চেকপোস্টটি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

ভারতে অপরিকল্পিত লকডাউন : অনাহারে ৫ সন্তানকে গঙ্গায় ফেলে দিলেন মা

করোনার প্রাদুর্ভাবে ভারতজুড়ে চলছে মালাউন মোদি সরকারের অপরিকল্পিত লকডাউন। এতে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। লকডাউনের ফলে গত কয়েকদিন ধরে শিশু সন্তানদের নিয়ে অনাহারে দিন কাটছিল এক অসহায় মায়ের। খাবার জোগাড় করতে না পেরে অবশেষে পাঁচ সন্তানকে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যম এই সময়ের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত রোববার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি জেলায়।

খবরে বলা হয়, গত কয়েকদিন ধরে চলা লকডাউনের কারণে আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘরে যেটুকু খাবার সঞ্চিত ছিল এই কদিনে তাও ফুরিয়ে গিয়েছিল। খাবারের জোগাড় করতে না পেরে পাঁচ সন্তানকে গঙ্গায় ফেলে দেন ওই নারী।

তবে সূত্রের বরাতে খবরে বলা হয়, অভিযুক্ত নারী একজন দিন আনা দিন খাওয়া শ্রমিক। লকডাউনের ফলে উপার্জন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় তার। যেটুকু সঞ্চিত অর্থ ও খাবার ছিল তাও শেষ হয়ে যায়।

ফলে তার ও সন্তানদের অনাহারে দিন কাটছিল। ক্ষুধার্ত সন্তানদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরেই তিনি তাদের গঙ্গায় ফেলে দেন বলে ওই নারী স্থানীয়দের জানিয়েছেন।

জানা গেছে, করোনা লকডাউনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতের গরিব মানুষ। তাদের একটা বড় অংশের মানুষের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। খাবারে অভাবে ঘরে ঘরে তীব্র হাহাকার চলছে।

লকডাউনের কারণে রাজ্যের একজনও মানুষ অভুক্ত থাকবে না বলে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। কিন্তু ভাদোহি জেলার ঘটনা রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের বিপন্নতার ছবি আরও প্রকট করে তুলেছে।

প্রসঙ্গত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার। গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯০৯ জন। মৃত ৩৪ জন। এ নিয়ে মোট মৃত ২৭৩ জনে দাঁড়িয়েছে।

শত্রুর চোখে আল-কায়েদা: বিলুপ্ত নাকি হুমকি?

ওয়ার অন দ্যা রকস’ নামক একটি আমেরিকার বিদেশনীতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক একটি প্লাটফর্মে ২০২০ সালের ১২ই মার্চ প্রকাশিত হয় ‘Al-Qaeda: Threat or Anachronism?’ শিরোনামের একটি লেখা। এটি লিখেছেন ‘ব্রুস হফম্যান ও জেকব ওয়্যার নামক দুজন গবেষক। বাংলাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে সেই লেখাটির উল্লেখযোগ্য অংশের বাংলা অনুবাদ আমরা প্রকাশ করছি।

মাইক পম্পেও।

আমেরিকার স্টেইট সেক্রেটারি। আফগানিস্থান থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে যুক্তি দিলো সে। খুব দম্ভের সাথে ঘোষণা দিলো, ‘আমেরিকার পুরোনো শত্রু আল-কায়েদা পরাজিত হয়েছে। ‘ওরা আর আগের মতো নেই। আল-কায়েদা নিজেদের ছায়া হয়ে রয়েছে’। অতীতে বহু মার্কিন কর্মকর্তা বহুবার বলেছে তারা আল-কায়েদাকে পরাজিত করেছে, আল-কায়েদার কোমর ভেঙে দিয়েছে। পম্পেও সর্বশেষ কর্মকর্তা যে এ লিস্টে নাম তুললো। প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলা মাইক পম্পেও এর কথা গুলো অনিবার্যভাবে একটি প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় বিশ্বকে-

আল-কায়েদা কি আসলেই পরাজিত হয়েছে?

আর কখনো কি আমেরিকাকে নাকানি চুবানি খাওয়াবে আল-কায়েদা? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু হোক একটু পর থেকে। আপাতত একটা জিনিস চিন্তা করা যাক। ধরুন, উসামা বিন লাদেন বেঁচে আছেন। এখন বলুনতো, তিনি আল-কায়েদার বর্তমান অবস্থা দেখে খুশি হতেন না হতাশ হতেন? অনেক কষ্ট হলেও এটা স্বীকার করতেই হবে উসামা বিন লাদেন বেঁচে থাকলে তিনি হতেন এই পৃথিবীর সুখী মানুষদের একজন। তিন দশক আগে যে দলের বীজ তিনি বুনেছিলেন, সেই দলটি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সবচেয়ে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি আর মিলিটারি সুপারপাওয়ারের সাথে লড়াই করে এখনো টিকে আছে। মাঝে অনেক ঝড় ঝাপটা এসেছে, উসামা বিন লাদেনসহ অন্যান্য অনেক নেতাকে হত্যা করা হয়েছে, কিন্তু আল-কায়েদা ঠিকই সফলতার সাথে সব কিছু সামাল দিয়েছে। আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এমন এক দৃষ্টান্ত, এমন এক ন্যারেটিভ উসামা বিন লাদেন দাঁড় করিয়েছেন যা এখনো নতুন প্রজন্মকে রোমাঞ্চিত করে বিপ্লবের নেশায়। ২৪ বছর আগে উসামা যে যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন, আজও সে যুদ্ধে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করে বিশ্বব্যাপী অজস্র তরুণদের। এমন সব তরুণদের, উসামা যখন যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন তখন তাদের অনেকেরই জন্ম হয়নি! ৯/১১ এর ঠিক পর

পর পাকিস্তানি এক সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন উসামা। বলেছিলেন, ‘আমার শাহাদাত আরো অনেক উসামার জন্ম দিবে’।
আজ আল-কায়েদা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ৯/১১ এর সময়কার চাইতে অনেক বেশী দেশে তাদের সমীহ জাগানিয়া উপস্থিতি। যোদ্ধার সংখ্যা ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজারের মতো। এসবকিছু প্রমাণ করে, উসামা বিন লাদেন সত্যই বলেছিলেন।

গত ছয় বছর ধরে স্বঘোষিত ইসলামিক স্টেইট সালাফি জিহাদী এবং কাউন্টার টেরোরিজিম ইউনিটের স্পটলাইটে ছিলো। আল-কায়েদা নীরবে, নিভৃতে নিজেদের শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগ দেয় এই সময়টাতে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দুই ডজনেরো বেশী স্থানীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে দলটি । জাতিসঙ্ঘের Analytical Support and Sanctions Monitoring Team এক রিপোর্টে বলছে, আল কায়েদা নিশ্চুপ হয়ে আছে কিন্তু প্রচণ্ড হুমকি হয়ে গড়ে উঠছে... সংঘাতপূর্ণ এলাকাগুলোতে এর(আল-কায়েদার) শাখাগুলো আইএসের চাইতেও বেশী শক্তিশালী। বিশেষ করে সাহেল (পশ্চিম আফ্রিকার একটি অঞ্চল), সোমালিয়া, ইয়ামান এবং সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে। হাজার হাজার যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে আল-কায়েদা। সম্ভবত সিরিয়াতে আল-কায়েদার সশস্ত্র যোদ্ধা আছে ২০ হাজার, সাহেলে কমপক্ষে ২ হাজার, ইয়ামানে ৬ হাজার, সোমালিয়াতে ৭ হাজার, আর আফগানিস্থানে ৬০০ এর মতো।
কীভাবে তারা বছরের পর বছর ধরে বাহ্যিক দৃষ্টিতে শক্তিশালী শত্রুদের চোখে চোখ রেখে টিকে থাকলো? কীভাবেই বা এতোকিছুর পরেও তারা রয়ে গেলো আগের মতোই দুর্ধর্ষ?

আল-কায়েদার নবউত্থানঃ

আরব বসন্তের পূর্ব থেকেই আল-কায়েদা নতুন করে সংগঠিত হচ্ছিলো। কিন্তু এটা কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবেনা আরব বসন্তের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট অস্থিরতা, নৈরাজ্য আল কায়েদার পুনরুত্থানের পালে হাওয়া লাগিয়েছে। আরব বসন্তের সময়ে লাগামহীন আশাবাদের সুবাতাস বয়ে গিয়েছিলো উত্তর আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। এই স্বপ্ন ছিলো পরিবর্তিত এক সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের। আর এ কারণে আশা করা হয়েছিল আল-কায়েদার মতো দলগুলো একঘরে হয়ে যাবে, যে দলগুলোকে একঘরে করতে কাউন্টার টেরোরিজম ক্যাম্পেইন এক দশক ধরেও করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এই দেশগুলোতে রাজনৈতিক জুলুম নিপীড়নের ইতি টানার হাতিয়ার হিসেবে ভাবা হতো অর্থনীতি এবং গণতন্ত্রের সংস্কার। কিন্তু এই দেশগুলোতেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কার্যক্রম আর

নাগরিক আন্দোলন হিতে বিপরীত করে ফেললো। 'জিহাদী মতবাদ'কে স্থায়ীভাবে ডেকে নিয়ে আসলো এরা।

ইন্সপায়ার ম্যাগাজিনের ২০১১ সালের মার্চ মাসের সংখ্যায় আল-কায়েদার অঘোষিত প্রচারণা প্রধান আনোয়ার আল আওলাকি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, 'বিশ্বের আনাচে কানাচে মুজাহিদরা অত্যন্ত সুসময় পার করছেন। আমি ঠিক জানিনা মিশর, তিউনেশিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, সৌদি, আলজেরিয়া এবং মরোক্কোতে মুজাহিদদের উত্থান সম্পর্কে পাশ্চাত্য অবগত কিনা'। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আল-কায়েদার মতাদর্শীরা এরপরে ক্রমান্বয়ে প্রচারণা চালাতে সক্ষম হবেন। বিশৃঙ্খল পরিবেশ জিহাদিদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। 'পৃথিবীতে কী ঘটছে পশ্চিমারা কি সে ব্যাপারে সচেতন? নাকি তারা গভীর ঘুমে অচেতন'—প্রশ্ন রেখেছিলেন আল-আওলাকি।

২০১১ এবং ২০১২ সালে উসামা বিন লাদেন, আনোয়ার আল আওলাকি এবং আল কায়েদার সেকেন্ড ইন কমান্ড আবু ইয়াহিয়া আল লিবিকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডগুলো আল কায়েদার আসন্ন ও স্থায়ী পরাজয়ের পূর্বাভাস দিচ্ছিলো। কিন্তু আরব বসন্তের বিপর্যয়কর পরিবেশ বিশেষভাবে মিশরের নৈরাজ্য এবং সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ নতুন করে আল-কায়েদাকে নবজীবন দান করে।

দেশে দেশে আল-কায়েদার শাখাঃ

সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশে অনেকগুলো সালাফি জিহাদি গ্রুপ আছে। তাদের মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী গ্রুপ হিসেবে উত্থান ঘটেছে আল-কায়েদার। যুদ্ধের ফ্রন্ট হবার কারণে এই প্রদেশের জনসংখ্যা নেমে এসেছে ত্রিশ লাখে। ৯/১১ এর পূর্বের আফগানিস্থান যেমন, ঠিক তেমন এই প্রদেশও এখন আল-কায়েদা বা তার সহযোগী গ্রুপগুলোর সবচাইতে বড় নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে।

ইদলিব প্রদেশের দলগুলোর মধ্যে হাইয়াত তাহরির আশ-শাম সবচেয়ে শক্তিশালী। এদের যোদ্ধা সংখ্যা ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজারের মতো। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে তাহরির আশ-শামের সাথে আল কায়েদার সম্পর্কে টানপোড়েন সৃষ্টি হলেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় আছে। আল-কায়েদার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন একটি দল হলো হুররাস আদ-দ্বীন। এদের আকার কিছুটা ছোট। যোদ্ধা সংখ্যা ৩৫০০ থেকে ৫০০০। হাইয়াত তাহরীর আশ-শাম মূলত সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের প্রতিই বেশী মনোযোগী, তারা সিরিয়ান সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর যুদ্ধ করে সরকারি বাহিনীর রক্ষক রাশিয়া এবং

ইরানের বিরুদ্ধে। কিন্তু হুররাস আদ-দ্বীন আল-কায়েদার মতো গ্লোবাল জিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী। এমনকি তাঁদের নেতা আব্দুল করিম আল-মাসরি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বৈশ্বিকভাবে হামলা করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলামিক স্টেটের পতন বা আমেরিকান সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবার পর সিরিয়াতে শূন্যতা তৈরি হবে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করার সব সম্ভাবনাই ইদলিবে আল-কায়েদার সুরক্ষিত এবং শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মধ্যে বিদ্যমান। আল-কায়েদার আরব উপদ্বীপ শাখাই বোধহয় আল-কায়েদার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ গ্রুপ। কেবল ২০১৯ সালেই এরা কী কী করেছে দেখুন।
ইয়ামানের নিয়ন্ত্রণ নেবার জন্য হুথিদের বিরুদ্ধে এক ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। এরই মাঝে সৌদি আরব আক্রমণ করেছেন দুইবার। আমেরিকাকেও ছাড় দেননি তারা। আক্রমণ করেছেন তাদেরকেও। সেপ্টেম্বরে AQIP (আলকায়েদা ইন এরাবিয়ান পেনিনসুলা) দাবী করেন যে, সৌদি রয়াল গার্ডের কমান্ডারকে তারা জেদ্দাহতে হত্যা করেছেন। ডিসেম্বরে আবার আঘাত হানেন রিয়াদে। সেখানে কনসার্ট চলছিলো। কনসার্টের তিনজন পারফর্মারকে ছুরি মেরে বসেন AQIP এর একজন যোদ্ধা। একই মাসে আমেরিকার মাটিতেও AQIP হামলা চালালো। সৌদি রয়্যাল এয়ার ফোর্সের শিক্ষানবিশ পাইলট (যিনি AQIP এর মুজাহিদও), তিনজন ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেন ফ্লোরিডার এক নৌ-ঘাঁটিতে।

AQIP এর প্রতিষ্ঠাতা নাসির আল ওহায়শি, AQIP এর প্রধান মুখপাত্র, দাঈ, আনোয়ার আল আওলাকি বা বোমা বানানোয় কিংবদন্তিতুল্য ইবরাহিম আল আসিরিরকে হত্যা করার পরও দেখা যাচ্ছে AQIP দুর্বল হয়নি। বরং, বিভিন্ন প্রমাণাদি চিৎকার করে বলছে আল আসিরির অস্ত্র বানানোর দক্ষতা আল-কায়েদার অন্যান্য শাখার মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে। এমন গ্রুপের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে যারা এর আগে বানিজ্যিক বিমানগুলোকে টার্গেট করেননি। যেমন আল শাবাব। আল শাবাব টেকনোলজি ব্যবহারে আনাড়ি। কিন্তু, এই আল শাবাব পর্যন্ত ল্যাপটপ কম্পিউটারের মধ্যে এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস লুকানো শিখে গেলো। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে ল্যাপটপের মাঝে লুকানো ইম্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ দিয়ে মোগাদিসু থেকে ছেড়ে যাওয়া এক বাণিজ্যিক বিমান প্রায় ধ্বংস করে ছেড়েছিলেন তারা। সাম্প্রতিক সময়ে AQIP এর আমীর কাসিম আর রিমিকে যে হত্যা করা হয়েছে, তাও কোনো আচড় কাটতে পারবেনা AQIP এর গায়ে। বরং ইয়ামানের গৃহযুদ্ধে AQIP যতো দাপট দেখাচ্ছে তা থেকেই ধারণা করা যায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হামলা চালানোর জন্য এরা কতোটা সক্ষম।
এদিকে, এই বছরের শুরুতেই কেনিয়া সোমালিয়া বর্ডারের কাছে আমেরিকান আর্মির ক্যাম্প 'সিম্বাতে' আক্রমণ চালায় আল শাবাব। তিন জন আমেরিকান নিহত হয়। আল শাবাব অস্তিত্ব জানান দিয়ে রাখছে সোমালিয়া বা কেনিয়াতে আমরাও আছি। আমাদের কথা ভুলে যেওনা! আফ্রিকা থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে খুব সম্ভবত আল কায়েদা ইন ইসলামিক

মাগরিব, জামাত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের সাথে সাথে আল শাবাবও ফায়দা লুটবে। আমেরিকা এবং তালিবানের মধ্যকার শান্তিচুক্তিতে আলকায়েদা অবশ্যই চরম আনন্দিত। সেই সাথে আফগানিস্থান থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার তো আছেই। আল-কায়েদার সাথে তালিবানের সম্পর্কচ্ছেদ করাতে পারেনি আমেরিকা।তার মানে হলো— সাম্প্রতিক সময়ে গড়ে উঠা আল-কায়েদার নতুন দুই খেলোয়াড়, আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট (AQIS) এবং কাশ্মীরভিত্তিক আনসার গাজওয়াতুল হিন্দ একেবারে স্বাধীনভাবে তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে আল-কায়েদাকে আফগানিস্থানের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবেনা- আমেরিকা তালিবানকে শুধু এটুকু রাজি করাতে সক্ষম হয়েছে। আল-কায়েদার সাথে তালিবানের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেওয়াতে পারলে তা আমেরিকা এবং তালিবানের মধ্যকার শান্তিচুক্তির ওজন বৃদ্ধি করতো। এর মাধ্যমে বোঝা যেতো তালিবান বিদেশী যোদ্ধাদেরকে তাঁদের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া থেকে সরে এসেছে। বুঝা যেতো, তালিবান শরীয়া আইন বাস্তবায়ন করা থেকে সরে এসেছে এবং আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকারের সাথে কাজ করতে আসলেই প্রস্তুত (এসকল কাজের বিরোধিতা আল-কায়েদা চিরকাল করে এসেছে)। কিন্তু আমেরিকা, তালিবানকে দিয়ে এর কিছুই করাতে পারেনি। আল-কায়েদা বারবার প্রমাণ করেছে তালিবানের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হলো তাঁরা। তাঁরা তালিবানের আক্রমণ ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়েছে। এই চুক্তির মাধ্যমে কোনোমতেই আফগানিস্থানে আল-কায়েদার অপারেশন বন্ধ হবেনা। বেছে বেছে কেবল আমেরিকান লক্ষ্যবস্তু বা যেসব লক্ষ্যবস্তুর সাথে পরোক্ষভাবে আমেরিকা সংযুক্ত সেসব এড়িয়ে যাবে আল-কায়েদা। কিন্তু আল-কায়েদা আফগানিস্থানের মাটি ব্যবহার করে অপারেশন চালিয়ে যাবেই। তার ওপর আল-কায়েদা বারবার ঘোষণা দিচ্ছে, দুই পরাশক্তি—সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকার পরাজয় ঘটেছে আফগানিস্থানে। এই দুই পরাশক্তির পরাজয়, শান্তিচুক্তির অস্পষ্ট বিষয়গুলোর ফায়দা চতুর আল-কায়েদা অবশ্যই তুলবে। এগুলো ব্যবহার করে তারা নতুন নতুন সদস্য রিক্রুট করবে। ফান্ড সংগ্রহ করবে।

উপসংহারঃ

১৬ বছর আগে উসামা বিন লাদেন জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সর্বশেষ ভিডিওটেপ রিলিজ করেছিলেন। সেখানে বিন লাদেন বলেছিলেন, 'জালিম সুপারপাওয়ারদের বিরুদ্ধে 'ক্রমশ শক্তি ক্ষয়' নীতি অবলম্বন করে আল-কায়েদা যুদ্ধ করছে। বিন লাদেন গর্বভরে বলেছিলেন, "আল-কায়েদা, আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে ১০ বছর ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের রক্ত ঝরিয়েছে। যুদ্ধ চালাতে চালাতে অবশেষে রাশিয়া দেউলিয়া হয় এবং পরাজয় মেনে নিয়ে ১৯৮৯ সালে আফগানিস্থান থেকে পালিয়ে যায়। আল-কায়েদার হাতে আমেরিকাও একদিন এমন পরিণতি

বরণ করবে।” আমেরিকা-তালিবান ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি এবং সিরিয়া ও আফ্রিকা উভয় ফ্রন্টেই আমেরিকার খাবি খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে বিন লাদেনের ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামিক স্টেটের পরাজয়, কথিত খেলাফত ধ্বংস, আল-কায়েদার দীর্ঘ নিরবতা এই ধারণা তৈরি করেছে যে সালাফি-জিহাদিদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষ। তবে, আমাদের মুদ্রার উলটো পিঠটার দিকেও খেয়াল রাখতে বলেছিলেন জেনারেল জেমস এন ম্যাটস। ২০১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কমান্ডের কমান্ডার ছিলেন তিনি। জেনারেল জেমস বলেছিলেন, “যতোক্ষণ পর্যন্ত না শত্রু ঘোষণা দেয় যে ‘যুদ্ধ শেষ’, ততোক্ষণ পর্যন্ত আসলে কোনো যুদ্ধই শেষ হয়না। আমরা হয়তো ভাবতে পারি যুদ্ধ শেষ। আমরা ঘোষণা দিয়ে বলতে পারি যুদ্ধ শেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, শত্রুরা সুযোগ পেয়ে যায়। আমরা এদিকে হয়তো যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছি, এককভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি টানছি; অন্যদিকে আমাদের শত্রুরা নতুন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার প্রতীজ্ঞা করছে। সেই যুদ্ধের প্রতীজ্ঞা করছে, যা উসামা বিন লাদেন ঘোষণা করেছিলেন প্রায় ২৫ বছর আগে!

করোনাভাইরাসের চিকিৎসা নিয়ে আবার ট্রাম্পের বোকামী

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারো বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস নিয়ে মূর্খতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। করোনাকে ‘খুবই ব্রিলিয়ান্ট’ এবং ‘জিনিয়াস’ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, “অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এ স্মার্ট ভাইরাসকে প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না।”

গতকাল (রোববার) ব্রিটিশ দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট প্রশ্ন তুলেছে- অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে কি ভাইরাস প্রতিহত করা যায়? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করে না অ্যান্টিবায়োটিক। এটি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে কার্যকরী।

আর কোভিড-১৯ একটি ভাইরাসজনিত রোগ। শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে ট্রাম্প বলেন, কিভাবে করোনা ছড়াচ্ছে এবং কিভাবে এর চিকিৎসা হবে আমার জানা নেই।

আমেরিকাজুড়ে করোনার পরীক্ষা সম্পর্কে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, “এটি সত্যি খুবই ব্রিলিয়ান্ট শত্রু। আমরা ইতোমধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছি। আপনারাও তা দেখেছেন। প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করে অ্যান্টিবায়োটিক। বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে বড় শত্রু এ ভাইরাস এতটাই ব্রিলিয়ান্ট যে অ্যান্টিবায়োটিকে কোনো কাজ হচ্ছে না।”

ব্রিটিশ দার্শনিক ও লেখক এসি গ্রাইলিং নিজের অফিসিয়াল টুইটার পেজে লিখেছেন, 'ট্রাম্প জানেন না যে, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াকে টার্গেট করে, ভাইরাসকে নয়। কোভিড-১৯ একটি ভাইরাস। ট্রাম্প একটা গর্দভ। তিনি একজন মারাত্মক আহাম্মক।'

এর দু'সপ্তাহ আগে মার্কিনপ্রেসিডেন্ট ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ দিয়ে করোনাভাইরাসের চিকিৎসা করা যাবে বলে উল্লেখ করেছিলেন।

সূত্র: পার্সটুডে

ত্রাণের চাল খোলাবাজারে নিয়ে ধরা খেলো দুর্নীতিবাজ ২ যুবলীগ নেতা

নরসিংদীর রায়পুরায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ত্রাণের চাল খোলাবাজারে বিক্রির করে ধরা খেয়েছে ২ যুবলীগ নেতা। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার উত্তর বাখরনগর বাজার থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তাঁদের আটক করা হয়। রিপোর্টঃ প্রথম আলো

আটক দুজন হলেন খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির স্থানীয় পরিবেশক (ডিলার) রফিকুল ইসলাম ও বাজারের চালের দোকানদার হালিম মিয়া। তাঁদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম উত্তর বাখরনগর ইউনিয়ন সন্ত্রাসী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উত্তর বাখরনগর বাজারে ত্রাণের চাল খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে এমন খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শফিকুল ইসলাম সেখানে অভিযান চালান। এ সময় ডিলার রফিকুল ইসলামের গুদামে মজুত করা চালের পরিমাণে ১৪ বস্তা ঘাটতি থাকায় তাঁকে আটক করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজনের অভিযোগে হালিম মিয়ার দোকান থেকে ৩ বস্তা সরকারি সিলসহ চালের বস্তা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় তাঁকেও আটক করা হয়।

অমানবিক অস্ট্রেলিয়ার সরকার, মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

অমানবিক অস্ট্রেলিয়ার সরকার, মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে শিক্ষার্থীরা করোনাভাইরাস সমস্যার কারণে অস্ট্রেলিয়ায় অস্থায়ী বাংলাদেশিরা চরম বিপাকে পরেছে। এর মধ্যে সেখানে অবস্থান করা

শিক্ষার্থীরা বর্তমানে মানবেতর দিন কাটাচ্ছে। পিরোজপুর জেলার কয়েকজন শিক্ষার্থী ফোনে তাদের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

জানা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ কয়েক হাজার মানুষ বসবাস করে। এর মধ্যে বড় একটি অংশ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পিরোজপুর জেলারও রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীরা সেখানে খন্ডকালীন কাজ করে তাদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য খরচ মেটায়। এছাড়াও রয়েছে স্থায়ী ও অস্থায়ী ভিসার নাগরিক। অস্থায়ী ভিসায় রয়েছে অনেক দর্শনার্থী। এসব দশনার্থীরা স্বল্প তহবিল নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। খবরঃ বিডি প্রতিদিন

অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করা পিরোজপুরের শিক্ষার্থী তৌকির মুজিব ফোনে জানায়, করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হারার পরই তারা দেশে ফেরার জন্য হাইকমিশনে যোগাযোগ করে। তারা হাইকমিশনের পরামর্শ মতো বানিজ্যিক এয়ারলাইন্সের সাথে যোগাযোগ করে। এরপর তাদের সকলের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। পরীক্ষায় তারা সকলে সুস্থ আছে বলে জানা যায়। কিন্তু এর মধ্যে একের পর এক এয়ারলাইন্স তাদের যাত্রা স্থগিত করে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী শিক্ষার্থীরা আরও জানায়, সেখানে তাদের প্রায় সকলের খন্ডকালীন কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি হাইকমিশন থেকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। এ পর্যায় তারা এয়ারলাইন্স এর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারে অস্ট্রেলিয়া থেকে বিমান ছেড়ে আসতে পারলেও বাংলাদেশের মাটিতে বিমান অবতরন করার অনুমতি নেই। ফলে তারা এখন অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন গাড়ির গ্যারেজ, ষ্টোর রুমে বসবাস করেছে। তাদের কাছে টাকা পয়সা নেই বললেই চলে। এর মধ্যে অনেকে অনাহারেও দিন কাটাচ্ছে।

অন্যদিকে, এক শিক্ষার্থীর বাবা দেশে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে। শেষ মুহূর্তে অসুস্থ বাবাকে একবার দেখতে না পারার কষ্টে অনেকটাই দিশেহারা ওই শিক্ষার্থী।

এসব শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করে বলেন, তারা বর্তমানে সুস্থ আছেন। যেহেতু তাই তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। বর্তমানে তাদের দুরাবস্থার শেষ নেই। বিশেষ করে পারিবারিক ভাবে যে সকল শিক্ষার্থীরা বেশি স্বচ্ছল না, তাদের অবস্থা শোচনীয়।

তারাবির নামাজ স্থগিত করল সৌদি!

মহামারি করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন না হলে আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে সৌদি আরবের মসজিদগুলোতে জামাতে তারাবির নামাজ হবে না। এ করোনাভাইরাস মুক্ত না হওয়া

পর্যন্ত মসজিদে তারাবির নামাজ স্থগিত থাকবে। রবিবার দেশটির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় এ তথ্য জানায়।

সূত্রের বরাত দিয়ে গালফ নিউজ জানায়, আসছে রমজান মাসে তারাবির নামাজ মসজিদে জামাতে আদায় করা হবে না। করোনাভাইরাসের প্রকোপ কমে না আসা পর্যন্ত মসজিদে সবরকম জমায়েত স্থগিতের নির্দেশ অব্যাহত থাকবে।

এছাড়া কারো জানাজায় পাঁচ থেকে ছয়জনের বেশি অংশগ্রহণ না করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, গণজমায়েত এড়াতেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে সৌদি আরবে এখন পর্যন্ত ৪ হাজার ৪৬২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ৫৯ জন মারা গেছেন।

১২ই এপ্রিল, ২০২০

ফটো রিপোর্ট | জুরমাত জেলায় ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা সভা করছেন তালেবান

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের স্বাস্থ্য কমিশন তাদের নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের পাকতিয়া প্রদেশের "জুরমাত" জেলায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতা মূলক সভা করছেন।

https://alfirdaws.org/2020/04/12/36006/

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রাণের নামে চাল লুট: চলছে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ!

বাংলাদেশে করোনাজনিত আপদকালীন ত্রাণের দাবিতে গতকাল শনিবার অন্তত: চার জেলায় পাঁচটি স্থানে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শত শত কর্মহীন দরিদ্র অসহায় মানুষ।

বিক্ষোভ হয়েছে জামালপুরের দু'টি উপজেলায়। সদর উপজেলার শরিফপুর ইউনিয়নের বগালী গ্রামের বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, করোনার কারণে গ্রামের বেশীরভাগ মানুষ গত দু সপ্তাহ ধরে কর্মহীন। আয়-রোজগার বন্ধ। খাবারও জুটছে না। জরুরি ত্রাণ না পেলে বেঁচে থাকা দায়।

সরিষাবাড়ী উপজেলার বলারদিয়ার গ্রামের হতদরিদ্য মানুষও রাস্তায় গতকাল সড়কে বিক্ষোভ করেছে খাদ্যের দাবিতে।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালমারী ইউনিয়নের কর্মহীন দিনমজুরেরা খাদ্য ও জরুরী ত্রাণের দাবিতে গতকাল এরকম বিক্ষোভ করেছে স্থানীয় পশ্চিম পিয়ারপুর ফরাজখাঁ বাজার এলাকায়। মানবববন্ধনে বোয়ালী ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ তোলেন এসব মানুষ। কয়েকজন অভিযোগ করেন, গ্রামে কাজ নেই। তাঁরা ঘরবন্দী থেকেও খাদ্যসহায়তাও পাচ্ছেন না।

নীলফামারীর সৈয়দপুর শহরের উত্তরা আবাসন এলাকায় বসবাসরত শহুরে গরীবেরাও খাদ্য ও ত্রাণের দাবিতে রাস্তায় নেমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই বিক্ষোভ করেছে।

এদিকে ত্রাণ না পেয়ে গতকাল দুপুরে নারায়ণগঞ্জে সিটি কর্পোরেশনের ২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর হান্নান সরকারের অফিস ঘেরাও করেছে স্থানীয় কর্মহীন অস্বচ্ছল ৩০০ পরিবারের সদস্যরা

চুরির কারণে সংকট আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে: বামদল

তবে বাম জোটের নেতা সাইফুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজে হতদরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য কিছু নেই। যে সব ত্রাণ বা কম মূল্যে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে তা যেমন অপ্রতুল তেমনি বণ্টন ব্যবস্থাপনা দলীয়করণ এবং চুরির কারণে সংকট অরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

করোনা রোগীর চেয়ে চাল চোরের সংখ্যা বেশি:

এদিকে বিএনপিও অভিযোগ করেছে, সরকার যে পরিমাণ চাল বিতরণ করছে, তা পর্যাপ্ত নয়। অপরদিকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর যে সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে, তার চেয়েও চাল চোরের সংখ্যা বেশি পাওয়া যাচ্ছে।

আজ (রোববার) এক ভিডিও ব্রিফিংয়ে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

এর আগে গতকাল এক বিবৃতিতে লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভাপতি কর্নেল (অব.) ওলি আহমেদ দাবি করেছেন, জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে যারা গরীবের হক মেরে খায়, তাদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত।

সরকারি চাল উদ্ধার

দেশব্যাপী করোনা আতঙ্ক এবং খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভের মাঝেও সরকারি সাহায্য এবং ত্রাণের চাল আত্মসাতের অভিযোগ আসছে বিভিন্ন জেলা থেকে। সরকার দলীয় লোকদের গুদাম বা বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে ত্রাণের চাল।

সরকারের খাদ্য-বান্ধব কর্মসূচির চাল আত্মসাতের দায়ে গতকাল দেশের ছ'টি জেলায় আওয়ামী লীগ ও কৃষক লীগের নেতাসহ গ্রেপ্তার হয়েছে সাতজন। উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৫৫ টন চাল। এ ছাড়া, তিন উপজেলায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কার্ড হস্তগত করা ও চাল আত্মসাতের দায়ে তিনজনের ডিলারশিপ বাতিল করা হয়েছে।

বগুড়ায় দুই আওয়ামী লীগ নেতা আটক

বগুড়ার নন্দীগ্রামে সরকারি চাল কালোবাজারির মাধ্যমে মজুত থাকায় গতকাল শনিবার আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছে পাওয়া গেছে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির (১০ টাকায় বিক্রির জন্য) ১৬৮ বস্তা চাল।

এই দুই আওয়ামী লীগ নেতা হলেন নন্দীগ্রাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান এবং তাঁর সহযোগী নন্দীগ্রাম সদর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আনছার আলী।

এ ছাড়া, বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার দড়িহাঁসরাজ গ্রামের স্থানীয় কৃষকলীগ নেতা মিঠু মিয়ার বাড়ি থেকে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৫০ বস্তা চাল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জয়পুরহাটে ২৫ টন চাল উদ্ধার

গতকাল শনিবার বিকেলে জয়পুহাটের আক্কেলপুর উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদ্য সাবেক সভাপতি ও স্থানীয় ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক আল ইসরাইলের গুদাম থেকে সরকারি সাহায্যের ২৫ টন চাল উদ্ধার করেছে র‍্যাব। আটক করা হয়েছে আল ইসরাইলকে।

জামালপুর আওয়ামী লীগ নেতার গুদাম থেকে চাল উদ্ধার

গতকাল জামালপুর শহরের নরুনই বাজারে আওয়ামী লীগ নেতার গুদাম থেকে সাত টন সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে তুলসিচর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি তোফাজ্জল হোসেনকে।

নেত্রকোনা চাল চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই

নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়ায় খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির ৯০ বস্তা চাল চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ডিলার আমিনুর রহমান ও ভাংগারী ব্যবসায়ী সাইফুল মিয়াকে।

কিশোরগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতাসহ আটক ৩

কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলায় সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাসহ তিনজনকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আটক করেছে পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার দিগদাইড় ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, ট্রলিচালক উজ্জ্বল ও চাল ব্যবসায়ী চাঁন মিয়া।

ভোলায় ১৫ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার

ভোলার লালমোহন উপজেলার বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের পাশের এক বাড়ী থেকে শুক্রবার রাতে ১৫ বস্তা সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে।

সূত্র: পার্সটুডে

খোরাসান | মুক্তি পেল কান্দাহর জেল হতে কাবুল প্রশাসনের ২০ সৈন্য!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান আজ কান্দাহর জেলে মুজাহিদদের হাতে বন্দী হওয়া কাবুল প্রশাসনের ২০ সৈন্যকে মুক্তি দিয়েছে। এসময় ইমারতে ইসলামিয়ার পক্ষহতে মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যদেরকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান বরেন। ধারণা করা হচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যরা ভবিষ্যতে কাবুল প্রশাসনের হয়ে আর কাজ করবেনা।

https://alfirdaws.org/2020/04/12/35996/

কক্সবাজারে ৬ মসজিদ কর্তৃপক্ষকে জরিমানা করলো ত্বাগুত প্রশাসন!

কক্সবাজারে জুমার নামাজে ত্বাগুত সরকারের নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত মুসল্লি হওয়ায় ৬টি মসজিদের কর্তৃপক্ষকে জরিমানা করেছে জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসক মো. কামাল হোসেন শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাত সাড়ে ৮ টার দিকে বার্তা সংস্থা *'বেকিং নিউজকে'* এ খবর নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে জুমার নামাজে ১০ জন এবং ওয়াক্তিয়া নামাজে ৫ জনের বেশি মসজিদে না যেতে আদেশ জারি করা হয়েছে।

এদিকে, ইমামগণের বক্তব্য হল, বর্তমান সময়ে মানুষ আল্লাহ তায়ালার গযব করোনা থেকে বাঁচতে সরকারের অব্যস্থাপনার কারণে চিকিৎসাসহ সব কিছু থেকে নিরাশ হয়ে আল্লাহ মুখী হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে নিষেধ করা হলেও ইমাম সাহেব নামাজে দাঁড়ানোর পর পিছনে এসে জামাতের সাথে শরিক হচ্ছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বাহ্যিক সুরক্ষার বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর সরকারও প্রয়োজনের বিবেচনায় কাঁচা বাজারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দোকান, ফ্যাক্টরী বিভিন্ন নিয়মে খোলা রাখছে, সেখানে শত শত মানুষ কেনাকাটা করছে, শ্রমিকরা কাজ করছে। আবার, এমনও দেখা যাচ্ছে যে, মসজিদে মুসল্লিদের চেয়ে তাদের ফটো তোলার জন্য যাওয়া সাংবাদিকের সংখ্যা বেশি! তাহলে কিছু সময়ের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে মসজিদে জামাতে শরিক হলে মসজিদ কর্তৃপক্ষের কি দোষ থাকতে পারে? মসজিদ কর্তৃপক্ষ থেকে জরিমানা আদায় করা হবে কেন?

মাটি খুঁড়ে ইউপি সদস্যের ঘর থেকে সরকারি চালের বস্তা জব্দ!

ভোলার লালমোহন উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নে ইউপি সদস্যের ঘরের মেঝে খুঁড়ে সরকারি চাল উদ্ধার করা হয়েছে।

বিডি প্রতিদিন,প্রথম আলোসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, রবিবার (১২ এপ্রিল) সকালে বদরপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড মেম্বার জুয়েলের ঘরের খাটের নিচে মেঝে খুঁড়ে সাত বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। এছাড়া ওই ওয়ার্ডের চৌকিদার শাহ আলমের ঘর থেকে আরও ছয় বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। এসব চাল সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির (এএমএস)। ইউপি মেম্বার জুয়েল আত্মগোপন করায় পুলিশ তাকে আটক করতে পারে নি।

লালমোহন থানার ওসি মীর খায়রুল কবীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, রবিবার সকাল ৬টার দিকে ৯৯৯ ফোন পাই। কলার বলেন, বদরপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড মেম্বার জুয়েলের ঘরে মাটির নিচে চাল লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পরে আমরা ওই বাড়িতে অভিযান চালাই। এসময় জুয়েলের ঘরের খাটের নিচ থেকে মাটি খুঁড়ে পাঁচ বস্তা চাল ও ঘরের পেছন থেকে আরও দুই বস্তা চাল উদ্ধার করি। একইসঙ্গে সরকারি খাদ্য অধিদফতরের নাম লেখা সাতটি খালি বস্তা ও সাতটি ওএমএস কার্ড পাওয়া যায় ওই ঘর থেকে।

জানা গেছে, একদিন আগে শনিবার একই ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড মেম্বার ওমর এর এলাকা থেকে বিভিন্ন বাড়িতে ও স-মিলের কাঠের গুঁড়োর মধ্যে লুকিয়ে রাখা আরও ১৫ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়।

খোরাসান | ক্রুসেডার আমেরিকা ও মুরতাদ বাহিনীর হামলায় ৪০ জন বেসামরিক নাগরিক হতাহত!

ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের মিত্র কাবুলের মুরতাদ সরকারি বাহিনী বারবার চুক্তি ভঙ্গ করে আসছে। যার ধারাবাহিকতায় গত ১১ এপ্রিল আফগানিস্তানের বদখশান প্রদেশের ৫টি জেলায় ৬০ এরও অধিক বিমান হামলা চালিয়েছে।

এতে একটি মসজিদ পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এবং বেসামরিক আফগান জনগণের ৩০ টিরও অধিক বাড়িঘর ও দোকান-পাট ধ্বংস হয়ে যায়। আর এসকল বোমা হামলায় হতাহত হন নারী ও শিশুসহ ৪০ জন বেসামরিক নাগরীক।

পাকিস্তান | মুজাহিদদের অবস্থানে মুরতাদ বাহিনীর হামলার চেষ্টা, মুজাহিদদের পাল্টা আঘাতে ৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

ট্রাবল নিউজের বরাতে জানা যায় যে, গত শুক্র-শনিবার মধ্য রাতে পাকিস্তানের দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের "মীর-আলী" সীমান্ত এলাকায় তেহরিকে তালেবান ও হিজবুল আহরার এর ৩টি অবস্থানে হামলার চেষ্টা চালায় ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানি মুরতাদ বাহিনী।

কিন্তু মুরতাদ বাহিনী তাদের এই অভিযান শুরুর আগেই তেহরিকে তালেবান তাদের গোয়েন্দা টিমের সহায়তায় পূর্বেই এই হামলা সম্পর্কে জেনে যান, যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর এই অভিযান তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাড়ায়।

তেহরিকে তালেবান ও হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিন পূর্বেই মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে জবাবি হামলা চালাতে প্রস্তুত হয়ে থাকেন।ফলে মুরতাদ বাহিনী হামলা চালানোর পর তা এক তীব্র লড়াইয়ের রূপ নেয়। যা পরদিন সকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়ে মুজাহিদদের জবাবি হামলায় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর 5 সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়, বাকি সৈন্যরা মুজাহিদদের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের সামনে টিকতে না পেরে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে।

এছাড়াও এই যুদ্ধে মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিকযান পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আরো কয়েকটি সামরিকযান ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তবে এখন পর্যন্ত হিজবুল আহরার ও তেহরিকে তালেবান অফিসিয়ালভাবে এই হামলার ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশ করেনি।

খোরাসান | ইমারতে ইসলামিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করল ১৬ আফগান সৈন্য।

আফগানিস্তানের হেরাত প্রদেশের "শিন্দাদ" জেলা হতে ১৬ আফগান সৈন্য নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে, আজ ১২ এপ্রিল ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

খোরাসান | 300 জন তালেবানকে মুক্তির বিনিময়ে 20 আফগান সৈন্যকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে তালেবান!

ক্রুসেডার মার্কিন সমর্থিত কাবুলের পুতুল সরকার গত কয়েকদিনে তিন দফায় ৩০০ তালেবান মুজাহিদকে বাগরাম কারাগার হতে মুক্তি দিয়েছে।

এর বিনিময়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান আজ ১২ এপ্রিল কাবুল সরকারের ২০ সৈন্যকে মুক্তি দিবে বলে জানিয়েছে, তবে তালেবানদের তালিকা ভুক্ত ৫ হাজার বন্দীকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত আন্তঃ আফগান সংলাপের সূচনা শুরু হবেনা বলেও জানিয়েছে তালেবান।

ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়েও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ!

বেনাপোলের ডুবপাড়া গ্রামে ত্রাণ বিতরণকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ৪ জন আহত হয়েছে।

আহতদের শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বিকালে এ ঘটনা ঘটে। এদের মধ্যে মমিন নামক এক যুবকের অবস্থা আশংকাজনক। *বিডি প্রতিদিন* থেকে জানা যায়, ত্রাণ বিতরণের অনিয়ম তুলে মেয়র গ্রুপ সমর্থিত চেয়ারম্যানের লোকজন প্রতিবাদ করলে দ্বিধাবিভক্ত এমপি গ্রুপের মফিজুরের লোকজনের সাথে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পযার্য়ে উভয় পক্ষ ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। এতে ৪ জন আহত হয়।

আহতরা হলেন, মমিন, শাহাদত, নাসির ও মষিয়ার। এমপি গ্রুপের লোকজনের ভয়ে গ্রামের উত্তর পাড়ার লোকজন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে।

চড়-থাপ্পড় খেতে হলো ত্রাণ নেওয়ার সময় ক্যামেরার দিকে না তাকানোয়

ত্রাণ নেওয়ার পর ক্যামেরার দিকে তাকাতে হবে। তা না হলে জুটবে চড়-থাপ্পড় আর দুর্ব্যবহার। শুক্রবার দুপুরে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে এই ঘটনা ঘটেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হলে ওই এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়।

রিপোর্টঃ বিডি প্রতিদিন

দৌলতপুরে দরিদ্র দিনমজুর ও অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মাঝে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার সময় ক্যামেরার দিকে না তাকানোর জন্য তাদের চড়-থাপ্পড় দিয়েছেন ইউপি চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন বিশ্বাস মহি।

শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডের দরিদ্র, দিনমজুর, অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করার সময় মোবাইলে ছবি ধারণ করা হয়। ত্রাণ দেওয়ার ছবি ধারণ করার সময় মোবাইলের দিকে তাকাতে বলেন ইউপি চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন বিশ্বাস মহি।

এসময় কেউ না তাকালে তার কপালে জুটছে চড় ও থাপ্পড়। মোবাইলের দিকে তাকাতে বাধ্য করা হয়। এসময় চেয়ারম্যানের চড়-থাপ্পড় খেয়ে অনেকের মুখের মাস্ক মুখ থেকে পড়ে যেতেও দেখা যায়। আবার ক্যামেরার দিকে না তাকানোর জন্য নারী ত্রাণ গ্রহীতাদের শাড়ির আঁচল ধরেও টানতে দেখা যায়।

বোয়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন বিশ্বাস মহির এমন কর্মকাণ্ডের ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে প্রশাসনসহ সর্বমহলে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়।

এ বিষয়ে বোয়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন বিশ্বাস মহি বলেন, কে বা কারা ত্রাণ বিতরণ করার সময় আমার ছবি তুলেছে। তবে এমন ঘটনার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

লকডাউনেও বিজেপি নেতার জন্মদিন পালন, জমায়েত করে খাওয়ানো হল বিরিয়ানি!

করোনার তাণ্ডবে নাজেহাল গোটা দেশ। রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০০ জনের কাছাকাছি আক্রান্ত হয়েছেন এই ভাইরাসে। দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। তবুও এসমস্ত মালাউনদের যেন হুঁশ ফিরছে না। কতটা কঠিন পরিস্থির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে গোটা বিশ্ব, সেই সম্পর্কে তাঁদের যেন কোনও ধারণাই নেই। এমন উদ্বেজনক পরিস্থিতির মধ্যেও জন্মদিন পালন করলো কর্ণাটকের বিজেপি বিধায়ক মালাউন এম জয়রাম। বারবার বলা হচ্ছে, এ ভাইরাসের প্রকোপ থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা। কিন্তু এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বিজেপি নেতা সেসবে কান দেননি। অথচ, মালাউনরাই তাবলীগের জমায়েতকে ভারতে করোনা ছড়িয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। আর ভারতীয় মালাউন প্রশাসনও তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম *জি টুয়েন্টিফোর ঘণ্টা* সূত্রে জানা গেছে, ১০০ জন নিমন্ত্রিত ছিলেন বিধায়কের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। শুক্রবার কর্ণাটকের তুমাকুরু জেলার তুরুভেকেরের বিধায়ক নিজের জন্মদিনে ছোট থেকে বড় সকলকে পাশে নিয়ে কেক কাটেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কোনও বালাই ছিল না সেখানে। বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারীর মাঝে কোনওরকম সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখেই ঘটা করে পালন করলেন নিজের জন্মদিন। এমনকী জন্মদিনে আসা অতিথিদের বিরিয়ানিও খাওয়ানো হয়েছে। তাও আবার আর পাঁচটা দিনের মতোই সবাইকে পাশাপাশি বসিয়ে। অবশ্য লকডাউনের সময় এই ধরনের কাজ কর্ণাটকে প্রথম নয়। গত মাসেই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখেই বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর পর আরও একটি ঘটনায় দেখা গিয়েছিল, সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে প্রায় শতাধিক কংগ্রেস কর্মী সভাপতি ডিকে শিবকুমারকে সংবর্ধনা জানান।

কর্ণাটকে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ২০০ জন। নতুন করে দশজনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে একটি আট বছরের ছেলে ও ১১ বছর বয়সী মেয়েও রয়েছে। ছজন আক্রান্ত ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন কর্ণাটকে। কিন্তু প্রশাসনের টনক নড়ছে না।

১১ই এপ্রিল, ২০২০

দেশে লকডাউনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেস্টই করা হচ্ছে না!

করোনাভাইরাস এদেশে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই প্রতিদিন অসংখ্যবার আমরা 'লকডাউন' 'লকডাউন' শব্দটা শুনছি। কার্যত: পুরো বিশ্বই এখন এক ধরনের লকডাউনের মধ্যে আছে। কিন্তু এই লকডাউনই কি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের একমাত্র উপায়? লকডাউন কি কোনো একটি জনপদ বা দেশকে করোনা থেকে সমাধান দিতে পারে? সুন্নাহ অনুযায়ী শুধু লকডাউনই কি যথেষ্ট?

ড. ব্রুস আইল্ওয়ার্ডের এ ব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্য আছে। তিনি মনে করেন, লকডাউন করোনা ভাইরাসের বিস্তারের গতি কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বটে, তবে এটি করোনা ভাইরাসকে থামাতে পারে না।

তা হলে করণীয় কি? সে কথাও তিনি বলেছেন। সেদিকে যাবার আগে ড. ব্রুস আইল্ওয়ার্ডের পরিচয়টা দিয়ে নেই। কানাডিয়ান এই বিশেষজ্ঞর পরিচয় হল তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের উপদেষ্টা।
স্পেনে করোনাভাইরাসের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে জেনেভায় ফিরেছেন ড. ব্রুস আইল্ওয়ার্ড।

জেনেভায় ফিরে নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন সবাইকে। ড. ব্রুস আইল্ওয়ার্ড বলছেন, লকডাউনটাকে আসলে কোনো দেশ বা সরকারের জন্য ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিবেশ সহজ করে দেয়ার প্রস্তুতির একটা সুযোগ হিসেবে দেখা ভালো।

তাহলে করোনাভাইরাসের মোকাবেলায় সরকারের করণীয় কি? এই ব্যাপারে তার প্রেসক্রিপশন স্পষ্ট এবং খোলামেলো। তিনি বলছেন, প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে যতো বেশি সম্ভব টেস্ট

করা, আক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে ফেলা, তাদের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টিনে রাখা।

তাঁর এই প্রেসক্রিপশন না মানার বিপদ সম্পর্কেও তিনি সতর্ক করে দেন- কোনো বিস্ফোরক যেমন মুহূর্তেই বিশাল ভবনকে ধসিয়ে দিতে পারে, এই ভাইরা্সও মাত্র একদিনেই একটা দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কাবু করে ফেলতে পারে। তিনি বলেন, প্রতিটা দেশেরই একটা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি থাকে। হঠাৎ করে অগুনতি রোগী এসে হাসপাতালে ভীড় জমালে কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাই তার যত্ন নিতে পারে না। এই বিষয়টাই সরকারের নীতিনির্ধারকদের আগাম ভাবনায় রাখা দরকার।

ড. ব্রুস আইল্ওয়ার্ড বলেন, করোনায় আক্রান্ত একজন রোগীকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নেয়া হলে তাকে সেখানে অন্তত তিন সপ্তাহ রাখতে হয়। সুস্থ হবার পর আরো বেশ সময় ধরে তাকে ফলোআপে রাখতে হয়। ইনটেনসিভ কেয়ারের সুবিধাদি বিশেষ করে ভেন্টিলেটর, বিছানাপত্র ও অন্যান্য উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত না থাকলে তখনি বিপর্যয় দেখা দেয়। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের এগুলো আগাম ভাবনায় রাখতে হয়।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন/ লেখক: প্রকাশক ও সম্পাদক, নতুন দেশ ডটকম

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩০ সৈন্য নিহত, ৫টি সামরিকযান গনিমত, (JNIM)

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ৭ এপ্রিল বিকাল ৫:০৫ মিনিটের সময় মালির "বাম্বা" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে হামলা চালান। (যার ব্যাপারে ইতিপূর্বে "আল-ফিরদাউস" হতে একটি সংবাদ প্রচার করা হয়েছে, তবে সেখানে সরকারি পরিসংখ্যান বলা হয়েছিল।)

অতঃপর, আল-কায়েদা শাখা JNIM তাদের "আয-যাল্লাকা" মিডিয়া হতে উক্ত অভিযান সম্পর্কে একটি বার্তা প্রকাশ করেছেন। যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, উক্ত হামলা শুরু হওয়ার পর মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ৩টি ইউনিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার এই যুদ্ধে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী যুদ্ধাস্ত্রও ব্যাহার করেন।

অবশেষে মহান রবের সাহায্য ও অনুগ্রহে মুরতাদ বাহিনী মুজাহিদদের হাতে লাঞ্ছনাকার পরাজয় বরণ করে এবং ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। তবে দীর্ঘ এই যুদ্ধের সময় মুজাহিদদের তীব্র হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৩০ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেক মুরতাদ সৈন্য।

JNIM এর জানবায মুজাহিদীনরা এই যুদ্ধে মুরতাদ বাহিনী হতে ৫ টি সামরিকযান ও গাড়ি গনিমত লাভ করেন। এছাড়াও ১৯টি ক্লাশিনকোভ, ১টি বড় ও শক্তিশালী দাশকা, ১টি RBG, ১টি মিসাইল-৮২, ১টি বিকা, ২টি pkt সহ বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন।

সোমালিয়া | হারাকাতুশ শাবাবের হামলায় ১৬ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১০ এপ্রিল সোমালিয়ার "জানালী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক বহর লক্ষ্য করে তীব্র অভিযান ও বোমা হামলা চালান, এতে মুরতাদ বাহিনীর ১টি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায় এবং ১৩ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

অন্যদিকে রাজধানী মোগাদিশুর "দার্কিনালী" শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় উচ্চপদস্থ ১ অফিসারসহ ২ মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

এছাড়াও ঐদিন মুজাহিদগণ মোগাদিশু, জুবা ও মাহদায়ী শহরে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৪টি সফল অভিযান পনিচালনা করেছেন। যার ফলে ২টি সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্থ ও অনেক সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

বিষক্রিয়ায় ২৬ আফগান সৈন্য নিহত!

আফগানিস্তানের লাগমান প্রদেশের একটি সামরিক ঘাঁটিতে বিষক্রিয়ার ফলে ২৬ আফগান সৈন্য নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম।

বিস্তারিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, সৈন্যদের খাবারের সাথে ঐ বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল, পরে খাবার খাওয়ায় বিষক্রিয়ায় উক্ত ২৬ সৈন্য নিহত হয়। সামরিক ঘাঁটিতে খাবারের সাথে কে বা কারা এই বিষ মিশিয়েছে তা এখনো অজানা।

সোমালিয়া | এক সেনা বন্দীসহ কতক সৈন্য ও কমান্ডার হতাহত!

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ১১ এপ্রিল সোমালিয়ার জুবা প্রদেশের কাসমায়ো শহরে একটি অভিযান পরিচালনা করেন, এসময় মুজাহিদদের হাতে এক সেনা বন্দী সহ কতক সৈন্য হতাহত হয়।

এটি লক্ষণীয় যে, মাত্র একদিন আগে বার্সানজুনী অঞ্চলে মুজাহিদদের হামলায় বেশ কতক মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে বন্দী হওয়া এই সৈন্যও ছিল।

এদিকে মধ্য সোমালিয়ার মাদাক প্রদেশের "জালকায়ু" শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় নিহত হয় "পুনটল্যান্ড" ক্রুসেডার বাহিনীর উচ্চপদস্থ এক অফিসার।

একইভাবে রাজধানী মোগাদিশুর "ওয়ার্দাকলী" শহরে অবস্থিত সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালান মুজাহিদগণ, এতে কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

খোরাসান || রীতিমত চুক্তির ধারাগুলি ভঙ্গ করে আসছে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের মিত্র বাহিনী!

ক্রুসেডার আমেরিকা ও ইমারতে ইসলামিয়ার মাঝে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আফগান জুড়ে সাধারণ জনতা বিজয়ের আনন্দে আনন্দ মিছিল করে এবং শহর ও শহরতলিতে সাধারণ মানুষ বড় বড় জনসভাও করে, যেখানে সাধারণ মানুষ তালেবান উমারাদের স্বাগত জানায়। কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে খোদ আমেরিকা ও কাবুলের পুতুল সরকার একের পর এক এই চুক্তি বিরুধী কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে। এখনো সামরিক ও রাজনৈতিক ভাবেও চুক্তি বিরুধী কাজ করে যাচ্ছে।

যেমন, ইমারতে ইসলামিয়া ও ক্রুসেডার আমেরিকার মধ্যে হওয়া চুক্তির ধারায় এটাও ছিল যে, ক্রুসেডার আমেরিকা ও তার মিত্র আফগান পুতুল সরকারি বাহিনী যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোন এলাকা ও জনসাধারণের উপর হামলা করতে পারবেনা, এবং ক্রুসেডার আমেরিকা ও তালেবান তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনা করবেনা। তা শর্তেও চুক্তির মাত্র কয়েকদিনের মাথায় ক্রুসেডার আমেরিকা হেলমান্দ প্রদেশের "নাহার সিরাজ" জেলায় মুজাহিদদের উপর এমন এক সময় হামলা চালিয়েছে, যখন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মুজাহিদগণ নিজ অবস্থানে ফিরছিলেন।

এই ঘটনার পরে ক্রুসেডার আমেরিকা ও কাবুলের পুতুল মুরতাদ সরকারি বাহিনী বিভিন্ন স্থানে মুজাহিদদের পাশাপাশি জনসাধারণের উপর হামলা চালানো শুরু করে।যার ফলে জনসাধারণে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরগুলোতে ক্রুসেডার আমেরিকা ও তাদের গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বোমা, ড্রোন ও রকেট হামলায় নিরাপরাধ অনেক নারী পুরুষ ও শিশু শহিদ এবং আহত হয়। তাদের বাড়ি-ঘর ও আসবাবপত্র ধ্বংস হয়ে যায়।

চুক্তির ধারাগুলো ভঙ্গের ধারাবাকিতায় কাবুল পুতুল সরকার বন্দিদের মুক্তি দিতেও বলম্ব করে, অথচ চুক্তিতে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, ১০এ মার্চের মধ্যে কাবুল সরকার ইমারতে ইসলামিয়ার তালিকাভুক্ত ৫ হাজার মুজাহিদিনকে মুক্তি দিবে, বিপরীতে ইমারতে ইসলামিয়া কাবুল সরকারের ১ হাজার বন্দিকে মুক্তি দিবে। কিন্তু আজ এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও বন্দী বিনিময়ের কার্যক্রম শুরু করেনি কাবুল সরকার।

বন্দীদের মুক্তির ইস্যুটি যদি নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করা হয়, তাহলে আন্তঃ আফগান সংলাপের সূচনা নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে, কারণ চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ১০ই মার্চের আগে বন্দী বিনিময় করা হবে এবং তারপরে আন্তঃ আফগান আলোচনার সূচনা শুরু হবে, সুতরাং এখন বন্দি বিনীময়ে যত বিলম্ব করা হবে আন্তঃ আফগানিস্তানের আলোচনাও ততটাই বিলম্বিত হতে থাকবে।

বন্দী বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছায় হোক বা না হোক, তথাপি এই প্রতিবন্ধকতা আন্তঃ আফগান সংলাপ বিলম্বের কারণ হবে। আর এই বলম্ব যুদ্ধের আগুণকে আরো উত্তপ্ত করে তুলবে। যাতে অনেক মূল্য দিতে হবে আমেরিকা ও তার মিত্র বাহিনী। সুতরাং যারা বন্দীদের মুক্তি ক্ষেত্রে বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে এবং শান্তি প্রচেষ্টায় ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে, তারা যুদ্ধের লেলিহান শিখায় তেল ছিটানোর জন্য দায়ী থাকবে।

ইমারতে ইসলামিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি অনুসারে নিজেদের কাজ সম্পাদনা করে আসছে। তারা চুক্তির কোনও ধারা লঙ্ঘনও করেনি। বিরোধীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে ইমারতে ইসলামিয়া এখনো চুক্তি লঙ্ঘন করেনি এবং তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে জীবনযাপন করছে, সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যেও এটা অবশ্যক যে এই চুক্তি মেনে চলা এবং কাউকে এই চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে না দেওয়া।

ভারতে 'করোনাভাইরাস ছড়ানো'র অপবাদে মুসলিমবিদ্বেষ, মালাউনদের হামলায় হতাহত মুসলিমরা

ভারতে মুসলমানদের প্রতি মালাউনদের বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। কিছুদিন পর পর বিভিন্ন ভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায় ভারতীয় হিন্দুরা। কিছুদিন আগেও এনআরসি ও সিএএ নিয়ে ভারতে দেখা গিয়েছিলো চরম মুসলিম বিদ্বেষ। দিল্লিতে চালানো হয়েছিল মুসলিমদের উপর নির্মম গণহত্যা। এবার ভারতে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের দুঃসময়ে মুসলিম বিদ্বেষ নতুন মাত্রা পেয়েছে।

বেশ কয়েকদিন আগে দিল্লির তাবলিগ জামাতের মারকাজে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার মুসল্লি সেই সমাবেশে যোগ দেন। বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনেক মুসল্লিও ছিলেন সেখানে। বিভিন্ন দেশের লোকের উপস্থিতির কারণে এটিকে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার 'হটস্পট' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে মালাউনরা। বিষয়টি মিডিয়ায় এমনভাবে উপস্থাপন করার ফলে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষী আচরণ দেখা যাচ্ছে ভারতে।

দেশটির বড় বড় হলুদ মিডিয়া প্রতিষ্ঠান দিল্লির মুসল্লিদের 'করোনা জিহাদি', 'দেশদ্রোহী' ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করেছে। যা স্পষ্টতই সাধারণ মানবাধিকারের লঙ্ঘন। একইসাথে মিথ্যা ও ইসলাম বিদ্বেষমূলক সংবাদ ছড়াচ্ছে বিভিন্ন ভারতীয় মিডিয়া।

মারকাজের সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৯ থেকে ১৩ মার্চ। একই সময়ে বা এর পরে ভারতে অন্য ধর্মীয় মানুষদের একাধিক বড় আয়োজনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সে সব আয়োজন নিয়ে ভারতীয় মিডিয়াগুলোতে তেমন কোনো প্রশ্ন ছোড়া হচ্ছে না। সব অভিযোগের তীর তাক করা হয়েছে শুধু তাবলিগের সমাবেশের দিকে। অথচ, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে করোনা তাড়ানোর নামে থালা-বাটি বাজানোর হাস্যকর কাণ্ডে অগণিত মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। এই আয়োজনেও প্রচুর লোক সামাজিক দূরত্বের যে পদ্ধতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মেনে চলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা লঙ্ঘন করেছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা ছিলো এই আয়োজন থেকেও।
কিন্তু, ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ার সেদিকে নজর নেই! তারা করোনাভাইরাস বিস্তারের কারণ হিসেবে তাবলিগ জামাআতকে দায়ী করছে। আর, এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে চরমমাত্রায় মুসলিমবিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। যেমন এপিপি নিউজ হিন্দি চ্যানেলটি তাবলিগের লোকজনকে 'কোভিড-১৯ যোদ্ধা' বলে অভিহিত করেছে। জি নিউজ বলেছে 'সুইসাইড বোম্বার'। তারা এমন কি তাবলিগ জামাতের সেই সমাবেশে উপস্থিত থাকা মুসলিমদেরকে ইসলামী জিহাদী জামাআত

আল কায়েদার সাথে যোগাযোগ আছে বলেও মন্তব্য করেছে। জি নিউজ তাবলিগ জামাতের শীর্ষ এক আলেমকে 'মওত কি মাওলানা' বলে অভিহিত করেছে।

ইন্ডিয়া টিভি নামে আরেকটি চ্যানেল করোনা আক্রান্ত হয়ে পড়া মুসলিমদেরকে 'করোনা বোম্ব' বলে আখ্যায়িত করে বলেছে, "ভগবান জানেন সারা দেশে কতগুলো করোনা বোম্ব ছড়িয়ে পড়েছে।" অথচ ভারতের প্রথম করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগী চিহ্নিত হয় বহু পূর্বে।

রিপাবলিক ভারত নামের একটি টিভি চ্যানেল আবার তাবলিগের এক শীর্ষ আলেমকে ভারতে করোনা ছড়িয়ে দেওয়ার 'মাস্টার মাইন্ড' বলে অভিহিত করেছে। শুধু তাই না, এই চ্যানেলটিতে 'ভারতে করোনা ছড়িয়ে দিলো তাবলিগ জামাত' শিরোনাম প্রচার করা হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। এই চ্যানেলের এক সাংবাদিক,তাবলিগ জামাতকে 'জীবনের জন্য হুমকি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইন্ডিয়া নিউজ নামে একটি চ্যানেল তাবলিগ জামাতের আয়োজনটিকে 'করোনা জিহাদ' বলে আখ্যায়িত করেছে।

ইন্ডিয়া টুডের মতো প্রতিষ্ঠিত একটি সংবাদমাধ্যম, তাবলিগ জামাতের করোনায় আক্রান্ত লোকদেরকে 'তাবলিগি জামাত পেশেন্ট' বলে অভিহিত করেছে। যেনো করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার দরকার নেই, মুসলিম হওয়াই ভারতে করোনা রোগী হিসেবে আখ্যায়িত হবার জন্য যথেষ্ট। এই মাধ্যমটি দাবি করেছে যে, নিজামুদ্দিন মারকাজ থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ হাসপাতালে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছেন। নগ্ন হয়ে চলাফেরা করছেন। অথচ এই দাবির পক্ষে শক্ত কোনো প্রমাণ তারা হাজির করতে পারেনি। আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

'সংবাদ প্রতিদিন' মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে প্রমাণিত বিজেপি সরকারের মালাউন নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র একটি মন্তব্যকে শিরোনাম করেছে এইভাবে: "নিজামুদ্দিনের ধর্মীয় সভায় যোগদানকারীরা মানববোমা', বিস্ফোরক কৈলাস"।

শুধু এই সংবাদমাধ্যমগুলোই নয়, ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রতিটি সংবাদ মাধ্যম দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাজের সমাবেশের দোহাই দিয়ে ভারতীয় মুসলিমদের করোনা ভাইরাস ছড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত করে বক্তব্য দিচ্ছে। টকশো আয়োজন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। যার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মালাউনদের হামলার শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মুসলিমদেরকে।

বার্তা সংস্থা ক্র্যাকটিভিস্ট (kractivist) সূত্রে জানা গেছে,ভারতের ঝাড়খণ্ডে গুজব রটানো হয়েছে যে, মুসলিমরা থুথু দিয়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই গুজবে প্রভাবিত হয়ে একজন

মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে। আরও দু'জনকে গুরুতরভাবে আহত করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক এমএল মীনা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এ ঘটনায় আদিবাসী একজন মুসলিম ছেলে মারা গেছেন এবং আরও দু'জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি জেলার ভাদৌলি গ্রামের কাছে ঘটেছিল বলে ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে । পুলিশ বলেছে যে, একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের একদল লোক এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে থুতু ছিটিয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এই গুজবের ভিত্তিতে ভাদৌলি গ্রামের কাছে এক মুসলিম যুবককে সন্ত্রাসী হিন্দুরা মারধর করে। হাসপাতালে মারধরের শিকার মুসলিম যুবক মারা যান।

একইভাবে, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দিল্লিতে মাহবুব আলী নামের আরো এক মুসলিম যুবককে হত্যা করেছে মালাউনরা। নিউজক্লিকের খবরে বলা হয়েছে, তাবলিগ জামায়াতের একটি গ্রুপের সাথে ৪০ দিন সময় কাটায় মাহবুব আলী ওরফে দিলশাদ। মধ্যপ্রদেশের রায়সেন জেলা থেকে ৫ এপ্রিল গ্রামে ফিরে আসেন তিনি। তারপর, স্থানীয় হিন্দুরা আলীকে ঘিরে ফেলে প্রচুর মারধর করে। পরে, হাসপাতালে মাহবুব আলীর মৃত্যু হয়।

একইভাবে, ৭ই এপ্রিল নয়া দিল্লীর শাস্ত্রি নগরের একটা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, সে এলাকার বাসিন্দারা একে ওপরকে সাবধান করে দিচ্ছে কোনো মুসলমানকে যেনো তাদের এলাকায় ঢুকতে না দেওয়া হয়। ১ মিনিট ৫২ সেকেন্ড দীর্ঘ ভিডিও ক্লিপটিতে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যায়, "কোনও মুসলিমকে জাতীয় পরিচয়পত্র না দেখিয়ে এলাকায় প্রবেশ করতে বা এলাকা ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না। এই লোকগুলো একটা গণ্ডগোল তৈরি করেছে। রোগ ছড়াচ্ছে।" অন্য একটা ভিডিওতে দেখা গেছে, উত্তরাখণ্ডের মুসলিম ফল বিক্রেতাদের ফল বিক্রি করতে নিষেধ করা হচ্ছে। অথচ অমুসলিম বিক্রেতাদের বিক্রি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়দের দ্বারা হয়রানির অভিযোগে ৫ এপ্রিল হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায় এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাবলিগ জামাতের সমাবেশে অংশগ্রহণ করা দুজন ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। যদিও করোনা পরীক্ষার পর তার দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতির প্রমাণ মেলেনি। ।
ভারতজুড়ে এভাবে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুজব ছড়িয়ে মুসলিমদের দায়ী করা হচ্ছে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর জন্য। সেই সাথে হিন্দুদের একের পর এক আক্রমণের শিকার হচ্ছেন অসহায় মুসলিমরা।

লেখক: উসামা মাহমুদ, *প্রতিবেদক, আল-ফিরদাউস নিউজ।*

আফগানে শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করছে আমেরিকা, মুসলিমদের উপর চলছে বর্বরোচিত হামলা

আমেরিকান হানাদার এবং তাদের স্থানীয় পুতুল সন্ত্রাসীদের সীমালঙ্ঘন ও অপরাধের ধারাবাহিকতায়, গতকাল বাদাখশান প্রদেশের ওড়দুজ জেলার ইস্তারব, বাশান্দ, যোমাল ও তিরগ্রান গ্রামে বেসামরিক লোকজনের উপর বিমান থেকে প্রায় ৬০ টি বোমা ফেলেছে।
এই অমানবিক পৈশাচিক হামলায় কয়েক ডজন বেসামরিক বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়াও অনেক বাগান ও খামার ধ্বংস করা হয়েছে। এ হামলায় নিরীহ গ্রামবাসীদের শারীরিক ও আর্থিক বিপুল ক্ষতি হয়েছে।
এদিকে, ইস্তারব গ্রামের মসজিদে নির্মমভাবে বোমা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে, এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন বেসামরিক ব্যক্তির শাহাদাত ও আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
আমেরিকান দখলদারদের এই নৃশংস কাজ এবং বারবার চুক্তি লঙ্ঘনের ব্যাপারে ইসলামিক ইমারত আফগানিস্তান তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং শান্তিচুক্তির পরও এইরূপ বর্বরোচিত হামলাগুলোকে উসকানিমূলক পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করছে।
যদি এই বর্বরতা এবং লঙ্ঘন অব্যাহত থাকে, তবে ইসলামিক ইমারত সকল লোকদের রক্ষার জন্য সঠিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য থাকার কথা জানিয়েছে। এপ্রিলের ১০ তারিখে, আল ইমারাহ সাইটে এ বার্তাটি প্রদান করেছেন আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ।

অন্যদিকে, মার্কিন আগ্রাসীরা সহিংসতার ধারাবাহিকতায়, আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাকতিকা প্রদেশের দাইলা জেলায় জহির শাহের একটি ভবনে গত রাতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। আল ইমারাহ সূত্রে জানা যায়, ড্রোন হামলায় ভবনধসে ৮ টি সোলার প্যানেল এবং ২ টি ট্রাক্টর ধ্বংস হয়ে গেছে।

ঘটনাটি শান্তিচুক্তির একটি সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, যা কোনোভাবেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না বলে জানিয়েছে আল-ইমারাহ বার্তাসংস্থা।

আরেকটি ভয়াবহ ঘটনায় শত্রুরা শুক্রবার উত্তরাঞ্চলীয় বাগলান প্রদেশের পোল-এ-খোমরি জেলার আবাসিক এলাকায় কামান হামলা চালিয়ে বেসামরিক ব্যক্তিদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ করেছে এবং একজন নিরীহ মহিলাকে শহীদ করেছে।
দুঃখের বিষয়, গত রাতে উত্তরাঞ্চলীয় বাদখশান প্রদেশের আরগো জেলায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল এমন এক স্থানে হানাদার সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় এক মহিলাসহ ২ জন নিরীহ নাগরিক শহীদ হন।

পাকতিকা প্রদেশে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ইসলামী ইমারত কর্তৃপক্ষ

আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একদিকে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের মুজাহিদীন, অন্যদিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় জনসাধারণের সেবার জন্য নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। সেই ধারাবাহিকতায় এবার একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তারা।

আল-ইমারাহ বার্তাসংস্থার বরাতে জানা যায়, গত বুধবার আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাকতিকা প্রদেশের ওমনা জেলার একটি গ্রামে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে একটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ইসলামী ইমারতের এনজিও নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ।

আশা করা যায় এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামবাসীরা যে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত দুর্ভোগে পড়েন, তা কিছুটা লাঘব করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে চিকিৎসাসংক্রান্ত সকল সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা হবে বলে জানায় ইসলামী ইমারার বার্তাসংস্থা।

আফগানিস্তানে নিরীহ বেসামরিক লোকদের হত্যাকাণ্ড শান্তিচুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করছে

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সন্ত্রাসী কাবুল প্রশাসন এবং তাদের প্রধান বিদেশী সাহায্যকারী আমেরিকান হানাদার বাহিনী আফগানিস্তানজুড়ে বিভিন্ন প্রদেশে অনেক নিরীহ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করে চলেছে। এইসকল পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হেলমান্দ, কান্দাহার, ফারাহ, কুন্দুজ, নানগারহার, পাকতিয়া, বাদাখশান, বলখসহ আফগানিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলে চালানো হচ্ছে। আমেরিকানদের সাথে এ বছর ২৯ ফেব্রুয়ারিতে ইসলামী ইমারতের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটি হওয়ার পর থেকেই ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের মুজাহিদরা চুক্তির সমস্ত ধারা অনুসরণ করে পূর্ণ আন্তরিকতা প্রদর্শন করে চলেছেন। কিন্তু বিপরীতে আমরা দেখছি যে, আমেরিকানরা চুক্তিটিতে সম্মত হয়ে স্বাক্ষর করলেও তারা এখন চুক্তি মানতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমেরিকানরা তাদের পক্ষ থেকে চুক্তিটি বাস্তবিকভাবে মেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

বন্দীদের মুক্তিতে বিলম্ব, সাধারণ মানুষের উপর রাত্রকালীন অভিযান, বর্বর বিমানহামলা, সাধারণ নাগরিকদের গণহত্যা—এসবগুলো যুদ্ধাপরাধই আমেরিকা তার কাবুলের পুতুল বাহিনীকে সাথে নিয়ে সংঘটিত করে চলেছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে শান্তি প্রক্রিয়াটি মারাত্মকভাবে ব্যহত হবে। আর, এর ফলে আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতের মুজাহিদিনও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাতে বাধ্য থাকবেন।

আফগানিস্তানের ইসলামী আমিরাতের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হলো—আফগানদের নিরাপত্তা, তাদের সম্পদ-সম্পত্তি, জীবন রক্ষা এবং আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব অর্জন করা। আর, এসকল বিষয়কেই যখন হুমকির সম্মুখীন করা হয়, তখন শান্তি, যুদ্ধবিরতি ও চুক্তি নিয়ে কারো সাথে কথা বলার কোনো মানে হয় না। দুর্নীতিবাজ, অপরাধী এবং আগ্রাসী বিদেশী বাহিনীর প্রতিনিধি কাবুল সরকার যুদ্ধে টিকে থাকতে আগ্রাসী বিদেশী বাহিনীর নির্দেশ এবং ক্ষমতাতেই শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। মূলত, ঐ সকল আগ্রাসী বিদেশীরা আফগানিস্তানকে একটি স্থিতিশীল, সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় না। এ কারণেই তারা কাবুল প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে আফগানে শান্তি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করছে।

ইসলামী ইমারত সর্বদা আফগানিস্তানে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংঘাতমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাধান ও আফগানিস্তান থেকে হানাদার বাহিনীর পূর্ণ প্রত্যাহার করার জন্য জোর দিয়ে আসছে। যারা আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং আগ্রাসী বিদেশীদের সমর্থন করেছিল তারা যদি তাওবা করে তাহলে ঐসকল ব্যক্তিদেরকে ইসলামী ইমারতের আমীর সম্মানিত আমীরুল মুমিনীন শাইখুল হাদিস মৌলবী হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ) ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছিলেন। মুজাহিদরা বারবার বলেছেন যে, দুর্নীতিবাজ নেতাদের কারণে বিভ্রান্ত হওয়া সরকারি কর্মকর্তারা যদি অনুশোচনা করে ফিরে আসে এবং দালাল শাসকদের সমর্থন করা বন্ধ করে দেয় তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের সবাইকে ক্ষমা করা হবে। মুজাহিদগণ সর্বদা ইসলামের শিক্ষা অনুসারে বন্দীদের সাথে উত্তম আচরণ ও আহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন এবং তাদের মুক্তি দেন। এরকমভাবে দালাল সরকারের বিভ্রান্ত বন্দী সৈন্যদের প্রতি আফগানিস্তান ইসলামী ইমারত সবসময়ই দয়া দেখিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জেনে রাখা উচিত, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আফগানিস্তান ইসলামী ইমারত যুদ্ধমাত্রা হ্রাস করেছে সবাইকে দেখানোর জন্য যে, আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথেই ইসলামী ইমারত অগ্রসর হচ্ছে। তবে, আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের মুজাহিদ বাহিনীর এই অবস্থানকে তাদের দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করার কোনো সুযোগ নেই।

আমেরিকানদের এখন আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর সময় হয়েছে, যে চুক্তিতে তারা সম্মত হয়েছিল এখন সেটি বাস্তবায়ন করার সময় হয়েছে। তাদের উচিত নিরপরাধ জনসাধারণের উপর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা। নিরপরাধ জনগণের বিরুদ্ধে রাত্রকালীন হামলা এবং বিমান হামলা চালানো থেকে আমেরিকান দখলদারদের বিরত থাকা উচিত। যদি তারা বিরত না হয়, তবে বিপরীতমুখী জবাব দেওয়া হবে। এখন শান্তিচুক্তির প্রতি আমেরিকানদের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আন্তরিকতা প্রমাণ করার সময় এসেছে।

যেহেতু আফগান জনগণ কাবুল প্রশাসনকে পরিত্যাগ করেছে, তাই এই নিষ্ক্রিয় প্রশাসনের কোনো ধরণের বৈধতা নেই। বিদেশী সাহায্যকারীদের সমর্থন নিয়ে এই প্রশাসনের অবৈধ শাসনের ধারাবাহিকতা আফগানিস্তানজুড়ে সংঘাতকে কেবল বৃদ্ধিই করতে থাকবে। আফগান সমাজে কাবুলের দ্বৈত নেতৃত্বাধীন শাসন ব্যবস্থা এবং এর দ্বৈত পাসপোর্টধারী মানুষগুলোর কোনো শিকড় নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো, সাধারণ আফগানদের কথা বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে আগ্রাসী বিদেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করে আফগানিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন করা।

আর্টিকেলটি ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল ইংরেজী সাইটে গত ৭ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে এটি অনুবাদ করেছেন ভাই ***ইউসুফ আল-হাসান।***

দোহারে মুয়াজ্জিনসহ সাত মুসল্লীকে কুপিয়ে জখম করলো আ'লীগ সন্ত্রাসীরা

করোনা প্রতিরোধের নামে মসজিদে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক নামাজ আদায়কে কেন্দ্র করে ঢাকার দোহার উপজেলার কার্তিকপুর বাজার মসজিদের মুয়াজ্জিনসহ সাত মুসল্লীকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করেছে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা।

*কালের কণ্ঠ*সহ অন্যান্য গণমাধমে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, উপজেলার কুসুমহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন, তার ভাই সাবেক চেয়ারম্যান পান্নু মাদবর, চুন্নু মাদবর ও তাদের সহযোগীরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী শুক্রবার জুম্মার নামাজে সর্বোচ্চ দশজন জামাত আদায় করতে পারবে। কিন্তু ওই মসজিদে আনুমানিক ১৫/১৬ জন মুসল্লী উপস্থিত হন। আগে থেকেই কার্তিকপুর বাজার মসজিদের ঈমাম ও মুয়জ্জিনরা সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী মুসল্লীদের জানিয়ে দেন বেশি লোক না আসার জন্য। তারপরেও ৫/৬ জন লোক বেশি হওয়ায় মুয়াজ্জিন আবু সাঈদের কাছে বেশি লোক হওয়ার কারণ জানতে চায় চুন্নু মাদবর সহ তার সাথে থাকা কয়েকজন।

এ নিয়ে বাকবিতন্ডার একপর্যায়ে চুন্নু মাদবরের ভাই আওয়ামী লীগ নেতা ফরহাদ হোসেন ও তার আরেক ভাই ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান পান্নু সহ বেশ কয়েকজন মসজিদে ছুটে এসে মসজিদের মুয়াজ্জিন আবু সাঈদ, মুসল্লী আনোয়ার হোসেন, তার ভাই আবুল হোসেন, জিন্নত, এজাজ আহমেদ মন্টু সহ অন্তত সাতজনকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করে। আহতদের মধ্যে আবুল হোসেন নামে এক মুসল্লী মসজিদের ভেতর কুরআন শরীফ পড়ছিলেন বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। তিনিও এ হামলা থেকে বাদ যাননি।

১০ই এপ্রিল, ২০২০

ভারতে হিন্দুরা মারধোর করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে মুসলিমদের, ঠাঁই নদীর চরে খোলা আকাশের নীচে

ছোট ছোট ফুট ফুটে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে, হাত ধরে প্রাণ বাঁচাতে সোয়ান নদীর চরে এসে গা ঢাকা দেয় মুসলিম এই পরিবারগুলি। পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের একেবারে সীমান্ত লাগোয়া এক নদীর তটে। অভিযোগ তাদেরকে গালাগালি, মারধোর করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এঁরা প্রত্যেকেই হুশিয়ারপুর জেলার তালওয়ারা ব্লকের বাসিন্দা। ছোট, ছোট মাটির কুঁড়ে ঘরেই দিন যাপন হত তাদের।

আমি ওদেরকে (গ্রামের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের কথা বলা হচ্ছে) জিজ্ঞেস করি কেন আমাদেরকে মারধোর করছে। ওরা আমাদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। বলে আমাদের নাকি, ব্যামো ধরেছে, সারাজ দীন *ইংরেজি দ্য ওয়্যার* সংবাদ মাধ্যমকে কথাগুলি জানান।

সে অন্যান্য ক্ষুধার্ত শিশু, মহিলা ও পুরুষ দের সঙ্গে এখানে পালিয়ে আসে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।এঁদের অনেকেই যৌথ পরিবারের সদস্য। তাদের সকলকে গ্রাম থেকে জোর করে উৎখাত করা হয়েছে। এমনকি পুলিশও আমাদেরকে পাশের রাজ্য হিমাচলে যেতে দিচ্ছে না। গরম পড়লে আমরা ওদিকে বসবাস করি, বলেন সারাজ।

তার মায়ের বয়স আশি ছুঁই ছুঁই। গায়ে আগের মত জোর নেই। বয়সের কারনে নানা রোগ-জাড়ি দেহে বাসা বেঁধেছে । কিন্তু ওষুধের জন্য দোকানে গেলে, দোকানদার দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। সারাজের স্ত্রীকে দোকানদার ধমকায়। বলে ব্যামো কোথাকার, তোরা মুসলিমরা ভাইরাস ছড়াচ্ছিস।

সারাজের আর এক জ্ঞাতি ভাই জানায় যে, আশেপাশের গ্রামের লোকজন তাদেরকে নানা ভাবে হেনস্থা, অপমান করতে থাকে। দিল্লিতে তবলীগ জামাতের ঘটনার পর থেকেই এইসব শুরু হয়। " আমাদের কেউ কোনদিন দিল্লি শহর চোখেই দেখেনি। কিন্তু, তারপরও এখানকার লোকজন আমাদের জীবন নিয়ে টানাপোড়েন শুরু করেছে। প্রশাসন ও কোনো সহযোগিতা করছে না," জানান তিনি।

দুজন তাদের আধার কার্ড দেখিয়ে বলে। এই দুঃসময়ে এগুলো কোনো কাজে লাগছে না।সারাজের পরিবার একা নয়। এখানে তাঁদের মতো আরো জনা ৮০ ব্যক্তি শিশু, স্ত্রী, সন্তানদেরকে নিয়ে খোলা আকাশের নীচে। এই নির্জন প্রান্তরে আশ্রয় নিয়েছে। প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। খাবারের জোগাড় নেই। রেশন পায় নি। ঘটনার আগের দিন জরুরি পরিষেবায় ফোন কল করেও কোন সুরাহা মেলেনি।

সারাজ জানায় না খেতে পেয়ে ছটা বাছুর মারা পড়েছে। " তিনটে বাছুর কবর দিয়েছি। বাকি তিনটে এখন আমার সামনে মরে পড়ে আছে", জানান তিনি।

তবে গুজ্জর এই মুসলিম পরিবারগুলোর জন্য একটা বড় সমস্যা হলো তাদেরকে দুধ বিক্রি করতে কোথাও যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

আমাদেরকে আশে পাশে কোথাও দুধ বিক্রি করতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এটাই আমাদের জীবন, জীবিকা। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, জানান সারাজ।

ইংরেজী সংবাদ মাধ্যম দ্য ওয়্যার গত মঙ্গলবার প্রথম খবরটি প্রকাশ করে। সেদিন তালওয়ারা-মুকেরইন রাস্তার ধারে বসবাসরত দরিদ্র গুজ্জর মুসলিমদের উপর একদল লোক চড়াও হয়, মারধোর করে। সংবাদ মাধ্যমটির দাবি পুলিশ কিছু অপরাধীকে কে শনাক্ত করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। না দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ তরফে যদিও গোটা ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

সাংবাদিক তরফে যখন জানতে চাওয়া হয় যে, মুসলিমদেরকে আক্রমন করা, এবং মিথ্যা গুজব ছড়ানোর জন্য কেনো দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, উত্তরে হশিয়ারপুরের এসএসপি গৌরব গর্গ বলেন,"না, আমাদের কাছে তেমন কোনো অভিযোগ জমা পড়েনি।"

আম মানুষের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তাই তারা গুজ্জরদেরকে দুধ বিক্রি করতে দিচ্ছে না, এসএসপি গর্গ বিষয়কে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেন।

সাংবাদিক যখন পাল্টা প্রশ্ন ছোঁড়েন , কিসের আশঙ্কা, তিনি বলেন, আমি কিভাবে বলবো কিসের আশঙ্কা?" যারা এই দুধ বিক্রেতাদের দুধ বিক্রি করতে বাঁধা দিচ্ছে, পুলিশ কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না, দুধ তো অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রীর তালিকায় পড়ে, পুলিশ আধিকারিক গর্গ এই প্রশ্নের উত্তর ও দিতে ব্যর্থ হন।

উপরন্তু এসএসপি গর্গের বয়ানের সঙ্গে ডেপুটি কমিশনারের বয়ানও কিন্তু মিলছে না। কারণ ডেপুটি কমিশনার বার্তা সংস্থা দ্য ওয়্যার কে জানায় যে তিনি ওই দিন এবং তার আগের দিন অভিযোগ পেয়েছেন। আর তারপরই তিনি এসএসপিকে "দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেছে"।

কেন দরিদ্র এই মুসলিম দুধ বিক্রেতাদেরকে ঘর ছাড়া হতে হয়?

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাতে। ঠিক ১০ টা নাগাদ। নওশেরা, শিমলী, গড্ডা, বাজিরা, সর্যানা এবং শিবু চক প্রভৃতি এলাকার মন্দির এবং গুরুদুয়ারা থেকে মাইকে একটি বার্তা ঘোষণা করা হয়। বলা হয়, তবলীগ জামাতের সভা থেকে ফেরা মুসলিমরা আমাদের এলাকায় এসে পৌঁছেছে। ওরা করোনা ভাইরাস ছড়াতে এসেছে। প্রতিটি মহল্লাবাসীকে জানানো হচ্ছে আপনারা জেগে থাকুন, আলো জ্বালিয়ে রাখুন, নিজেদের বাড়ি-ঘর পাহারা দিন।

ধার্মিন্দর সিং সমাজ কর্মী। নওশেরা শিমলির বাসিন্দা। তিনি জানান, সেদিন আলাদা আলাদা বেশ কয়েকটি গ্রামে এই ঘোষণা করা হয়। তিনি রাস্তায় কিছু যুবক, ছোঁড়াদের দেখেন। তাদের হাতে লাঠি- সোটা, এসব ছিল। দু তিন-দিন ধরে এটা চলে, জানান তিনি।

বুধবার সংবাদ মাধ্যমের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করেন নওশেরা শিমলির সরপঞ্চ দর্শন সিং। তিনি বলেন, গোটা ঘটনার সূত্রপাত সর্জনা গ্রাম থেকে। ওই গ্রামের সরপঞ্চ রাজন কুমার প্রথম এই ঘোষণা দেন।

এরপর সর্জনা গ্রামের সরপঞ্চ রাজন কুমারের কাছে বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়। তিনি মাইকের ঘোষণায় তাবলীগ জামাত, এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের নাম নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। তাহলে কিসের জন্য ঘোষনা দেওয়া হয়? তিনি বলেন রাতের অন্ধকারে তিনজন ঘোরাফেরা করছিল।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৩১ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে গত ৭ এপ্রিল দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উপর অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদিন। মুজাহিদদের উক্ত সফল ও বরকতময়ী হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২৫ সৈন্য নিহত এবং ৬ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়।

দেশটির সরকার এক বিবৃতিতে বলেছিল, উক্ত হামলাটি মালির উত্তরাঞ্চলীয় শহর "বাম্বায়"এ একটি সামরিক ঘঁটিতে চালানো হয়েছে। যখন ঘাঁটিটিতে মুরতাদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলছিল। দেশটির সরকার এই হামলার জন্য দায়ী করছে আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমন" (JNIM) কে। যারা বর্তমানে মালির বিস্তীর্ণ এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছেন।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্থ, হতাহত কতক!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১০ এপ্রিল সোমালিয়া জুড়ে কেনিয়ান ক্রুসেডার ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর "আফজাওয়ী" শহরে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর ২টি ঘাঁটি লক্ষ্য করে তীব্র অভিযান চালান মুজাহিদগণ। এতে মুরতাদ বাহিনীর উভয় ঘাঁটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং অনেক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

অন্যদিকে সোমালিয়ার "মাহদায়ী" শহরে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধেও একটি অভিযান চালান মুজাহিদগণ, এতে কতক ক্রুসেডার সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

এমনিভাবে সোমালিয়ার জুবা প্রদেশে অবস্থিত কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতেও অভিযান চালান হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা, এতে সামরিক ঘাঁটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি কতক ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়।

ফটো রিপোর্ট | আফ্রিকায় মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় সালাতুল জুমা'আ আদায়ের দৃশ্য!

আল-কায়েদা আফ্রিকান ভিত্তিক মুজাহিদ শাখাগুলোর নিয়ন্ত্রিত ইসলামিক ইমারতে সাধারণ মুসলিমদের সালাতুল জুমা'আ আদায়ের কিছু মুহূর্ত।

https://alfirdaws.org/2020/04/10/35898/

করোনা পরিস্থিতি : তাগুত প্রশাসনের বাড়াবাড়ি, মসজিদের ইমামদেরকে আটক, জরিমানা!

বাংলাদেশে মুরতাদ সরকারের অব্যস্থাপনার কারণে দিন দিন করোনা মহামারি আকার ধারণ করছে। এদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আগে করোনা প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি ত্বাগুত সরকার। এখনো অবধি মৌখিক বড় বড় কথা ব্যতীত প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করেনি তারা। এমতাবস্থায় ত্বাগুত সরকারের ব্যর্থতা লুকাতে ইমাম, মুসল্লি ও সাধারণ জনতার উপর কঠোরতা আরোপ করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন স্থানে বিনা দোষে ইমাম, মুসল্লিদের হয়রানি, জরিমানা ও আটক করছে।

সংবাদ মাধ্যম *বাংলা ট্রিবিউন* সূত্রে জানা গেছে, বান্দরবানে পাঁচ জনের বেশি মুসল্লি নিয়ে নামাজ আদায় করায় ইমামসহ পাঁচজনের কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে কথিত ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার জেলা সদরের লাল মোহন বাহাদুর জামে মসজিদে এই ঘটনা ঘটে।

মসজিদের মুসল্লিরা জানান, প্রথমে তিন জন মুসল্লি ইমামের পেছনে জোহরের নামাজে জামাতে দাঁড়ান। পরে পেছনে আরও কয়েকজন জামাতে শরিক হন। নামাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ জেলা প্রশাসক দাউদুল ইসলাম মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি ইমাম সাহেবের কাছে এত ব্যক্তি নিয়ে নামাজ পড়ার কারণ জানতে চান। পরে জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ডেকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা আদায় করার নির্দেশ দেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. হাবিবুল হাসান মসজিদের ইমাম মো. আব্দুল খালেককে দুই হাজার টাকা এবং চার মুসল্লির প্রত্যেকের কাছ থেকে এক হাজার করে চার হাজার, সর্বমোট ছয় হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এ ব্যাপারে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল খালেক বলেন, 'আমি নামাজ শুরু করার সময় আমার পেছনে মাত্র তিন জন মুসল্লি ছিলেন। জামাত চলার সময়ে আরও ৩/৪ জন মুসল্লি অংশ নেন।' তিনি আরও বলেন, 'সরকারিভাবে নির্দেশনা আসার পর আমি বিষয়টি মসজিদের মাইকের মাধ্যমে এলাকায় প্রচার করি। আমি ইমামতি করার সময় আমার অগোচরে এবং পেছনে যদি

কোনও মুসল্লি দাঁড়িয়ে যায় তখন আমার করার কী থাকে? কিন্তু জেলা প্রশাসক আমার এসব কথা শোনারও চেষ্টা করেননি।'

একইভাবে, লক্ষ্মীপুরে এশার নামাজের জামাতে পাঁচজনের বেশি মুসল্লি হওয়ায় ইমামকে আটক করেছে সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বাদ এশা লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাঞ্চানগর এলাকার আনু ব্যাপারী জামে মসজিদে এ ঘটনা ঘটে। তবে জামাতে বেশি মুসল্লি হওয়ার ঘটনায় ইমামদের দোষ দিচ্ছেন না সচেতন মহল।

সচেতন মহলের ভাষ্যমতে, ইমামরা নিষেধ করলেও নামাজে দাঁড়ানোর পর অতিরিক্ত মানুষ এসে অংশগ্রহণ করেন।

ইমামকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে মসজিদ ও মদিনাতুল উলুম রহমতে আলম ইসলামী মিশন মাদরাসা কমিটির দফতর সম্পাদক ফিরোজ আলম রাসেল বলেন, আমি ঘটনাটি শুনেছি। ইমামের দোষ ছিল না। জামাতে দাঁড়ানোর পর অতিরিক্ত মুসল্লি এসে নামাজে অংশ নেয়।

এদিকে, দেশবরেণ্য আলেমগণের অনেকে মনে করছেন, সরকার প্রয়োজনের বিবেচনায় কাঁচা বাজারসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দোকান, ফ্যাক্টরী বিভিন্ন নিয়মে খোলা রাখছে, আবার, এমনও দেখা যাচ্ছে যে, মসজিদে মুসল্লিদের চেয়ে তাদের ফটো তোলার জন্য যাওয়া সাংবাদিকের সংখ্যা বেশি! তাহলে কিছু সময়ের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে মসজিদে জামাত চালু রাখলে সমস্যা কোথায়?
আর যাইহোক, জামাআতে নামাজ আদায়ে মসজিদের ইমামদেরকে আটক ও জরিমানার ঘটনাগুলোকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না দেশের জনসাধারণ। তাদের মতে, দেশের ইসলামবিদ্বেষী সরকার সুযোগ পেলেই ইসলাম ও মুসলিমদের উপর বর্বরোচিতভাবে আঘাত হানে।

জরুরী প্রয়োজনে বের হলেও সাধারণ জনগণকে মারধর কাউন্সিলরের

জরুরি প্রয়োজনে রাস্তায় বের হওয়া মানুষদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে নির্যাতন করেছে টাঙ্গাইল পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমিনুর রহমান আমিন।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) কাউন্সিলর আমিনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়। এরপরই সমালোচনার ঝড় উঠে।

ভিডিওতে দেখা যায়, আমিন দলবলসহ বাজারে গিয়ে লোকজনকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই মোটা লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছেন। খবরঃ আমাদের সময়

কাউন্সিলর জনপ্রতিনিধি হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। করোনার মধ্যে মানুষকে বুঝানোর পরিবর্তে নির্যাতন করে তিনি ফৌজদারি অপরাধ করেছেন। তার নির্যাতনের শিকার হয়ে স্থানীয় লোকজন মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না।

আবারো যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে ১৯শ জনের মতো মৃত্যু!

যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ১ হাজার ৯০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। দেশটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৬৯১ জন। সেইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে সর্বমোট আক্রান্ত হয়েছে ৪ লাখ ৭০ হাজার।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সিএনএন’র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির নিউইয়র্ক শহরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার কেবল নিউইয়র্কেই মারা গেছেন ৫১৮ জন। এ ছাড়া শহরটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৫২১।

নিউইয়র্ক শহরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৭ হাজার ৭২৫ জন। তাদের মধ্যে মারা গেছেন ৪ হাজার ৭৭৮ জন।

দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, শুধুমাত্র নিউইয়র্ক সিটিতেই এখন পুরো চীনের থেকে বেশি মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। চীনে করোনাভাইরাসে ৮১ হাজার ৯০৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন। আর মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৩৩৬ জনের।

ফেনীতে করোনার ত্রাণের চাল ছিনিয়ে নিয়েছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতা

ফেনী সদর উপজেলার বালিগাঁও ইউনিয়নের ডোমরা এলাকায় ত্রাণের চাল লুটে নিয়েছে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী। ঘটনা জানাজানি হলে এলাকায় ক্ষোভ বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার বিকালে ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের গরীব, অসহায় ও হতদরিদ্রদের ডোমরা দোকান ঘরের সামনে সারিবদ্ধ করে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছিল। এসময় ইউনিয়ন সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ প্রচার সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন শাহীন ও তার ১০-১৫ জন সহযোগি অতর্কিত হানা দিয়ে বিতরণ চলাকালে পিকআপ থেকে জোরপূর্বক তিন বস্তা পরিমাণ চাল নিয়ে যায়।

ইউপি সদস্য ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হাসান শরীফ জানান, কয়েকজন এসে চাল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে চেয়ারম্যান বাহার তাৎক্ষণিক চাল কিনে ১৬ জনকে সমপরিমাণ চাল বিতরণ করেন। তবে কারা চাল নিয়েছে তিনি তাদের নাম বলতে রাজি হননি। নয়া দিগন্তের রিপোর্ট

বালিগাঁও ইউপি চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক বাহার চাল ছিনতাইয়ের সত্যতা স্বীকার করেছেন।

জানতে চাইলে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরীন সুলতানা বলেন, তিনি বিষয়টি খোঁজখবর নেবেন।

০৯ই এপ্রিল, ২০২০

শাম | কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটিগুলোতে আল-কায়েদার আর্টেলারী ও মর্টার হামলা!

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন তাদের নেতৃত্বাধীন "অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন" এর জানবায মুজাহিদদের নিয়ে গত ২ সপ্তাহ যাবত উত্তর-পশ্চিম হামা সিটির পল্লী অঞ্চল সাহেল ঘাব এলাকাগুলোতে অবস্থিত কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীর পয়েন্ট
এবং সদর দফতরগুলো লক্ষ্য করে apg9 আর্টেলারী ও শাক্তিশালি মর্টার হামলা চালিয়ে আসছেন। পাশাপাশি মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে তীব্র গোলাগুলিও চালাচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, এর ফলে কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ বাহিনীর ২টি সদর দফতর সহ কয়েকটি চেকপয়েন্ট ও সামরিক ছাউনি ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় মুজাহিদদের তীব্র গোলাগুলিতে নিহত ও আহত হয় অনেক মুরতাদ সৈন্য।

মালি | মুজাহিদদের হামলায় ৮ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা "জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন" (JNIM) এর জানবায মুজাহিদিন গত ৮ এপ্রিল মালির মুপ্টি প্রদেশের "বুলকাসী" শহরে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, JNIM এর জানবায মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম মালির মুরতাদ সারকারি বাহিনীর ৮ এরও অধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে বেশ কিছু যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

অমানবিক আচরণ অস্ট্রেলিয়ার, বিপদে ৬ হাজার বাংলাদেশি শিক্ষার্থী

কেবিনেট সভায় আলোচনার পর গতকাল শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ঘোষণা করেছেন, করোনাভাইরাসের এই দুর্যোগময় সময়ে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ছাড়া আর কারো দায়িত্ব নেবে না সরকার। অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (এবিসি) প্রতিবেদনে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

স্কট মরিসন বলেছেন, ‘যার জন্ম যে দেশেই হোক না কেন, তিনি যদি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হন তাহলে তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। যারা অস্থায়ী ভিসা নিয়ে এদেশে আছেন তাদের নিজেদের খরচ বহনের সামর্থ্য না থাকলে ফিরে যেতে হবে।’ রিপোর্টঃ ডেইলি স্টার

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।’

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই মুহূর্তে প্রায় প্রায় পাঁচ লাখ বিদেশি শিক্ষার্থী এবং বিশ লাখ ‘হলিডে ওয়ার্কার’ অস্থায়ী ভিসা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন।

তবে এদের মধ্যে কয়েকটি সেক্টরের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। যে সব বিদেশি ছাত্রী নার্সিং বিষয়ে পড়ছেন তাদেরকে অস্ট্রেলিয়া না ছাড়তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ কোভিড-১৯ এর জন্য সরকার ইতোমধ্যেই দেশের সব প্রাইভেট হাসপাতাল এবং বেশ কয়েকটি পাঁচতারকা হোটেল দ্রুত চিকিৎসা সুবিধার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়ে এসেছে। সেখানে প্রচুর নতুন চিকিৎসক ও নার্স প্রয়োজন।

অন্যদিকে, যারা হলিডে ওয়ার্কিং ভিসায় কেবল ফল ও সবজি বাগানে কাজ করেন তাদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ দিয়েছে সরকার।

অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী মাইকেল মাসিকর্মাক বলেছেন, 'আমাদের এই মুহূর্তে প্রচুর ফল ও সবজি প্রয়োজন, তাই এখন আমরা কোনোভাবেই এটা মেনে নিতে পারবো না যে, গাছে ফল পেকে ঝরে যাচ্ছে, না তোলার কারণে সবজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ছয় হাজার বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী অস্থায়ী ভিসায় আছেন। হঠাৎ করে অস্ট্রেলিয়া সরকারের এই সিদ্ধান্তে এদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছে 'দ্য কাউন্সিল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অস্ট্রেলিয়া'। সংগঠনটি বলছে, অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর বিরাট ভূমিকা আছে। একজন ছাত্র গড়ে ৪০ হাজার ডলার টিউশন ফি দিয়ে থাকেন। প্রতি বছর ছাত্রদের কাছ থেকে সরকার ৩২ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করে।

তারা আরও বলছে, প্রধানমন্ত্রী বর্ণবাদী বক্তব্য রেখেছেন এবং তিনি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের তাচ্ছিল্য করে কথা বলেছেন। এখন অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ লকডাউন। এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া সরকারের এই ঘোষণা রীতিমত অমানবিক।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১২ এরও অধিক ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ৯ এপ্রিল সোমালিয়া জুড়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৫টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে জুবা প্রদেশের "কাসমায়ো" শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি সফল হামলায় নিহত হয় ১ কমান্ডারসহ ১০ এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সেনা।

মুজাহিদগণ তাদের অন্য একটি সফল অভিযান চালান বাইবুকুল প্রদেশের "বারদালী" শহরে। এসময় মুজাহিদদের একাধিক মাইন হামলায় ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান ও সোমালিয়ান মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

এছাড়াও ক্রুসেডার ইথিউপীয় বাহিনীর 2 বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ মাইন উত্তোলনের সময় মাইন বিস্ফারণে নিহত হয়।

ফটো রিপোর্ট | আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখার দাওয়াহ্ বিভাগের কার্যক্রম!

আল-কায়েদা সিরিয়ান শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন এর দাওয়াহ্ বিভাগের মুজাহিদগণ ইদলিব সিটির গ্রামাঞ্চলগুলোতে গিয়ে গিয়ে দাওয়াহ্ এর কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

দাওয়াহ্ বিভাগের কার্যক্রমের কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করেছেন হুররাস আদ-দ্বীনের অফিসিয়াল "শাম আর-রিবাত" মিডিয়া কর্মীগণ।

https://alfirdaws.org/2020/04/09/35854/

গত পাঁচ বছরে সৌদি সামরিক জোটের হামলায় ইয়ামানের প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি

ইয়ামান যুদ্ধের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হল। সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের হামলায় গত পাঁচ বছরে ইয়ামান বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বহু সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

২০১৫ সালের ২৬ মার্চ সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ইয়ামানের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধবাজ হিসেবে পরিচিত বর্তমান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান তখন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন এবং তখনও তিনি যুবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হননি। পরবর্তী রাজার পদ লাভের আশায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ইয়ামানের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করেন। যুদ্ধ শুরুর মাধ্যমে তিনি সৌদি পররাষ্ট্র নীতিকে রক্ষণশীল অবস্থান থেকে সরিয়ে এনে আক্রমণাত্মক অবস্থানে নিয়ে গেছেন যাতে এটা সবার কাছে স্পষ্ট হয় যে রিয়াদের পররাষ্ট্র

নীতিতে নয়া অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এর আগে সৌদি সরকার অন্য আরব দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করত কিন্তু এবার তারা একটি আরব দেশের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ বাধিয়েছে। যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানই সৌদি নীতিতে এ ধরনের পরিবর্তন এনেছেন এবং অত্যন্ত দরিদ্র একটি আরব দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে।

বাহ্যিকভাবে যুবরাজ সালমান সবাইকে এটা দেখানোর চেষ্টা করছেন যে, ইয়ামানের পদত্যাগকারী ও পলাতক প্রেসিডেন্ট আব্দ রাব্বু মানসুর হাদিকে ফের ওই দেশটির ক্ষমতায় বসানো তার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্যে হচ্ছে ইয়েমেন যুদ্ধ বিজয়ের মাধ্যমে সৌদি আরবের রাজার পদে বসার জন্য নিজেকে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করা। কিন্তু গত পাঁচ বছরের যুদ্ধে- না লোক দেখানো না প্রকৃত উদ্দেশ্য কোনোটিই অর্জন করতে পারেননি যুবরাজ সালমান। এই পাঁচ বছরে তিনি মানসুর হাদিকে ইয়েমেনের ক্ষমতায় বসাতে তো পারেননি। এমনকি মানসুর হাদির মূল ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এডেন বন্দর এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণাঞ্চলীয় অন্তর্বর্তী পরিষদের সঙ্গেও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ এতে বোঝা যায় ২০১৫ সালে যুদ্ধ শুরুর সময়কালের তুলনায় বর্তমানে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, গত এক বছরে দক্ষিণাঞ্চলীয় অন্তর্বর্তী পরিষদ এবং পলাতক প্রেসিডেন্ট মানসুর হাদির সরকারের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে।

ইয়ামান যুদ্ধে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের কোনো লক্ষ্যই এখন পর্যন্ত অর্জিত হয়নি বরং অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়েছেন। কারণ এই যুদ্ধ ইয়েমেনে বিরাট মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে যা সাম্প্রতিক দশকে নজিরবিহীন। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তেনিও গুতেরেস বহুবার বলেছেন, 'সাম্প্রতিক দশকে যুদ্ধের কারণে বিশ্বের মধ্যে ইয়েমেনে সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।'

অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি গবেষণা কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পাঁচ বছরে ইয়েমেন যুদ্ধে সরাসরি প্রায় ১৬ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে যার মধ্যে ৯ হাজার ৬৮২ জন পুরুষ, ২ হাজার ৪৬২ জন নারী ও ৩ হাজার ৯৩১ জন শিশু রয়েছে।

এ ছাড়া অসম এ যুদ্ধে সরাসরি আহত হয়েছে ২৫ হাজার ৪০০ ব্যক্তি যার মধ্যে ৪২০০টি শিশু, তিন হাজারের বেশি নারী এবং ১৮ হাজার ১০০এরও বেশি পুরুষ রয়েছে। সরাসরি হতাহতের বাইরেও আরো অনেক ব্যক্তি এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মোট নিহতের সংখ্যা এক লাখের বেশি। কেননা সৌদি আরবের সরাসরি হামলা ছাড়াও ক্ষুধা ও বিভিন্ন ধরনের রোগে এসব মানুষ মারা গেছে। এ ছাড়া শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া ছাড়াও সৌদি আরব ২০১৫ সাল থেকে

ইয়েমেনের বিরুদ্ধে খাদ্য ও ওষুধসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে। ক্ষুধা ও বিভিন্ন ধরনের রোগে মৃত্যু এটা বড় কারণ। ইয়েমেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এক ভয়াবহ তথ্য তুলে ধরে বলেছেন, যুদ্ধ পরিস্থিতি ও অবরোধের কারণে চিকিৎসার অভাবে বছরে ৫০ হাজার শিশু প্রাণ হারাচ্ছে। ইয়েমেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তোহা আল মোতাওয়াক্কেল বলেছেন, 'সেদেশে কয়েক হাজার শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছে।'

এদিকে, ইয়েমেনের হাসপাতালগুলোতে রোগীদের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। দেশটির বিমান পরিবহন সংস্থার মহাসচিব মাযেন গানাম জানিয়েছেন, 'প্রায় ৩২ হাজার রোগী উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার অপেক্ষা আছে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না।' জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণ সমন্বয়কারী দফতর চলতি বছর ৫ মার্চ এক প্রতিবেদনে বলেছে, যুদ্ধ পীড়িত ইয়েমেনের দুই কোটি ২ লাখ মানুষের জন্য ত্রাণের প্রয়োজন। এর মধ্যে এক কোটি চার লাখ মানুষের জন্য জরুরিভিত্তিতে সাহায্যের দরকার। যুদ্ধের কারণে ৩৬ লাখ ৫০ হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে শরণার্থী জীবন যাপন করছে।

আরব বিশ্বের দরিদ্র এ দেশটিতে সৌদি আরবের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ব্যাপক মানবিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধের কারণে ইয়েমেনের ১৫টি বিমান বন্দর, ১৪টি সমুদ্র বন্দর, দুই হাজার ৭০০টি মহাসড়ক ও সেতু, ৪৪২টি যোগাযোগ কেন্দ্র, ১৮'শ'৩২টি সরকারি প্রতিষ্ঠান, চার লাখ ২৮ হাজার ৮০০টি আবাসিক ভবন, ৯৫৩টি মসজিদ, ৩৪৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতাল, ৯১৪টি স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১৭৮টি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র, ৩৫৫টি কারখানা, ৭৭৪টি খাদ্য বিক্রয় কেন্দ্র এবং ৩৭০টি তেল পাম্প স্টেশন হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

পশ্চিম এশিয় অঞ্চলে রেডক্রিসেন্টের মুখপাত্র সারা আল জুগ্বারি কিছুদিন আগে বলেছেন, 'যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় ইয়েমেনের বিভিন্ন শহরে জনগণের কাছে ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। দেশটির মাত্র ৫১ শতাংশ হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ ছাড়া, খাদ্য, চিকিৎসা ও ওষুধের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগের বিস্তার ঘটছে। ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর অভাবে এরই মধ্যে অনেক হাসপাতাল বন্ধ করে দিতে হয়েছে।'

ইয়েমেনের বিরুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের আগ্রাসনের ফলে শুধু ইয়েমেনের জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি একইসঙ্গে সৌদি আরব ও তার মিত্ররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌদি বিভিন্ন সূত্র বলছে, ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি আরবের তিন কোটির বেশি ডলার ব্যয় হয়েছে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ সেন্টারের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গত পাঁচ বছরে

সৌদি আরবের অস্ত্র আমদানির পরিমাণ ১৩০ শতাংশ বেড়ে। অস্ত্র আমদানির দিক থেকে ভারতের পর সৌদি আরবের অবস্থান।'

যাইহোক, ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি আরব এ পর্যন্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে। কিন্তু এতো প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি দিয়েও তারা আজ পর্যন্ত কোনো লক্ষ্যই অর্জন করতে পারেনি

“আমরা তো করোনায় মরতাম না, তার আগেই না খাইয়া মইরা যামু”

নারায়ণগঞ্জে লকডাউনের মধ্যে ত্রাণের জন্য বিক্ষোভ মিছিল করেছে সদর উপজেলার কাশীপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিম্ন আয়ের মানুষ। তাদের অভিযোগ—আইডি কার্ডের ফটোকপি জমা দেওয়ার পরও ত্রাণভোগীর তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তাদের নাম । দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার সকাল থেকে ফতুল্লার কাশীপুর ছোট আমবাগান এলাকায় খাদ্য সামগ্রী না পেয়ে লকডাউন ভেঙ্গে ত্রাণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন নিম্ন আয়ের বর্তমানে কর্মহীন মানুষ। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরেই খাদ্য সংকট এখানকার মানুষদের। আয় নেই খাবারও নেই। এর মধ্যে স্থানীয় মেম্বার ও জনপ্রতিনিধিদের নাম করে তাদের কাছ থেকে ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি নেওয়া হয়েছে ত্রাণ দেওয়া হবে বলে। বুধবার সকালে সেটি ফিরিয়ে দেওয়া হলেও ত্রাণ দেওয়া হয়নি। তাই বিক্ষোভ শুরু করেন এলাকাবাসী। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া সফুরা বিবি জানান ‘আমাদের তো ঘরে দুদিন ধরে খাবার নেই। খালি শুনি পুরা নারায়ণগঞ্জে নাকি খাবার দিতাসে কিন্তু আমাদের এখানে তো কেউই খাবার দেয়না। কিসের দূরে দূরে থাকমু! আমরা তো করোনায় মরতাম না, তার আগেই না খাইয়া মইরা যামু। আইডি কার্ডের ফটোকপি নিসিলো আজকে আবার দিয়া গেসে কিন্তু খাবার তো দিলোনা।' উল্লেখ্য, দেশজুড়ে যখন লাখ লাখ মানুষ না খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে, তখনও আওয়ামী গুণ্ডারা তাদের চুরি-ডাকাতি-ধর্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে নিপীড়িত এই জনসাধারণের উপর। দেশজুড়ে গরীব মানুষের চাল চুরি করছে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা, আবার চাল দেওয়ার নামে ধর্ষণও করা হচ্ছে।

কিরগিজিস্তানে করোনায় চিকিৎসকের মৃত্যুতে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা

করোনাভাইরাসের চিকিৎসা দিতে গিয়ে যদি কোনো চিকিৎসকের মৃত্যু হয় তবে সেই চিকিৎসকের পরিবারকে ১০ মিলিয়ন সম পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কিরগিজিস্তান সরকার। বাংলাদেশ ও কিরগিজিস্তানের মুদ্রার মান সমান হওয়ায় তা এটি ১ কোটি টাকার সমান।

কিরগিজ সংবাদ *কেজিটোয়েন্টিফোরের* এক খবরে বলা হয়, বিষয়টি এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন কিরগিজিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী কুবাটব্যাক বোর্নভ।

তিনি জানিয়েছেন, করোনায় চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে করোনভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যদি কোনো চিকিৎসক মারা যায় তাহলে তার পরিবারকে ১০ মিলিয়ন সম ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া জরুরি অবস্থা চলাকালীন পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলে চিকিৎসক এবং মেডিকেল কর্মীদের ২ লাখ সম পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

গতকাল বুধবার পর্যন্ত দেশটিতে ৩২ জন চিকিৎসাকর্মী করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে। তাদের মধ্যে চারজন রাজধানী বিশবেকে, ২০ জন ওশ অঞ্চলে, সাতজন জালালাবাদে এবং একজন বেটকিনের।

যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুযায়ী, কিরগিজিস্তানে এখন পর্যন্ত ২৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে চারজন।

সুরক্ষা গ্রহণ ছাড়াই করোনায় আক্রান্ত স্বামীকে খেদমত করা স্ত্রীর করোনা ‘নেগেটিভ’

করোনা ভাইরাস পজিটিভ নিয়ে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা স্ত্রীর শরীরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি মেলেনি। ওই ব্যক্তির সঙ্গে হাসপাতালে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন তার স্ত্রী। সেখানে কোনো সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই স্বামীর সেবা করেন তিনি। এর পরও পরীক্ষায় করোনা নেগেটিভ আসার ঘটনাটিকে মিরাকল বলে অভিহিত করেছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। *খবরঃ আমাদের সময়*

বগুড়ার একমাত্র আক্রান্ত ওই ব্যক্তির শরীরে করোনার উপস্থিতির পর রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরামর্শে তার স্ত্রীর নমুনা সংগ্রহ করে গত রবিবার রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। সোমবার রাতে নমুনার রেজাল্ট পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. শফিক আমিন কাজল জানান, করোনা রোগীর সংস্পর্শে থাকা তার স্ত্রীর শরীরে করোনার কোনো উপস্থিতি মেলেনি। হাসপাতালে রোগীর সংস্পর্শে আসা আরও একজন তার মেয়েজামাইকে রংপুরের বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে রাখায় তার নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, রংপুরের সেই শ্রমজীবী ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হলেও শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল।

করোনা সংক্রমণ শুরু হলে ২৯ মার্চ রাতে একটি ট্রাকে চড়ে রাজধানীর কারওয়ানবাজার থেকে রংপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ট্রাকে আরও ১৫ থেকে ২০ জন মানুষ ছিলেন। পথে জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট শুরু হলে করোনা আক্রান্ত আতঙ্কে ওই ব্যক্তিকে ভোররাতে বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেওয়া হয়।

দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পর একটি রিকশাভ্যানে তাকে প্রথমে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দুদিন রাখা হয়। পরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে রোগীকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন।

সরকারি উদাসীনতায় আইসোলেশন কক্ষের এ কী হাল!

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের আইসোলেশন কক্ষ যেন করোনাভাইরাসের উর্বর ভূমি। সর্দি, জ্বর, কাশি, গলাব্যথা নিয়ে কেউ ঢামেক হাসপাতালে এলেই তাকে জরুরি বিভাগের আইসোলেশন কক্ষে রাখা হচ্ছে। চিকিৎসক প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের স্যাম্পল কালেকশন করলেও ফলাফল আসতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে। ফলে এই পাঁচ-ছয় ঘণ্টা সময় প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেকে।

আইসোলেশন কক্ষে বসার জন্য বেশ কয়েকটা সিটে থাকলেও বেড রয়েছে দুটি। গরম ও যন্ত্রণায় অনেকে বসার সিটে এবং ফ্লোরে শুয়ে পড়ছেন। এর মধ্যে কারও অবস্থা বেগতিক খারাপ হলে কিংবা করোনা পজেটিভ এলে তাকে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

রবিবার জরুরি বিভাগের আইসোলেশন কক্ষে দেখা গেছে, সেখানে বেড রয়েছে মাত্র দুটি। রোগী ছিলেন ১১ জন। এর মধ্যে ৩ জন করোনা পজেটিভ এবং ৮ জনের নেগেটিভ। ২ জন বেডে শুয়ে আছেন। অন্যরা কেউ বসে বা কেউ ফ্লোরে বা বসার সিটে শুয়ে ছিলেন। এসব রোগীর মধ্যে করোনা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

রিপোর্টঃ বিডি প্রতিদিন

শুধু কালোজিরা ও মধু খেয়ে করোনা থেকে সুস্থ হলেন নাইজেরিয়ার গভর্নর!

নাইজেরিয়ার ওয়ো রাজ্যের গভর্নর সেয়ি মাকিন্দে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। গত সপ্তাহেই ধরা পড়ে তিনি করোনায় আক্রান্ত। কিন্তু এখন তিনি করোনা মুক্ত। করোনার হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। পরে সোমবার তিনি জানিয়েছেন, কী করে করোনা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কী ধরনের খাবার তিনি খেয়েছেন। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি আইসোলেশনে ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, শুধু কালোজিরা আর মধু খেয়েই তিনি করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন। করোনার হাত থেকে বাঁচতে শরীরের ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করার কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করার উপাদান আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। গভর্নর সেয়ি মাকিন্দে বলেন, ওয়ো রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা বোর্ডের নির্বাহী সচিব ড. মাইদেন ওলাতুনজি আমার হাতে কালোজিরা তুলে দেন। তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে দেন তিনি। আমি সেটা খেয়েছি। আর এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলোই ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করে আর করোনাভাইরাস নির্মূল করে। তিনি বলেন, মাইদেন ওলাতুনজি কালোজিরা আর মধুর মিশ্রণটি সকালে একবার ও সন্ধ্যায় একবার খেতে বলেন। আমি সেই উপদেশ মেনে চলেছি। আমি এখন ঠিক আছি। সুস্থ অনুভব করছি। *সূত্র: বিডি প্রতিদিন*

কালোজিরা খাওয়ার ব্যাপারে হযরত আয়েশা রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ هَٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ

অর্থ: এই কালো জিরা 'সাম' ছাড়া সব রোগের ঔষধ। (আয়েশা রা. বলেন) আমি বললামঃ 'সাম' কী? তিনি বললেনঃ মৃত্যু। (বুখারী-৫৬৮৭)।

মোটকথা এই কালো কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত প্রতিটি রোগেরই ঔষধ। অন্য কোন চিকিৎসা গ্রহণ করতে না পারলেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চিকিৎসা দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সব ধরনের রোগের জন্য উপকারী। অতএব চলমান পরিস্থিতিতে কালোজিরা খাওয়ার এ চিকিৎসা আমরা গ্রহণ করতে পারি। কালোজিরা ছাড়াও আরেকটি মহা ঔষধের নাম হল মধু, যার কথা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ

অর্থ: মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন রঙের শরাব (মধু) বের হয়, তাতে রয়েছে মানুষের আরোগ্য (ছূরা নাহল-৬৯)।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মধু পান করা যে কোন রোগের জন্য উপকারী। এছাড়া গরুর দুধ সেবন করা যায়। হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ ، فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

অর্থ: তোমাদের জন্য গরুর দুধ গ্রহণ করা উচিৎ কেননা তা বিভিন্ন গাছ (ঘাস) থেকে তৈরি আর তা সকল রোগের ঔষধ। (মুসতাদরাকে হাকেম-৮২২৪)
এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গরুর দুধের মধ্যে রোগ নিরাময়ের গুণ রয়েছে। সুতরাং রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য গরুর দুধ পান করা যেতে পারে।

ফ্রান্সে একদিনে ১৪১৭ জনের মৃত্যুর রেকর্ড

ফ্রান্সে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে করোনার মৃত্যু মিছিল। দেশটিতে নভেল করোনাভাইরাস গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ১৪১৭ জনের। ফ্রান্সে করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে একদিনে এটিই সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা।

ফ্রান্সে প্রতিদিন মৃত্যু আক্রান্ত যে হিসাব প্রকাশ করা হয়, তা হাসপাতাল ও নার্সিং হোম থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে।

রিপোর্টঃ বিডি প্রতিদিন

এর আগে শুধু হাসপাতালের দেয়া তথ্য প্রকাশ করা হতো। এর মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৬০৭ জন এবং বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে মারা গেছেন ৮১০ জন। এ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়লো।

করোনা সংক্রমণ আটকাতে গত ১৭ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত মানুষকে বাড়িতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল ফরাসি সরকার কিন্তু এ লক ডাউন ও আক্রান্ত বা মৃতের হার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। দেশটিতে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ১০৯০৬৯ জন। তাদের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন

১১০৫৯ জন। আক্রান্তদের মধ্যে গুরুত্বর অসুস্থ আছেন ৭১৩১ জন । চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৯৩৩৭ জন।

লাফিয়ে লাফিয়ে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন সূত্রে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। তবে এর মধ্যে কয়েকজন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন বলে জানা গেছে।

ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অলিভার ভেরন সতর্ক করে বলেছেন, আমরা এখনও এই মহামারীর চূড়ায় পৌঁছাইনি। পথটি অনেক দীর্ঘ।

করোনায় জেরে হজ নিবন্ধনের সময় ফের বাড়ল

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে চলতি বছর হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজ নিবন্ধন কার্যক্রমের সময়সীমা আরও একদফা বাড়ানো হয়েছে।

নিবন্ধনের জন্য নতুন করে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বাড়িয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা যুগান্তর।

এ নিয়ে তৃতীয় দফায় বাড়ানো হল হজ নিবন্ধনের সময়। এর আগে করোনাভাইরাসের কারণে হজ গমনেচ্ছুদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় নিবন্ধনের সময় ৮ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বর্তমানে ওমরাহযাত্রী প্রেরণ ও সৌদি আরবের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ আছে। তবে পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০২০ সালে হজযাত্রী প্রেরণের লক্ষ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এবার ত্রাণ দেওয়ার নামে দিনমজুরের মেয়েকে ধর্ষণ করলো আওয়ামী মেম্বার!

বরগুনার তালতলীতে করোনা ভাইরাসের কারণে বেকার হয়ে খাদ্য সংঙ্কটে পড়ে একটি দিনমজুর পরিবার। আর সেই সুযোগে ঐ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার নাম তালিকাভুক্তি করার জন্য

স্থানীয় আওয়ামী ইউপি সদস্য আনোয়ার খান দিনমজুর সোবাহানের মেয়েকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

ভুক্তভোগি পরিবার সূত্রে বার্তাসংস্থা 'মানবজমিন' জানায়, উপজেলার শারিকখালী ইউনিয়েরে পূর্ব বাদুরগাছা এলাকার দিনমজুর সোবাহান করোনা ভাইরাসের কারণে কোনো কাজকর্ম না করতে পারায় তার পরিবার খাদ্য সংঙ্কটে পড়ে। বিষয়টি স্থানীয় ইউপি সদস্যকে গত ৬ এপ্রিল সোমবার জানালে ঐ আওয়ামী সন্ত্রাসী মেম্বার ঐ দিনমুজুরের মেয়েকে ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে আসতে বলে। পরেদিন ৭ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে ঐ দিনমজুর সোবাহানের বিবাহিত মেয়ে ইউপি সদস্যের বাড়িতে গেলে এই সুযোগে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে আওয়ামী মেম্বার। এ সময় ঐ মেয়ের স্বামী ইসরাফিল ইউপি সদস্যের বাড়িতে গিয়ে ঘটনাটি দেখে ফেলেন। এই ঘটনা কাউকে বললে খুন করার হুমকি দেয় সন্ত্রাসী আওয়ামী মেম্বার।পরে বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে ভুক্তভোগি দিনমজুর পরিবারকে থানায় মামলা করলে এলাকা ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়।

পরের দিন স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় আওয়ামী ইউপি সদস্য। আজ ৮ এপ্রিল বুধবার পর্যন্ত স্বামী ইসরাফিলের কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায়নি আর ঐ দিনমজুর পরিবারটিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে বলে জানান তারা। এদিকে ইউপি সদস্যের এমন কর্মকাণ্ডে হতবাক এলাকাবাসী। বিচারের দাবি করেন স্থানীয় সচেতন মহল।
অভিযুক্ত আনোয়ার খান তালতলী উপজেলার শারিকখালী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সদস্য ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি।
বাবা সোবাহান বলেন আমি দিনমজুরের কাজ করি। এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমি অসহায় দিনযাপন করছি। এর ভিতরে আমার মেয়ে তার স্বামী ইসরাফিল কে নিয়ে বেড়াতে আসেন বাড়িতে। এর ভিতরে আমার সংসার চালাতে খুব কষ্ট হয়। স্থানীয় মেম্বার আনোয়ার খানের কাছে গেলে সে আমার মেয়েকে তার ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে তার বাড়িতে যেতে বলে। পরে বিকেলের দিকে তার বাড়িতে আমার মেয়ে গেলে বাড়িতে কেউ না থাকায় ধর্ষণ করে। এই ঘটনায় মামলা করলে এলাকা ছাড়ার হুমকি দেয় সে।
এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সভাপতি আবুল বাশার বাদশা তালুকদার বলে, নিউজ করার দরকার নেই আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে!
তালতলী থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) কামরুজ্জামান মিয়া বলে, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তবে খোঁজখবর নিয়ে দেখছি এখনি। আর অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এভাবে, দেশে যখন করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে, লকডাউনের কারণে দেশের কোটি কোটি গরীব মানুষ আজ অসহায়, ক্ষুধার্ত; তখন দেশের এই অসহায় জনসাধারণের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা। কখনো ত্রাণ দেওয়ার নামে পিকচার তুলে সেই ত্রাণ কেড়ে

নিয়ে অসহায়দের সাথে তামাশা করছে, আবার কখনো ত্রাণ দেওয়ার নাম করে ধর্ষণ করছে সন্ত্রাসী আওয়ামী বাহিনী।

০৮ই এপ্রিল, ২০২০

কাশ্মিরে স্বাধীনতাকামীদের সাথে বন্দুক যুদ্ধে ভারতীয় মালাউন কমান্ডো দলের সব সন্ত্রাসী নিহত

ভারত দখলকৃত কাশ্মিরে গেরিলা বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে ভারতীয় কমান্ডো মালাউন বাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের একটি দলের পাঁচ সদস্যের সবাই খতম হয়েছে। চলতি এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে এই ঘটনা ঘটেছে।

২০১৬ সালে কথিত সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে অংশ নিয়েছিল এ পাঁচ কমান্ডোর সবাই। ভারতীয় কোনও কোনও সংবাদ মাধ্যমে গতকাল(মঙ্গলবার) এ সংক্রান্ত ফিচারধর্মী খবর প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে রানডোরি বিহাক নামের এই গেরিলা বিরোধী অভিযান শুরু হয় এবং এতে স্পেশাল ফোর্সের অন্তত দু’টি দল (স্কোয়াড) অংশ নেয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর সূত্রে জানা যায়, ভারত জবরদখলকৃত কাশ্মিরের কুপওয়ারার গভীর তুষারাবৃত পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধে ‘অভিজ্ঞ’ এ কমান্ডো দলকে হেলিকপ্টারে করে নামিয়ে দেয়া হয় ৪ এপ্রিল স্থানীয় সময় পৌনে ১টায়। এর মাত্র একদিন পরই এ মালাউন দলের সবাইকে খতম করা হয়।

উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে ‘৪ প্যারা’ দলটির লাফিয়ে নামার ছবিও প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম। জানা মতে একেই দলটির শেষ ছবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুপওয়ারার এ বন্দুক যুদ্ধকে ভারত দখলকৃত কাশ্মিরের সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে মারাত্মক লড়াই বলে অভিহিত করা হয়। নিহত গেরিলাদের কাছাকাছি, কয়েক ফুটের মধ্যেই পাওয়া গেছে ভারতীয় মালাউন কমান্ডোদের লাশ। ধারণা করা হয়, কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে মালাউনদের হাতাহাতি সংঘর্ষও হয়।

করোনা ইস্যুতে মালাউন প্রশাসনের অব্যবস্থাপনার প্রশ্ন তোলায় অসমের মুসলিম বিধায়ক গ্রেফতার

করোনাভাইরাস ইস্যুতে ভারতীয় মালাউন প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা নিয়ে মন্তব্য করায় অসমের এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ (মঙ্গলবার) মালাউন পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।

অসমে করোনা আক্রান্তদের জন্য কোয়ারেন্টাইন পরিকাঠামো ও হাসপাতালের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে এনডিটিভি জানিয়েছে।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এক অডিও ক্লিপে দাবি করেছেন, অসমের কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রগুলো বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের রাখার জন্য তৈরি হওয়া ডিটেনশন ক্যাম্পের থেকেও ভয়াবহ ও খারাপ।

কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকরা দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাবলিগ জামাতের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরে রাজ্যে ফেরা মুসলিমদের প্রতি খারাপ আচরণ করছেন বলেও বিধায়ক আমিনুলের অভিযোগ।

গতকাল (সোমবার) অসমের ধিং কেন্দ্রের বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানির জন্য মালাউন পুলিশ আটক করেছিল। পরে আজ (মঙ্গলবার) সকালে নগাঁও মালাউন পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়ায় পর তাঁর দলের কাউকে এখনও পর্যন্ত পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়নি।

সূত্র: পার্স্টুডে

আফগানে মার্কিন পক্ষ শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করছে : ইসলামী ইমারতের বার্তা

২০২০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আফগানিস্তান ইসলামী ইমারতের এক ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে, এ চুক্তিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদও সমর্থন করে। সারাবিশ্ব এই চুক্তির প্রশংসা করে, এটাকে আফগান সমস্যার একটি উত্তম সমাধান কাঠামো হিসেবে আখ্যায়িত করে। এখনও পর্যন্ত ইসলামী ইমারত ঐ চুক্তি এবং চুক্তির বিষয়সমূহের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেছে যে, ইসলামী

ইমারতের মুজাহিদীন সমঝোতার কাজ করে যাচ্ছেন। আফগানিস্তানে শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্থায়ী সমাধানে পৌঁছানোর জন্য, ইসলামী ইমারতও আফগানের বিভিন্ন পক্ষসমূহের সাথে আন্তঃ-আফগান সংলাপের ব্যাপারে ইচ্ছা প্রদর্শন করেছে। তবে চুক্তি অনুযায়ী, ঐ সংলাপের পূর্বে ইসলামী ইমারতের ৫০০০ বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একের পর অজুহাতে এই বন্দীমুক্তি প্রক্রিয়া বিলম্ব করা হচ্ছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, আন্তঃ-আফগান আলোচনার মাধ্যমে আফগানের বিভিন্ন পক্ষসমূহের সাথে আলাদা চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং একটি ব্যাপক যুদ্ধবিরতিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত, গ্রাম কিংবা শহরে অবস্থিত কাবুল প্রশাসনের সকল সামরিক কেন্দ্রেই ইসলামী ইমারত হামলা করতে পারবে। তবে, ইসলামী ইমারত প্রধান প্রধান শহরগুলোতে অবস্থিত কাবুল প্রশাসনের কেন্দ্রসমূহেও হামলা চালায়নি, তাদের প্রধান সামরিক কেন্দ্রগুলোতেও হামলা চালায়নি। কেবল ঐসকল গ্রামীণ এলাকায় কিছু চেকপোস্টে হামলা চালানো হয়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ শত্রুদের আক্রমণের আশংকায় থাকেন। তাও, গত বছরের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু অন্যদিকে, আমেরিকা এবং তাদের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত মিত্ররা আমাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত উপায়ে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে:

- অসমর্থনযোগ্য যুক্তি দেখিয়ে ৫ হাজার বন্দীকে মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হয়েছে।
- মুজাহিদীনের কেন্দ্রসমূহে বার বার হামলা চালানো হয়েছে, অথচ সেগুলো কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল না।

- বিভিন্ন জায়গায় আমেরিকা এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বাহিনীগুলো জনসাধারণের উপর হামলা চালিয়েছে।

- জনসাধারণের বসতবাড়িতে বর্বরোচিত ড্রোন হামলা এবং অন্যান্য বোমা হামলা চালানো হয়েছে।
- আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে, নিয়মিত মুজাহিদীনের উপর হামলা চালানো হয়েছে যদিও এসকল এলাকায় কোনো যুদ্ধ চলছিল না।

- হেলমান্দ, কান্দাহার, ফারাহ, কুন্দুজ, নানগারহার, পাকতিয়া, বাদাখশান, বলখ এবং দেশের অন্যান্য অংশে শান্তিচুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে। যার বিবরণ আমেরিকান পক্ষের সাথে বিভিন্ন সময়ে দেওয়া হয়েছে।

যেহেতু চুক্তির ব্যাপারে বার বার বিপরীত পক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা প্রত্যক্ষ করছি, তাই আমরা আমেরিকান পক্ষের প্রতি দৃঢ় আহ্বান জানায় তারা যেন চুক্তিপত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের অন্যান্য সমর্থকদের ব্যাপারে চুক্তিপত্র সম্পূর্ণভাবে অনুসরণের ব্যবস্থা নেয়।

যুদ্ধের নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং সময় ছাড়াও, অন্য কোনো এলাকায় ইসলামী ইমারতের মুজাহিদীনের উপর কোনো হামলা, কোনো রেইড এবং অন্য যেকোনো ঘটনা উসকানিমূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত এবং স্পষ্টত চুক্তিলঙ্ঘন। যদি এই ধরণের লঙ্ঘন অব্যাহত থাকে, তাহলে এটি আস্থাহীন অবস্থা সৃষ্টি করবে। আর এর ফলে কেবল চুক্তিই ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, বরং মুজাহিদীনও একই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখাতে এবং যুদ্ধমাত্রা বাড়াতে বাধ্য হবেন।

ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান

১২-০৮-১৪৪১ হিজরী

০৫-০৪-২০২০ ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2020/04/08/35804/

এবার ফরিদপুরে সন্ত্রাসী আ'লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে আহত ২৭

ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় আধিপত্য নিয়ে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ২৭ জন আহত হয়েছেন। এ সময় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে উপজেলার মাঝারদিয়া ইউনিয়নের মাঝারদিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতদের নগরকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সালথা উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ও মাঝারদিয়া ইউপি চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান হামিদ মোল্লার সঙ্গে মাঝারদিয়া ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান সাহিদুজ্জামান সাহিদের এলাকার আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল।

এরই জের ধরে দুপক্ষের সমর্থকরা মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টায় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে ২৭ জন আহত হয়েছেন।

ভারতে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা বন্ধের আহ্বান

নয়াদিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় একটি ইসলামি সভাকে অজুহাত করে ভারতের পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেছে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ সংগঠন।

এছাড়া, ভারতে ইসলাম বিরোধী প্রচারণা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে তারা।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) ওই সংগঠন হাইকোর্টে এ আহ্বান জানায়।

হাইকোর্টকে তারা জানিয়েছে, নয়াদিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় একটি ইসলামি সভাকে অজুহাত করে ভারতের পুরো মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে।

তাদের দাবি, মুসলমানদের স্বরূপ বিকৃত করায় ভারতে মুসলমানদের জানমাল এবং স্বাধীনতা বর্তমানে হুমকির মুখে পড়েছে। এর ফলে তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যেসব মিডিয়া এখন মিথ্যা ও বানোয়াট খবর দিচ্ছে, হাইকোর্টের কাছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে ভারত সরকারকে আদেশ দেয়ারও আবেদন জানিয়েছে এ সংগঠন।

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় তাবলিগ জামাতের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে ন হাজারের মতো মানুষ অংশ নেয়। করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ওই সম্মেলনকে দায়ী করে কোনো কোনো মিডিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। আর ওই অজুহাতকে পুঁজি করে ইসলাম বিদ্বেষী মহল সারা ভারতে ইসলামভীতি এবং বিরোধী ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

সূত্র: রাইজিং বিডি

হাসিনার প্রণোদনা বাস্তবায়নে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সক্ষমতা নেই

দীর্ঘ দিন ধরেই বাংলাদেশের অর্থ লুটপাট করছে মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী। ফলে ঋণ আদায় ও আমানত প্রবাহ কমে যাওয়ায় ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কাগুজে

কলমে ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্য এক লাখ কোটি টাকা দেখানো হচ্ছে; কিন্তু বাস্তব অবস্থায় কতটুকু আছে, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

এমনি অবস্থায় করোনাভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সহায়তা দিতে প্রায় ৭৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার অর্থের বেশির ভাগ ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণের সিদ্ধান্ত বাস্তব সম্মত নয় বলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা করেন।

তাদের মতে, ব্যাংকগুলোর নিজস্ব উৎস থেকে ৭৩ হাজার কোটি টাকার অর্থ বিতরণ করা সম্ভব হবে না। বিকল্প উপায়ে অর্থের সংস্থান না করলে ব্যাংকগুলোর পক্ষে প্রণোদনার অর্থ ছাড় করা কঠিন হবে।

সংবাদ মাধ্যম *নয়া দিগন্তের* সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছর ধরেই ব্যাংক খাত থেকে ঋণ নিয়ে বেশির ভাগই পরিশোধ করছেন না বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থাও নেয়া হয়নি। উপরন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এসব ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ছাড় দেয়ার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে নীতি সহায়তা দেয়া হয়েছে।

যেমন ২০১৫ সালে ঋণ পুনর্গঠনের নামে মাত্র ১ ও ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট নিয়ে ৫০০ কোটি টাকা ও এক হাজার কোটি টাকার উপরের ঋণ খেলাপিদের দীর্ঘ মেয়াদে ছাড় দেয়া হয়। এরপর খেলাপি ঋণ কমানোর নামে বিভিন্ন সময় ডাউন পেমেন্ট শিথিল করা হয়। সর্বশেষ মাত্র ২ শতাংশ ডাউন পেমেন্ট নিয়ে দীর্ঘ ১০ বছরের জন্য ঋণ নবায়ন করা হয়। এতে সুদহারেও বড় ধরনের ছাড় দেয়া হয়।

এর ফলে ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণের কারণে সঙ্কট কাটেনি। বরং দিন দিন বেড়ে গেছে। ডিসেম্বর শেষে প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল করার পরও খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৯৭ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। এরপরও করোনার কারণে জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত সময় খেলাপি ঋণ স্থগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করলেও তাদেরকে খেলাপি বলা যাবে না।

এসব কারণে ব্যাংক সাধারণের আমানতের অর্থ দিয়ে উদ্যোক্তাদের যে ঋণ দিয়েছিল তা আদায় একেবারেই কমে গেছে। কিন্তু আমানতকারীদের নির্ধারিত মেয়াদ শেষে সুদসহ আসল পরিশোধ করতে হচ্ছে প্রতিনিয়তই।

এ দিকে দীর্ঘ দিন ধরে আমানতের সুদহার কমিয়ে আনছে ব্যাংকগুলো। আমানতের সুদহার কমানোর ফলে ব্যাংকিং খাতে আমানত প্রবাহ কমে গেছে। এক দিকে নগদ আদায় কমে যাওয়া ও এর পাশাপাশি আমানত প্রবাহ নিম্নমুখী হওয়ায় ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ সক্ষমতা কমে গেছে। আর যে এক লাখ কোটি টাকার ওপরে উদ্বৃত্ত তারল্য দেখানো হচ্ছে এর বেশির ভাগই সরকারের কোষাগারে ঋণ আকারে আটকে আছে। এর বিপরীতে ব্যাংকগুলোর হাতে ট্রেজারি বিল ও বন্ড রয়েছে। সবমিলেই ব্যাংকগুলোর নগদ অর্থের টানাটানির মধ্যে রয়েছে।

এমনি পরিস্থিতিতে ৭৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে বিতরণ করা মোটেও সম্ভব নয় বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. এ বি মীর্জ্জা আজিজুল ইসলাম গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, ঋণ আদায় কমে যাওয়া ও আমানত প্রবাহে নিম্নমুখী থাকায় ব্যাংকগুলোর হাতে নগদ টাকা নেই। এর ফলে ব্যাংকগুলোর পক্ষে ঋণ দেয়া মোটেও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, সরকার এমনিতেই অর্থ সঙ্কটে রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম আদায় হয়েছে।

এ বিষয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্স ইন্সটিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর গতকাল বার্তা সংস্থা নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, ৭৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনার অর্থ ব্যাংকগুলোর নিজস্ব উৎস থেকে বিতরণ করা মোটেও সম্ভব হবে না। কারণ, ব্যাংকগুলোর হাতে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ নেই। এ প্যাকেজ বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে সাপোর্ট দিতে হবে। ব্যাংকগুলোর হাতে এক লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকার ট্রেজারি বিল ও বন্ড রয়েছে। সরকার প্রয়োজনে এ ট্রেজারি বিল ও বন্ডের অর্ধেক কিনে নিয়ে ব্যাংকগুলোর টাকার জোগান দিতে পারে।

ওষুধ না পেয়ে ভারতকে ট্রাম্পের 'হুমকি'

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা পরিস্থিতি ক্রমশ সংকটজনক হচ্ছে।করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে কাঁপছে যুক্তরাষ্ট্র।পরিস্থিতি মোকাবিলায় হালে পানি পাচ্ছেন না বিশ্বের সবচেয়ে কথিত শক্তিশালী দেশের

'বেপরোয়া' প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। এই পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকোপ রুখতে ওষুধ চেয়ে ভারতকে কার্যত হুমকি দিয়েছেন তিনি।

সোমবার কূটনীতির দফারফা করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সাফ বলছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রকে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ওষুধ না দিলে যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবো ।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, তিনি (নরেন্দ্র মোদি) এই ওষুধ সরবরাহ না করলে আমি আশ্চর্য হবো। আপনারা জানেন আমেরিকার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুবই ভালো। এ নিয়ে রবিবার মোদির সঙ্গে ফোনে আমার কথাও হয়েছে। আমি তাঁর কাছে ওষুধ রপ্তানি করার আর্জিও জানিয়েছি।তবে মোদি যদি ওষুধ না দেন তাহলে আমরাও পাল্টা পদক্ষেপ নেবো। যুক্তরাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৫ জন মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ১০ হাজার ৮৭৬ জনের।চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৯ হাজার ৬৭১ জন।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ

দেশে ভয়াবহ বার্তা দিচ্ছে করোনা

আইইডিসিআরের দেয়া তথ্যমতে, ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২৩ জন। এদের মধ্যে মারা গেছে ১২ জন। মৃত্যুর হারের দিক দিয়ে এশিয়ার অন্যদেশগুলো থেকে এগিয়ে বাংলাদেশ। আসুন পরিসংখ্যান দেখি।

দেশ মৃত্যুর হার

পাকিস্তান - ১.৫%

ভারত - ২.৬%

ইন্দোনেশিয়া - ৮.৪%

বাংলাদেশ - ৯.৮%

এছাড়া শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপালে এখন পর্যন্ত কোনো এ রোগে কোনো মৃত্যুই নেই।

এবার বিশ্বের অন্য কিছু দেশের অবস্থা দেখি চলুন।

দেশ মৃত্যুর হার

যুক্তরাষ্ট্র - ২.৯%

বেলজিয়াম - ৭.৮%

ফ্রান্স - ৮.৭%

স্পেন - ৯.৭%

যুক্তরাজ্য - ১০.৩%

ইতালি - ১২.৩%

তাহলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ওপরে আছে যুক্তরাজ্য আর ইতালি। মাত্র ১২৩ জন আক্রান্ত রোগী নিয়েই বাংলাদেশ মৃত্যুর হারে এ দেশ দু'টির কাছাকাছি অবস্থান করছে। যদি দেশে আক্রান্তের সংখ্যা আরো বাড়ে, তখন মৃত্যুর সংখ্যা এবং এর হার কতটাই না বাড়বে, তা সহজেই অনুমেয়।

এদিকে ওয়াল্ডোমিটার্সের দেয়া তথ্যমতে মোট জনসংখ্যা অনুযায়ী প্রতি ১০ লাখ মানুষের মধ্যে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার হারে সবচেয়ে খারাপ দেশের তালিকায়ও নাম এসেছে বাংলাদেশের। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়া। সেখানে প্রতি ১০ লাখে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে মাত্র ১৬ জনের। এর পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। এ দেশে প্রতি ১০ লাখে পরীক্ষা করা হচ্ছে মাত্র ১৮ জনের। নাইজেরিয়ায় ১৯ জন, ভারতে ১০২ জন, মালয়েশিয়ায় ১৬০৫ জন, ফ্রান্সে ৩৪৩৬ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ৫৩৬১ জন, স্পেনে ৭৫৯৩ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৮৯৯৬ জন, জার্মানিতে ১০৯৬২ জন, ইতালিতে ১১৪৩৬ জন। *

এরপরেও ওবায়দুল কাদেরের মত কিছু নাদান বলবে, "আমরা করোনার চেয়ে বেশি শক্তিশালী।" প্রায় আড়াই মাস সময় পেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু এ আড়াই মাসে কোনো প্রস্তুতি নেয়া হয়নি। বিশ্ব যখন করোনায় পর্যুদস্ত, এ দেশের তাগুত সরকার তখন মুজিবপূজা আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। এ খাতে ব্যয় করেছে কোটি কোটি টাকা। এ আড়াই মাসে পরীক্ষা ছাড়া অথবা নামমাত্র পরীক্ষা করেই দেশে ঢুকতে দেয়া হয়েছে হাজার হাজার প্রবাসীকে। জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির তেমন কোনো পদক্ষেপই নেয়নি এ আড়াই মাসে। ১৭ই মার্চের আগে তো আমরা কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন শব্দগুলো শুনিইনি। যখন পরিস্থিতি খারাপের দিকে চলে

গেছে, তখন থেকেই কেবল লোকদেখানো কিছু পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেছে এ তাগুত সরকার। মূলত জনজীবনের বিন্দুমাত্র দাম ওদের কাছে নেই। ওরা ওদের পকেট নিয়ে ব্যস্ত, ওরা ব্যস্ত ওদের মুজিব বাবাকে নিয়ে।

আল্লাহ আমাদেরকে করোনা এবং এ জালিম সরকার থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

লেখক: আবদুল্লাহ আবু উসামা, *ইসলামী চিন্তাবিদ।*

ভিক্ষুকদের করোনার চালও চেয়ারম্যান-মেম্বারের পছন্দের ঘরে!

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে তালিকাভুক্ত ভিক্ষুক ও রেস্টুরেন্ট কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণের চাল অন্যদের মাঝে বিতরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানের যোগসাজসে কতিপয় মেম্বার তালিকাভুক্ত দুস্থদের না দিয়ে অনৈতিকভাবে তারা তাদের নিজ নিজ পছন্দের লোকজনের মাঝে ওই চাল বিতরণ করেন। পরে বিতরণকালে তালিকার সঙ্গে ত্রাণ গ্রহিতাদের নামের মিল না পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চাল বিতরণ বন্ধ করে দেয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া ইউনিয়নে।

গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া ইউপি কার্যালয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য সহায়তা দিতে দৌলতদিয়া ইউনিয়ন এলাকার ভিক্ষুক ও রেস্টুরেন্ট কর্মচারীদের একটি নামের তালিকা গত ২ এপ্রিল চূড়ান্ত করা হয়। আড়াই শ জনের ওই তালিকার মধ্যে ভিক্ষুক ৭৯ ও রেস্টুরেন্ট কর্মচারী ১৭১ জন। সরকারি খাদ্য সহায়তা গ্রহণের জন্য তাদের সকলের নামে দৌলতদিয়া ইউপি কার্যালয় থেকে 'স্লিপ' তৈরি করে তা বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বারদের কাছে দেওয়া হয়। এদিকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গত রবিবার সন্ধ্যায় দৌলতদিয়া ইউনিয়নের 'হেলিপ্যাড' এলাকায় তালিকাভুক্ত ২৫০ ভিক্ষুক ও রেস্টুরেন্ট কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ত্রাণের চাল বিতরণ চলছিল।

গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপস্থিতিতে ত্রাণ গ্রহিতাদের কাছ থেকে 'স্লিপ' নিয়ে প্রতিজনকে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করছিলেন দৌলতদিয়া ইউপি চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন ওয়ার্ড মেম্বার। তখন তালিকাভুক্ত ভিক্ষুক ও রেস্টুরেন্ট কর্মচারীদের আশানুরূপ উপস্থিতি দেখতে না পেয়ে স্থানীয় অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সঙ্গে

সঙ্গে খতিয়ে দেখতে পান ভিক্ষুক ও রেস্টুরেন্ট কর্মচারীদের নামের তালিকার সঙ্গে অনেক ত্রাণ গ্রহিতার নামের কোনো মিল নেই। বিষয়টি টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে বাকি চাল বিতরণকাজ বন্ধ করেন।

দৌলতদিয়া ইউপির একজন মেম্বার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'ইউপি চেয়ারম্যানের যোগসাজসে কতিপয় মেম্বার তালিকাভুক্ত দুস্থদের না দিয়ে অনৈতিক কৌশলে তারা তাদের নিজ নিজ পছন্দের লোকজনের মাঝে সরকারি ওই চাউল বিতরণ করেন। এতে তালিকাভুক্ত অনেক ভিক্ষুক ও রেস্টুরেন্ট কর্মচারী সরকারি ওই ত্রাণ সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এদিকে দৌলতদিয়া ইউপির সচিব পরিমল দাশ বলেন, 'রবিবার সন্ধ্যায় আড়াই শ জনের মধ্যে ১৮১ জনকে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করার পর ওই অনিয়ম ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ইউএনও স্যার বিতরণ বন্ধ করে দিয়ে বাকি চাল (৬৯০ কেজি) তিনি প্রত্যাহার করে নিয়ে গেছেন।'

সূত্র: *কালের কণ্ঠ*

ছবি তোলার পরই ত্রাণ কেড়ে নিলেন চেয়ারম্যান

ত্রাণ দেওয়ার ছবি তোলার পর ২৬টি পরিবারের কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর এক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে চেয়ারম্যান ও তার লোকজনের হাতে মারধরের শিকার হয়েছেন অসহায় পরিবারগুলো। গতকাল দুপুরে হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদে এ ঘটনা ঘটে। মারধরের শিকার পরিবারগুলো এ ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল আবছারকে।

অভিযুক্ত নুরুল আবছার হাটহাজারী উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ এবং নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুহুল আমিন জানান, মির্জাপুরের চেয়ারম্যান ত্রাণের কথা বলে লোকজনকে পরিষদে নিয়ে যান।

তাদের ত্রাণ দেওয়ার পর তা আবার কেড়ে নেন। অসহায় ২৬টি পরিবারের লোকজন উপজেলা পরিষদে এসে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরে সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ত্রাণ দেওয়া হয়।

মারধরের শিকার কয়েকজন জানান, গতকাল সকালে ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে শতাধিক ব্যক্তিকে ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যান চেয়ারম্যান। এ সময় চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ও তার লোকজন ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে ছবি তোলেন।

ছবি তোলার পর চেয়ারম্যানের ছোট ভাই মিজানুর রহমান টিপু ও তার লোকজন প্রদান করা ত্রাণগুলো কেড়ে নেয়। এর প্রতিবাদ তারা সবার ওপর হামলা করে। পরে তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ২৬টি পরিবারকে ত্রাণ দেন।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

নিউইয়র্কে জায়গা সংকটে পার্কে কবর! দিশেহারা ক্রুসেডার আমেরিকা

বিশ্বব্যাপী মহাবিপর্যয় নামিয়ে এনেছে করোনাভাইরাস। এরই মধ্যে ভাইরাসটি বিশ্বের ২০৯টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী আক্রান্ত হয়েছে ১৩ লাখ ৪৭ হাজার মানুষ। মৃত্যু হয়েছে সাড়ে ৭৪ হাজার মানুষের।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে দিশেহারা বিশ্বের কথিত সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকাও। এরই মধ্যে দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার মানুষ। মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১১ হাজার মানুষের।

আমেরিকার ৫০ অঙ্গরাজ্যের মধ্যে করোনা পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে নিউইয়র্ক রাজ্যে। ইতোমধ্যে শুধু নিউইয়র্কেই করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ হাজার ৭৫৮ জনের।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, নিউইয়র্কের অবস্থা এতটাই ভয়াবহ যে সেখানে মানুষকে কবর দেওয়ার জায়গার সংকট দেখা দিয়েছে। তাই নিউইয়র্ক শহরের মেয়র স্থানীয় পার্কে অস্থায়ী কবরে মৃতদের দাফনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য পরিষদের চেয়ারম্যান মার্ক লেভিন বলেছেন, এরই মধ্যে হাসপাতালের মর্গগুলো মরদেহে পূর্ণ হয়ে গেছে।

অস্থায়ী কবরের জন্য নিউইয়র্ক পার্ককে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেখানে প্রতিটি সারিতে ১০ কফিন রাখা যায় এমনভাবে পরিখা খনন করে মরদেহগুলো অস্থায়ী ভিত্তিতে দাফন করা হতে পারে।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

'সরকারের অনেকেই নিশ্চিত ছিলো বাংলাদেশে করোনার বিস্তার ঘটবে না'

করোনা ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তার নিয়ে অনেকেই কথা বলছেন। আওয়ামী সরকারের বেপরোয়া মনোভাবের কারণে আজ বাংলাদেশের এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক এমন কথাই জানিয়েছেন। তার বক্তব্য আল ফিরদাউস পাঠকদের জন্য *বিডি প্রতিদিন* সূত্রে নিচে হুবহু তুলে ধরা হল-

"করোনাভাইরাস নিয়ে ৫০০ সদস্যের কমিটি গঠনের কথা শুনেই প্রশ্ন তুলেছিলাম- এই কমিটির কার্যকারিতা কি? এখন দেখছি খোদ কমিটির প্রধানই বলছেন, তিনি কোনো কিছুই জানেন না, তাকে জানিয়ে কোনো কিছু করা হয় না। এ থেকেই কি প্রমাণ হয় না- করোনাভাইরাসকে সরকার আসলে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। না হলে ৫০০ সদস্যের কমিটিই গঠন করবে কেন- কমিটির প্রধানকে এমন হতাশা প্রকাশ করতে হবে কেন!

সরকারের অনেকেই নিশ্চিত ছিলেন- বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের বিস্তার ঘটবে না। কিভাবে নিশ্চিত ছিলেন- সেটি পরিষ্কার নয়।

করোনাভাইরাস নিয়ে সতর্কতার কথা বললে, সরকারকে কোনো পরামর্শ দিলে সরকার সমর্থক কিছু লোক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সেখানে এজেন্ডা, ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজতো। সরকার প্রধানকে যেকোনো নাগরিক পরামর্শ দিতে পারে, সরকার প্রধানের কাছে দাবি জানাতে পারে- এটি পর্যন্ত তারা মানতে চাইতো না। ' সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে'- এই জিগির তুলে তারা পরিস্থিতি আড়াল করে রাখতে পছন্দ করতো।

এরা যে সরকারের জন্য কতোটা ঝুঁকিপূর্ণ- তা আস্তে আস্তে প্রমাণ হচ্ছে। পরীক্ষার আওতা যতো বাড়বে আক্রান্তের সংখ্যা ততবেশি পাওয়া যাবে- এটি হচ্ছে এখন বাংলাদেশের জন্য বাস্তবতা। 'সঠিক সময়ে পদক্ষেপ নেয়ায় সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে'- এই জিকির থেকে বের হয়ে খোলা চোখে পরিস্থিতি দেখার সময় শেষ হয়ে আসছে।"

০৭ই এপ্রিল, ২০২০

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের কার্যক্রম!

কমিউনিস্ট চীন থেকে শুরু হওয়া করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ (মহান রবের পক্ষহতে প্রেরিত আযাব) ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে, ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠা এই ভাইরাসটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের ২০৯টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাইরাসটিতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এখন পর্যন্ত সাড়ে ১৩ লাখ ছাড়িয়েছে। এতে মারা গেছে প্রায় ৭৬ হাজারেরও বেশি মানুষ। এই ক্রমবর্ধমান ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে আফগানিস্তানেরও অনেক এলাকায়, বিশেষ করে দেশটির কাবুল ও হেরাত প্রদেশে ভাইরাসটির প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

আফগান ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম "আযম" কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, দেশটিতে এখন পর্যন্ত ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২৩ জন, নিহত হয়েছেন ১৮ জন আর সুস্থ্যতার জিবন ফিরে পেয়েছেন ১১ জন। দেশটির হেরাত প্রদেশে মুরতাদ সরকার নিয়ন্ত্রিত এলাকাটিতেই ভাইরাসটি সবচাইতে বেশি প্রভাব ফেলেছে, প্রদেশটিতে বর্তমান আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২৫৭ জন, নিহত হয়েছেন ৫ জন। এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজধানী কাবুল।

দেশটির এমন পরিস্থিতিতে মুরতাদ সরকারি বাহিনীর তুলনায় সংক্রমণ রোধে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন, ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধে একের পর এক কর্মশালা করে যাচ্ছে তালেবান সদস্যরা।

তালেবান মুজাহিদিন ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালাগুলোতে সম্পূর্ণ মেডিকেল পিপিই (ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম) পরিধান করে সাধারণ মানুষের মাঝে সচতেনতা তৈরি করে যাচ্ছেন।

তালেবান মুজাহিদিন গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এ জাতীয় সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা মানুষকে মুখোশ এবং গ্লাভস ব্যবহার করতে বলছেন, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন" ফ্রীতে এসব বস্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করে চলছেন।

তাঁরা সমস্ত জনসমাগম, বিবাহ-অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছেন এবং লোকদের বাড়িতে বেশি নামাজ পড়তে বলেছেন। চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয় সকল আসবাব পত্র ও তাদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তাও দিয়ে যাচ্ছে ইমারতে ইসলামিয়া। পাশাপাশি তালেবান তাদের নিয়ন্ত্রিত লকডাউনকৃত এলাকাগুলোতে গরিব ও অসহায় পরিবারগুলোর মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবারহ করে যাচ্ছেন।

তালেবানদের অফিসিয়াল "আল ইমারাহ মিডিয়া ফাউন্ডেশন" কর্তৃক প্রকাশিত এমন অনেক ছবিই হয়তো আমরা লক্ষ্য করেছেন যেখানে তালেবান মুজাহিদিন তাদের সচতেনতা মূলক প্রচারণাগুলো তুলে ধরেছে। তালেবান বারবারই বলে আসছে করোনাভাইরাস রোধে "নির্বিশেষে যে কেউ বা যে কোন গোষ্ঠী সাধারণ আফগানীদের সহায়তা করবে, আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং তাদের নিরাপত্তা ও একাজে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ সহায়তা পাবে"

করোনভাইরাস রোধে তালিবান ও তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর ডাক্তাররা সাদা মেডিকেল গিয়ার এবং মাস্ক পরে মানুষের বাড়ি বাড়ি, হাটবাজার ও দোকান-পাটে গিয়ে গিয়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করছে। প্রতিটি জেলায় ভাইরাস প্রতিরোধে দশটি করে শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল-ক্লিনিকসহ কয়েকটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রও তৈরি করেছে তালেবান। তালেবান "স্বাস্থ্য কমিশন" শুধু বাগলান প্রদেশের জন্যই ৯৫০ টি kits সরবরাহ করেছে, এভাবে তারা তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি প্রদেশে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবারহ করে চলছে।

করোনভাইরাস এড়ানোর বিষয়ে তালেবান কর্তৃক নির্দেশনার বড় পোস্টারগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাজার শহর ও গ্রামে। তালিবানদের "জনস্বাস্থ্যে নিয়োজিত কমিশন"এর জারি করা মুদ্রিত পোস্টারগুলোতে নিয়মিত গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় করা, "হালাল" খাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসার পরামর্শ সহ লোকদেরকে যেসকল বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত তা তালিকাভুক্ত করা দেওয়া হয়েছে এবং সেই তালিকাগুলো মানুষের বাড়িবাড়ি গিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে তালেবান সদস্যরা।

খাবারের তালিকায় তালেবান কর্তৃপক্ষ গ্রামবাসীদের কি খাবে আর কি খাবেনা এর পাশাপাশি শাকসবজির একটি তালিকাও যুক্ত করেছে, যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রচুর ভিটামিন সি রয়েছে,"

তালেবানদের "স্বাস্থ্য কমিশন" জানায় যে, চিকিৎসার মান পূরণ করতে না পারলেও আমাদের চিকিৎসা কর্মীরা সব প্রদেশে একযোগে তাদের সম্পূর্ণ মেহনত দিয়ে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে করোনাভাইরাস বিস্তার রোধে কাজ করা স্বাস্থ্যকর্মী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকেও তাদের এলাকায় স্বাগত জানিয়েছেন, এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। ইমারতে ইসলামিয়া এর পক্ষহতে আরো বলা হয় যে, আমরা সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী বা এনজিওগুলিকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতেও সেবার জন্য আসার অনুমতি দিচ্ছি ও সমর্থন করছি যারা আমাদের অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সহায়তা করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদের যা করার দরকার তা হল, আসার আগে আমাদের অনুমতি চাইতে হবে, যাতে আমরা তাদের মূল্যায়ন করতে পারি, এবং আমরা এখানে তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে কাজ করতে পারার সুযোগ করে দিতে পারি।

যেই মুহুর্তে তালেবান মুজাহিদিন অভিযানের পরিমাণ কমিয়ে এনে জনসেবা মূলক কার্যক্রম ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন, সেই মুহুর্তেও সাধারণ মানুষের উপর হামলা ও তাদের বাড়িঘর লুট করে তাদেরকে অজানা স্থানে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই আফগান মুরতাদ বাহিনীর উপর হামলা চালাচ্ছেন তালেবান মুজাহিদিন।

পাকিস্তান | মুরতাদ বাহিনীর হয়ে কাজ করা ১১ এরও অধিক গাদ্দারকে হত্যা করলো তাহরিকে তালেবান!

পাকিস্তান ভিত্তিক সবচাইতে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর HTF ফোর্সের জানবায মুজাহিদিন গত ৫ এপ্রিল পাকিস্তানী মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থা (আই'এস'আই) এর পোষা কুকুর "হযরত আব্বাস আরেফ ওয়াক্কাস" নামক এক চরকে "সাওয়াত" অঞ্চলে তার নিজ বাসায় ঢুকে উক্ত কুকুরকে হত্যা করেন। পাকিস্তানী মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার এই বিশ্বস্ত চর গত কিছুদিন পূর্বে তাশকিলে বের হওয়া সাথীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে TTP এর কমান্ডার নেক মুহাম্মাদ (তাকাব্বালাল্লাহ্)কে শহীদ করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, গত কিছুদিনে তেহরিকে তালেবানের স্পেশাল ফোর্সের মুজাহিদিন এধরণের আরো ১০ গুপ্তচর ও গাদ্দারকে হত্যা করেছেন।

তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র মোহাম্মাদ খোরাসানী (হাফিজাহুল্লাহ্) এসকল হামলার বিষয়ে দেরিতে দায় স্বীকার করাকে TTP এর নতুন যুদ্ধ কৌশলের অংশ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

ফটো রিপোর্ট | তারেক বিন যিয়াদ মুয়াসকার ক্যাম্প, খোরাসান!

ইমারতে ইসলামিয়ার আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রিত পাকতিয়া প্রদেশ হতে তালেবান মুজাহিদদের নতুন একটি ইউনিট "তারিক-বিন-যিয়াদ" (রহ.) সামরিক ক্যাম্প হতে সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শরয়ী শিক্ষায় স্নাতক হন।

https://alfirdaws.org/2020/04/07/35748/

পাকিস্তান | তেহরিকে তালেবানের হামলায় 2 এরও অধিক নাপাক মুরতাদ সৈন্য নিহত!

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (TTP) এর MHG ইউনিটের জানবায মুজাহিদিন গত ৬ এপ্রিল বাজুরএজেন্সীর "কমানগারাহ" সীমান্তে পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীর একটি পায়দল বাহিনীকে টার্গেট করে সফল হামলা চালান, এসময় মুরতাদ সৈন্য এক চৌকি হতে অন্য চৌকিতে টহল দিতে যাচ্ছিল, আর তখনই মুজাহিদদের হামলার শিকার হয় পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনী।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল হামলায় ঘটনাস্থলেই " সিরাজ" নামক এক মুরতাদ সদস্য নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা আহত অবস্থায় ঘটনাস্থল হতে পলায়ন করে।

এর আগে অর্থাৎ গত ৫ এপ্রিল বাজুর এজেন্সীর "মুমান্দ" সীমান্তে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম পাকিস্তানী মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে স্নাইপার হামলা চালান TTP এর জানবায মুজাহিদিন, এতে ১ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

উভয় হামলার অফিসিয়াল দায় স্বীকার করেন তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের মুহতারাম মুখপাত্র মুহাম্মাদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্।

অপরিকল্পিত লকডাউনে খাদ্য সংকটে পড়তে যাচ্ছে ভারত

বিশ্বের অনেক দেশের মতোই ভারতেও চলছে লকডাউন। কিন্তু মালাউন মোদি সরকারের অপরিকল্পিত লকডাউনের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে দেশটির যোগান শৃঙ্খলা। বাজার খোলা থাকলেও খাদ্য পরিবহণ ব্যবস্থাও থেমে আছে। এ কারণে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন, লকডাউনের প্রকোপে খাদ্য সংকটের মুখে পড়তে যাচ্ছে ভারত।

ভারতে এখন এক রাজ্যের পণ্য অন্য রাজ্যে পাঠানো বন্ধ রয়েছে। যোগান শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ায় মানুষ কৃত্রিম খাদ্য সংকটে পড়তে যাচ্ছে। লকডাউনের কারণে জমিতে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি শ্রমিকরা নিজ রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে। ফলে ফসল তোলাও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফসল কাটার পরে তা প্রস্তুত করতে হবে, বাজারে নিয়ে যেতে হবে। এসবের জন্য ফের শ্রমিক প্রয়োজন হবে, প্রয়োজন হবে গাড়িচালক ও নিরবচ্ছিন্ন চলাচল।

লকডাউনের পূর্বে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে ৭৭.৬ মিলিয়ন টন গম ও চাল রয়েছে বলে জানিয়েছিল। ১৯ মার্চের হিসেবে মজুত খাদ্যবীজ ছিল ২.২৫ মিলিয়ন টন। তবে সমস্যা হলো, উৎপাদিত পণ্য ও তার ক্রেতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা রাজ্যের হন। বিহার জানিয়েছে, আমরা চাল পাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে, ডাল পাই মধ্যপ্রদেশ থেকে এবং সরষের তেল পাই রাজস্থান থেকে। কিন্তু লকডাউনের ফলে এই সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে। রাজ্যের সীমানা যেহেতু বন্ধ, সে কারণে পরিবহণ আর মসৃণ নেই ভারতে।

ভারতের কৃষি উৎপাদনের পরিবহণ নিয়ে দেশটির গণমাধ্যমের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আন্তঃরাজ্য ট্রাক চলাচলের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার জেরে রাজ্যের সীমান্তে সীমান্তে দাঁড়িয়ে পড়ছে পণ্য বোঝাই ট্রাক। এক রাজ্যের টমেটো, আরেক রাজ্যের বেগুন গাড়িতেই নষ্ট হচ্ছে। ফলে দ্রুতই এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যাতে কৃষি পণ্য চাষির ঘরে পচে যাচ্ছে আর অন্যদিকে বাজারে জোগানের সংকট তৈরি হচ্ছে। ছোট ও শহর ও পিছিয়ে থাকা জায়গায়

আরো বড় সংকটের আশঙ্কা করা হচ্ছে কারণ যেখানে ছোট ছোট বাজারের মাধ্যমে সামগ্রী পৌঁছায়। যোগান শৃঙ্খলের সমস্যায় যুক্ত হয়েছে ট্রাক ড্রাইভারদের পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, কৃষিপণ্য প্যাকিংয়ে এবং মাল তোলা ও মাল নামানোর জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকদের অনুপস্থিতিতে। লকডাউন এবং কোয়ারান্টিনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকেরা বাজার পর্যন্ত খাদ্যশস্য পৌঁছতে পারছেন না।

সূত্র: দ্য ওয়্যার।

সোমালিয়া | ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের হামলা, হতাহত ১০ এরও অধিক!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন ৭ এপ্রিল দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যের "জানালী" শহরে ক্রুসেডার উগান্ডার সামরিক ঘাঁটি এবং সোমালিয় সরকারী মুরতাদ মিলিশিয়াদের উপর হামলা চালিয়েছেন।

শাহাদাহ্ নিউজে প্রকাশিত তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের উক্ত কয়েক ঘন্টার হামলায় "জানালি" শহরের প্রধান অফিসার সহ ১০ এরও বেশি ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

পিপিই সংকটের কারণে প্রতিবাদ করায় চিকিৎসকদের গ্রেফতার করল পাকিস্তানের মুরতাদ পুলিশ

পাকিস্তানের মুরতাদ শাসক অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের ন্যায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধে তেমন কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি। এমনকি যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবা দিবেন তাঁদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে নি।

শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) সংকটের কারণে প্রতিবাদ করায় পাকিস্তানে বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রেফতারও করেছে ইমরান খানের মুরতাদ পুলিশ।

সোমবার (৬ এপ্রিল) পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের কোয়েটা শহরের রাস্তায় চিকিৎসকরা বিক্ষোভে নামার পর এ ঘটনা ঘটে। শহরটিতে এক দিনে ১৩ চিকিৎসক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পরদিন চিকিৎসকরা বিক্ষোভে নামে। প্রতিবাদস্থল থেকে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের

গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সিএনএনকে নিশ্চিত করেছেন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রাজ্জাক চীমা।

পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যম *ডন অনলাইন* সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার প্রায় ১০০ জন চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে মুরতাদ পুলিশ লাঠিপেটা করেছে। তাদের দাবি ছিল সুরক্ষার জন্য পিপিই ও চশমা। গত মাসে পাকিস্তানে একজন চিকিৎসক এবং একজন নার্স করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ইতোমধ্যে আরও প্রায় ২৫ জনের মতো স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে কোভিড-১৯ ভাইরাস পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা নাগাদ পাকিস্তানে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ৫২০ জন, মৃতের সংখ্যা ৫২ জন ও সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যা ২৫৭ জন ছিল বলে জানিয়েছে ডন অনলাইন।

পিপিই সংকটের কারণে প্রতিবাদ করায় পাকিস্তানে বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ***রয়টার্স***

এদিকে ধরপাকড়ের এ ঘটনার পর বেলুচিস্তানের ইয়ং ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (ওয়াইডিএ) প্রদেশটিতে সব ধরনের চিকিৎসাসেবা বন্ধ রেখেছে।

করোনায় আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন আইসিইউতে

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। করোনা পজিটিভ শনাক্ত হওয়ার ১০ দিন পর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের বাসা থেকে তাকে লন্ডনের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বলে বিবিসির খবরে বলা হয়। ইতিমধ্যে তার সন্তান সম্ভবা কথিত বান্ধবী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনে আছে।

গতকাল রোববার রাত ১০টার পর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ধ্যায় তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তার চিকিৎসকরা বলছেন, অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আপাতত হাসপাতালে রেখে তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। তাকে সেখানে চিকিৎসার জন্য একরাত থাকতে হতে পারে। যদিও ব্রিটিশ সরকারের প্রধান হিসেবেই কাজ করবেন তিনি।

এর আগে ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী বরিস কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোমিনিক রাব তার কাজ চালিয়ে যাবেন।

এর আগে, ২৭ মার্চ নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর টুইট করেছিলেন বরিস জনসন। এরপর থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন এই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

হাসিনার সুদভিত্তিক প্রণোদনা শ্রমজীবী দিনমজুরদের জন্য স্বস্তিকর নয়

করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতিতে কথিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ঋণ ও প্রণোদনা প্যাকেজে দেশের শ্রমজীবী ও দিনমজুর মানুষের জন্য স্বস্তির কোনো খবর নেই। বাংলাদেশের এক নাগরিক সাইফুল হক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে গতকাল এ মন্তব্য করেন।

গণমাধ্যম *আমাদের সময়* সূত্রে জানা যায়, বিবৃতিতে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে কর্মহীন, বেকার, খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট দেশের এক কোটি শ্রমজীবী-দিনমজুর পরিবারের জন্য কমপক্ষে আগামী তিন মাস প্রয়োজনীয় খাবার ও নগদ অর্থ পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা মেলেনি। রিকশাচালক, হকার, বস্তিবাসী, পরিবহনসহ অসংগঠিত খাতের শ্রমিক, শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকসহ শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের

ব্যাপারটিও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেননি। করোনা সংক্রমণ রোধে এই জনগোষ্ঠীকে ঘরে রাখতে হলে তাদের দায়িত্ব নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, কতিপয় গার্মেন্টস মালিক গার্মেন্টস কারখানা চালু রেখে শ্রমিকদের করোনায় সংক্রমণের যে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, সে ব্যাপারেও সরকারের প্রধান নির্বাহী কিছু বলেননি। করোনা মহামারী মোকাবিলায় রাজনৈতিক দলসহ সবাইকে যুক্ত করে সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা না থাকায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন।

এবার মুরগি কেনা-বেচা নিয়ে সন্ত্রাসী আ' লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

বাজারে মুরগি কেনা-বেচা নিয়ে ফরিদপুর জেলার সালথায় ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। এ সময় দোকানপাট, বসতবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

নয়া দিগন্ত অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার মাঝারদিয়া ইউনিয়নের কাগদি বাজার এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তারা স্থানীয় সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের দুই নেতা সালথা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন এবং মাঝারদিয়া ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি আফছার উদ্দিন মাতুব্বরের সমর্থক বলে জানা যায়।

এ সংঘর্ষে কাগদি বাজারের ১৫-২০টি দোকান ও কাগদি-বাতাগ্রামের ৮-১০টি বসতঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে মাসুদ মিয়া, সৈয়াদ মিয়া, সাকিব শেখ, পিকুল মাতুব্বার, বতু শেখের নাম জানা গেছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রবিবার রাতে কাগদি বাজারে মুরগি কেনা-বেচা নিয়ে গিয়াস উদ্দিনের সমর্থক খায়ের মোল্লার সঙ্গে আফছার উদ্দিন মাতুব্বারের সমর্থক রকি মাতুব্বরের কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরই সূত্র ধরে, সোমবার সকালে আফছার উদ্দিন মাতুব্বরের সমর্থকদের সাথে গিয়াস উদ্দিনের সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র ঢাল-কাতরা, ইট-পাটকেল ও লাঠিসোটা নিয়ে একে অপরের ওপর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া করে, জানান তিনি।

সংঘর্ষের বিষয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আফছার উদ্দিন মাতুব্বারের ছেলে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাজমূল হোসেন বলেন, গিয়াস উদ্দিনের সমর্থক খায়ের মোল্লার সাথে আমাদের সমর্থক রকি মাতুব্বরের কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো গিয়াস উদ্দিন বলেন, মুরগী কেনা-বেচা নিয়ে রকি ও খায়েরের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আমার সমর্থকের ওপর হামলা হয়।

বেতন দাবিতে গরিব শ্রমিকদের বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ, আওয়ামী দালাল পুলিশের গুলি

ময়মনসিংহের ভালুকায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ ও বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ, দুই পক্ষের মাঝে ইটপাটকেল নিক্ষেপ, হামলা ও মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। পরে আওয়ামী দালাল পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে । ওই ঘটনায় কমপক্ষে ২৩ জন আহত হয়েছে।

বার্তা সংস্থা *কালের কণ্ঠ সূত্রে জানা যায়,* গতকাল সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে উপজেলার মাস্টারবাড়ি এলাকায় ক্রাউন অয়্যার্স লিমিটেডে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা যায়, সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে কাজে যোগদান করতে এসে ক্রাউন অয়্যার্স প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রমিকরা দেখেন গত মাসের বেতন না দিয়েই কারখানা কর্তৃপক্ষ গেটে কারখানা বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে রেখেছে। ওই সময় শ্রমিকরা মিল কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের গত মাসের বেতন দাবি করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রথমে আগামী ১৩ এপ্রিল ও ৮ এপ্রিল বেতন দিতে চাইলে শ্রমিকরা তা প্রত্যাখান করে এবং তাদের দাবি আদায়ে বিক্ষোভ শুরু করে।

একপর্যায়ে তারা পাশের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নেমে আসে এবং প্রায় আড়াই ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা কারখানার দিকে ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে।

এ সময় আওয়ামী দালাল পুলিশ টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। একই সময় লাঠিসোঁটা নিয়ে ওই কারখানা থেকে বের হয়ে আসা একটি বাহিনী শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে বেধড়ক মারপিট করে। বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকদের ধরে এনেও মারপিট

করা হয় বলেও জানা গেছে। ওই ঘটনায় কমপক্ষে ২০ শ্রমিক আহত হয়েছে। আহতদের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিকরা জানায়, গত রবিবার (৫ এপ্রিল) তারা কাখানায় কাজ করে গেছেন। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) সকালে তারা কাজ করতে এসে দেখেন গেটে কারখানা বন্ধের নোটিশ টাঙানো রয়েছে। কিন্তু তাদের গত মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। তাদের হাতে বাড়ি যাওয়ার, খাওয়া বা বাসাভাড়া দেওয়ার মতো টাকা নেই। তাদের অভিযোগ, গত মাসের বেতন না দিয়ে এবং পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে। শ্রমিকরা গত মাসের বেতন দিয়ে কারখানা বন্দের দাবি জানালে মিল কর্তৃপক্ষ ও তাদের লেলানো গুণ্ডা বাহিনী তাদের ওপর হামলা ও মারপিট করে কমপক্ষে ২০ জনকে আহত করেছে। শ্রমিকদের দাবি, মিলের গুণ্ডাদের তাড়া খেয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকচাপায় দুজন শ্রমিক নিহত হয়েছে।

ধুনটে আওয়ামী বাহিনীর মধ্যে বিবাদ চরমে

বগুড়ার ধুনট উপজেলা যুবলীগের শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মামদুদুর রহমান মইনুলসহ চারজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জুয়েল সরকার বাদী হয়ে থানায় এ অভিযোগ দায়ের করেন।

সংবাদ মাধ্যম কালের কণ্ঠ অভিযোগ সূত্রে জানিয়েছে, উপজেলার ধেরুয়াহাটি গ্রামের মোনছের আলীর ছেলে জুয়েল সরকার মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি সন্ত্রাসী যুবলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। জুয়েল সরকারের নিকট বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করেন একই গ্রামের যুবলীগ নেতা মামদুদুর রহমান মইনুল ও তার লোকজন। কিন্ত জুয়েল সরকার তাদের দাবিকৃত চাঁদার টাকা দিতে অস্বীকার করেন।

এতে জুয়েল সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মইনুল ও তার লোকজন। একপর্যায়ে জুয়েল সরকারের ছবি বিকৃত করে মাদকদ্রব্য সেবনের একটি ভিডিও তৈরি করেন তারা। জুয়েল সরকারের সেই ভিডিওটি ৫ এপ্রিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক) ভাইরাল করেন মইনুল ও তার লোকজন।

এ ঘটনায় জুয়েল সরকার বাদী হয়ে রবিবার রাতে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগে ধেরুয়াহাটি গ্রামের আকতার হোসেনের ছেলে মামদুদুর রহমান মইনুল ও আলীমুদ্দিনের ছেলে আল-মাহমুদসহ চারজনকে আসামি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মামদুদুর রহমান মইনুল বলেন, জুয়েল সরকারের মাদক সেবনের ভিডিও ভাইরাল করার ঘটনার সাথে আমি জড়িত না। তারপরও তিনি আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ২২ মার্চ থানায় অভিযোগ দিয়েছি। ওই অভিযোগ থেকে বাঁচার জন্য তিনি আমার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন।

তুচ্ছ ঘটনায় তিন সন্ত্রাসী যুবলীগ কর্মীর সংঘর্ষ, তিনজনই আহত

নাটোরে অভ্যন্তরিন বিরোধের জেরে তিন সন্ত্রাসী যুবলীগ কর্মীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে রকি, বাপ্পী ও উল্লাস নামে তিনজনই আহত হয়েছেন। এরা একে অপরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেন।

আহতদের মধ্যে রকি ও বাপ্পীকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং উল্লাসকে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের কানাইখালী এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল হাসনাত ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, রকি, বাপ্পী ও উল্লাস তিন বন্ধু। তারা যুবলীগের কর্মী এবং একই সঙ্গে চলাফেরা করে।

নিজেদের মধ্যে কোন বিষয় মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় রবিবার রাতে বিরোধ বাধে। কথাকাটাকাটির এক পর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। পরে বিষয়টি নিজেরাই সমঝোতা করে নেয়। কিন্ত সোমবার দুপুরে কানাইখালী ফায়ার স্টেশন অফিসের পিছনে ওই তিন জনের মধ্যে পূর্বের ঘটনা নিয়ে বিরোধ বাধলে একে অপরের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। এক পর্যায়ে একে অপরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে।

ফায়ার স্টেশন কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে তাদের নাটোর সদর হাসপাতালে রেখে যায়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রকি ও বাপ্পীকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

০৬ই এপ্রিল, ২০২০

খোরাসান | তালেবানদের নিকট আত্মসমর্পণ করল ৬৬ আফগান সেনা!

ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত অনেক আফগান পুলিশ ও সেনা সদস্য নিজেদের ভুল স্বীকার করে তালেবান মুজাহিদদের হাতে আত্মসমর্পণ করেছে, যাদের অনেকেই যোগ দিচ্ছে ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায মুজাহিদদের কাতারে।

এরি ধারাবাহিকতায় গত ৫ মার্চ আফগানিস্তানের বদাখশান প্রদেশের "বাহারাক" জেলার কমান্ডার নাজিবুল্লাহ সহ ১০ সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। এসময় তারা ৬টি ক্লাশিনকোভ সহ অনেক যুদ্ধাস্ত্র মুজাহিদদের নিকট অর্পণ করে।

অন্যদিকে জাউজান প্রদেশের "মার্দিয়ান" জেলার গোত্রীয় প্রধান সহ ৬ সৈন্য মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

এমনিভাবে বাগলানের প্রাদেশিক শহরের বিভিন্ন স্থান হতে ২৪ আফগান সেনা সদস্য তালেবান মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

একইভাবে বলখ প্রদেশের ৫টি এলাকা হতে উচ্চপদস্থ কতক আফগান কমান্ডারসহ ২৬ সেনা সদস্য মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হাতে মুরতাদ বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি বিজয়

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ৫ মার্চ জুবা প্রদেশের "সিঞ্জালার" শহরে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে ভারী যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা তীব্র হামলা চালান।

মুজাহিদদের উক্ত হামলায় সোমালিয় মুরতাদ বাহিনী ময়দানে টিকতে না পেনে সামরিক ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়। মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটিটি বিজয়ের পর অনেক গনিমত লাভ করেন।

ইয়ামান | মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীদের উপর আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৩ এরও অধিক!

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা "আনসারুশ শরিয়াহ" (AQAP) এর জানবায মুজাহিদিন গত ৫ মার্চ ইয়ামানের আবয়ান প্রদেশে মুরতাদ হুতি শিয়াদের বিরুদ্ধে ৩টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে বায়দা প্রদেশের "আল-বাতহা" এলাকায় মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় ২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়।

একই অঞ্চলের "তিয়াব" এলাকায় মুজাহিদদের অন্য একটি হামলার শিকার হয় গাড়িতে আরোহী মুরতাদ হুতি বিদ্রোহীরা। এতে মুরতাদ বাহিনীর গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়।

এর আগে উক্ত এলাকায় মুজাহিদগণ হালকা ও মাঝারিধরণেন অস্ত্রদ্বারা মুরতাদ হুতীদের উপর হামলা চালান, তখনও কতক মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়।

সোমালিয়া | দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদদের একাধিক হামলা!

আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় ৬ মার্চ দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৬টিরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এতে শাবেলী সুফলা প্রদেশের "জানালী" শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত একটি হামলায় নিহত হয় ৪ এরও অধিক সোমালিয় মুরতাদ সৈন্য।

এমনিভাবে কাসমায়ো শহরের "ইয়ানতাওয়ী" এলাকায় মুজাহিদদের গেরিলা হামলায় নিহত হয় আরো ১ মুরতাদ সৈন্য।

এছাড়াও হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন আউদাকলী, হুজনাকু,বারসানজুনী ও লাউক শহরেও ক্রুসেডার ইথিউপিয়ান ও কেনিয়ান বাহিনীর পাশাপাশি সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে আরো ৪টিরও অধিক সফল অভিযান পরিচারনা করেন। যার ফলাফল এখনো স্পষ্টরূপে জানা যায়নি।

এই দুর্দিনেও জনগণের আড়াই টন চাল চুরি করলো ইউপি মেম্বার

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে নিয়েই এ দেশ চোরদের দখলে। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে একেবারে ইউপি সদস্য পর্যন্ত নেতারা জনগণের সম্পদ চুরি করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় এবার করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বরাদ্দকৃত আড়াই টন চাল চুরি করেছে ঝালকাঠি সদর উপজেলার বাসন্ডা ইউনিয়নের একজন মেম্বার।

বার্তাসংস্থা কালেরকণ্ঠের সূত্রে জানা যায়, ৫ই এপ্রিল রবিবার রাত নয়টার দিকে স্থানীয়দের থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে ঝালকাঠি সদর উপজেলার বাসন্ডা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ও জেলা মেম্বারস ফোরামের সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান মনিরের বাড়িতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে অবশ্য আগেই পালিয়ে যায় ঐ মেম্বার। এসময় তার বাড়ি থেকে জব্দ করা হয় মজুদকরা ত্রাণের আড়াই টন চাল।

চালগুলো করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। রাতে সরকারি বস্তা থেকে চাল বের করে অন্য বস্তায় ভরা হচ্ছিল। বিষয়টি স্থানীয়রা টের পেয়ে জেলা প্রশাসনকে জানালে এ অভিযান চালানো হয়।

জেলা প্রশাসক জোহর আলী বলেন, ‘জব্দ করা সরকারি চাল ছিল অন্য প্যাকেটে ভরা। চালগুলো জিম্মায় রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেম্বারের মা জানিয়েছেন কয়েকদিন আগে মনির চাল রেখে যায় এবং জানায় চালগুলো সে নিজের টাকায় কিনেছে।’

এভাবে দেশের মানুষ যখন না খেয়ে মরার মতো ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তখনও এসকল আওয়ামী প্রশাসনের সদস্যরা জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং জনগণের সম্পদ চুরি করে নিজেদের পেট ভরছে।

কারখানা মালিকদের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে ভয়াবহ রকম করোনা ঝুঁকিতে পড়ল গোটা দেশ: টিআইবি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, ‘কোভিড-১৯ এর বিস্তার ঠেকাতে সরকার ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে দিল। আগামী দুই সপ্তাহ সময়কে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করায় সরকার কর্তৃক সবাইকে

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে। এমন মুহূর্তেও পোশাকশিল্প মালিকরা যেভাবে শ্রমিকদের তাদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করে চাপেরমুখে কর্মস্থলে ফিরতে বাধ্য করেছেন তা চরম অমানবিক।

রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলছে, মালিকপক্ষের জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থি এই অবিবেচনাপ্রসূত স্বার্থপর আচরণে লাখ লাখ শ্রমিক এবং কার্যত গোটা দেশই করোনাভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ভয়াবহ ঝুঁকিতে পড়েছে। মালিকদের হুমকিতে 'চাকরি বাঁচাতে' দূর-দূরান্ত থেকে লাখ লাখ শ্রমিক যেভাবে পায়ে হেঁটে কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন তাকে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকারের চূড়ান্ত লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেছে টিআইবি।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, 'কোভিড-১৯ এর বিস্তার ঠেকাতে সরকার ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে দিল। আগামী দুই সপ্তাহ সময়কে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করায় সরকার কর্তৃক সবাইকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে যখন সব ধরনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে গেছে, উৎপাদিত পণ্যও রপ্তানির সুযোগ নেই বললেই চলে, পণ্য বা উপাদান যেখানে পচনশীল কিংবা জরুরি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ার সুযোগ নেই, সেই পরিস্থিতিতে কারখানা খুলে দেবার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্মস্থলমুখী করে, তাদের এবং কার্যত পুরো দেশকে কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়াটা চরম স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রমূলক ছাড়া আর কী হতে পারে! এর দায় কারখানা মালিক থেকে শুরু করে

মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই এড়াতে পারে না।'

এ খাতের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘন করে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ব্যাপক বৃদ্ধি করে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি অবস্থান নিলেন। শ্রমিকদের কর্মস্থলে ফিরতে বাধ্য করা হলো, তারা অমানবিক পরিশ্রম করে পায়ে হেঁটে দূর-দূরান্ত থেকে ফিরলেন। তারপর তীব্র সমালোচনার মুখে প্রায় মধ্যরাতে মালিকদের সংগঠন বিভ্রান্ত আহ্বান জানালো কারখানা বন্ধ রাখার। এই যে শ্রমিকরা এত কষ্ট করে, এত ঝুঁকি নিয়ে ফিরলেন, তারা মধ্য রাতে কোথায় যাবেন সেটা কি একবারও ভেবেছেন মালিকপক্ষ? এদিকে আজও(রোববার) বেশ কিছু কারখানা খোলা রাখার খবর পাওয়া যাচ্ছে। আর কতোটা অমানবিক হবেন তারা? আমরা ধারণা করেছিলাম রানা প্লাজার মতো অমানবিকতার মুখোমুখী আর কখনও এদেশকে হতে হবেনা। কিন্তু তৈরি পোশাকশিল্প মালিকরা প্রমাণ করে দিলেন যে, তাঁদের নিজেদের স্বার্থের সামনে শুধু শ্রমিকই নয়, পুরো দেশের কল্যাণ ও নিরাপত্তার কোনো অর্থ বহন করে না। রানা প্লাজায় ঝুঁকি নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও কর্মীদের কাজে যোগদানে বাধ্য করা হয়েছিলো, আজ করোনা-কোভিডের সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিশ্চিত জেনেও তৈরি পোশাক মালিক ও তাদের সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ একই কাজ করল!'

ড. জামান বলছেন, 'বিভিন্ন গণমাধ্যমে একাধিক পোশাকশিল্প মালিককে উদ্ধৃত করে খবর বেরিয়েছে, সরকারের ঘোষিত তহবিল, অনুদান না হয়ে সহজ শর্তে ঋণ হওয়ায়, মালিকপক্ষ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। শ্রমিকের জানমালের নিরাপত্তা তথা পুরো দেশকে এভাবে জিম্মি করে দরকষাকষির হাতিয়ার বানানোর এই ঘৃণ্য পদক্ষেপের যথেষ্ট সমালোচনা করার মতো ভাষাও খুঁজে পাচ্ছি না।'

তিনি বলেন, 'সংশ্লিষ্ট খাতের ও অন্যান্য মন্ত্রী এবং জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই পোশাকশিল্প মালিক হওয়ার পরও তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যত ব্যর্থ হয়েছেন। অবস্থাদৃষ্টে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, সরকারের ভেতরে নানা স্বার্থান্বেষী মহল কি এই জাতীয় দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে প্রকারান্তরে সরকারকেই জিম্মি করে অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ে সক্রিয় রয়েছে?

সূত্র: দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

---

১২ বাংলাদেশি তাবলিগ সদস্যের সাথে মালাউনদের কঠোরতা

দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাজে অংশ নেওয়া তাবলিগ জামাতের সদস্য ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মালাউন পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে।

বিবিসি হিন্দিকে জানিয়েছে, এই বাংলাদেশি নাগরিকরা দিল্লির তাবলিগ জামাতের সমাবেশে অংশ নেন। পরে সেখান থেকে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় চিল্লায় বেরিয়েছিলেন তারা।

এই ১২জনের মধ্যে অন্তত দুজন ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাস পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন, বাকিদেরও পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

শামলির পুলিশ প্রধান ভিনিত জয়সোয়াল বিবিসিকে জানিয়েছেন, পর্যটক ভিসা নিয়ে ভারতে প্রবেশ করার পর এই বিদেশি নাগরিকরা বেআইনিভাবে ধর্মীয় কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন, এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, যে দুজন বাংলাদেশি নাগরিক এর মধ্যেই করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন, তাদের এখন রাখা হয়েছে ঝিনঝিনা-র একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আইসোলেশন ওয়ার্ডে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে তাবলিগের সদস্যরা 'অসহযোগিতা' করছেন বলে মিথ্যা অভিযোগ করে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার ইতিমধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল সিকিওরিটি অ্যাক্টের মতো কড়া আইন প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তাবলিগ জামাতের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের এই কঠোর নীতির অংশ হিসেবেই ১২ জন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগেই জানিয়েছে, যে বিদেশিরা পর্যটক ভিসা নিয়ে ভারতে ঢুকে মারকাজে অংশ নিয়েছেন – তাদের প্রত্যেককে কালো তালিকাভুক্ত করে ভারতে প্রবেশ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হবে।

অথচ পর্যটক ভিসা নিয়ে ভারতে ঢুকে মারকাজে অংশ নেয়া দোষের কিছু নয়।

সূত্র: পুবের কলম

করোনাভাইরাসে মৃত্যুহারে ইতালির পরই বাংলাদেশের স্থান

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি ইতালিতে, আর এরপরই অবস্থান বাংলাদেশের।

করোনাভাইরাস নিয়ে নিয়মিত তথ্যদেয়া 'ওয়ার্ল্ডোমিটার' নামক ওয়েবসাইটের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে এ চিত্র দেখা গেছে।

করোনাভাইরাসে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার বর্তমানে ১১.৪৩% যা এখনও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

ওয়ার্ল্ডোমিটার বলছে চীনে করোনায় মৃত্যুর হার ৪.০৪%। বাংলাদেশের সামনে আছে কেবল মৃত্যুপুরী বনে যাওয়া ইতালি (১২.২৫%), যদিও পার্থক্য খুবই সামান্য। আরেক মৃত্যুপুরী স্পেনের হারও বাংলাদেশের চেয়ে অনেক কম (৯.৩৯%)। করোনার নতুন আবাস আমেরিকায় অনেকে আক্রান্ত হলেও মৃত্যুহার খুবই কম (২.৬৭%)।

এশিয়ার দুই দেশ দক্ষিণ কোরিয়া এবং মালয়েশিয়াতেও মৃত্যুহার যৎসামান্য, যথাক্রমে ১.৭৪ % ও ১.৫৯%। প্রতিবেশী ভারতে (২.৭৯%) তাদের থেকে কিছুটা বেশি হলেও পাকিস্তানে (১.৪৮%) তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার আরেক দেশ শ্রীলঙ্কায় মৃত্যুহার ৩.১৪%। সুতরাং বলা যায় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তদের মিছিল দিন দিন যেমন বাড়ছে, তেমনি মৃত্যুহারও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে।

এদিকে রবিবারে করোনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন প্রেস ব্রিফিংয় থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে করোনায় এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ৯ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ জন। এর মানে দেশে প্রতি ১০০ জন করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে প্রায় ১১ জন মারা যাচ্ছেন।

তবে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হিসাব নিকাশে ভুল হবার কারণেই এটা হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সূত্র: ইনসাফ ২৪

তাবলিগ নিয়ে অপপ্রচার ধর্মীয় বিদ্বেষ : দারুল উলুম দেওবন্দ

সম্প্রতি তাবলিগ জামাতের মার্কাজ দিল্লির নিযামুদ্দিনে তাবলিগ জামাতকে কেন্দ্র করে যে ইস্যু, তাবলিগ জামাতের সমাবেশে যোগ দেয়া বড় একটা অংশ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে সেটিকে ধর্মীয় বিদ্বেষ বলে আখ্যায়িত করেছে ভারতের প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ।

করোনাভাইরাসকে ধর্মীয় সহিংসতায় ব্যবহার করা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ বলে মন্তব্য করে শনিবার (০৪ এপ্রিল) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কাসেম নোমানী একটি বিবৃতি দেন।

দেওবন্দ মাদ্রাসার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, নিজামুদ্দিন মারকাজকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে জলঘোলা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে, এটি অবশ্যই নিন্দনীয়। বৈশ্বিক এই সঙ্কটকালেও কিছু নীতি ভ্রষ্ট মানুষ করোনাভাইরাসকে ধর্মীয় সহিংসতায় ব্যবহার করতে চাচ্ছেন; আমরা জোরালো ভাষায় এর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

ভারতীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, আশা করছি সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করবে এবং যারা করোনাভাইরাসকে ধর্মীয় বিরোধ ও সংঘাতে ব্যবহার করতে চাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

'বিশেষত দেশ এবং দেশের বাইরের যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের প্রতি আইনি ব্যবস্থার আগে মানবতার পরিচয় দেয়া হবে বলে আমরা আশা করছি'।

বিবৃতিতে তাবলিগ জামাতের যে সদস্যরা ১ মার্চের পরে দিল্লির নিজামুদ্দিন মারকাজে অবস্থান করেছিল, তাদের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নেয়ারও আহ্বান জানানো হয়।

নিজামুদ্দিনের ঘটনায় ভারতীয় মিডিয়া বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে অভিযোগ করে দেওবন্দের প্রিন্সিপাল বলেন, আমরা এ জাতীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর তীব্র নিন্দা জানাই। সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাচ্ছি, এ জাতীয় বিদ্বেষ যে মিডিয়াগুলো ছড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র: যুগান্তর

এবার করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে নিউইয়র্কে 'হিজাব-নিকাব' পরার নির্দেশ

কেউ ঘর বাইরে বের হলে তাদের স্কার্ফ দিয়ে মুখ ঢেকে (হিজাব-নিকাব) বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র বিল ডি ব্লাজিও।

তিনি বলেছেন, ঘরে তৈরি স্কার্ফ (হিজাব-নিকাব) হলেও তা পরে বাইরে বের হতে হবে।

বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্কের মেয়র বিল ডি ব্লাজিও একথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘বাইরে বের হলে বা অন্য মানুষের কাছাকাছি গেলে মুখ কাপড়ে ঢেকে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এটি একটি স্কার্ফ হতে পারে বা বাড়িতে তৈরি যেকোনো কিছু হতে পারে, যা দিয়ে মুখ পুরো ঢেকে রাখা যায়।’

বিল ডি ব্লাজিও সার্জিক্যাল মাস্ক বা অন্যান্য মেডিকেল-গ্রেডের মাস্ক ব্যবহার না করতে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের সতর্ক করে এ কথা বলেছেন।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এমনিতেই এখন হাসপাতালগুলোতে এসব সরঞ্জামের ঘাটতি রয়েছে। সেখানে যারা সুস্থ থেকেও ব্যক্তিগত সুরক্ষায় সার্জিক্যাল বা ক্লিনিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করছেন, তাদের কারণে হাসপাতালগুলোতে এসব অতি দরকারি সরঞ্জামের আরও সংকট সৃষ্টি হবে।

বিল ডি ব্লাজিও আরও বলেন, আমাদের স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং প্রথম সারিতে থেকে যারা সরাসরি হাসপাতালে আছেন, এগুলো তাঁদের প্রয়োজন। এসব খুবই মূল্যবান, যা এই সময়ে অনেক কষ্ট করে সংগ্রহ করা আসা হয়েছে। তাই তিনি এসবের ব্যবহার সম্পর্কে একটু সচেতন হতে সবাইকে স্কার্ফ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন।

নিউইয়র্কের মেয়র বলেন, ৬ এপ্রিলের মধ্যে নিউইয়র্ক নগরীর হাসপাতালগুলো করোনাভাইরাস রোগীদের আসন্ন স্রোত সামলাতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য এবং ৫ এপ্রিলের মধ্যে নগরীর হাসপাতালে ৩৩ লাখ এন ৯৫ মাস্ক, ২১ লাখ সার্জিক্যাল মাস্ক, এক লাখ গাউন ও ৪০০ ভেন্টিলেটর পাওয়া অবশ্যই দরকার। না হলে মানুষের সংক্রমণ ও মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হবে না।

এদিকে আমেরিকার সংক্রামক রোগ সোসাইটির কর্মকর্তা চিকিৎসক অ্যাঞ্জেলা হিউলেট বলেছেন, স্কার্ফ বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে মুখ বন্ধ করা গেলে অন্যকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। এ জন্য একটি স্কার্ফ রুমাল বা টিস্যু জাতীয় জিনিস এ ধরনের সংক্রমণ রোধে কাজ করবে।

এরপর শুক্রবার (৩এপ্রিল) একই কথা বলেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি বলেছেন, কাপড়ের ঘনত্বের বিচারে স্কার্ফ মাস্কের ভালো বিকল্প।

রিপোর্টঃ ইনসাফ২৪

করোনা নিয়ে সচেতন করতে গিয়ে সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতার হাতে সাংবাদিক লাঞ্ছিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে সচেতনতামূলক পোস্ট করায় নবীনগরের সলিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতার হাতে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সামনে স্থানীয় এক সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় সাংবাদিকদের মাঝে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।
শনিবার (৪ এপ্রিল) সকালে সলিমগঞ্জ বাজারে ইউনিয়ন পরিষদের সামনে তরমুজের বাজার বসলে সেখানে লোকে লোকারন্য হয়ে যায়। এ নিয়ে ফেইসবুকে লাইভে আসেন দেশ সংবাদ অনলাইন পোর্টাল ও পল্লী টিভির (আইপি টিভি) স্থানীয় সাংবাদিক মুহাম্মাদ আক্তারুজ্জামান।

লাইভে এসে তিনি বলেন, সারাদেশ যখন করোনা আতঙ্ক নিয়ে প্রতিটি দিন পার করছে। নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে সলিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে তরমুজের জমজমাট বাজার বসেছে। অতিরিক্ত জনসমাগম ঘটিয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা অমান্য করে ব্যবসা বানিজ্য করছেন। এই দৃশ্য কি চেয়ারম্যান সাহেবের নজরে আসে না? তিনি করোনা সচেতনতায় কি দায়িত্ব পালন করছেন? এই লাইভ দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন সলিমগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা খোরশেদ আলম।

নির্যাতিত সাংবাদিক আক্তারুজ্জামান বলেন, দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইকবাল হাসান ও নবীনগর থানার ওসি (তদন্ত) রুহুল আমিন সলিমগঞ্জ বাজারে আসেন। এই সংবাদ পেয়ে নিউজ সংগ্রহ করতে গেলে একই স্থানে উপস্থিত হন চেয়ারম্যান খোরশেদ আলম। সেখানে চেয়ারম্যান আমাকে দেখতে পেয়েই গালমন্দ ও কিল ঘুষি মারতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন।

রিপোর্টঃ ইনসাফ২৪

করোনার ত্রাণ আত্মসাতের অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে

চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ৩ নম্বর মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল আবছারের বিরুদ্ধে দরিদ্রদের করোনা সহায়তার ত্রাণসামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে

উপজেলা প্রশাসন থেকে পাওয়া ত্রাণ এলাকায় ইউপি সদস্যদের না জানিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে এ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে গতকাল (৪ এপ্রিল) শনিবার এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন ইউনিয়নের সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যরা।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বরদের কিছু না জানিয়ে একতরফা রেজুলেশন করে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন, ওয়ান পার্সেন্টের কাজ, ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের কোনো হিসাবপত্র পরিষদের সাধারণ সদস্যদের না জানানো। নিজের ইচ্ছায় এলজিএসপি, এডিপিসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছিল।

এরই ধরাবাহিকতায় বিদেশফেরত হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা এবং হতদরিদ্রের তালিকা মেম্বরদের না জানিয়ে চেয়ারম্যান নিজের ইচ্ছামতো তালিকা করে। সরকার থেকে প্রাপ্ত ত্রাণ ইউপি ওয়ার্ড অনুযায়ী বিতরণ না করে নিজের ইচ্ছা মতো বিতরণ করা ইত্যাদি।

অভিযোগ প্রসঙ্গে বক্তব্য জানার জন্য মির্জাপুর ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আবছারের একাধিক নম্বরে যোগাযোগ করা হলেও মোবাইল বন্ধ থাকায় তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র:কালের কণ্ঠ

---

২৪ ঘণ্টায় ৪ মাসের বৃষ্টিতে বন্যায় তলিয়ে গেছে করোনায় 'মৃত্যুপুরী' স্পেন

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের ভয়াবহতায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে স্পেন। তার উপর নতুন সংকট। টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হল দেশের পূর্ব অংশে।

ইউরোপের দেশ স্পেনে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাচ্ছে ভয়াল করোনা। এরই মধ্যে দেশটিতে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের মারা গেছে ১১ হাজার ৭৪৪ জন মানুষ। আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ৭৩৬ জন। গোটা দেশ এখন করোনা মোকাবেলায় ব্যস্ত। দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। শোনা যাচ্ছে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে লকডাউনের সময়সীমা আরও বাড়ানো হবে। এই পরিস্থিতিতে দেশটির পূর্ব অংশে বন্যা পরিস্থিতিতে কার্যত ঘুম ছুটেছে প্রশাসনের।

সরকারি সূত্রে খবর, স্পেনে চারমাসে যত বৃষ্টি হয়, সেই একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ২৪ ঘণ্টায়। কাস্তেলোঁ প্রদেশের রাজধানী কাস্তেলোঁ দে লা প্লানায় প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্পেনের আবহাওবিদরা জানিয়েছেন, বছরের এই সময় সাধারণত ৪২ মিলিমিটার মতো বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টায় (৩১ এপ্রিল থেকে ১ মার্চ) বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৪৭ মিলিমিটার। তারপর থেকে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টি তো চলছেই। ফলে পূর্ব স্পেন কার্যত বন্যায় তলিয়ে গেছে। বৃষ্টির জেরে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার উপকূলের অবস্থাও বেশ খারাপ। ১৯৭৬ সালের পর, গত ৩০ বছরে ২৪ ঘণ্টায় এতটা বৃষ্টিপাত আর কোনও বছর হয়নি। ২৪ ঘণ্টা বা একদিনের হিসেবে গত কয়েক বছরে এটি রেকর্ড বৃষ্টি। যার জেরে স্পেনের আলমাসোরা বুরিয়ানা এবং ভিলাফ্র্যাঙ্কা শহর ভাসছে পানিতে।

তার উপর উত্তরাঞ্চলের ডেজার্ট ডি লেস পামেস পর্বতমালা থেকে প্রবল বেগে নেমে আসছে বৃষ্টির পানির ঢল। ফলে পরিস্থিতি হয়েছে আরও ভয়াবহ। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট সবই প্রায় ডুবতে বসেছে। এলাকায় উদ্ধারকাজে নেমেছে দমকল বাহিনী। বন্যায় আটকে পড়া মানুষদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারা। এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

সূত্র: ইনসাফ২৪

০৫ই এপ্রিল, ২০২০

দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর হাতে ৬ নারী ও ৫৪ শিশুসহ ২৫০ জন ফিলিস্তিনি গ্রেফতার

সারা বিশ্ব এখন 'করোনা ভাইরাস' আতঙ্কে আতঙ্কিত। এমনকি ইসরায়েলেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনা ভাইরাস। আর এই করোনা মহামারীর মধ্যেও থেমে নেই দখলদার ইসরায়েলের সন্ত্রাসী কার্যক্রম। গত মার্চ মাস ছিল করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের হট-টাইম। আর এই মার্চ মাসেই দখলদার সেনাবাহিনী দখল করা ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলিতে অধিক আগ্রাসন ও গ্রেফতার চালিয়েছে। গত ৩ এপ্রিল প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে মিডলইস্ট মনিটর জানিয়েছে, মার্চ মাসে গ্রেফতার করা হয়েছে ৫৪ নারী-শিশুসহ ২৫০ জন ফিলিস্তিনিকে।

গত বৃহস্পতিবার(২ এপ্রিল) ফিলিস্তিনের "প্রিজনার সেন্টার ফর স্টাডিজ" জানিয়েছে যে, মার্চ মাসে দখলদার বাহিনী ২৫০ জন ফিলিস্তিনি নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে। যাদের মধ্যে ৫৪ জন শিশু এবং ৬ জন মহিলা রয়েছে।

গত মাসে দখলদার বাহিনী গাজা উপত্যকা থেকে ৮ জন ফিলিস্তিনি মুসলিম নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছিল। যাদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন ব্যবসায়ী, যারা এরিজ এলাকা পারাপারের সময় গ্রেপ্তার হয়েছিল এবং গাজা উপত্যকার পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করার সময় আরও ৫ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

দখলদার সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটি ফিলিস্তিনি মহিলাদের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের টার্গেট করে গ্রেপ্তার করেছে। যাদের বেশিরভাগই অধিকৃত জেরুজালেমের বাসিন্দা।

ফিলিস্তিনের প্রিজনার সেন্টার ফর স্টাডিজের মুখপাত্র ও গবেষক রিয়াদ আল-আশকার নিশ্চিত করেছেন যে, বিশ্বের এই ব্যাতিক্রমী পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনি নারী-শিশুদের অব্যাহত গ্রেপ্তার ফিলিস্তিনিদের জীবনকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তুলছে যা পুরো বিশ্বকে হতবাক করেছে ।

দখলদার জায়নবাদী কর্তৃপক্ষ কিছু বন্দীদের মুক্তি দিলেও তারা অসুস্থ, প্রবীণ, নারী ও শিশুদের গ্রেপ্তার অব্যাহত রেখেছে।

আল-আশকার বন্দীদের প্রতি দখলমূলক আচরণকে তাদের জীবনের জন্য একটি স্পষ্ট অবহেলা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ গত মাসে জেলখানায় করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং এ মাসেও তা প্রত্যাখ্যান করেছে। বন্দীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দিতে অস্বীকার করা ছাড়াও যে সব বিদেশিদের গ্রেফতার করছে তাদেরকে কারাগারে আলাদা রাখার ব্যবস্থা না করে বন্দীদের একত্রে রাখছে। এর অর্থ হল শীঘ্রই কারাগারে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে।

তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন, কারাপ্রশাসন বন্দীদের দুর্ভোগ বাড়ানোর উপায় হিসাবে জেলখানার ক্যান্টিন থেকে প্রয়োজনীয় কোন উপকরণ সাবান,টুথপেষ্ট, শেভিং ক্রিম ইত্যাদি ক্রয় করতে দিচ্ছেনা।

অপরদিকে ফিলিস্তিনিদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রথমবারের মতো জারি করা ৪০ টি নতুন আইন সহ ৫ টি প্রশাসনিক আইন জারি করেছে দখলদার ইসরাইলি আদালত। বন্দীদের মধ্যে অনেকেই মুক্তি পাওয়ার পরপরই প্রশাসনিক আইন দ্বারা পুনরায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

"প্রিজনার সেন্টার ফর স্টাডিজ" সংস্থাটি দখলদার কর্তৃপক্ষের আগ্রাসন ও গ্রেপ্তার নীতি বন্ধ ও নারী-শিশু এবং অসুস্থ বৃদ্ধ বন্দীদের মুক্তির জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরপ্রতি জোর আহবান জানিয়েছে।

প্রণোদনা নাকি আল্লাহ সাথে যুদ্ধ ঘোষণা

আজ রোববার (০৫/০৪/২০২০) সকাল ১০টায় গণভবন থেকে প্রেস কনফারেন্স করে প্রধানমন্ত্রী শেইখ হাসিনা। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণের জন্য নতুন করে ৬৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার কথিত প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় এই প্রেস কনফারেন্সে। কথিত প্রণোদনার আড়ালে মূলত মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে হাসিনা সরকার। প্রণোদনার টাকার অংক বিশাল শোনা গেলেও এই অর্থ সরাসরি দরিদ্র মানুষকে দেয়া হবে না। পাঁচটি প্যাকেজ আকারে প্রণোদনার অর্থ প্রদান করা হবে । প্যাকেজের দিকে তাকালেই সেবার নামে প্রতারণার চিত্র পরিষ্কার উঠে আসবে । প্যাকেজে বলা হয়েছে,

প্যাকেজ-১: ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল–সুবিধা দেওয়াঃ
ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণের ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংশ্লিষ্ট শিল্প বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ সুদভিত্তিক ঋণ দেওয়া।

এ ঋণের সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ঋণগ্রহীতা শিল্প বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে । অবশিষ্ট ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-২: ক্ষুদ্র (কুটিরশিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদান: ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনসের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ সুদভিত্তিক ঋণ দেবে।

এ ঋণে সুদের হারও হবে ৯ শতাংশ। ঋণের ৪ শতাংশ সুদ ঋণগ্রহীতা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-৩: বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (ইডিএফ) সুবিধা বাড়ানো:
ব্লক টু ব্লক এলসির আওতায় কাঁচামাল আমদানি–সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইডিএফের বর্তমান আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হবে। ইডিএফের বর্তমান সুদের হার LIBOR + ১.৫ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হবে।

প্যাকেজ-৪: প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন সুদভিত্তিক ঋণ চালু করবে। এ ঋণসুবিধার সুদের হার হবে ৭ শতাংশ।

প্যাকেজ-৫: রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন–ভাতা পরিশোধ করার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার একটি আপৎকালীন কথিত প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে শেইখ হাসিনা।

এভাবে পুরো প্যাকেজ জুড়েই সুদভিত্তিক ঋণের ছড়াছড়ি । সুদ একটি চরম মানবতাবিরোধী অপরাধ। আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় হারাম বিষয় ।মহামহিম আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর । পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে,

"যদি তোমরা (সুদ) পরিত্যাগ না করো তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"(সূরা বাকারা- ২৭৯)

আবূ জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং যে ব্যক্তি সুদ দেয় উভয়ের উপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৬২)

করোনা ভাইরাসের আক্রমণে দেশবাসী যখন উদ্বিগ্ন , কর্মহীন , অসহায় । আর তখনই তাগুত সরকার জনগণকে সুদের জঘন্য পাপাচারে উৎসাহিত করছে । একদিকে অসহায় মানুষের উপর অন্যায় করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ লুণ্ঠন করছে আর অন্যদিকে সে অর্থ দিয়েই ঋণের নামে সুদ নেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে । সাধারণ মানুষের বাস্তবিক কোন উপকারের

লক্ষণ নেই আওয়ামীলীগ ঘোষিত এই প্রণোদনা প্যাকেজে । বরং আল্লাহর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে, জনগনকে সুদ দিতে বাধ্য করে আরো ভয়ঙ্কর বিপদের মাঝে ফেলতে চাচ্ছে বাংলাদেশের অসহায় মানুষদের।

লেখক: রেদোয়ান সায়িদ, ইসলামী চিন্তাবিদ।

লকডাউনে দুই সপ্তাহ ফাঁকা, তবুও ঢাকার বাতাসের মান এখনো 'অস্বাস্থ্যকর'

মহামারি করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকলেও এ শহরের বাতাসের মানের কোনো উন্নতি হয়নি।

বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় রোববার সকালে তৃতীয় খারাপ অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। সকাল ৮টা ০৪ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে (একিউআই) জনবহুল এ শহরের স্কোর ছিল ১৭৪। যার অর্থ ঢাকার বাতাসের মান এখনো 'অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে। নয়া দিগন্ত

একিউআই স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে নগরবাসীর প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়তে পারে, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও রোগীরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

বিশ্বের দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই ও চীনের শেনইয়াং যথাক্রমে ৩১৩ ও ২৪৪ একিউআই স্কোর নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় খারাপ অবস্থানে রয়েছে।

প্রতিদিনের বাতাসের মান নিয়ে তৈরি করা একিউআই সূচক একটি নির্দিষ্ট শহরের বাতাস কতটুকু নির্মল বা দূষিত সে সম্পর্কে মানুষকে তথ্য দেয় এবং তাদের জন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তা জানায়।

একিউআই সূচকে ৫০ এর নিচে স্কোর থাকার অর্থ হলো বাতাসের মান ভালো। সূচকে ৫১ থেকে ১০০ স্কোরের মধ্যে থাকলে বাতাসের মান গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়। একিউআই স্কোর ১০১ থেকে ১৫০ হলে সাধারণ নগরবাসী বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থ রোগীরা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

একিউআই স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ তা জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। একিউআই স্কোর ৩০১ থেকে ৫০০ বা তারও

বেশি হলে বাতাসের মান ঝুঁকিপূর্ণ মনে করা হয়। এসময় স্বাস্থ্য সতর্কতাসহ প্রত্যেক নগরবাসীর জন্য জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হয়।

চিকিৎসার বেহাল দশা- করোনায় মৃত নারী, ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হলো ‘ব্রেন স্ট্রোক’!

নারায়ণগঞ্জের বন্দরের রসুলবাগে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী এক নারীর হাসপাতালের রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ ব্রেন স্ট্রোক উল্লেখ করা হলেও পরবর্তীতে নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে।

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার রসূলবাগ এলাকায় করোনায় মৃত নারীর ছেলে মোহাম্মদ পাভেল আক্ষেপ প্রকাশ করে গতকাল শনিবার মোবাইল ফোনে এ কথা জানান।

পরীক্ষার রিপোর্ট গতকাল শনিবার ইমোতে পাঠিয়ে মৃত নারীর ছেলে বলেন,‘ মা শুধু একটি কাশি দিয়েছিল। এক কাশির অপরাধে ঢামেকে ভর্তি নেওয়া হলো না। কুর্মিটোলায় যখন গেলাম কোনো ডাক্তার নেই। আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা মায়ের চিকিৎসায় আকুতি মিনতি করেছি একটু ছুঁয়েও দেখেনি কেউ। মাকে ধরার জন্য সামান্য একটু হেক্সিসল চেয়েছিলাম তাও দেয়নি। ভর্তি নেওয়ার পর একজন ওয়ার্ডবয় বা নার্স এগিয়ে আসেনি রোগীকে খাটে তুলতে। তাই হুইল চেয়ারে বসেই আমার মা মারা যায়। মরে যাওয়ার পর ডাক্তারের অভাব নেই। মৃত্যুর পর মৃত্যু সনদ (ডেথ সার্টিফিকেটে) লেখা ছিল মৃত্যুর কারণ ব্রেন স্ট্রোক। কিন্তু মৃত্যুর দুদিন পর ধরা পড়ল করোনাভাইরাস।’

মৃত নারীর ছেলে আরও বলেন, ‘এবার আপনারাই বলেন, ব্রেন স্ট্রোক করে মারা যাওয়া মাকে কি জানাজা দেবো না?’

ওই সময় তিনি ইমোতে করোনায় মৃত মা পুতুল বেগমের (৫০) ডেথ সার্টিফিকেটের কপি সরবরাহ করে বলেন, ‘দেখেন কুর্মিটোলা থেকেই আমার মা যে ব্রেন স্ট্রোকে মারা গেছে তা লিখে দিয়েছে।’

তিনি ভীতি প্রকাশ করে বলেন, ‘আমাদের বাড়িসহ এলাকার ১০০ পরিবারকে লকডাউন করা হয়েছে। বাড়ির সামনে এসে রাতের আঁধারে চিৎকার করে কে বা কারা প্রতিদিন হুমকি দিয়ে বলছে, তোদের একটা একটা করে মেরে ফেলব। কারণ আমরা নাকি করোনায় মৃত আমার

মায়ের জানাজা দিয়েছি। কিন্তু আমরা তো আমার মাকে করোনা রোগী হিসেবে জানাজা দেই নাই। দিয়েছি ব্রেন স্ট্রোকের রোগী নির্ণয় করে।'

কারোনায় মৃত মা পুতুলের চিকিৎসা ও অসুস্থতার বর্ণনা দিয়ে পাভেল বলেন, 'আমি শহরের ১ নম্বর রেলগেট এলাকায় কসমেটিক দোকান নিউ কদমরসূল স্টোরে চাকরি করি। আমার মা পুতুল দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগে ভুগছিল। গত ২৯ মার্চ মায়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। প্রথমে আমরা তাকে নারায়ণগঞ্জ খানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কোনো চিকিৎসা হয়নি। পরে আমাদের পরিচিতি থাকায় শহরের ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে আমাদের পরিচিত থাকায় ডাক্তার কিছু টেস্ট দেয়। পরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাতাপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে রাতে ডিউটিরত ডাক্তার আমার মাকে বাইরে রেখে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওই সময় তিনি আমার মায়ের রোগের কথা শুনে ভর্তি নেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু একটি কাশি সব উলট পালট করে দেয়। বাইরে থাকা রোগী আমার মা একটি কাশি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলে দেয় ওনাকে ভর্তি নেওয়া যাবে না। তাকে কুর্মিটোলায় নিয়ে যান।'

'আমরা কি করব ভেবে না পেয়ে মাকে ফের নারায়ণগঞ্জ নিয়ে আসি। কিন্তু মায়ের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। ৩০ মার্চ দুপুরের দিকে নারায়ণগঞ্জের সকল ক্লিনিক ও হাসপাতালে যোগাযোগ করি কিন্তু কোথাও ডাক্তার নেই। পরে দুপুর ১টায় কুর্মিটোলা নিয়ে যাই। সেখানে হাসপাতালে নেওয়ার পর নার্সরা কেউ ছুঁয়েও দেখে নাই রোগীকে। সেখানে কোনো ডাক্তার ছিল না। আমি যখন মায়ের কথা বলি নার্সরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল আর হাসছিল। পরে আমি চিৎকার করলে তারা ভর্তি নেয় কুর্মিটোলার বি ওয়ার্ড ৪৭ নম্বর বেডে। কিন্তু মায়ের ওজন খুব ভারী ছিল। অন্তত ৯০ কেজি হবে। আমি মাকে ধরার জন্য একটু হেক্সিসল দিতে বললে নার্সরা বলে দেয়, এগুলো সরকারি দেওয়া যাবে না। মায়ের ওয়ার্ডে মাকে বেডে শুয়াতে আমি ও আমার স্ত্রী অনুমতি পাই। দুজন মিলে মাকে আর বেডে তুলতে পারছিলাম না', বলেন পাভেল।

তিনি বলেন, 'নার্সদের ডাকলাম কেউ কাছে আসেনি। ওই সময় পাশের বেডে আরেক রোগীর সঙ্গে আসা এক যুবক বলল, আমি এখানে পাঁচ দিনেও কোনো ডাক্তার দেখি নাই। পরে আমি বাইরে গিয়ে অনেক প্রতিবাদ করি। পরেই একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আসে নার্সরা। কিন্তু অক্সিজেন সরবরাহ পাইপে কোনো মাস্ক লাগানো ছিল না। বাধ্য হয়ে মাকে শুধু পাইপ দিয়ে অক্সিজেন দেই। ধীরে ধীরে মায়ের শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। এক পর্যায়ে মা মারা যায়।'

নিহত নারীর ছেলে বলেন, 'মায়ের চিকিৎসার অবহেলা দেখে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি আমার কুর্মিটোলা দরকার নাই। আমার মাকে ছেড়ে দেন চলে যাব। কিন্তু নার্সরা তখন বলছিল এখানে থাকলে ১৪ দিন পর ছাড়া আর বের হতে পারবেন না। মারা যাওয়ার পর ডাক্তারের

অভাব নাই। চারদিক দিয়ে মায়ের লাশ ঘিরে ধরলো ডাক্তাররা। এই পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা করল। কিন্তু ততক্ষণে তো মা আর নাই।'

পাভেল বলেন, 'মায়ের নাক দিয়ে রক্ত বের হইছিল। জিজ্ঞেস করাতে ডাক্তার বলেন, ব্রেন স্ট্রোক করে মারা গেছে। করোনার কথা বলেও নাই। ডেথ সার্টিফিকেটেও ব্রেন স্ট্রোকের কথা লেখা আছে। পরে লাশ কুর্মিটোলা থেকে ডাক্তার আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে। আমরা লাশ নিয়ে যেহেতু মা করোনায় মারা যায় নাই সেহেতু স্বাভাবিকভাবে জানাজা সম্পন্ন করেছি। কিন্তু আমরা যদি জানতাম মা করোনায় মারা গেছে তাহলে তো সতর্কতা নিয়ে লাশ দাফন করতাম।'

তিনি ডেথ সার্টিফিকেটের কপি ইমোতে সরবরাহ করে বলেন, 'এখন এলাকার মানুষজন আমাদের ওপর ক্ষিপ্ত। অনেকেই ভুল বুঝছে। এমনকি বাড়ির বাইরে এসে নানাভাবে চিৎকার করে বলে যাচ্ছে তোদের সব কয়টাকে একটা একটা করে মেরে ফেলব।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের বাড়ির আশে পাশে প্রায় ১০০ পরিবারকে লকডাউন করা হয়েছে। কিন্তু অনেকের বাসায় খাদ্য নাই। অনেক সমস্যা চলছে। আমার পাশের বাড়ির লালন মিয়া ও ডলি বেগমসহ অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, কোথা থেকে কেউ খাবার দিয়ে যাচ্ছে না। তারা বেরও হতে পারছে না।'

ভারতে মুসলিম নির্যাতনের নয়া ছক আঁকছে হিন্দুরা!

ভারতে মুসলিমদের উপর নির্যাতনের নয়া ছক আঁকছে হিন্দুরা। একদিকে নানা ধরণের মিথ্যা অজুহাতে মুসলিম বিদ্বেষ উস্কে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে মুসলিমদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নেমেছে হিন্দুরা। সম্প্রতি ভারতের তাবলিগ জামাআতের নিজামুদ্দিন মারকাজে লকডাউনের কারণে আটকে পড়া মুসলিমদের নিয়ে ব্যাপক মিথ্যাচার ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে ভারতীয় সন্ত্রাসী হিন্দুগোষ্ঠী। তারা এখন করোনাভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার দায় চাপাচ্ছে মুসলিমদের উপর। আর, এ মিথ্যাচারের মাধ্যমে সারা ভারতজুড়েই এখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। মুসলিমদেরকে বয়কট করার ঘোষণাও দিচ্ছে হিন্দুরা। হিন্দুদের এরকম নিকৃষ্ট আচরণের শিকার হয়ে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করে বিষয়টি নজরে আনেন একজন ভারতীয় মুসলিম। মুফাসসির মল্লিক নামের একজন ভারতীয় হিন্দুদের নিকৃষ্ট আচরণের শিকার হন। তিনি জানান, তার বাড়ির পাম্প খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এটি ঠিক করার জন্য দু'জন হিন্দু মিস্ত্রিকে ফোন করেছিলেন। মুখের উপর দু'জনেই জানিয়ে

দিয়েছে, নিজামুদ্দিন ঘটনার কারণে তারা কোনো মুসলিম এলাকায় ঢুকবে না। এর আগে, ভারতের রাজস্থানে এক গর্ভবতী মুসলিম মহিলাকে কেবল মুসলিম হওয়ার কারণে চিকিৎসা দেয়নি হিন্দু চিকিৎসক। পরে রাস্তায় এম্বুলেন্সের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেন ঐ মহিলা। কিন্তু, সন্তানটি মারা যায়। এভাবে মুসলিমদের বয়কট করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে হিন্দুরা।

ইকুয়েডরের রাস্তায় পড়ে আছে করোনায় মৃতদের লাশ

ইকুয়েডরের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর গুয়ায়াকিলে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। জনশূন্য রাস্তাঘাটে পড়ে রয়েছে মানুষের মরদেহ। কিছু মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না মৃতদেহের দিকে।

দেশটির কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা এসব মরদেহ সংগ্রহ করছে। গতকাল মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়। সিএনএনের তথ্য অনুযায়ী, জনবহুল শহর গুয়ায়াকিলের হাসপাতালগুলোতে অসুস্থ রোগীদের জন্য কোনো শয্যা খালি নেই। মর্গ কিংবা কবরস্থানেও জায়গা হচ্ছে না।

সেখানকার অনেক বাসিন্দা জানিয়েছেন, মরদেহ রাস্তায় ফেলে রাখা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। হাসপাতালে জায়গা না পাওয়ায় অনেকে বিনা চিকিৎসায় বাড়িতেই মারা যাচ্ছেন। শহরটিতে ঠিক কতজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন- তার কোনো সঠিক তথ্যও নেই।

৩০ মার্চ বার্তা সংস্থা রয়টার্সে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে ফার্নান্দো এসপানা নামে এক ব্যক্তিকে বলতে দেখা গেছে, আমাদের পরিবারে একজন সদস্য অসুস্থ হওয়ায় আমরা পাঁচ দিন ধরে কর্তৃপক্ষের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা ৯১১-এ কল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারা কেবল আমাদের অপেক্ষা করার জন্য বলছেন, কিন্তু কেউ আসছেন না।

দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২৩ থেকে ৩০ মার্চের মধ্যে শহরটির বিভিন্ন বাড়ি থেকে ৩০০টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে ইকুয়েডরের ন্যাশনাল সার্ভিস অব রিস্ক অ্যান্ড ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ জানিয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত দেশটিতে ৩ হাজার ৩৬৮ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন ১৪৫ জন। এর মধ্যে ১০২ জনই গুয়ায়িকি প্রদেশের, যেখানে গুয়ায়াকিল শহরটির অবস্থান।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ মাসে শুধু গুয়ায়াকিল শহরেই ২ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার ৫০০ জনের মৃত্যু হতে পারে।

ভারতে মুসলিম হওয়ায় গর্ভবতী মহিলাকে চিকিৎসা দিলো না হিন্দু ডাক্তার

মুসলিম হওয়ায় একজন গর্ভবতী মহিলাকে ভর্তি নেয়নি ভারতের রাজস্থানের একটি সরকারি হাসপাতালের এক মালাউন চিকিৎসক। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অন্য হাসপাতালে যাওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই সন্তান প্রসব করেন ওই মহিলা। তবে শিশুটি বাঁচেনি বলে জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে।

মহিলার স্বামী ইরফান খান বলেন, "আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। ওর প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। সিক্রি থেকে জেলা সদরে অবস্থিত জানানা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু সেখানের ডাক্তাররা বললো, আমাদের জয়পুর যাওয়া উচিত কারণ আমরা মুসলিম। আমি যখন আমার স্ত্রীকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে আমাদের সন্তানের জন্ম দেয় কিন্তু শিশুটি মারা যায়। আমার সন্তানের মৃত্যুর জন্য আমি প্রশাসনকে দায়ী করি।"

এর আগে ভারতে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার জন্য হিংসাত্মকভাবে মুসলিমদেরকে দায়ী করে ভারতের মুশরিক হিন্দুরা। এবার, এক গর্ভবতী মুসলিম মহিলাকে কেবল মুসলিম হওয়ার কারণে চিকিৎসা দেয়নি হিন্দু ডাক্তাররা। এভাবে ভারতে প্রতিনিয়তই ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকে ছড়ায় করোনা! ব্রিটেনে ছড়ালো নতুন গুজব

ব্রিটেনে ইন্টারনেটের ফাইভজি প্রযুক্তি থেকে করোনাভাইরাস ছড়ায় বলে আশঙ্কা থেকে টেলিকম স্থাপনায় হামলার ঘটনা ঘটেছে। মিডিয়ার ভাষায়, এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বে বিশ্বাস করে দেশটিতে সম্প্রতি মোবাইল ফোনের তিনটি সংযোগ টাওয়ারে আগুন দেয়া হয়েছে। যে ঘটনায় তদন্ত চলছে বলে গার্ডিয়ান ও রয়টার্সের বরাতে জানিয়েছে সময় নিউজ।

লিভারপুলের মেয়র জো আন্ডারসন বলেন, এই অদ্ভুত তত্ত্ব নিয়ে আমার কাছে হুমকি এসেছে। সামাজিকমাধ্যমগুলোতে তা আরও গতি পাচ্ছে।

শুক্রবার জরুরি সার্ভিসকে ফোনে জানানো হয় যে রাত ১১টার কিছু আগে একটি ফাইভজি মাস্তুলে আগুন লেগেছে। পুলিশও এই ঘটনা নিশ্চিত করেছে।

বৃহস্পতিবার মিডিয়া রেগুলেটর অফকম জানায়, এই ভুল ষড়যন্ত্র তত্ত্ব কারা প্রচার করেছে, তা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যদিও হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, টুইটার ও নেক্সডোরের মতো সামাজিকমাধ্যমগুলোতে তা ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

ডাউনিং স্ট্রিটের সংবাদ সম্মেলনে শনিবার মাইকেল গভ বলেন, বিপজ্জনক অর্থহীন তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে। আর এই ভুয়া খবরের নিন্দা জানিয়েছেন এনএইচএস ইংল্যান্ডের জাতীয় চিকিৎসা পরিচালক অধ্যাপক স্টিভ পাওয়েস।

তিনি বলেন, আমি খুবই ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। জরুরি স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনীয় অবকাঠামোতে হামলা চালানো হয়েছে। এটা সত্যিই বাজে কাজ।

লিভারপুলের ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই এই অদ্ভুত তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে আন্ডারসন বলেন, সব বৈজ্ঞানিক ও সরকারি পরামর্শে দেখা গেছে যে প্রযুক্তি মানুষের জন্য ক্ষতিকর না!

রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সম্প্রতি মোবাইল ফোনের মাস্তুল ভাঙচুর ও উত্তর ইংল্যান্ডের মার্সিসাইড এবং মধ্য ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে টেলিকম কর্মীদের হয়রানি করা হয়েছে। এমন এক সময় এই সংযোগ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, যখন লোকজনের কাছে এটির প্রয়োজন খুবই বেশি।

বার্মিংহামে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় টেলিকম কোম্পানি বিটির মালিকানাধীন একটি নেটওয়ার্ক টাওয়ারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এখান থেকে লোকজনকে টুজি, ত্রিজি ও ফোরজি সেবা দেয়া হচ্ছিল। এখনো ফাইফজির সক্ষমতা অর্জন করেনি সেটি।

এভাবে, আল্লাহ তা'য়ালা করোনাভাইরাসের মতো ক্ষুদ্র এক বাহিনীর মাধ্যমে ইসলামবিদ্বেষী কথিত জ্ঞানীগোষ্ঠীর জ্ঞান ও শক্তির স্বরূপ উন্মোচন করছেন।

করোনা ভাইরাসের কারণে ‘শিগগিরই ব্যাংক লুটপাট, কর্মী ছাঁটাই শুরু হবে’

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার মুখে পড়েছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর আড়াই ট্রিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন পড়বে।

এমনটাই জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা। তিনি বলেন, এ মন্দা ২০০৯ সালের চেয়েও বিপদজনক। আর এ ক্ষতি থেকে ঘুড়ে দাঁড়াতে সময় লাগবে ২০২১ সাল পর্যন্ত।

তবে বিশ্ব অর্থনীতি হঠাৎ যেভাবে অচল হয়ে গেছে, তাতে খুব শিগগিরই ব্যাংক লুটপাট আর কর্মী ছাঁটাই শুরু হবে। ঝুঁকি বুঝতে পেরে অনেক দেশই মুদ্রানীতি ও বাজেটে পরিবর্তন আনতে শুরু করেছে। এ ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে চীনের প্রবৃদ্ধি কমবে বলেও জানিয়েছেন আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা।

তিনি বলেন, আমরা উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলো থেকে অনেক আর্থিক সহায়তার অনুরোধ পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত ৮০টি দেশ অর্থ সহায়তা চেয়েছে। ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় অর্থনীতি স্থবির হয়ে গেছে, অর্থের লেনদেন কমেছে, রফতানিও কমেছে। এ স্থবিরতাকে স্বাভবিক অবস্থায় ফেরাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগগুলো বেশ ভালো। এদিকে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়েছে। মহামারি এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে ৬ লাখের বেশি মানুষ। আক্রান্তের দিক দিয়ে শীর্ষে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শুধু ইতালিতেই ১০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছেন। স্পেনে সেই সংখ্যাটা ৫ হাজারের বেশি। ওয়ার্ল্ডওমিটারে এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

সূত্র: সময় নিউজ/ বিডি জার্নাল

ঝুঁকি শুধু গার্মেন্টসকর্মীরা নেবে কেন? ওরা কি করোনাজয়ী?

ঢাকা আর চট্টগ্রামে ফিরছে গার্মেন্টসকর্মীরা। দলে দলে, বাসে বা ট্রাকে মুরগিবোঝাই হয়ে এমনকি পায়ে হেঁটে। ফিরছেন তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। শনি বা রোববার থেকে যে খুলে গেছে কারখানা। ফিরতেই হবে।

সারা দুনিয়ার সব ভাল ভাল জায়গা লকডাউন হচ্ছে, চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, স্কুল কলেজ সব বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের কিছুই হচ্ছে না! স্কুল বন্ধ, অফিস বন্ধ এমনকি বাইরে বেরোলে ডাণ্ডা বা কান ধরানো সবই করা হলো একে একে। ঘোষণা হল দুই সপ্তাহের বন্ধ। ঘরে থাকুন, বাইরে বের হবেন না। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং করুন।

সেই বন্ধে চলে যাওয়ার সময়ও আমার আপনার আদরের ফেসবুকে দারুণ ঘৃণা কুড়িয়েছিল ওরা। সরকার দুই সপ্তাহের ঘোষণা করলো কী করলো না হুড়মুড়িয়ে ছুটি কাটাতে চলে যাচ্ছে ওরা। দেখেন কীভাবে চলে যাচ্ছে।

হ্যালো। জ্বি আপনাকেই বলছি। ওরা চলে যাবে না তো কী করবে? গাদাগাদির ১০ ফুট বাই ১০ ফুট ঘরে থেকে শতেক জনে এক বাথরুম আর শদুয়েক জনের রান্নাঘরে কোয়ারান্টাইন বা আইসোলেশন হবে? কী ভাবি আসলে আমরা? নাকি আমরা জানিই না যে, এই খেটে খাওয়া মানুষগুলো ঢাকায় প্রপার ঘরে থাকে না?

ওরা চলে যায় কারণ এই শহরে ওদের ঘর নেই, আছে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই। ওরা ফিরে আসে কারণ ওদের শুধু বাঁচলেই হবে না বাঁচাতে হবে মুল্যবান চাকুরিখানাও। পেতে হবে ঘাম আর শ্রমের দাম।

এই দেখেন, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সরকারের নির্দেশে আর সব কিছু ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ, শুধু খুলে যাচ্ছে তৈরি পোশাকের কারখানা। আজও দেখলাম বড়সাহেবরা আমাদের বলছেন আমরা যেন কাজ ছাড়া বাইরে না যাই, তিন চারদিন আগেই দেখেছি কড়াকড়ি আরোপ করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আর সেনাবাহিনী হচ্ছে কঠোর। কারণ এই দুই সপ্তাহ নাকি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার। গার্মেন্টসকর্মীদের কী আক্রান্ত ভয় নেই, ওরা কী করোনাজয়ী? বিজিএমইএ সভাপতি ড. রুবানা হক বলেছেন, যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েই যাদের অর্ডার আছে তারা কারখানা খোলা রাখতে পারবেন। কী এই যথাযথ ব্যবস্থা? এই যথাযথ ব্যবস্থা আর কোনো ক্ষেত্রে নেওয়া গেল না কেন? নাকি ওরা আমাদের জন্য টাকা আনে সেই টাকায় আমাদের ফ্লাইওভার হয় স্যাটেলাইট হয় বলে ওদের কাজ করেই যেতে হবে?

সরকারের যদি এই কারখানাগুলো চালু রাখতেই হতো তাহলে আমাদের এটাও দেখাতে হতো যে মালিকেরা তাদের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছেন? আর তা নিশ্চিত না করতে পারলে ওদের সঙ্গে সংহতি রেখে খুলে দেওয়া উচিত ছিল অফিস আদালত ব্যাংক বীমা বাজার স্কুল সবকিছু। ঝুঁকি শুধু ওরা নেবে কেন? ওদের কী অপরাধ?

বাংলাদেশে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে সোয়া ৪ কোটি মানুষ!

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর অনেক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা মিলছে না বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে, সম্প্রতি চিকিৎসা সেবা না মেলায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তিনি কিডনি, ফুসফুসে পানি জমা, নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি নিয়মিত চিকিৎসা নিতেন। কিন্তু গত বুধবার তার ভর্তি নেয়নি সেই হাসাপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর আরো কয়েকটি হাসপাতালে চেষ্টা করেও তার স্বজনরা চিকিৎসা পেতে ব্যর্থ হন। সেদিন রাত ১০টার দিকে মগবাজারের রাশমনো হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মারা যান তিনি। তার মেয়ে মাসুদা পারভীন চম্পা দাবি করেছেন, তার মায়ের করোনাভাইরাস সংক্রমণের কোনো লক্ষণ ছিল না। তারপরও আতঙ্কের কারণেই হাসপাতালগুলো চিকিৎসা দেয়নি।

অধ্যাপক মোস্তফা বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে পাঁচ থেকে ছয় লাখ ক্যান্সারের রোগী রয়েছেন। প্রতি বছর ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার মানুষ ক্যান্সারে মারা যান। তার মতে, ক্যান্সার প্রতিদিনই ছড়াতে থাকে, যার চিকিৎসা না হলে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

কিডনি ফাউন্ডেশনের হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় আড়াই কোটি থেকে তিন কোটি মানুষ কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত। প্রতি বছর ৪০ হাজার রোগীর কিডনি অকার্যকর হয়, প্রায় ৩০ হাজার মানুষ মারা যান বছরে। ডায়বেটিসে আক্রান্তদের মধ্যে ১১ ভাগ মানুষ কিডনি সমস্যায় ভুগছেন। দেশে উচ্চ রক্তচাপের রোগী আছেন তিন কোটি। এসব রোগীদেরও কিডনি সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভবনা বেশি।

ইন্টারন্যাশনাল ডায়বেটিসে ফেডারেশনের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৮৪ লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। তবে দেশের ডায়বেটিক সমিতির জরিপ অনুযায়ী এই সংখ্যা দ্বিগুণ। তাদের হিসেবে শতকরা ৮ ভাগ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। সেই হিসেবে ১৬ কোটি মানুষের দেশে সংখ্যাটি দাঁড়ায় এক কোটি ২৮ লাখে।

অধ্যাপক মোস্তফা বলেন, কিডনি, ক্যান্সার বা ডায়বেটিসে আক্রান্তদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। এ কারণে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ হলে এ ধরনের রোগীদের মৃত্যু ঝুঁকি বেশি থাকে। তারা নিয়মিত চিকিৎসা না পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, প্রতি বছর এই সময়ে অনেকের জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা হয়। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস বা কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদেরও জ্বর, সর্দি, কাশি হতে পারে। তাই বলে তাকে সেবা না দেওয়া অমানবিক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, ‘বেসরকারি হাসপাতালগুলোর এই ধরনের আচরণ খুবই অন্যায়।

সূত্র: ডয়চে ভেলে

চিকিৎসার পরিবর্তে তাবলিগের লোকদের গুলি করে মারা উচিত : মালাউন রাজ ঠাকরে

ভারতের 'মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা' (এমএনএস) প্রধান মালাউন রাজ ঠাকরে তাবলিগ জামাতের লোকদের চিকিৎসার পরিবর্তে তাদের গুলি করে মারা উচিত বলে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তিনি গত (শনিবার) এ সংক্রান্ত মন্তব্য করেন।

দিল্লির নিজামুদ্দিনে তাবলিগ জামাতের মারকাজে এক কর্মসূচি থেকে করোনা ছড়িয়ে পড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র দেশজুড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র বিতর্ক ও মুসলিম বিদ্বেষী অপপ্রচারের মধ্যে এমএনএস প্রধানের ওই মন্তব্য প্রকাশ্যে এল।

রাজ ঠাকরে নিজামুদ্দিনের মারকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাবলিগ জামাতের সদস্যদের সম্পর্কে বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছি। এ ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করা হয়েছে। মারকাজের সাথে জড়িত এই জাতীয় লোকের কাজ সহ্য করার মতো নয়। সেজন্য, তাদের চিকিৎসা করার দরকার নেই, বরং তাদের গুলি করে মারা উচিত।

রাজ ঠাকরে আরও বলেন, দেশ এখন ভয়ঙ্কর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এরকম অবস্থায় ওরা ধর্মটাকেই বড় করে দেখছে। এর মধ্যে যদি কোনও ষড়যন্ত্র থাকে তাহলে তাবলিগ জামাতে থাকা লোকজনকে পেটানো উচিত। এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেই ভিডিও ভাইরাল করা উচিত।

সূত্র: পার্সটুডে

সৌদি আরবের বর্বর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইয়েমেনে পুরো পরিবার নিহত

দারিদ্র্যপীড়িত ইয়ামানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সা'দা প্রদেশ সৌদি আরবের বর্বর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পুরো একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। ইয়ামানের আরবি ভাষার আল-মাসিরা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক গতকাল (শনিবার) জানিয়েছে, ওই পরিবারের একজন বাবা, গর্ভবতী মা এবং দুই শিশু ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মারা গেছে।

সা'দা প্রদেশ সৌদি সীমান্তের কাছে অবস্থিত এবং সেখানে প্রায় প্রতিদিনই সৌদি আরব রকেট হামলা এবং গোলা বর্ষণ করে থাকে। সৌদি আরবের গোলাবর্ষণে সেখানে বহুসংখ্যক বেসামরিক নাগরিক এ পর্যন্ত হতাহত হয়েছে। এছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি বহু সম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে।

সারা বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসের মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে তখন সৌদি আরব দারিদ্র্যপীড়িত ইয়ামানের ওপর এই বর্বর হামলা চালালো।

এখন পর্যন্ত ইয়ামানে করোনাভাইরাসের রোগী পাওয়া যায় নি তবে যেকোনো মুহূর্তে যুদ্ধপীড়িত এই দেশটিতে তা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত ছয় বছরের সৌদি আগ্রাসনের কারণে ইয়েমেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং সেখানকার হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে সেখানে তা থামানো খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

সূত্র: পার্সটুডে

০৪ঠা এপ্রিল, ২০২০

৯ দিন অনাহারে-অর্ধাহারে রিকশাচালক সিরাজ

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ সদরের মীর বাড়ি এলাকার মৃত লালুমিয়ার বড় ছেলে প্রতিবন্ধী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (৬০) গত সাত মাস আগে ঋণ নিয়ে একটি অটোরিকশা ক্রয় করেন। কিস্তির টাকা এখনো শেষ হয়নি। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সরকার সকল যান-পরিবহন বন্ধ রেখেছে। তার জন্য গত ৯ দিন ধরে রিকশা চালাতে পারেনি প্রতিবন্ধী সিরাজ।

সরকার খেটে খাওয়া ও রিকশাচালক শ্রমিকদের জন্য জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে ত্রাণ পৌঁছানোর কথা বললেও সরেজমিনে তার চিত্র অন্যরকমই। এ রকম শত হতাভাগার কপালে জোটেনি এক মুঠো চাল। এ রকম চন্দনাইশের শত শত রিকশাচালক, দিনমজুর, মধ্যবিত্ত পরিবার না খেয়ে অর্ধাহারে জীবন যাপন করছে বলে একাধিক সূত্রে জানা যায়।

রিপোর্টঃ কালের কণ্ঠের

চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে বলায় শিক্ষার্থীকে পেটালেন ইউপি সদস্য

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় এক শিক্ষার্থীকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে ইউপি সদস্য ও তার লোকজনের বিরুদ্ধে।

কালের কণ্ঠের সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ধেরুয়াহাটি গ্রামের জুয়েল সরকার মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি এলাকায় নছিমন-করিমন, ভটভটি, ট্রলি ও রিকশা-ভ্যানচালকদের কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদা আদায় করেন। অবৈধভাবে চাঁদা আদায়ের প্রতিবাদ করে ধেরুয়াহটি গ্রামের আল মাহমুদের ছেলে বগুড়া আদর্শ কলেজের শিক্ষার্থী জাকির হোসেন তার ফেসবুক ওয়ালে একটি পোস্ট দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় জুয়েল সরকার ও তার লোকজন জাকির হোসেনকে পিটিয়ে জখম করে।

শিক্ষার্থীকে পেটানোর ঘটনায় থানায় অভিযোগ দেওয়ায় বৃহস্পতিবার ওই শিক্ষার্থী ও তার পরিবারের লোকজনকে মোবাইল ফোনে হুমকি দেয় জুয়েল সরকার। এ ঘটনায় শিক্ষার্থী জাকির হোসেনের বাবা আল মাহমুদ বাদী হয়ে জুয়েল সরকারসহ তিনজনের বিরুদ্ধে শুক্রবার থানায় আরো একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ইউপি সদস্য জুয়েল সরকার বলেন, আমার বিরুদ্ধে চাঁদা আদায়ের মিথ্যা অভিযোগের ঘটনায় তাদের সাথে কথাকাটাকটি হয়েছে। তাদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়নি। পূর্ব বিরোধের জের ধরে আমার বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে।

মৃতদেহ পোড়ানোর চেয়ে কবর দেওয়া উত্তম: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

মহামারিতে গণহারে মানুষ মারা গেলে লাশ পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে কবর দেওয়া উত্তম বলে মত দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। তবে মৃতদেহ সৎকারের ক্ষেত্রে ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি মান্য করারও আহ্বান জানানো হয়েছে। সংস্থাটির নিজস্ব ওয়েবসাইটে ‘রিস্কস পোজড বাই ডেড বডিস আফটার ডিজাস্টারস’ শিরোনামে প্রকাশিত নির্দেশনায় এমনটা বলা হয়েছে।

এই নির্দেশনায় আরও বলা হয়, সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে করোনাভাইরাসে মৃত ব্যক্তি থেকে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। তবে এর কোনো প্রমাণ মেলেনি। এমনকি প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ের পর কোনো লাশের শরীর মহামারি রোগ সৃষ্টি করে এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি। কারণ মহামারিতে মারা যাওয়ার পর মানুষের শরীরে ওই এজেন্টের বেশিরভাগই দীর্ঘ সময় জীবিত থাকে না। তবে লাশের সঙ্গে সংস্পর্শ অব্যাহত রাখলে যক্ষ্মা বা রক্তবাহিত ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। লাশ থেকে এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত কিছু ঝুঁকি থাকে। যেমন কেউ যদি কলেরা বা রক্তপ্রদাহজনিত জ্বরে (হেমোরেজিক ফিভার) মারা যান, তাহলে এটা ঘটতে পারে। রিপোর্টঃ আমাদের সময়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও জানিয়েছে, যেসব মানুষ নিয়মিত মৃতদেহ দাফন বা এর দাফন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাদের যক্ষ্মা, রক্তবাহিত ভাইরাস (যেমন হেপাটাইটিস-বি, সি এবং এইচআইভি) এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (যেমন কলেরা, ই-কোলি, হেপাটাইটিস-এ, রোটাভাইরাস ডায়রিয়া, সালমানেলোসিস, শিগেলোসিস এবং টাইফয়েড/প্যারাটাইফয়েড জ্বরে) সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে।

এ ক্ষেত্রে বেশকিছু পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তাতে বলা হয়েছে, যখন গণহারে মানুষ মারা যায় এবং মৃতদের আর শনাক্ত করা সম্ভব হয় না তখন লাশ পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে কবর দেওয়া উত্তম। জনস্বার্থের জন্য গণকবর কোনো সুপারিশকৃত বিষয় নয়।

এতে প্রচলিত সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগুলো লঙ্ঘিত হতে পারে। লাশের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় পারিবারিক প্রয়োজন ও সামাজিক রীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো উচিত।

করোনার কারণে বাংলাদেশি হজকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের কারণে ২০২০ চলতি বছরে হজ মৌসুমে মক্কা, মদিনা মনোয়ারা এবং জেদ্দার জন্য স্থানীয়ভাবে অস্থায়ী বাংলাদেশি হজকর্মী নিয়োগ পরীক্ষা সাময়িক স্থগিত করেছে জেদ্দা বাংলাদেশ হজ অফিস।

আজ শনিবার মক্কা বাংলাদেশ হজ অফিসের কাউন্সিলর মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান দৈনিক আমাদের সময়কে এ খবর নিশ্চিত করেন।

মাকসুদুর রহমান বলেন, 'করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা ও কারফিউর কারণে যেসব প্রবাসী বাংলাদেশিরা আবেদন করেছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার নির্ধারিত তারিখে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশ থেকে হজকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত করা হলো।'

আগামীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময় পুনঃনির্ধারণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে তা বিজ্ঞপ্তি ও মোবাইলে এসএমএস করে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান মাকসুদুর রহমান।

এদিকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সৌদি আরবে গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত চার বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া দেশটিতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৫। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৫১ জন ও আক্রান্ত আছেন ২ হাজার ৩৯ জন।

সময়সীমা বাড়লো গণপরিবহন বন্ধের

করোনাভাইরাসের মহামারির পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশব্যাপী চলমান গণপরিবহন বন্ধের সিদ্ধান্ত আগামী শনিবার (১১ এপ্রিল) পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

আজ শনিবার সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপপ্রধান (তথ্য কর্মকর্তা) মো. আবু নাছের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশব্যাপী চলমান গণপরিবহন বন্ধের সিদ্ধান্ত আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। তবে পণ্য পরিবহন, জরুরি সেবা, জ্বালানি, ঔষধ, পচনশীল ও ত্রাণবাহী পরিবহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। পণ্যবাহী যানবাহনে যাত্রী পরিবহন করা যাবে না।

এর আগে, করোনাভাইরাসের বিস্তাররোধে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশে গণপরিবহন বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়।

জোর করে মুসলিমদের মৃতদেহ পুড়িয়ে দিচ্ছে শ্রীলঙ্কা

কেউ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই পরামর্শ উপেক্ষা করে করোনায় মারা যাওয়া সকল মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলছে দ্বীপ রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা।

শ্রীলঙ্কায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন পাঁচজন যার মধ্যে দুজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী। ইসলামিক দাফনের রীতি লঙ্ঘন করে জোর করে তাদের মরদেহ পুড়িয়ে সৎকার করেছে শ্রীলঙ্কা সরকার।

মৃতদেহ সৎকারে মুসলিম রীতি না মেনে এমনকি মরদেহ ধৌত করতেও দেওয়া হয়নি বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে কাতারের সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল আল জাজিরা।

জানা গেছে, গত বুধবার কলম্বোর বাসিন্দা ৭৩ বছর বয়সী বিসরুল হাফি মোহাম্মদ জুনুস নামে এক ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর পরের দিন তার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিসরুল হাফির ছেলে ফয়েজ জুনুস জানান, এক সপ্তাহ আগে তার বাবার করোনা ধরা পড়ে। তার কিডনির সমস্যাও ছিল। করোনা সংক্রমণের ভয়ে তারা তার বাবার জানাজার নামাজ আদায় করতে পারেননি।

তিনি বলেন, 'আমার বাবার মরদেহ পুলিশ পাহারায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। যদি দাফনের বিকল্প থাকে তবে সরকারের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু পুড়িয়ে দেওয়াই একমাত্র বিকল্প নয়, আমরা ইসলামিক পদ্ধতি অনুসারে আমাদের প্রিয়জনকে কবর দিতে চাই।'

শ্রীলঙ্কার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গত মঙ্গলবার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া মানুষের দেহগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হবে। সেখানে আরও বলা হয়, মরদেহগুলো ধৌতও করা হবে না। একটি সিলযুক্ত ব্যাগ এবং একটি কফিনে রেখে পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

সফটওয়্যার সল্যুশন কোম্পানি ডারাক্সের পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারের তথ্য অনুযায়ী, শ্রীলঙ্কায় প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১৫৯ জন আর মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের।

বিশ্বের ২০৫টি দেশ ও দুটি প্রমোদতরীর ১১ লাখ ১৭ হাজার ৮৬০ জন আক্রান্ত হয়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে। মৃত্যুবরণ করেছে ৫৯ হাজার ২০৩ জন। এ ছাড়া এই ভাইরাসে সুস্থ হয়েছে প্রায় ২ লাখ ২৮ হাজার ৯৯০ জন।

সরকারের অব্যবস্থাপনায় ঢাকায় ফিরতে পথে-ঘাটে পোশাকশ্রমিকদের ঢল

বেসরকারি ও গার্মেন্টসকর্মীদের ঢাকায় ফিরতে দৌলতদিয়া ঘাটে প্রচণ্ড ভিড় চলছে আজ শনিবার দুপুর থেকেই। এতে সামাজিক দূরত্ব মানতে পারছে না তারা। ফলে করোনাভাইরাস ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অসংখ্য মানুষ শনিবার দৌলতদিয়া ফেলি ঘাটে এসে ভিড় করেছে পদ্মা পাড়ি দেয়ার জন্য। লঞ্চ ও অন্য ট্রলার পারাপার বন্ধ থাকায় শত শত মানুষ গাদাগাদি করে ফেরিতে পার হচ্ছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার কর্মমুখী মানুষ দৌলতদিয়া- পাটুরিয়া নৌ-পথ পাড়ি দিয়ে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছুটছেন। গণপরিবহন বন্ধ থাকায় ফরিদপুর-দৌলতদিয়া মহাসড়কে পায়ে হেঁটে, ভ্যান-ট্রলি এবং পিকআপ ভ্যানে করে নিজ নিজ গন্তব্যে ছুটছেন পোশাকশ্রমিকরা। শনিবার সকাল ১০টার দিকে এমন চিত্র দেখা যায় খুলনা-দৌলতদিয়া মহাসড়কে।

বিআইডব্লিউটিসি'র দৌলতদিয়া ঘাট ম্যানেজার আব্দুল্লা রনি জানান, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে এখন ১৩টি ফেরি চলাচল করছে। তবে আজ শনিবার থেকে গাড়ির চেয়ে মানুষই বেশি পার হচ্ছে। ফেরির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় একটা ফেরিঘাটে ভিড়ার সাথে সাথেই তাতে ওঠার জন্য মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। করোনা ছুটি শেষ হওয়ায় বেসরকারি চাকরিজীবি ও গার্মেন্টসকর্মী নারী-পুরুষ এক সাথে প্রত্যেক ফেরিতেই ভিড় করে পার হচ্ছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, খুলনা,ফরিদপুর-দৌলতদিয়া মহাসড়কের বিভিন্ন বাসট্যান্ডে ঢাকামুখী যাত্রীরা কেউ হেঁটে যাচ্ছেন আবার যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভালো তারা ভ্যান বা পিকআপে করে ছুটে চলছেন ঢাকার দিকে। অতি কষ্ট করে দৌলতদিয়া ঘাট পর্যন্ত আসতে এলাকা ভিত্তিক প্রতিজনের ভাড়া ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা লেগেছে। ভাড়া যেখানে ২ শ' থেকে আড়াই শ' টাকা আর সেখানে এক স্টপেজ থেকে অন্য স্টপেজে যাওয়ার জন্য ভাড়া গুণতে হচ্ছে এক শ' টাকা। তবুও অতিরিক্ত টাকা দিয়েই যাচ্ছেন পোশাকশ্রমিকরা।

ঢাকার মহাখালির পোশাক কারখানার শ্রমিক গোলেজান বিবি জানান, কারখানা খুলে গেছে তাই যাচ্ছি। আজ কারখানায় উপস্থিত না হতে পারলে যে কয়েক দিন ছুটি পাইছি সে কয়েক দিন অনুপস্থিত দেখাবে কর্তৃপক্ষ। যার কারণে অতিরিক্ত টাকা দিয়েই কারখানায় যাচ্ছি। মহাসড়কে মানুষের ঢল হলেও ওই ঢলেই তাদেরও ভেসে গেলেও কারখানায় শনিবারের মধ্যে যেতেই হবে। সাইদুল নামে আরো এক পোশাক শ্রমিক বলেন, আমি গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায়

কাজ করি, কুষ্টিয়া থেকে দৌলতদিয়া ঘাট পর্যন্ত আসতে তার লেগেছে সাড়ে তিন শ' টাকা পথে যে ভাড়া তার চেয়ে পাঁচ-সাত গুণ ভাড়া চাচ্ছে পিক-আপ ভ্যানের চালকরা, আমার কাছে এত টাকা নাই তাই বাধ্য হয়েই মোবাইল কম দামে বিক্রি করে দিয়ে যাচ্ছি।

গোয়ালন্দ ঘাট থারার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আশিকুর রহমান বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের সব মহাসড়কে আঞ্চলিক গণপরিবহন বন্ধ রয়েছে। এছাড়া কাটা গাড়িও বন্ধ আছে এবং এই মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। গতকাল থেকে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌ-পথ পারি দিয়ে তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে যাচ্ছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার ৪টি শর্ত

وَ اِنِّیۡ لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهۡتَدٰی ﴿۸۲﴾

"এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে, নেক আমল করে ও সৎ পথে অবিচল থাকে।" [১]

আমরা সবাই-ই পাপী। জীবনটা ডুবে আছে পাপাচারে। জেনে, না জেনে, বুঝে, না বুঝে করে চলেছি অসংখ্য পাপ। অপরদিকে মহান আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমরা যদি তাঁর দিকে এক বিঘত এগিয়ে যাই, তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে আসবেন এক হাত, আমরা তাঁর দিকে যদি হেঁটে হেঁটে যাই, তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে দৌড়ে আসবেন [২]। তিনি তো বলেছেন তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হতে [৩]। তাই আমরা তাঁর রহমতের আশায় আছি - নিশ্চয় তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

তবে মহান রবের ক্ষমা পাওয়ার কিছু শর্ত আছে। আলোচনার শুরুতে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ক্ষমা পাওয়ার ৪টি শর্ত উল্লেখ করেছেন।

১. তাওবা করা।

২. ঈমান আনা।

৩. নেক আমল করা।

৪. সৎ পথে অবিচল থাকা।

চলুন, আজ এ ৪টি শর্ত নিয়ে সংক্ষেপে খানিকটা আলোচনা করি।

◆ তাওবা করা :

আমাদের পাপের কোনো শেষ নেই। পাপের ফলাফল নির্ঘাত 'জাহান্নাম'। তবে কোনো পাপীও উত্তম হতে পারে, যদি সে তাওবা করে ফিরে আসে [৪]। আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার প্রথম শর্তই হচ্ছে তাওবা করে ফিরে আসা। সব ধরনের গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে - শিরক, কুফর, কবীরা, সগীরা। গুনাহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। তাওবা করার পর আর ফিরে যাওয়া যাবে না সেসব পাপাচারে। যদিও তাওবা আমাদের জন্যেই, আমাদের পাপমুক্তির জন্যেই, তবে আমাদের তাওবায় মহান রব প্রচণ্ড খুশি হন [৫]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাওবার মাধ্যমে একই সাথে দু'টি লাভ - আল্লাহর ক্ষমা লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

◆ ঈমান আনা :

ঈমান - মানবজীবনের সবচেয়ে দামি সম্পদ। ঈমানের এক যাররা নিয়ে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবুও সে দশ দুনিয়ার সমান জান্নাত লাভ করবে [৬]। অথচ এ দামি সম্পদটি নিয়ে আজকাল আমরা বড্ড উদাসীন। নিজ ঈমানের পরিচর্যার প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। জন্মসূত্রে ঈমান পেয়েছি, এ ঈমান কখনোই নষ্ট হবে না - এমন একটা ধ্যানধারণা কাজ করে আমাদের ভেতর। তাইতো যে মুখে 'আল্লাহু আকবার' বলি, সে মুখেই কুফুরি আইনের পক্ষে 'হ্যাঁ' ভোট দিই ; তাইতো যে হাতে মাসজিদে দান করি, সে হাতেই আবার হোলি খেলি হিন্দুদের সাথে ; তাইতো নামাজে 'সূরা কাফিরুন' পড়ে কুফর-শিরকের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের স্পষ্ট ঘোষণা দিই, নামাজ শেষে অসাম্প্রদায়িকতার বুলি আওড়িয়ে পূজা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন করি। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন। এ জাতীয় ঈমান আদৌ আমাদের কাজে আসবে কিনা, তা সংশয়ের বিষয়। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে কবুল করে নিন।

◆ নেক আমল :

ঈমান কেবল মুখে স্বীকৃতির নামই নয়, বরং কাজে পরিণত করারও বিষয়। আল্লাহ আমাদের ওপর রহম করেছেন - ছোট্ট ছোট্ট আমলেও রয়েছে অশেষ প্রতিদান। আলহামদুলিল্লাহ। একটি নমুনা দেখি চলুন। আপনি কেবল ১ বার পড়লেন, "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম", আপনার ১০টি গুনাহ মুছে ফেলা হলো, ১০টি সাওয়াব লিখা হলো, ১০টি রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হলো, আপনার ১০টি মর্যাদা উন্নীত হলো [৭]। এত সহজ আমলেও যদি থাকে এত বিশাল

প্রতিদান, তাহলে ইসলামের সর্বোচ্চ শেখর হিসেবে যে আমলের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন, তাতে কী পরিমাণ প্রতিদান থাকতে পারে একবার ভাবুন তো। সে আমলটি হচ্ছে 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ' [৮]।

◆ সৎ পথে অবিচল থাকা :

ঈমান এনেছেন, ঈমানের ঘোষণা দিয়েছেন, ঈমানী দায়িত্ব (নেক আমল) পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন, অথচ আপনার ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হবে না, তা আসলে সম্ভব নয়। প্রায় সকল নবী-রাসূলকেই (আলাইহিমুস সালাম) বরণ করতে হয়েছে অকথ্য নির্যাতন। এ নির্যাতন আপনার জন্যে রবের পক্ষ থেকে পরীক্ষা। "ঈমান এনেছি" বললেই রব আপনাকে ছেড়ে দেবে না, বরং আপনার কথার প্রমাণও নেবেন [৯]। তাই এমতাবস্থায় সবরের সাথে হক পথে অটল থাকা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তো সবরকারীদের সাথেই থাকেন [১০]।

ওপরের ৪টি গুণ যদি আমাদের মাঝে থাকে, আমরা যদি এ ৪টি শর্ত পূরণ করতে পারি, তাহলে আমরা মহান রব্বুল আলামীনের ক্ষমা আশা করতে পারি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিক। আমীন।

পাদটীকা :

১. সূরা ত্বহা,২০: ৮২

২. সহীহ বুখারী : ৭৪০৫

৩. সূরা যুমার ৩৯:৫৩

৪. জামেউত তিরমিজি : ২৪৯৯

৫. সহীহ মুসলিম : ২৭৪৭

৬. সহীহ মুসলিম : ৩৪৯

৭. জামেউত তিরমিজি : ৪৮৫, সুনানে নাসায়ী : ১২৯৭

৮. জামেউত তিরমিজি : ২৬১৬

৯. সূরা আনকাবুত : ০২, ০৩

১০. সূরা বাকারা : ১৫৩

লেখক: আব্দুল্লাহ আবু উসামা, ইসলামী চিন্তাবিদ।

সরকারের দায়িত্ব অবহেলায় মারাত্মক মৃত্যু ঝুঁকিতে দেশবাসী

করোনা ভাইরাসের কারণে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রাও স্থবির হয়ে পড়েছে । সারাদেশে চলছে অঘোষিত লকডাউন । ব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রথম থেকেই অদায়িত্বশীল আচরণের কারণে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে । স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত ছয় ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন । কিন্তু অনেকের আশংকা পর্যাপ্ত পরীক্ষার কারণে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের ও আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না ।

গত ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দৈনিক যুগান্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে , "ঢাকাসহ দেশের ১৪ জেলায় মঙ্গলবার বিকাল থেকে বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্টসহ নানা রোগে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। করোনাভাইরাসে তাদের মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়েছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের বাড়ি লকডাউন করে পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।"

এভাবে নিয়মিত গতিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে । করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে পরিস্থিতি উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গুলোর

একটি হচ্ছে পর্যাপ্ত টেস্টের ব্যবস্থা করা এবং আক্রান্তদের আইসোলেশনে রেখে নিবিড় চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা । কিন্তু জনগণের সম্পদ আত্মসাৎকারী সরকারের নূন্যতম চিকিৎসা তো দূরে থাক টেস্টের ব্যবস্থা করতেও ব্যর্থ হচ্ছে । টেস্টের জন্য পর্যাপ্ত কিটও সংগ্রহ করতে পারেনি এই দুর্নীতিবাজ সরকার ।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে বেশি বেশি নমুনা পরীক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ যত বেশি টেস্ট করা হবে ততই উঠে আসবে আসল চিত্র। কিন্তু বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর বিপরীতে পরীক্ষা করার হার বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম।

আইইডিসিআরের তথ্য অনুযায়ী, ১৬ কোটিরও বেশি জনসংখ্যার এই দেশে গতকাল পর্যন্ত প্রতি ১০ লাখে পরীক্ষা হয়েছে ১০ জনের। পৃথিবীর মধ্যে নমুনা পরীক্ষার হার এটাই সর্বনিম্ন।

বাংলাদেশে যেখানে করোনা আক্রান্তের লক্ষণ দেখা গেলে টেস্ট না করে ঘরে থাকতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বিশ্বের অপরাপর সচেতন দেশসমূহ একজন ব্যক্তিকে দুইবার টেস্ট করছে । অপরদিকে দিকে চিকিৎসকদের নিরাপত্তার জন্য চিকিৎসকদের পিপিই দিতে ব্যর্থ হলেও দূর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তারা ঠিকই পিপিই দখল করে নিয়েছে । এদিকে চিকিৎসকরা কেউ কেউ মৃত্যু ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসা দিলেও অনেক হোম করেনটাইনে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন । যার ফলে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ ।

নানা জরিপে উঠে আসছে দেশে করোনা ভাইরাস ব্যাপক ছড়িয়ে পড়ার কথা । তাই ইতিমধ্যে দেশছাড়া শুরু করেছেন কূটনীতিকরা । যৌক্তিক কারণে ধারণা করা হয় এ দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে প্রবাসীদের মাধ্যমে । করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দেশগুলো থেকে আগত প্রবাসীদের কোয়ারেন্টাইনে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সরকার । কমিউনিটি পর্যায়ে ভাইরাস ছড়ানোর সুযোগ করে দেবার পর তড়িঘড়ি করে সারাদেশ লকডাইন করে। মুজিববর্ষের শিরকী আয়োজনে শত শত কোটি টাকার বাজেট ও আয়োজনে কোনো ঘাটতি না থাকলেও চিকিৎসা ব্যবস্থার সব কিছুতেই ঘটতি ও ত্রুটি দেখা যাচ্ছে । যা জনগনের কষ্টের টাকার নিয়ে জনগণের সাথে তামাশা ছাড়া আর কিছু নয় ।
এভাবে অদক্ষতার পরিচয় দিতে থাকলে বিশ্লেষকরা মনে করেন মৃতের সংখ্যা অনেক বাড়তে পারে । যা দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য বিপদজনক ।

লেখক: রেদোয়ান সায়িদ, ইসলামী চিন্তাবিদ।

ভারতে করোনা হেল্পলাইন নম্বরে বারবার ফোন করেও উত্তর মিলছে না, বাড়ছে ক্ষোভ

ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০০০ ছাড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ যাতে কোনও রকম সমস্যায় না পরে তার জন্য চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর। দেশের প্রতিটি রাজ্যে চালু হয়েছে করোনাভাইরাস হেল্পলাইন নম্বর। কিন্তু সেই নম্বর যদি কাজই না করে তাহলে জরুরী অবস্থায় কিভাবে পরিষেবা পাবে সাধারণ মানুষ! ঠিক এই রকমই কিছু সমস্যার কথা সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে শেয়ার করেছেন বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ।

দিল্লির অঙ্কুর তিওয়ারি নামের এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন। করোনাভাইরাসের কিছু উপসর্গ দেখা গিয়েছিল তাঁর শরীরে। জ্বর হয়েছিল, ক্লান্তি ভাব ছিল, এছাড়া শ্বাসকষ্টের সমস্যাও দেখা দিয়েছিল তাঁর। সেই সময় তিনি করোনাভাইরাস হেল্পলাইনে বার বার ফোন করেন পরামর্শ নেওয়ার জন্য। বারবারই নম্বর ব্যস্ত পান তিনি। কখনও অপারেটরের তরফে উত্তর আসে, নম্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই। অনেক চেষ্টা করেও শেষমেশ হেল্পলাইন নম্বর থেকে কোনও সাহায্য পাননি তিনি। বাধ্য হয় বাড়ির কাছাকাছি এক চিকিৎসককে দেখিয়ে তিনি জানতে পারেন, করোনায় আক্রান্ত হননি তিনি।

অঙ্কুর তিওয়ারির মতো একই অভিযোগ করেছেন অনেকেই। হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত কোনও পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছ্েন বহু মানুষ। এই প্রসঙ্গে দিল্লির একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, তাঁর পাশের কলোনিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল। তাই তিনি বারবার হেলপ্লাইন নম্বরে ফোন করেও কোনও সাহায্য পাননি। এমনকি তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে টুইট করেও জানিয়েছিলেন সমস্যার কথা। কিন্তু তার সেই টুইট গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রক দ্বারা করোনাভাইরাসের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ১৯ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে প্রায় ২৮৭টি ফোন তারা পেয়েছেন।

শুধু যে দিল্লিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা নয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। যেমন মুম্বইয়ে বসবাসকারী একজন জানিয়েছেন, তাঁর মায়ের শরীরে করোনাভাইরাসের কিছু উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। শরীরে ব্যাথা, কাশি, বুকে ব্যাথা, জ্বরের মতো উপসর্গ ছিল। সেই সময় তিনি মহারাষ্ট্রের করোনা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে কোনও উত্তর পাননি। এরপর তিনি বাধ্য হয়ে তাঁর মাকে নিয়ে বাড়ির কাছাকাছি একটি ক্লিনিকে যান। এছাড়াও হরিয়ানা থেকে একজন জানিয়েছেন, তিনি হেল্পলাইন নম্বরের থেকে কোন উত্তর না পেয়ে হরিয়ানার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে টুইট করেছিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি।

সূত্র: জি নিউজ

ভারতে লকডাউনে চাকরি গেল ১০ হাজার শিক্ষকের

করোনার জেরে গোটা দেশ লকডাউন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। লকডাউন ঘোষনার পর থেকে উপার্জন নেই দেশের খেটে খাওয়া দিনমজুরদের। এই টানাপোড়নের মধ্যেই এবার চাকরি যাচ্ছে ত্রিপুরার কয়েক হাজার শিক্ষক—শিক্ষিকার। মাথায় হাত বাম আমলে চাকরি পাওয়া ১০ হাজার শিক্ষকের। কী করে চলবে দিন, বুঝতে পারছেন না তাঁরা। ২০১৪ সালে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের আমলে নিযুক্ত হন এই ১০ হাজার শিক্ষক। নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ তুলে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। যার জেরে এবার চাকরি হারানোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই শিক্ষকদের।

ওই শিক্ষকদের চাকরিতে বহাল রাখতে বাম সরকার ১৩ হাজার শিক্ষাকর্মীর পদ তৈরি করে তাদের নিযুক্ত করেছিল। কাজ হারানোর আশঙ্কায় থাকা শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেয় তৎকালীন বিরোধী শিবির বিজেপি। কিন্তু সরকার বদলের পর এই লকডাউনের সংকটে তাঁদের চাকরিতে না রাখার কথা টুইট করে ঘোষনা করে দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। যার জেরে প্রশ্ন উঠছে তা হলে কি প্রতিশ্রুতি ছিল স্রেফ ভোট নেওয়ার কৌশল! অ্যাডহক ভিত্তিতে এতদিন চাকরিতে বহাল ছিলেন এই শিক্ষকরা। কিন্তু দেশব্যাপী এই চরম সংকটের মাঝেই এককালীন ৩৫,০০০ টাকা দিয়ে তাঁদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

সূত্র: জি নিউজ

মালাউনদের নতুন চক্রান্ত: দিল্লিতে করোনার জন্য মুসলিমদেরকে দোষারোপ

নয়াদিল্লির নিজামুদ্দিন মসজিদে এক অনুষ্ঠান থেকে বেরোনো কয়েকজনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর বিষয়টিকে ঘিরে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর দোষ চাপাতে ভারতীয় মালাউন সরকার উঠে-পড়ে লেগেছে।

গত ১ এপ্রিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, লকডাউন ঘোষণার আগে নিজামুদ্দিন মসজিদে ১৩ থেকে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত তাবলিগের ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া অন্তত ১৩৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের অনেক নাগরিক ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েক হাজার মানুষ পাঁচটি ট্রেনে ভ্রমণ করে ওই তাবলিগে অংশ নেন।

এরপর থেকে ভারত সরকার নিজামুদ্দিন মসজিদের ওই জমায়েতকে করোনা সংক্রমণের ‘হটস্পট’ হিসেবে চিহ্নিত করে আসছে। যদিও ভারতে করোনা এসেছে জানুয়ারিতেই। কিন্তু উগ্র হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপি সরকার এজন্য ধর্মীয় প্রচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেয়। তাদের এই দোষ চাপানোর কাণ্ডে উসকানি দেয় ভারতীয় কিছু সংবাদমাধ্যমও। কিছু সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে বলা হয়, করোনাভাইরাসের এই পরিস্থিতিতে তারা জমায়েত হলেন কেন?

অথচ ১৬ মার্চ বিজেপির সম-আদর্শের একটি হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন দিল্লিতেই গোমূত্র পার্টি করে, যেখানে কয়েকশ লোক অংশ নেন। ১৯ মার্চ পর্যন্ত খোলা ছিল তিরুপতি মন্দির। যেখানে প্রতিদিন অন্তত ৪০ হাজার দর্শনার্থী যান। এমনকি লকডাউন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও খোলা ছিল কাশ্মীরের বৈষ্ণদেবী মন্দির, যেখানে শত শত পূণ্যার্থীর যাতায়াত ছিল, এবং সেখানে এখনো আটকা পড়েছেন ৫০০ পূণ্যার্থী।

এখানেই শেষ নয়, মার্চের গোড়ায় ইটালি এবং জার্মানি ঘুরে দেশে ফিরেছিলেন এক শিখ ধর্মগুরু। বিমানবন্দরে তাঁর কোনও রকম পরীক্ষা হয়নি। পাঞ্জাবে গিয়ে ডজনখানেক গ্রামে ঘুরে তিনি ধর্মপ্রচার করেছেন। দিন দশেক আগে তাঁর মৃত্যুর পরে জানা যায়, সেই গুরুও করোনা আক্রান্ত ছিলেন। আশঙ্কা, ওই গুরুর সংস্পর্শে এসে অন্তত ১৫ হাজার মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন। এখনও পর্যন্ত ওই সমস্ত গ্রামের অন্তত কয়েকশ ব্যক্তির শরীরে করোনার জীবাণু মিলেছে।

আর সব চেয়ে আশ্চর্যের ঘটনাটি তো ঘটিয়েছেন খোদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নরেন্দ্র মোদী লকডাউনের ঘোষণা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অযোধ্যায় রামলালা যাত্রা করেন সপার্ষদ যোগী। এ সব অন্যায় নয়? অপরাধ নয়?

মালাউনদের গোমূত্রের পার্টিতে জড়ো হয়েছিলেন ২০০ ভক্ত। সেটিও দিল্লি সরকারের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সব আচরণই বুঝিয়ে দিচ্ছে, কারা বেপরোয়া। এসব জমায়েতের ব্যাপারে সরকারও উচ্চবাচ্য করেনি, উসকানি দেয়া সেই সংবাদমাধ্যমগুলোও কিছু বলেনি।

বিদেশ থেকে আসা নাগরিকদের ১৪ দিন আলাদা করে রাখা যেত। অথবা অন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যেত। অন্ততপক্ষে হাতে ছাপ দিয়ে তাঁদের নিজেদের বাড়িতেই কোয়ারান্টিনে রাখা যেত এবং তাঁদের প্রত্যেকের করোনা পরীক্ষা করা উচিত ছিল। তিনি কেন এটা করলেন না?

বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা ছিল। সেটা জ্বর মাপার জন্য। লোকেদের অভিজ্ঞতা বলছে, সবাইকে ওই স্ক্রিনিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি। এমনও অভিযোগ উঠছে, নামার আগে অনেক যাত্রী প্যারাসিটামল খেয়ে নিয়েছিলেন, যাতে পরীক্ষা করেও জ্বর পাওয়া না যায়। আর বাধ্যতামূলকভাবে কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়নি বলে গায়িকা কণিকা কাপুরের মতো বেশ্যা অনেকেই পার্টি করেছেন, অনুষ্ঠান করেছেন, লোকের সঙ্গে ঢালাও দেখা করেছেন। কলকাতায় যুগ্ম সচিব পর্যায়ের অফিসারের ছেলে হাসপাতালে না গিয়ে সারাদিন শপিং মলে ঘুরেছেন। তাঁদের ব্যাপারেও কোন ব্যাবস্থা নেয় নি কেন?

২ মার্চ থেকে ভারতে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। লকডাউন ঘোষণার আগের দিন পর্যন্ত তা চলেছে। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের দলছুট বিধায়কদের পদত্যাগ করিয়ে সেখানে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা রূপায়ণ হয়েছে এরই মধ্যে। অর্থাৎ, এমন একটা ভাব দেখানো হয়েছে, যেন করোনা হচ্ছে তো কী হয়েছে, আমরা ঠিক থাকব। সামাজিক মাধ্যমে কেউ করোনা রুখতে গোবরস্নানের ভিডিও আপলোড করেছেন, কোনও বিজেপি বিধায়ক গোমূত্র পানের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের নিন্দা বা সতর্ক পর্যন্ত করা হয়নি।

চীনের করোনা পরিস্থিতি দেখে এবং সেই রোগ বিশ্বের অন্যত্র ছড়াচ্ছে দেখেও সেই ধরনের কোন ব্যবস্থা করোনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। বরং এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা অবাক করার মতো।

অথচ, চীনে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই করোনার প্রকোপ শুরু হয়েছে। জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে তা রীতিমতো বড় আকার নিয়েছে। ৩০ জানুয়ারি ভারতে প্রথম একজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। চীনের মতো দেশ করোনা সামলাতে কী রকম নাজেহাল হচ্ছে, উহান লকডাউন করে দিতে হচ্ছে, মাস্ক, স্যানিটাইজার উধাও হয়ে যাচ্ছে, চিকিৎসকরা আক্রান্ত হচ্ছেন, পরিকাঠামোর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে-- সে সবই ততদিনে জানা হয়ে গিয়েছে। এটাও বোঝা গিয়েছে, করোনা চীনে সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা বিশ্বে ছড়াবে।

তবুও সরকারের গাফিলতি বলুন, অদূরদর্শিতা বলুন, ঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নেওয়ার উদাহরণ বলুন, সেটা হয়েছে ফেব্রুয়ারিতেই। অন্য দেশ থেকে যে সব বিদেশি ও স্বদেশি দেশে ঢুকেছেন, তাঁদের যদি সেই সময় থেকেই ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারান্টাইনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, তা হলে এতদিনে হয়তো করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো। অন্তত ১ মার্চ থেকে এই ব্যবস্থা নিলেও এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না। *খবর-ডয়চে ভেলে*

শুধু নিজামুদ্দিন মসজিদের জমায়েতের ওপরই করোনা ছড়িয়ে পড়ার সব দায় চাপাতে এখন সবাই উঠে-পড়ে লেগেছে। নাগরিক সমাজের অনেকে এটাকে 'ইসলামফোবিয়া'র চূড়ান্ত রূপ বলেও আখ্যা দিচ্ছেন।

তাবলিগের ঘটনা প্রচার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনও কোনও মহল থেকে একটি সম্প্রদায়ের দিকে আঙুল তোলা শুরু হয়েছে। প্রচারের কৌশলে বোঝানোর চেষ্টা চলছে, ভারতে কেবল একটি সম্প্রদায়ই করোনা ছড়ানোর জন্য দায়ী। বাকিরা ধোয়া তুলসি পাতা। গুজরাটে রীতিমতো লিফলেট বিলি করে প্রচার করা হচ্ছে, নিজামুদ্দিনের ঘটনা আসলে একটি সংগঠিত 'সন্ত্রাসবাদী' চক্রান্ত।

গল্পের গরু মগ ডালেও চড়তে পারে। সমস্যা হল, ইদানীং ভারতীয় সমাজ, গণমাধ্যম এবং রাজনীতি ওই মগডালের গরুকে নিয়েই রাতদিন বিতর্ক করে যায়। তারা প্রশ্ন করে না, কী ভাবে ওই শিখ ধর্মগুরু বিমানবন্দর থেকে কোনও পরীক্ষা ছাড়াই বেরিয়ে পড়েন? তখন কোথায় ছিল প্রশাসন? কী ভাবে তাবলিগের জমায়েতে আসতে পারলেন বিদেশি অভ্যাগতরা? কেন তাঁদের বিমানবন্দরেই আটকে দেওয়া হল না? কী ভাবে ঘটল তালিকায় দেওয়া আর সব ঘটনা? কোথায় ছিল পুলিশ, প্রশাসন, সরকার? কোথায় ছিল আইনের শাসন?

তাতে বেজায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক অ্যাম্বাসেডর অ্যাট লার্জ স্যাম ব্রাউনব্যাক। তিনি 'দোষারোপের খেলা বন্ধ করে' করোনা থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নয়াদিল্লির প্রতি।

গত বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) ব্রাউনব্যাক বলেন, 'ভারতে কয়েকদিনে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কোনো মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে সরকারের দায়ী করা উচিৎ নয়। আমরা জানি এই ভাইরাসের প্রকৃত উৎসস্থল ঠিক কোথায়? গোটা পৃথিবী এখন করোনাভাইরাসে স্তব্ধ। সেখানে কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর দোষ চাপিয়ে যে খেলা চলছে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। সরকারের প্রয়োজন এই নোংরা খেলার বিরুদ্ধে একটা কড়া পদক্ষেপ নেয়া।'

স্যাম ব্রাউনব্যাক ভারত সরকার ও তাদের অনুসারী সংবাদমাধ্যমের এমন অবস্থানে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোনো রকম দোষারোপের খেলায় না গিয়ে ভারতের উচিত পরিস্থিতি উত্তরণে সঠিক উপায় বের করা।

তিনি সব ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে বলেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের মত করে ধর্মীয় আচার পালন করুন এবং শান্তি বজায় রাখুন।

সূত্র- ইসলাম টাইমস/ ডয়চে ভেলে

হাতে কাজ নেই, কেউ তো খাবার দেয়না, আমরা খাব কী?

হাতে কাজ নেই, ঘর থেকে বেরোনো নেই , আমরা দিনমজুর কাজ না করলে পেটে ভাত যায়না, এম,পি, চেয়ারম্যান মেম্বার কেউই এক ছটাক চাউল দেইনি আমরা এখন কিভাবে বাঁচবো? যুবকণ্ঠের এ প্রতিবেদককে কথাগুলি বলছিলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে দারিদ্রতমজেলা কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের কাঠমিস্ত্রি মোফাছ মিয়া।

এই অভিযোগ ওই গ্রামের কাঠ মিস্ত্রি ও দিনমজুর তাজাম,মোকছেদ,ওয়াচ,আজিজুল,সাইদুল মানিক ও মোত্তালেবের ঘরে বেশ কিছুদিন থেকে বন্দি থাকলেও তাদের কাঠে পৌঁছায়নি সরকারী বা বেসরকারী কোন খাদ্য সহায়তা।

আপরদিকে ওই ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদের কোল ঘেষে বসবাস করা দিনমজুর দরিদ্র রোকেয়া,মমিনা,ফিরোজা,জবেদা,ভারতী রানিও এখন সরকারী বেসরকারী কোন সহায়তা পাননি বলে জানান।

এছাড়া ওই ইউনিয়নের তেলিপাড়া গ্রামের সুরজা,আকুল,জলিল,আজিজুল,মেহেরবান,মানিকসহ কেউই এখনও কোন ত্রাণ সহায়তা পাননি বলে জানান।

সুরজা বেগম এ প্রতিবেদককে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, দিন আনি দিন খাই। গত ১০/১৫ দিন থেকে একপ্রকার খেয়ে না খেয়ে বাড়িতে পড়ে আছি। তিনি সরকার ও বিত্তবানদের কাছে খাদ্য সহায়তা চেয়েছেন।

এখন তাদের প্রাণের দাবী তারা দ্রুত সরকারী বা বিত্তবানদের কাছ থেকে খাদ্য সামগ্রি সাহায্য চান।

করোনার কারণে বিশেষ করে গ্রামের প্রতিটা মানুষ চরম কষ্টে। বিশেষ করে বেশি কষ্টে আছে খেটে খাওয়া দিনমজুরসহ বয়বৃদ্ধরা।

এ প্রতিবেদক তার নিজের গ্রাম কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার চন্ডিপুরের ২০০ টি পরিবারের প্রায় প্রতিটি ঘরে গিয়ে মানুষগুলোর অসহায়ত্ব দেখেছে। অনেকের কান্নাও দেখেছে। এখন এই অসহায় মানুষগুলোর জরুরি খাদ্য সামগ্রি দরকার।

এ ব্যাপারে কথা হলে ওই ইউনিয়নের চন্ডিপুরের মেম্বার(ইউ,পি সদস্য) মুকুল মিয়া বলেন, বরাদ্ব অল্প তাই সকলকে দেয়া সম্ভব হয়নি।

প্রতিবেদকের বক্তব্য: আমি নিজে আমার গ্রাম কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ চন্ডিপুরে প্রায় প্রতিটি ঘরে গিয়ে মানুষগুলোর অসহায়ত্ব দেখেছি। অনেকের কান্নাও দেখেছি।

বিশেষ শিশুগুলো অনেক অনেক কষ্টে! তাদের কান্না দেখে নিজেও কেঁদেছি। বলবার কিছু নেই। পেট কি আর লকডাউন বা ঘরে থাকা বোঝে? আমি আজ আমার গ্রামের যতটা বাড়ি ঘুরেছি কেউই এখন পযন্ত সরকারী বা বেসরকারী কোন সহায়তা পাননি!

সূত্র : যুবকণ্ঠ

০৩রা এপ্রিল, ২০২০

দুই লাখ কওমি শিক্ষকদের নিয়ে ভাববার কেউ আছে কি?

করোনাভাইরাসের কারণে বর্তমানে আমরা খুবই নাজুক সময় পার করছি। চোখে না দেখা করোনাভাইরাসের সামনে গোটা পৃথিবী আজ অসহায়। এক দিকে মানুষ গণহারে মৃত্যু বরণ করছে। অপর দিকে ঘনীভূত হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট। অন্য সব সেক্টরের মত কওমি মাদরাসাগুলোও এই সংকট থেকে মুক্ত নয়। লকডাউনের সময়কাল এখনো শেষ হয়নি। অথচ, এরই মধ্যে বিভিন্ন মাদরাসা থেকে অর্থ সংকটের কথা সামনে আসছে। শিক্ষকদের বেতন হচ্ছে না, মাদরাসায় বাড়ি ভাড়া দেয়া যাচ্ছে না। মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন এমনিতেই কম, তাও যদি না পায় তাহলে কীভাবে চলবে তাঁদের?

এখন সারাবিশ্বে একটা ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে, সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিতেই মাদরাসাগুলো শাবানের ১৫ তারিখের পর বন্ধ ঘোষণা করা হতো। কিন্তু এবার করোনার কারণে কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। অনেকটা তড়িঘড়ি করে মাদরাসাগুলো বন্ধ করতে সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্য করা হয়েছে। পরে আবার বন্ধের মেয়াদ বাড়িয়েছে। সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। আপাতত রমজানের আগে আর খোলার কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন দুই লাখ মাদরাসা শিক্ষকের কী

হবে? দুই লাখ মাদরাসা শিক্ষদের খোঁজ খবর নেওয়ার মত কেউ আছে কি? দেশের মাদরাসাগুলোর একাডেমিক বছর শুরু হয় শাওয়াল থেকে, শেষ হয় শাবান মাসে। তারপর রমজানের জন্য একমাস বন্ধ হয়। এই সময়ে পুরো বছরের বকেয়া বেতন পরিশোধ করার একটা ব্যাপার থাকে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান বেতন পরিশোধ করে দেয়। যারা পারে না, তারা কিছু দেয় কিছু বাকি থাকে। এখন যে দুইমাস আগে মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেল, এই অবস্থায় বাংলাদেশের দুই লক্ষাধিক কওমি উস্তাদের কী হবে? এই অবস্থায় যে প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উঠানো হয়েছে, তা হলো-
১. তাঁরা কি রজব এবং শাবান মাসের বেতন পাবেন?
২. যাদের কয়েক মাসের বেতন বাকি, তাঁদের কী অবস্থা?
৩. এ বিষয়ে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের কি কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে?
৪. মাদরাসাগুলোরও কি সেই সামর্থ্য আছে? যদি না থাকে, তাহলে তাদের কী করা উচিত?
৫. এ ব্যাপারে আমাদের বোর্ডগুলোর কি কোনো মাথাব্যথা আছে, কিংবা কোনো দিক-নির্দেশনা?
৬. এমন ঘোরতর দুর্দিনে এই দুই লক্ষাধিক উস্তাদ যদি তাদের বেতন না পান, তাহলে তাদের পরিবার চলবে কী দিয়ে?
৭. কওমি মাদরাসা শিক্ষার যেহেতু এখন সরকারী স্বীকৃতি হয়েছে, তাই এক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানের মতো বন্ধ থাকাকালীন সময়েও বেতন পাবেন কিনা? সরকার তো কারণে-অকারণে কত জায়গায় লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করছে, মাদরাসার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখবে কি না?

‘প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাথে আইইডিসিআরের তথ্যের মিল নেই’

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের প্রকৃত হিসাব প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন দেশের ৮৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক। তারা বলেছেন, আইইডিসিআরের দেওয়া তথ্যর সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মিল নেই।

আজ বৃহস্পতিবার এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের প্রতি এ আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ৮ মার্চ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) ঘোষণা দিয়ে দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কথা নিশ্চিত করে। এরপর প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্যে মানুষের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। এর কারণ আইইডিসিআরের দেওয়া তথ্যে সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মিল নেই। গণমাধ্যমের

প্রতিবেদনগুলোর সঙ্গে ব্রিফিংয়ে প্রদত্ত তথ্যের পার্থক্য চোখে পড়ার মতো উদ্বেগজনক। ব্রিফ্রিংটিতে তথ্য যাচাই ও ব্যাখ্যা চাওয়ার কোনো সুযোগ নেই; যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে ক্ষুণ্ন করছে।

বিবৃতি বলা হয়, দেশে দুর্যোগে মানুষের মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে সরকারি এবং সরকারবহির্ভূত মহলের হিসাবের মধ্যে ব্যাপক গরমিল পাওয়া যায়। বর্তমানে করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময়ও এমন সম্ভাব্য গরমিল, ব্যাখ্যার ভিন্নতা এবং রোগের উপসর্গকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এমনকি একাধিক ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলোতে রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার গুরুতর ঘটনায় উদ্বিগ্ন ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের দেওয়া ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, করোনাভাইরাস থেকে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর যে হিসাব দেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত হিসাব তার থেকে অধিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। একই সঙ্গে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা প্রদানে দুর্বলতায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অবিলম্বে সব মৃত্যুর কারণ ও প্রকৃত সংখ্যা স্বচ্ছভাবে জনগণের কাছে প্রকাশ করারও দাবি জানানো হয় বিবৃতিতে।

সূত্র: আমাদের সময়।

ফিলিস্তিনের ৮৫ শতাংশ এলাকা দখল করে নিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল

ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো(পিসিবিএস) নিশ্চিত করেছে যে,ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের মোট ভূমির প্রায় ৮০-শতাংশ জায়গা বিশ্ব সন্ত্রাসী ইসরাইল দখলকরে নিয়েছে। অবৈধ রাষ্ট্রের কঠোর বিধিনিষেধের মাঝে ফিলিস্তিনিরা মাত্র ১৫-শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩০ মার্চ ফিলিস্তিনের ভূমি দিবস উপলক্ষে পিসিবিএস একটি প্রতিবেদনে এই বিবরণী প্রকাশ করেছেন। এতে উল্লেখ করেছে যে,বিদেশ থেকে আগত ইহুদি অভিবাসীরা এখন অবৈধ রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ।
সূত্র - মিডলইস্ট মনিটর।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ সেখানে ১ কোটি ৩০ লাখ ফিলিস্তিনি ছিল। এর মধ্যে ৫০ লাখ অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে বাস করছে। ১৯৪৮ সালের পর থেকে দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে ১৫ লাখ ৫৭ হাজার ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের নাগরিক হিসেবে বসবাস করছে। আর সমগ্র আরব ও বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্রায় ৭ লাখ ২৭ হাজার ফিলিস্তিনি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ইসরায়েলি দখলদার কর্তৃপক্ষ অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করার জন্য ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের অসলো বিভাগকে এ, বি এবং সি অঞ্চলে ব্যবহার করেছে। দখলকৃত জমির ৭৬ শতাংশ আয়তনের সি অঞ্চলটি ইসরায়েল প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করছে।

পিসিবিএস উল্লেখ করে যে সন্ত্রাসী ইসরায়েল ফিলিস্তিনিদের ২৫১টি আবাসিক ভবন সহ দখলকৃত পশ্চিম তীরে ৬৭৮টি সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস করেছে। ইসরায়েল ফিলিস্তিনের শহর ও গ্রামগুলির প্রবেশপথে ৬০০ সামরিক চৌকি এবং ব্যারিকেড স্থাপন করেছে ফলে শহর ও গ্রামগুলি দখলকৃত পশ্চিম তীরের মতো হয়ে যাচ্ছে।

ফিলিস্তিনিদের দখলকৃত পশ্চিম তীরে নির্দিষ্ট কিছু রাস্তা ছাড়া অন্যান্য রাস্তা ব্যবহার করতে বাধা দিচ্ছে যাতে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের বিনামূল্যে রাস্তা ব্যবহার করতে পারে যা আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ। হেব্রনের সাতটি রাস্তা কেবল ইহুদিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অথচ এই রাস্তাগুলো শুধুমাত্র ফিলিস্তিনিদের ছিল।

দুর্দিনে শ্রমজীবী পরিবার; ঘরে ক্ষুধা বাইরে করোনা

ঝালকাঠি শহরের দরিদ্রপ্রবণ চরাঞ্চলে করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়েছে পড়েছে অসংখ্য শ্রমজীবী পরিবার। বিভিন্ন স্থানে মাস্ক কিংবা সাবান-পানি বিতরণের কর্মসূচি চললেও এসব পরিবারের জন্য জোটেনি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী। ফলে দরিদ্রতা নেমে এসেছে এসব পরিবারে। হতাশায় এখন তাদের দিন কাটছে।

জেলা শহরের সুগন্ধা নদীপাড়ের নতুনচর, কলাবাগান ও কাঠপট্টিতে অসংখ্য শ্রমজীবী পরিবারের বসবাস। তারা প্রায় সবাই দিন আনেন দিন খান। কিন্তু করোনার এ সংকট সময়ে গত ২৫ মার্চ থেকে বেকার হয়ে পড়েছেন তারা। কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকের ঘরেই নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী শেষ হয়ে গেছে।

মহামারী করোনাভাইরাসে চাকরি হারিয়েছে ১ কোটি আমেরিকান

চীনের উহান থেকে উৎপত্তি করোনাভাইরাস ইতোমধ্যে ২ শতাধিক দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী ১০ লাখের বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এই ভাইরাসে। মৃত্যু হয়েছে ৫২ হাজারের বেশি মানুষের।

এদিকে, করোনাভাইরাসের কারণে এখন সবচেয়ে বিপর্যস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনাভাইরাস আঘাত হানার পর দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে দেশটিতে। যুক্তরাষ্ট্রে ২ লাখেরও বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে ৫ হাজারেরও বেশি।

তবে, করোনার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। ব্যাপকহারে করোনা ছড়িয়ে পড়ার ফলে পুরো দেশ এখন লকডাউন। এর ফলে দেশটিতে চাকরিহীন কিংবা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন ১ কোটিরও বেশি মানুষ।

বৃটিশ দৈনিক দ্য ডেইলি মেইলের অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে জানানো হচ্ছে, দলে দলে মানুষ চাকরি হারাচ্ছেন কিংবা কর্মহীন হয়ে পড়ছেন।

সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় হচ্ছে, চাকরিহীন কিংবা কর্মহীন হওয়ার হার গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১ মার্চ পর্যন্ত শেষ হওয়া সপ্তাহের হিসাব প্রকাশ করে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবার। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৩.৩ মিলিয়ন (৩৩ লাখ) মানুষ চাকরিহীন অবস্থায় সহযোগিতার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জমা দিয়েছে।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই সেই আবেদনের পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুন। অর্থাৎ ২৮ মার্চ শেষ হওয়া সপ্তাহের হিসেবে দেখা যাচ্ছে- মাত্র সাতদিনের ব্যবধানে এই আবেদনকারীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬.৬ মিলিয়ন তথা ৬৬ লাখ মানুষ। সব মিলিয়ে দুই সপ্তাহেই চাকরিহীন কিংবা কর্মহীন হয়েছেন প্রায় ১ কোটি।

ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজারের অধিক, মৃত ৫৩

ভারতে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৩৫ জন। এ নিয়ে দেশটিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২০৬৯ জনে। আর মৃতের সংখ্যা ৫৩।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এ ছাড়া ১৫১ জন রোগটি থেকে সেরে উঠেছেন বলে খবরে বলা হয়েছে। এর আগে ভারতে বুধবার একদিনেই ৪৩৭ ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন তামিলনাড়ুতে।

করোনার ত্রাণের চালও চুরি সন্ত্রাসী আ.লীগ নেতার!

নওগাঁর রাণীনগরে আয়াত আলী (৬০) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি থেকে সরকারি ত্রাণের ১৩৮ বস্তা চাল এবং ২০০ পিস খালি বস্তা উদ্ধার করা হয়েছে। বস্তাগুলোতে প্রায় সাড়ে পাঁচ মেট্রিক টন চাল রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) রাতে তার গ্রামের বাড়ি থেকে এসব চাল উদ্ধার করা হয়।

আয়াত আলী কালিগ্রাম ইউনিয়নের রাতোয়াল গ্রামের শৈলগাড়িয়া পাড়ার আয়েন উদ্দিনের ছেলে এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।

রাণীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল মামুন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে আয়াত আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ মেট্রিক টন সরকারি ত্রাণের চাল এবং সরকারি ত্রাণের চালের ২০০ পিস খালি বস্তা উদ্ধার করা হয়েছে। তবে আয়াত আলী বাড়িতে না থাকায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

হাসপাতালগুলো ভর্তি না নিলে মানুষ যাবে কোথায়?

খুলনা মহানগরীর খালিশপুরের স্কুলছাত্র রিফাত লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত। গত ৩১ মার্চ দুপুরে তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় খুলনা মেডিক্যাল কলেজসহ একে একে চারটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয়।কিন্তু চার প্রতিষ্ঠানের কোথাও ভর্তি হতে পেরে রিফাত সন্ধ্যায় মারা যায়।

রিফাতের নানা কলিমুদ্দীন জানিয়েছেন, রিফাতকে মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক নেই বলে ভর্তি নেওয়া হয়নি, এরপর খালিশপুর ক্লিনিকে গেলে সেখানেও চিকিৎসক না থাকায় ভর্তি নেওয়া হয়নি। এরপর সার্জিক্যাল হাসপাতাল এবং পরে ময়লাপোতা হাসপাতালে রিফাতকে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু কিশোর রিফাতকে কোথাও ভর্তি নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়, সন্ধ্যায় চিকিৎসার অভাবে সে মারা যায়।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার ১৬ বছরের সানজিদা ইসলাম সুমাইয়া সর্দি, কাশি ও জ্বরে ভুগছিল গত এক সপ্তাহ ধরে। ২৬ মার্চ তার শ্বাসকষ্ট হওয়াতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসক ওষুধ দিয়ে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার কথা বলেন। সেদিন সন্ধ্যাতেই অবস্থা গুরুতর হলে প্রথমে চট্টগ্রামের এক বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। সেখান থেকে সুমাইয়াকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য বলা হয়। কিন্তু, পরে তাকে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহ করে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়। তবে রাতে সে হাসপাতালের সেবা বন্ধ থাকার কারণে শুক্রবার সকালে সুমাইয়াকে চট্টগ্রাম সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেফারেন্স ছাড়া করোনাভাইরাসের টেস্ট করতে অস্বীকৃতি জানান। এত জটিলতার পর তার যে পরীক্ষা করা হয় তাতে দেখা গেছে, সুমাইয়া করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নয়।

গণমাধ্যমে প্রতিদিন এভাবেই উঠে সংবাদ আসছে জ্বর-হাঁচি-কাশি- শ্বাসকষ্টের রোগীদের নিয়ে নানা বেদনাদায়ক খবর। এমন রোগীদের সহজেই ভর্তি নিচ্ছে না সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলো। চিকিৎসা দেওয়ার চেয়ে আতঙ্কেই এসব রোগীকে ভর্তি নিতে চাইছে না হাসপাতালগুলো। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, একজন মুক্তিযোদ্ধা কে নিয়ে ১৬ ঘণ্টা ধরে ছয় হাসপাতালে ঘুরেছে এক অ্যাম্বুলেনন্স। কিন্তু, কোনও হাসপাতালে ঠাঁই না হওয়ায় শেষ অবধি ওই অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরেই বিনা চিকিৎসায় মারা যান সেই মুক্তিযোদ্ধা।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে কীনা সে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, হাসপাতাল, ডাক্তার সব থাকা সত্ত্বেও মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে মারা যাবে, এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে সরকারি হাসপাতাল থেকে মানুষ ভর্তি হতে না পেরে মারা যাচ্ছে—এটা অবশ্যই একটি অ্যালার্মিং বিষয়।

সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগী ভর্তি না নেওয়া বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন,

কোনও হাসপাতাল যদি কাউকে সন্দেহজনক মনে করে তখন সে হাসপাতাল থেকেই নমুনা সংগ্রহ করবে। যদি রোগী পজিটিভ হন তাহলে তাকে "করোনা হাসপাতালে" পাঠানো হবে, আর যদি না হয় তাহলে সেখানেই তাকে চিকিৎসা সেবা দিতে হবে।

কিন্তু সর্দি, কাশি দেখলেই হাসপাতালগুলো রোগী ফেরত দিচ্ছে, চিকিৎসা না পেয়ে রোগীরা মারা যাচ্ছেন এমন অভিযোগ জানালে তিনি বলেন, এখন থেকে নেবে- সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে রোগী ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ বিষয়ে আপনাদের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেউ কিছু সাসপেক্ট করলে স্বাস্থ্য অধিদফতর, আইইডিসিআরসহ অন্যান্য হটলাইনগুলোতে কল করবে, আমরা প্রতিকার করবো। কিন্তু একটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে, তা হচ্ছে, এই মুহূর্তে চিকিৎসকদের শাস্তি দিয়ে যদি তাকে কাজ থেকে বিরত করা হয় তাহলে ডাক্তারের সংখ্যা কমে যাবে। কাজেই তাদের মোটিভেট করাটাই প্রধান অস্ত্র, তবে একদিনে এটা পরিবর্তন হবে তা নয়, সবাইকে সচেতন হতে হবে।

এদিকে, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, চিকিৎসক-নার্সসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা যারা দিচ্ছেন তাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল এ সমস্যার সমাধান হবে। একইসঙ্গে যারা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ রয়েছে তাদের উচিত হবে প্রতিটি সেকশনের সবার কাজ সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া। দরকার হলে যেসব হাসপাতালে টেস্ট হচ্ছে সেখানে পাঠাবে অথবা সেসব সেন্টার থেকে এসে স্যাম্পল নিয়ে যেতে হবে। এভাবে করলে চিকিৎসা নিয়ে যে অনিশ্চয়তা হচ্ছে সেটা কেটে যাবে। কিন্তু এ অবস্থার শেষ হতে হবে—এর কোনও বিকল্প নেই।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন

ত্রাণ লুটপাটের সংবাদ প্রচার করায় সাংবাদিককে ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে আহত করল চেয়ারম্যান!

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে সরকারী ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও লুটপাটের সংবাদ প্রচার করায় সন্ত্রাসী নিয়ে সাংবাদিক শাহ সুলতান আহমেদকে ক্রিকেট খেলার ব্যাট দিয়ে পেটালেন ইউপি চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান হারুন ও তার লোকজন। এসময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে হামলার শিকার হন সাংবাদিক এম মুজিবুর রহমান ও বুলবুল আহমেদ।

বুধবার বিকেলে আউশকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আউশকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান হারুনের নেতৃত্বে অস্ত্র-শস্ত্র সহকারে একদল সন্ত্রাসী দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের প্রতিনিধি ও নবীগঞ্জ সাংবাদিক ফোরামের সাবেক সভাপতি শাহ সুলতান আহমেদ উপর এ হামলা চালায়। এসময় ইউপি চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান হারুনও ক্রিকেট খেলার ব্যাট দিয়ে সাংবাদিককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেন।

এসময় তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সাংবাদিক মুজিবুর রহমান, সাংবাদিক বুলবুল আহমেদসহ আরো ৫ জন আহত হন।

স্থানীয়রা জানান, সম্প্রতি সরকারী ত্রাণ বিতরন করেন ইউপি চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান হারুন। কিন্তু ১০ কেজি চাল দেয়ার কথা থাকলেও তিনি দেন ৫ কেজি করে। এনিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে 'আসুন অসহায় দিনমজুরদের মনের কথা শুনি' শিরোনামে এক লাইভে সাধারণ মানুষের বক্তব্যসহ অনিয়মের বিষয়টি তুলে ধরেন সাংবাদিক সুলতান। এরপর ২০/২৫ জন সন্ত্রাসী নিয়ে অস্ত্র সহকারে আউশকান্দি বাজারে শাহ সুলতান আহমেদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালায়।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান মুহিবুর রহমান হারুনও ক্রিকেট খেলার ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে আহত করেন সুলতানকে। এ খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করতে গেয়ে দৈনিক আমার সংবাদের প্রতিনিধি মুজিবুর রহমান, চ্যানলে এস এর প্রতনিধি বুলবুল আহমেদসহ অরো ৫ জন আহত হয়েছেন।

স্থানীয় লোকজন শাহ সুলতানকে উদ্ধার করে আশংকাজনক অবস্থায় নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

সূত্র: *প্যাসেনজার নিউজ*

করোনাভাইরাস : বিশ্বের জন্য সতর্কতামূলক পরীক্ষা

করোনা ভাইরাস সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে রুপ নিয়েছে। ভাইরাসটি মাত্র ৩ মাস আগে আবিষ্কার হয়েছে। অথচ এতো অল্প সময়ের মধ্যেই ভাইরাসটি এতো দ্রুত সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে যে, তা শুধু বৈশ্বিক অর্থনীতি, স্বাস্থ্যখাত এবং সামাজিক জীবনকেই গ্রাস করেনি বরং অন্য সকল বিষয়কে এমনভাবে আক্রান্ত করেছে যা আধুনিক বিশ্ব আগে

দেখেনি। যেই প্রাণী—আল্লাহ মাফ করুন—সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশীল হিসেবে নিজেকে চিনতো, সে এখন এমন এক সৃষ্টির মাধ্যমে বিপর্যস্ত হয়ে পরেছে যাকে এমনকি খালি চোখেই দেখা যায় না।

এই পৃথিবীতে মানবসভ্যতার এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু, বিগত কয়েক শতাব্দি কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্টের অধিকারী। কারণ এসময়ের মধ্যে মানুষ তার জীবনের সর্বস্তরে নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে অভূতপূর্ব অগ্রগতি করেছে। এসব আবিষ্কার ও অগ্রগতি মানবজাতির উপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিশেষ রহমত, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া দরকার ছিল। যাইহোক, মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল হওয়ার কারণে তার নফস সব সময় আল্লাহর বিধানের বিরোধিতার দিকে যেতে চায়, তার উপর এসব অগ্রগতির ফলে ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধ চরম মাত্রায় পৌঁছায় এবং ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিক্যবাদের ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

এমনকি আগাগোড়া রক্ষণশীল দেশ আফগানিস্তানেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় নাস্তিক্যবাদের ব্যাপক প্রচার প্রসার হয়। এখানকার নতুন প্রজন্মকে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতির পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে দীক্ষিত করার জন্য মিডিয়া, সামাজিক ও এরকম বহু উদ্যোগের মাধ্যমে ক্রমাগত প্রচারণা চালানো হয়। আর ফলাফলস্বরূপ, নবপ্রজন্মের প্রায় সবার উপর ধর্মনিরপেক্ষতার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। যাদের অন্তর আগে থেকেই রোগাক্রান্ত ছিল, তারা এই মতবাদকেই সত্য ও সঠিক পথ হিসেবে মেনে নেয়। ফলে দিনের পর দিন আল্লাহর বিরোধিতাও গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর এক ক্ষুদ্র বস্তুর মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতার এক ঝলক প্রকাশ করলেন, যার কারণে একদম চরমপন্থী নাস্তিকরাও শেষ সম্বল হিসেবে ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে।

যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে করোনা ভাইরাসকে একটি রোগ হিসেবেই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে এটা মানব জাতির উদ্দেশ্যে একটি জরুরী বার্তা প্রদান করছে। আর সেই বার্তাটি হচ্ছে– মানবজাতি অমর নয় বরং তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, মানুষ শক্তিশালী নয় বরং দুর্বল; আর, সমস্ত ক্ষমতার প্রকৃত মালিক একমাত্র আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, যিনি এই মহাজগত সৃষ্টি করেছেন এবং এর সমস্ত কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে।

বর্তমানের এই পরীক্ষা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তাঁর মনোনীত দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আর, অবশ্যই অতি দ্রুত তাদেরকে এ

নাফরমানি থেকে ফিরে আসতে হবে এবং আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে তাঁর মনোনিত দ্বীনের অনুসরণ করতে হবে।

যারা দ্বীন থেকে দূরে সরে আছে তারা এই ভাইরাসকে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করবে এবং নিজের অবস্থার পরিবর্তন করবে। একইসাথে, সাধারণ মুসলিমদেরকেও নিজেদের গুনাহের জন্য তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে এবং আল্লাহর সাথে করা চুক্তি নবায়ন করে দ্বীনের রজ্জু শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। করোনা ভাইরাস যদিও একটা মহামারী ও বিপর্যয়, একই সাথে তা আমাদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা ও সতর্ককারী পরীক্ষা।

ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের অফিসিয়াল সাইট থেকে অনূদিত ।

২রা এপ্রিল, ২০২০

করোনায় সস্ত্রীক আক্রান্ত ইসরাইলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ইসরাইলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইয়াকোভ লিটজম্যান ও তার স্ত্রী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

বুধবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর আনাদোলু ও আলজাজিরার।

ইসরাইলের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ৭১ বছর বয়সী ইসরাইলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইয়াকোভ লিটজম্যান ও তার স্ত্রীর করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। তাদের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ শনাক্তের পরই আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা দেয়া শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইসরাইল সরকারের সবচেয়ে প্রবীণ মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের একজন ইয়াকোভ লিটজম্যান।

করোনা পরিস্থিতির পর তিনি বাড়িতে বসেই সরকারি কাজকর্ম করছিলেন। এর পরও আক্রান্ত হলেন তিনি। তিনি কীভাবে সংক্রমিত হলেন সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত জানা যায়নি।

এদিকে করোনাভাইরাস এড়াতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন।

সোমবার ইসরাইলি দৈনিক হারেৎজ জানিয়েছে, সম্প্রতি নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ এক উপদেষ্টা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তিনি কোয়ারেন্টিনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রসঙ্গত ইসরাইলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ৬ হাজার ৯২ জন। মৃত্যুর সংখ্যা ২৬ জন। তবে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৪১ জন। দৈনিক হারেৎজ জানিয়েছে, দেশটিতে প্রতিদিনই করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে "টেস্টিং কিটের অভাবে বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা

করোনাভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যার বিবেচনায় তালিকার শীর্ষে এখন যুক্তরাষ্ট্র, এবং এই পরিস্থিতির জন্য বিশেষজ্ঞরা সরকারের প্রস্তুতির অভাবকেই দায়ী করছেন।।

নিউইয়র্ক থেকে একজন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ডাক্তার ফেরদৌস খন্দকার বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, মার্কিন কর্তৃপক্ষ টেস্টিং কিট বাজারে আনতে এত দেরি করেছে যে, করোনাভাইরাস আক্রান্ত অসংখ্য লোক টেস্ট করাতে না পেরে দিনের পর দিন বাড়িতে বসে থেকেছেন। ফলে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে।

ডা. খন্দকার নিউইয়র্কের অভিবাসী-প্রধান কুইন্স এলাকার এলমহার্স্ট হাসপাতালের একজন চিকিৎসক এবং ২৫ বছর ধরে তিনি আমেরিকায় ডাক্তারি করছেন। পাশাপাশি তার একটি আউটপেশেন্ট মেডিক্যাল সেন্টারও রযেছে।

"আউটপেশেন্ট সেন্টারগুলোতে যেহেতু আমরা টেস্ট করাতে পারছি না - তাই আক্রান্ত লোকেরা ১০-১২দিন ধরে বাড়িতে বসে আছে এবং তা অন্যদের মধ্যে ছড়াচ্ছে" - বিবিসি বাংলার শাকিল আনোয়ারকে বলেন ডা. খন্দকার।

আমেরিকায় করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা এখন চার হাজার ছাড়িয়ে গেছে, এবং যে মাত্রায় সেখানে করেনাভাইরাস ছড়াচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মৃতের সংখ্যা দুই লাখে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়িয়েছে নিউইয়র্ক রাজ্যে, বিশেষ করে এ রাজ্যের অন্তর্গত নিউইয়র্ক সিটিতে। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী যেখানে মৃতের সংখ্যা নয়শ' ছাড়িয়ে গেছে।

ডা. খন্দকার বলছিলেন, "নিউইয়র্কের ৭০ শতাংশ লোকই মনে হচ্ছে আক্রান্ত হয়ে গেছে। গত বছর এই সময়ে আমরা সর্দি-কাশির রোগী পেয়েছি ১০-১২ শতাংশ। এবার দেখছি হাসপাতালে ৮০ শতাংশ লোকই এসব লক্ষণের কথা জানাতে ফোন করছে।"

"আমার আউটপেশেন্ট হেলথ সেন্টারে চারজন অপারেটর আছে। সেখানে এত ফোন আসছে যে তারা সামাল দিতে পারছে না। প্রতিদিন কমপক্ষে আশিজন করে লোক ফোন করছে। সবাই বলছে, আমার সর্দি, আমার কাশি, আমার শ্বাসকষ্ট - আমার কী হবে, আমি কী করবো?"

"আমি যে এলমহার্স্ট হাসপাতালে কাজ করি সেটা নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকায়। সেখানে এখন যত রোগী ভর্তি আছে তার ৯৫ শতাংশই হচ্ছে করোনাভাইরাস আক্রান্ত। প্রচুর রোগী মারা যাচ্ছে সেখানে। এই হাসপাতালটির চারপাশে প্রায় ১০ মাইল ব্যাসার্ধের এলাকার অধিকাংশই অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ। বেশির ভাগ অভিবাসী সম্প্রদায়ের। তাদের জীবনযাপন বা চলাফেরা অতটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। সেই কারণে এই মানুষগুলোই বেশি আক্রান্ত হচ্ছে।"

কিন্তু কী করে নিউইয়র্কের মতো একটা আধুনিক শহরে এমন অবস্থা তৈরি হতে পারলো?

ডাক্তার খন্দকার বলছিলেন, "আসলে করোনাভাইরাস 'টেস্টিং কিট' সময়মতো আসে নি। আসছে, আসবে করতে করতে এক মাস দেরি করে ফেলেছে। এটা হলো এক নম্বর কারণ। দু

নম্বর কারণ, এই টেস্টিং কিট যখন এলো, তখনও এটা পাওয়া যাচ্ছে শুধু মাত্র হাসপাতালগুলোতে। মেডিক্যাল সেন্টারগুলোতে নয়। সে জন্য আক্রান্তদের যে টেস্ট করা হবে, তারপর চিকিৎসা হবে - সেটা করাই যাচ্ছে না। "

তিনি বলছেন,"সাধারণ জ্বর-সর্দি-কাশি তিন থেকে পাঁচদিনে ভালো হয়ে যায় কিন্তু এই ভাইরাস থাকে ১০ থেকে ১২ দিন। সবাই বাসায় বসে থেকে ভালো হবার চেষ্টা করছে কিন্তু যে সাবধানতাগুলো অবলম্বন করতে হয়, তা কেউ করছে না। যেহেতু টেস্ট করা যাচ্ছে না - তাই সবাই ভাবছে তার সাধারণ সর্দিকাশি হয়েছে।"

"তারা যদি জানতে পারতো যে তাদের করোনাভাইরাস সংক্রমণ হয়েছে তাহলে তারা ফুল কোয়ারেন্টিনে যেতে পারতো কিন্তু সেটা হচ্ছে না।"

এজন্য আামি সরকারকেই দায়ী করবো। প্রথমেই যদি তারা লক্ষ লক্ষ ডায়াগনস্টিক কিট দিয়ে দিতো, তাহলে পরিস্থিতি এমন হতো না। সরকার প্রথম দিকে ব্যাপারটা পাত্তাই দেয় নি। তার পরও কিট আনতে আনতে তিন সপ্তাহ দেরি করে ফেলেছে।

এ অবস্থায় ডাক্তাররা তাহলে কতটা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন?

জবাবে ডাক্তার খন্দকার বলেন, "হাসপাতালগুলোর অবস্থা সত্যি খুব খারাপ। একটি সার্জিক্যাল মাস্ক আমরা ৫ সেকেন্ড ব্যবহার করে ফেলে দিই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন সেই মাস্ক আমাদের পুরো এক দিন পরে থাকতে হচ্ছে। এর চেয়ে উন্নত যে মাস্ক - তা অনেককে সাতদিন ধরে ব্যবহার করতে হচ্ছে। আর পিপিই অর্থাৎ সংক্রমণ প্রতিরোধী অন্যান্য সরঞ্জামের কথা বাদই দিলাম। "

"বাংলাদেশী ডাক্তার আমরা যারা আছি - তাদের ৯০ ভাগ ইতোমধ্যেই সংক্রমিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। "

বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কতজন এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মারা গেছেন?

ডা. খন্দকার বলেন, "এখন পর্যন্ত ৩০ জনের কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাদের কথাই জানতে পারছি যাদের কথা মিডিয়ায় এসেছে সাথে আমার ধারণা আরো ২৫-৩০ জন আছে। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ৫০এর বেশি হবে। "

আমি প্রথম দিকে খুব ভয়ে ছিলাম যে, আমার এত প্রিয় এই শহরে এমন একটা ঘটনা ঘটছে কিন্তু আমরা কিছু করতে পারছি না। অনেক পরিচিত রোগী হাসপাতালে যেতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। অনেকে হাসপাতালে গিয়ে আর ফিরে আসছে না। অনেক বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু দেখে আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি।

"আমার এক বন্ধু - তিনি সিনিয়র ডাক্তার - আমাকে সেদিন বললেন, তার সহকর্মীরা সবাই আক্রান্ত। তিনি না পারছেন হাসপাতালে গিয়ে কাজ করতে, না পারছেন বাসায় বসে থাকতে।"

"আমরা যারা আউটপেশেন্ট করছি তারা টেলিমেডিসিন করছি। ভিডিওর মাধ্যমে রোগী দেখছি। কিন্তু এটা হচ্ছে যান্ত্রিকভাবে রোগী দেখা। প্রথম দিকে আমি পিপিই দিয়ে দেখতাম।"

"কিন্তু তার পর আমি নিজেই অসুস্থ হয়ে গেলাম। তার পর আমি ইনকিউবেটর বানালাম। ইনকিউবেটরের ভেতর থেকে রোগী দেখতাম, রোগী চলে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতাম। কিন্তু এভাবে কি রোগী দেখা হয়? "

"রোগী দেখতে হলে তো নিজ হাতে তা পালস অনুভব করতে হবে। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। এভাবে কতদিন চলবে?" - বলছিলেন ডা. ফেরদৌস খন্দকার।

সূত্র: বিবিসি বাংলা।

বিমানবাহী জাহাজ খালি না করলে সেনারা সবাই মারা যাবে: মার্কিন ক্যাপ্টেন

মার্কিন বিমানবাহী রণতরী থিওডোর রুজভেল্টের ক্যাপ্টেন ব্রেট ক্রোজিয়ার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, করোনাভাইরাসে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত বিমানবাহী এ রণতরীকে শিগগিরই খালি না করা হলে আমেরিকা নাবিকেরা সব মারা যাবে। জাহাজে অন্তত পাঁচ হাজার নৌ সেনা রয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থানরত জাহাজ থিওডোর রুজভেল্টে আরো এক সপ্তাহ আগে বেশ কয়েকজনকে পরীক্ষার মাধ্যমে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সম্পর্কে চার পৃষ্ঠার চিঠিতে ক্যাপ্টেন ব্রেট ক্রোজিয়ার জাহাজের পরিস্থিতি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

পরমাণুচালিত ওই জাহাজটির আরো সেনাকে এরইমধ্যে করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিমানবাহী এ যুদ্ধজাহাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলেশনে রাখার

সুবিধা নেই। বর্তমানে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে জাহাজে খুবই ধীরগতিতে প্রচেষ্টা চলছে এবং এভাবে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবেলা করা যাবে না।

ক্যাপ্টেন ব্রেট ক্রোজিয়ার বিমানবাহী জাহাজের সেনাদের দ্রুত সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "স্বল্প সময়ের মধ্যে এসব সেনাকে জাহাজ থেকে আইসোলেশনে নেয়া দরকার। আমরা বর্তমানে যুদ্ধের ভেতরে নেই এবং সেনাদের মরারও প্রয়োজন নেই।" তিনি বলেন, "এখনই যদি সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা না নিতে পারি তাহলে আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সম্পদ আমাদের সেনাদেরকে আমরা হারাবো।" তিনি আরো বলেছেন, জাহাজে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

লকডাউনকে পুঁজি করে চাঁদাবাজি করে ধরা খেলো কনস্টেবলসহ তিনজন, গণধোলাই

কভিড-১৯ করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে কাঁচাবাজার ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান ছাড়া দেশের সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। এর মধ্যে দোকান খোলায় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পরিচয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে গণহারে চাঁদাবাজির এক পুলিশ কনস্টেবলসহ তিনজনকে আটক করে গণধোলাই দিয়েছে জনতা। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বড়কুমিরা বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

বিডি প্রতিদিন সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৭টার দিকে তিন যুবক উপজেলার কুমিরা বাজারে একটি প্রাইভেটকারযোগে উপস্থিত হয়। একজন নিজেকে সীতাকুণ্ড থানা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পরিচয় দিয়ে লকডাউনের মধ্যে দোকান খোলার কারণ কী- এমন প্রশ্ন করে ধমকাতে থাকেন। তার সঙ্গে পিস্তলের বাক্স থাকায় তাকে সিভিল পুলিশ মনে করে ভয় পেয়ে যায় ব্যবসায়ীরা।

তিনি অন্তত ১২-১৫টি দোকান থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা হাতিয়ে নিতে থাকেন। কয়েকজন টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সোহেল রানা জোর জবরদস্তি তাদের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা লুটে নিতে থাকেন।

পরে এলাকাবাসী তিনজনকেই আটক করে গণধোলাই দেয়। তাদেরকে আটক রেখে সীতাকুণ্ড থানায় খবর দিলে ওসি মো. ফিরোজ হোসেন মোল্লা, ওসি (তদন্ত) শামীম শেখ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে

সেখানে ছুটে যান। তারা জনতাকে শান্ত করে এলাকাবাসীকে সাক্ষী করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি জানিয়ে তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যান।

আটককৃত সোহেল রানা বর্তমানে দামপাড়া পুলিশ লাইনে আছেন।

কুমিরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মোর্শেদুল আলম চৌধুরী ও ইউপি সদস্য মো. আলাউদ্দিন ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জানান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কনস্টেবল মো. সোহেল রানা, তার একজন সোর্স ও গাড়ি চালক নিয়ে জোর করে টাকা লুট করতে থাকে তারা। একজন পুলিশ ক্যাশ থেকে নিজ হাতে টাকা লুট করছে শুনে আমাদেরও সন্দেহ হয়। এর আগে তারা জোড়ামতল বাজারেও চাঁদাবাজি করেছে। আমরা ঘটনাস্থলে আসার আগেই এলাকাবাসীও বিষয়টি সন্দেহ করে তাদেরকে আটক করে গণধোলাই দেয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, সোহেল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন কনস্টেবল। সীতাকুণ্ড থানার অফিসার পরিচয়ে সে এ অপকর্ম করেছে।

শিমুলিয়ায় বিআইডব্লিউটিসি’র কর্মচারীরা পিপিই ছাড়াই কাজ করছেন

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই) না থাকায় মুন্সীগঞ্জ শিমুলিয়া ঘাটের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) কর্মচারীদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে বিআইডব্লিউটিসি’র একজন কর্মী রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কোনো প্রকাশ সহযোগিতা না পেয়ে তাদের মাঝে ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিআইডব্লিউটিসির এক কর্মচারী মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ইউএনবিকে জানান, সরকার ছুটি ঘোষণা করায় লাখো যাত্রী শিমুলিয়া ঘাট দিয়ে ফেরি পার হয়ে বাড়ি যায়। এ সময় সত্যজিৎ রায় নামে তাদের একজন প্রান্তিক সহকারী জ্বরে আক্রান্ত হন। তার জ্বর, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্টের সাথে বমিও শুরু হয়েছে। দুই মাস আগে বিয়ে করা ওই কর্মী মাওয়া আবু নাসের সুপার মার্কেটের পেছনে জীবন দাসের ভবনে বাস করছেন।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সহযোগিতা চেয়ে তা পাওয়া যায়নি। বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে পিপিই বা সুরক্ষা পোশাক চাইলেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সহযোগিতা করেনি। 'আমরা এ অবস্থায় কিভাবে কাজ করবো,' যোগ করেন তিনি।

রিপোর্টঃ সংগ্রাম

জীবনের যেন কোন মূল্য নেই, আবারো সন্ত্রাসী বিএসএফ'র গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার চোষপাড়া সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী বিএসএফ'র গুলিতে জয়নাল আবেদিন (৩৫) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার ভোর রাতে চোষপাড়া সীমান্তের এস ৩৭৯নং পিলারের সন্নিকটে এ ঘটনা ঘটে বলে জানান বড়পলাশবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম। নিহত জয়নাল আবেদিনের বাড়ী রাণীশংকৈল উপজেলার বাচোর ইউনিয়নের ভাংবাড়ি গ্রামের মফিজ উদ্দীনের ছেলে। রিপোর্টঃ বিডি প্রতিদিন

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুর রহিমের বরাতে ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বলেন, জয়নাল বিয়ে করেছে ভারতের পানজিপাড়া গ্রামে।

চোচপাড়া সীমান্ত দিয়ে শ্বশুড়বাড়িতে যাতায়াত করতো। বৃহস্পতিবার ভোরবেলা শ্বশুবাড়ি যাওয়ার সময় বিএসএফ'র সদস্যরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলি লেগে জয়নাল মারা গেলে তার লাশ তুলে নিয়ে যায় বিএসএফ।

ঠাকুরগাঁও ৫০ বিজিবি ব্যাটেলিয়ানের অধিনায়ক লে. কর্নেল শহীদ জানান, সীমান্ত একজন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। এমন ঘটনা শুনেছি। আমরা এখনও নিশ্চিত না। খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে।

এবার ঘাটাইলে তাগুত ইউএনও বন্ধ করলো শরীয়াহ অনুমোদিত জায়েজ বিয়ে

টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলা তাগুত নির্বাহী কর্মকর্তার কথিত বাল্যবিবাহের নামে জায়েজ বিয়ে বাতিল করে দিল। গত বুধবার (১ এপ্রিল) রাতে উপজেলার দিগর ইউনিয়নের ধোপাজানি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

বুধবার রাতে ঘাটাইলের উপজেলা তাগুত নির্বাহী কর্মকর্তা দিগড় ইউনিয়নের ধোপাজানি গ্রমের মজনু মিয়ার মেয়ে মেঘলার বিয়ে ভেঙে দেয়। মেয়েটি স্থানীয় একটি বিদ্যালয় থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার টিলাবাড়ি গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে সুমন মিয়া (১৮) সাথে বিয়ের আয়োজন করা মেয়েটির।

বুধবার রাতেই বরপক্ষ লোকজন বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। এ অবস্থায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার সরকার রাতে দিগড় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আবুল কালাম আজাদ মামুনকে নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এরপর মেয়ের আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় ইউপি সদস্যের কাছ থেকে মুচেলেকা নিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করে দেয় উপজেলা তাগুত হিন্দু নির্বাহী কর্মকর্তা।

থামছে না আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্ম, এবার যুবলীগ নেতার লাথিতে আশঙ্কায় অন্তঃসত্ত্বা নারী

পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারীর পেটে লাথি মেরেছে এক যুবলীগ নেতা। আরও অভিযোগ, ভুক্তভোগীর স্বামী ওই নেতার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতে গেলে গভীর রাত পর্যন্ত তাকে বসিয়ে রেখেও শেষ পর্যন্ত মামলা নেয়নি আওয়ামী দালাল পুলিশ। অন্যদিকে অন্তঃসত্ত্বা ওই নারীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে জানিয়েছেন তার স্বামী।

ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানীর পল্লবীতে। ভুক্তভোগীর নাম মায়া বেগম। আর এই সন্ত্রাসীর নাম মো. রওশন আলী। তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের ৯১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি। গত সোমবার সকালে পল্লবীর সেকশন ১২, ই-ব্লকের ৬ নম্বর সড়কের ৮৯ নম্বর হোল্ডিংয়ে এ ঘটনা ঘটে, যা লিটনের বাসা হিসেবে পরিচিত।

সোমবার পেটে লাথি মারার পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মায়াকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান তার স্বামী মো. মিলন মিয়া। সন্ধ্যায় তারা বাসায় ফেরেন। এর পর মিলন মিয়া রাত আটটার দিকে পল্লবী থানায় মামলা করতে যান। তাকে থানায় বসিয়ে রাখা হয় দীর্ঘ সময়। মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও আওয়ামী দালাল পুলিশ তার মামলা না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাসায় ফিরে যান। গত মঙ্গলবার এসব কথা জানান মিলন। স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক, উদ্বেগের সঙ্গে বলেন তিনি।

মামলা গ্রহণ না করার বিষয়ে গতকাল বুধবার বিকালে যোগাযোগ করা হলে পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, মারামারির ঘটনার পর জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ওই দম্পতিকে উদ্ধার করা হয়। চিকিৎসা শেষে তাদের থানায় আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা আসেননি। অন্তঃসত্ত্বার স্বামী মামলা করতে থানায় এসেও ফেরত গেছেন- এমন অভিযোগ সত্যি নয়, দাবি করেন ওসি।

মিলনকে মারধর ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর পেটে লাথি মারার অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে মো. রওশন আলী বলেন, 'একটু মারামারি হইছিল। ওইটা সমাধান হয়ে গেছে।'

পেশায় রাজমিস্ত্রি মিলন জানান, সপরিবারে তিনি শুকুর আলীর বাড়িতে ভাড়া থাকেন। সোমবার সকালে বাসার অদূরেই লিটনের বাসায় পানির ট্যাংকের ঢালাই কাজে যান। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে লিটনের পরিচিত যুবলীগ নেতা রওশন আলী ঢালাই কাজ ভালো হচ্ছে না জানিয়ে তিরস্কার করতে থাকেন। একপর্যায়ে মিলনকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করতে শুরু করেন। এ সময় মা-বোন তুলে গালাগাল দিতে নিষেধ করেন মিলন। এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যান রওশন। তিনি মিলনকে মাটিতে ফেলে মারধর করতে থাকেন।

প্রতিবেশীদের কাছে খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান মায়া বেগম তার স্বামীকে বাঁচাতে। তখন তাকেও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন রওশন। একপর্যায়ে মায়ার গায়েও হাত তোলেন। এ সময় মায়া ডাকাডাকি শুরু করলে রওশন আলী তার তলপেটে সজোরে লাথি মারেন। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়েন মায়া; অজ্ঞান হয়ে যান। এর পর মায়াকে নিয়ে তারা যান ঢামেক হাসপাতালে।

মিলন জানান, প্রথমে পুলিশ মামলা নিতে চাইলেও কোনো একজন ব্যক্তির একটি ফোন আসার পর শুরু হয় তাদের গড়িমসি। অপেক্ষারত সময়ে এক পুলিশ সদস্য মিলনকে বলেন, তিনিই ঘটনার বিচার করে দেবেন। এ নিয়ে যেন বেশি বাড়াবাড়ি করা না হয়। কিন্তু তার প্রস্তাবে সাড়া দেননি মিলন। তবু তার মামলা নেওয়া হয়নি।

অন্তসত্ত্বা স্ত্রী সম্পর্কে মিলন জানান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাসপাতালের চিকিৎসকরা বলেছেন, আঘাতের কারণে মায়ার পেটের বাচ্চারও জখম হয়েছে। তবে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দিলে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে তার ও গর্ভের শিশুর। একথা জানিয়ে চিকিৎসকরা ওষুধ লিখে দেন এবং পরামর্শ দেন বাসায় চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার। সন্ধ্যায় মায়াকে বাসায় নিয়ে আসা হয়। তিনি জানান, মায়ার শারীরিক অবস্থা আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন তিনি।

রিপোর্টঃ আমাদের সময়

দেশে সরকার ঘোষিত ছুটিতে ৪ দিনেও ভাত খাননি বশির পাগলা

সিরাজগঞ্জের বশির পাগলার এখন সময় কাটে দিন গুনে গুনে। কয়েকদিন পর দেশে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি শেষ হবে। খুলবে হোটেলসহ দোকানপাট গুলো। আর মিলবে তার কাঙ্খিত রুটি ভাত তরকারি। বর্তমানে তার অখন্ড অবসরে সে সময় পার করছে শহরের কোন পথচারী, ওষুধের দোকান কিংবা খোলা কোন মুদি দোকানিকে প্রশ্ন করে।কয়দিন পরে এই ছুটি শেষ হবে? মাঝে মাঝে তিনি আশায় বুক বাঁধেন, বিড়বিড় করে বলেন আজ গেলে কাল তারপর পরশু এর পর আছে তিন দিন বাকি তখন সবকিছুই খোলা। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে সরকারি ছুটি আরো বাড়িয়ে দেওয়ায় কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন তিনি।

ষাটোর্ধ্ব এই বশির পাগলা সিরাজগঞ্জে একজন পরিচিত মুখ। প্রায় ৪০ বছর ধরে তার এই শহুরে জীবন। প্রতিদিন সকালে শহরের দুই তিনটি দোকান থেকে তার নাস্তা হিসেবে বরাদ্দ মেলে পাওরুটি অথবা পরোটা। আর রাতে নির্ধারিত দুটি হোটেল থেকে পায় ভাত তরকারি। আর শহরের কোন বাড়িতে বিয়ে জন্মদিনসহ যেকোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতি থাকে স্বাভাবিক। রাতে শহরের কোন ফুটপাতে অথবা রেলস্টেশনে তার নিশ্চিন্ত ঘুম। তার দীর্ঘ জীবনে প্রাত্যহিক এই নিয়মের খুব একটা ব্যত্যয় ঘটেনি। কিন্তু গত পাঁচ দিন ধরে বশির পাগলার জীবনে এসেছে উদ্বেগ। তবে এই উদ্বেগ তার করোনাভাইরাস নিয়ে নয় তার উদ্বেগ কবে খুলবে হোটেল আর তার পরিচিত বেকারির দোকানগুলো। যে দোকানগুলো থেকে সে প্রতিদিন তার কাঙ্খিত খাবার পায়। বশির পাগলার মতো সিরাজগঞ্জ শহরে রয়েছে আরো অন্তত পাঁচজন অপ্রকৃতস্থ মানুষ যাদের অনুভূতি ঠিক একই রকমের। সরকারি বেসরকারি সহায়তা পেলেও রান্না করে খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। বাড়ির সাথেও তাদের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। গুটি কয়েক হোটেল মালিক আর শুভাকাঙ্খিরাই তাদের ভরসা। কারণ তারা হোটেল আর বেকারির উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়েই দিন পার করছেন। যা বন্ধ রয়েছে পাঁচ দিন ধরে।

মঙ্গলবার রাতে কথা হয় বশির পাগলার সাথে। প্রথম দেখাতেই তার প্রশ্ন এই বন্ধ আর কয়দিন থাইকপো? এর চেয়ে হরতাল ভালো কি কন? প্রশ্নের জবাবে জানালেন গত চারদিন ধরে তিনি ভাত খাননি। বিস্কুট আর কলা খেয়ে কাটিয়েছেন এই দিনগুলো। করোনাভাইরাস নিয়ে তার ভয় করছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন ভাইরাস ভালো হোটেল বন্ধ ভালো না। কয়েক মিনিটের আলাপ পরিচয় এই প্রৌর মানুষের মুখে করোনাভাইরাসের মত মহামারীর দুর্যোগের

চাইতে পেটের তাগিদে বড় হয় ফুটে ওঠে। সর্বশেষ সরকারি ছুটি আরো কয়েকদিন বাড়িয়ে দেওয়ার খবর শুনে মুষড়ে পড়েন তিনি। তারপরেও অপ্রকৃতস্থ এই মানুষটি আশায় বুক বেঁধে একাকী বলে ওঠেন কয়েটা তো দিন দেখতে দেখতে পার হইয়া যাইবো।

খবর- কালের কণ্ঠ

আবারও ২৬ বস্তা চালসহ লুটেরা আ'লীগ নেতা আটক

সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১০ টাকা কেজি দরের ২৬ বস্তা চালসহ মজিবর সানা (৫০) নামে সাতক্ষীরার স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার বড়দল বাজার থেকে দুপুর ১২টার দিকে তাকে আটক করা হয়।

আটক মজিবর সানা সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার বড়দল গ্রামের সাজউদ্দীনের ছেলে ও বড়দল ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি ১০ টাকা কেজি দরের চালের ইউনিয়ন ডিলার।

বড়দল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল আলীম মোল্লা জানান, ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মজিবার সানা বড়দল ইউনিয়নের চালের ডিলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল ১০ টাকায় গরিবদের মাঝে বিক্রি না করে তিনি ব্যবসায়ী শাহজাহানের নিকট বিক্রি করে দেন। পরবর্তীতে শাহজাহানের দোকানের পেছনে লুকিয়ে রাখা ২৬ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়।

আশাশুনি থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম জানান, সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ না করে বড়দল ইউনিয়নের চালের ডিলার মজিবর সানা ব্যবসায়ী শাহজাহানের ঘরে গুদামজাত করে রেখেছিলেন।

সূত্র: প্যাসেনজার নিউজ

করোনার উপসর্গ নিয়ে গত ২দিনে সারাদেশে ৯জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে সংক্রমণের উপসর্গ সর্দি-জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে সারাদেশ গত ২৪ ঘন্টায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজশাহী, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে গত মঙ্গলবার থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

এদের মধ্যে তিন বছরের এক শিশুও রয়েছে। তবে এরা সবাই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সূত্র*: ইত্তেফাক।*

রাজশাহী: মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে সর্দি-জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া বুলবুল (২২) মারা যান। তার বাড়ি নাটোরের লালপুর উপজেলায়। রামেক হাসপাতালের করোনা চিকিৎসা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. আজিজুল হক আজাদ জানান, সর্দি-জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বুলবুল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে ভর্তি হন। এরপর তাকে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে নেওয়া হয়। সেখানে অক্সিজেন দেওয়ার সময়ই তিনি মারা যান। তার অ্যাজমা ছিল বলে তারা জানতে পেরেছেন। তবে তারা কোনো চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ পাননি। তার আগেই তিনি মারা যান।

তিনি আরো জানান, বুলবুলের করোনার উপসর্গ ছিল কি না তাও তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় নমুনা সংগ্রহও করা যায়নি। তবে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা খুব জরুরি ছিল। রাতেই মরদেহ বাড়ি নিয়ে গেছে তার স্বজনরা। মৃতের স্বজনরা জানান, গত তিন/চার দিন ধরে বুলবুল সর্দি-জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট ভুগছিল। তবে রামেক হাসপাতালে উপপরিচালক ডা. সাইফুল ফেরদৌস বলেন, যে যুবক মারা গেছেন, তার সর্দি-কাশি ছিল না। কিন্তু শরীরে জ্বর ছিল। তার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু স্বজনরা তার লাশ নিয়ে চলে গেছেন।

সাতক্ষীরা: বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মনিরুজ্জামান বলেন, বন্দকাটি গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে রাশিদা খাতুন শিল্পী (২৫) গত ২৭ মার্চ পাশের ফতেপুর গ্রামে স্বামী সিরাজুল ইসলামের বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে আসেন। গৃহবধূ শিল্পী দুই সন্তানের জননী। কয়েক দিন তার গায়ে ছিল জ্বর। ছিল শ্বাসকষ্ট ও কাশি। এ অবস্থায় বুধবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। আর এ মৃত্যু নিয়ে এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক।

বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ রিয়াজ উদ্দিন বলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হলেও তিনি গৃহবধূর দাফন যাতে যথাযথ মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

শরীয়তপুর: শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া এক রোগী মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টায় মারা গেছেন। নড়িয়া নিবাসী রফিকুল ইসলামকে (৩৫) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তাকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিল। তিনি উপ?জেলার মোক্তা?রের চর ইউনিয়?নের চেরাগ আলী বেপারিকান্দি ৯ নম্বর ওয়া?র্ডের এক?টি বা?ড়ি?তে ভাড়া থাক?তেন। তার পিতার নাম হামিদ বেপারি। তি?নি শ্রমিক ছিলেন।

শরীয়তপুরের সিভিল সার্জন ডা. আব্দুল্লাহ আল মুরাদ বলেন, গত ১৯ মার্চ রফিকুল ইসলাম শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ২৩ মার্চ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন। তখন তার যক্ষ্মা ধরা পড়েছিল। এরপর সুস্থ হলে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মতে সে বাড়িতে অবস্থান করে নিয়মিত ওষুধ সেবন করে আসছিল। জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের বলেন, যক্ষ্মার জন্য বাড়িতে বসে তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মতে নিয়মিত ওষুধ সেবন করে আসছিলেন।

করোনার উপসর্গ থাকায় মৃত ব্যক্তির শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআর এ পাঠানো হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

নড়াইল : নড়াইলে শ্বাসকষ্ট, জ্বর, পাতলা পায়খানা, গা ব্যথা নিয়ে শওকত আলী (২৫) নামের এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে শওকত আলী নড়াইল সদর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণ পর মারা যান। তিনি নড়াইল পৌরসভার দক্ষিণ নড়াইল এলাকার ওমর আলীর ছেলে। তবে করোনার উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও মৃতের কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি। সদর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ডা. তৌহিদুল হাসান তুহিন বলেন, শওকত শ্বাসকষ্ট ও বমির উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণ পরে মারা যান। তার বাড়িতে লাল পতাকা টানিয়ে বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে।

ঝালকাঠির কাঠালিয়ার আমুয়ায় জ্বর ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৩ বছরের শিশু আলভী সরদার মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মারা গেছে। এ ঘটনায় ঐ বাড়ির ৬টি পরিবারের ৩০ জনকে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। নিহত আলভী আমুয়া সরদার পাড়ার সহিদ সরদারের ছেলে।

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামে করোনার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৬০ বছর বয়সি এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে নগরীর ফৌজদারহাটের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস (বিআইটিআইডি) এর করোনা আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তবে তার শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছিল না বলে জানিয়েছেন বিআইটিআইডির পরিচালক ডা. এম এ হাসান চৌধুরী।

করোনার উপসর্গ নিয়ে চট্টগ্রামের জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন বেডে থাকা এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ওই কিশোর মারা যায়। তবে নমুনা পরীক্ষার পর তার শরীরে করোনাভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. অসীম কুমার নাথ।

ফেনী: মোহাম্মদ রিপন (৩০) নামে এক শ্রমিক জ্বর, সর্দি-কাশিতে মারা গেছেন। বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার পশ্চিম ছনুয়া গ্রামের নিজ বাড়িতে তিনি মারা যান। নিহত রিপন ঐ গ্রামের সুজা মিয়ার ছেলে। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে রিপনের জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট ও পেটে ব্যথা হতে থাকে। গত সোমবার সকালে তার স্বজনরা ফেনী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে অবস্থানের পরামর্শ দেন। মঙ্গলবার রাত থেকে রিপনের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। একপর্যায়ে বুধবার দুপুরে তার মৃত্যু হয়। রিপন ফেনী শহরের সেন্ট্রাল হাইস্কুল সংলগ্ন একটি গ্রিল ওয়ার্কশপে কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

বগুড়া: বগুড়ায় করোনা উপসর্গে মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল আইসোলেশনে ভর্তির পর সিয়াম (১৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ৩টার দিকে গুরুতর শ্বাসকষ্ট ও জ্বর নিয়ে ভর্তির পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। সে গাবতলীর মহিষাবান গ্রামের আব্দুল গফুর সরকারের পুত্র।

প্রচণ্ড জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও সর্দি-কাশি নিয়ে তার স্বজনরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। শিশুটি করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত ছিল কি না তা পরীক্ষা করার পর জানানো সম্ভব হবে। এদিকে শহরের নাটাইপাড়া এলাকার এক নারী ৩ দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর তার কাশি, পাতলা পায়খানা এবং শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়। তাকে মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে।

‘করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর যোগী আদিত্যনাথ’

নাগরিক অধিকার নিয়ে যে কোন আন্দোলনে একবার হলেও রাজপথে দেখা যায় দেবজ্যোতি মিশ্রকে। অনেকে তাকে বুদ্ধিজীবি হিসেবেই জানেন।

এবার উত্তরপ্রদেশে শ্রমিকদের গায়ে কীটনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করার ঘটনার কড়া ভাষায় নিন্দা করলেন সেই দেবজ্যোতি মিশ্র। তিনি করোনার এই সংকটময় মুহূর্তে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বলতে চেয়েছেন, করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর যোগী আদিত্যনাথের কাজকর্ম।

তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের একাউন্টে লিখেছেন, 'মাফ করবেন, সত্যি বলছি কবিতা গান সিনেমা টিনেমা থিয়েটার ফিয়েটার কমিউনিজম ফমিউনিজম .. ফটো চ্যালেঞ্জ ট্যালেঞ্জ পুরো আ# বা# লাগছে!!' এরপরেই তিনি যোগীকে করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর বলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই আমরা বেঁচে আছি!! করোনা নয় রে দোস্ত! যোগী সরকার কি করছে দেখছেন.. !!!!!

ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'রাস্তার একপাশে মাটির উপর উবু হয়ে বসে রয়েছেন একদল মানুষ। পিঠ থেকে ব্যাগপত্র পর্যন্ত নামানোর সুযোগ পাননি তাঁরা। সেই অবস্থাতেই তিন দিক থেকে তাঁদের উপর নির্বিচারে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হচ্ছে। যে স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবাণুনাশক স্প্রে করছেন, বিশেষ পোশাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে তাঁদের। কিন্তু পরনের জামাটুকু ছাড়া আর কোনও সুরক্ষার আবরণ নেই মাটিতে বসে থাকা মানুষগুলির শরীরে। জীবাণুনাশকে ভিজতে ভিজতেই কেউ রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছেন। কেউ আবার নিজে ভিজছেন, কিন্তু হাত বাড়িয়ে বাচ্চার চোখ দু'টি ঢেকে রেখেছেন, যাতে জীবাণুনাশক কোনও ভাবে তার চোখে প্রবেশ না করে।'

একইসঙ্গে তিনি আরো লিখেছেন, 'নোভেল করোনাভাইরাসের আতঙ্কে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে হতদরিদ্র শ্রমিকরা যখন ঘরে ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, ঠিক সেইসময় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যোগীর রাজ্য থেকে এমনই ঘটনা সামনে এল। ঘরে ফেরা শ্রমিকদের জীবাণুমুক্ত করতেই এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে যদিও সাফাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গোটা ঘটনায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকার।

তাদের বিরুদ্ধে 'অমানবিক' আচরণের অভিযোগ তুলেছেন সোশ্যাল এক্টিভিস্ট ও রাজনীতিকদের একাংশ। *সূত্র- কলকাতা ২৪X৭।*

সম্প্রতি বরেলীর একটি চেকপয়েন্টের কাছে এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাসে চেপে দিল্লি, হরিয়ানা এবং নয়ডা থেকে ওই সমস্ত নিম্ন আয়ের মানুষ ফিরেছিলেন। কিন্তু বাস থেকে নামতেই বাড়ি ফিরতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। বরং মহিলা, শিশু সমেত ওই শ্রমিকদের রাস্তার এক পাশে উবু হয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। পিঠের ব্যাগপত্রও নামানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি তাঁদের। শুরু হয় বিষ মেশানো পানির স্প্রে তাদের উপর।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে সোমালিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এবার প্রাণ হারালেন সোমালিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নূর হাসান হুসেন। লন্ডনের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তার পরিবারের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম 'বিবিসি'।

মৃত্যুর সময় নূর হাসানের বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ২০০৭ সালের নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত সোমালিয়া সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে মালাউনদের অষ্টমীর স্নান

দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে মালাউন হিন্দুদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বাতিল উৎসব 'অষ্টমীর স্নান'- যোগ দিতে হিন্দুদের ঢল নেমেছে স্নানে ।

করোনাভাইরাস সতর্কতায় জনসমাগম রোধে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন থেকে এই উৎসব স্থগিত করা হলেও মানছেন না হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।

বুধবার ভোর থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার পূণ্যার্থী কুড়িগ্রামের চিলমারীর ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন পয়েন্টে ছোট ছোট দলে অষ্টমীর 'পাপমোচন স্নান উৎসবে' মেতে ওঠেন। *সূত্র: ইসলাম টাইমস*

এ নিয়ে সনাতন ধর্মাবলম্বী নেতাদের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন আলোচনা করে যৌথ উদ্যোগে স্নান উৎসব বাতিল করলেও কেউ কেউ তা মানছেন না। দল বেঁধে পরিবারের লোকজন 'পাপমোচনে পূণ্যস্নানে' অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও স্নান উপলক্ষে বসে ছোট খাট মেলা। পুরো ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

০১লা এপ্রিল, ২০২০

করোনায় ত্রাণ বিতরণের সময় ৬ ফিলিস্তিনীকে ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসী পুলিশ

ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে জীবাণু মুক্তকরণ কার্যক্রম ও অসহায় মানুষদের মাঝে ত্রাণ বিতরণের সময় ৬ ফিলিস্তিনী স্বেচ্ছাসেবককে ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল।

মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) জেরুজালেমের সুর বাহের শহরে প্রবেশ করে এ কাণ্ড ঘটায় ইসরায়েলি পুলিশ। সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

এদিকে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ফিলিস্তিনের মানবাধিকার এনজিও ওয়াদি হিলওয়ে ইনফরমেশন সেন্টার জানিয়েছে, "সুর বাহের শহরে কোয়ারেন্টাইনে থাকা পরিবারগুলির মধ্যে বিতরণের জন্য বেশকিছু খাবারের পেকেট ব্যবস্থা করে সেচ্ছাসেবকরা। আর সেখানে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর গ্যাস ও শব্দ বোমা হামলা করে ইসরায়েলী পুলিশ। এবং খাবারগুলো বাজেয়াপ্ত করে।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মহামারি করোনাভাইরাস থেকে নিরাপদ রাখতে যে পরিবারগুলিকে স্পেশাল কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে, তাদের মধ্যে জরুরি খাদ্যসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন ফিলিস্তিনের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকরা। করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে জেরুজালেমে করোনা পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কর্মরত কয়েক ডজন ফিলিস্তিনিকে ইতিমধ্যে ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলি পুলিশ।

যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসের আক্রমণে নিহত হতে পারে আড়াই লক্ষাধিক মানুষ : হোয়াইট হাউস

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে বিশ্বে লাশের মিছিল শুধু দীর্ঘই হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী প্রাণহানির সংখ্যা ৪২ হাজার ছাড়িয়েছে। আক্রান্ত সাড়ে আট লাখের বেশি মানুষ। হোয়াইট হাউজের হুঁশিয়ারি, যুক্তরাষ্ট্রে মারা যেতে পারেন প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। প্রতিদিন করোনার বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধে নামছেন ইউরোপ আর আমেরিকার চিকিৎসকরা। টানা ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা বিরামহীন পরিশ্রম করছেন তারা। চাওয়া একটাই, জীবন বাঁচানো। চিকিৎসক, নার্সদের এমন হাজারো চেষ্টার পরও কোনভাবেই থামছে না করোনার ভয়াবহতা। প্রতিদিনই মৃত্যুর গ্রাফ বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এই পরিস্থিতিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকট বলছেন, জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

জানুয়ারির শেষ নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম করোনা আক্রান্ত সনাক্ত হয়। মাত্র দুই মাসের মাথায় তা বেড়ে প্রায় দুই লাখের ঘরে। প্রাণহানিও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, হোয়াইট হাউস হুশিয়ারী দিয়েছে, করোনায় দেশটিতে এক লাখ থেকে প্রায় আড়াই লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। মার্কিনিদের আরো কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্রুসেডার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'আগামী দুই সপ্তাহ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুব কঠিন যাবে। সবাইকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।' হোয়াইট হাউস করোনা বিষয়ক ট্রাস্ক ফোর্স সমন্বয়কারী ডা. ডেবোরাহ ব্রিক্স বলেন, 'ইতালির পরিস্থিতি আর সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে আমরা ধারণা করছি প্রাণহানি দুই লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে। সামাজিক দুরত্ব মেনে চললে প্রাণহানি কিছুটা কমবে। তবে তাতেও লাখ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।'
প্রাণহানির এই তালিকায় দীর্ঘ হচ্ছে বাংলাদেশিদের নামও। নিউইয়র্ক ছাড়াও মিশিগান এবং নিউজার্সিতে কয়েকজন বাংলাদেশি প্রাণ হারান কোভিড-নাইনটিনে। ইউরোপেও করোনা পরিস্থিতি উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও স্পেনে একদিনে সর্বোচ্চ প্রাণহানি রেকর্ড করা হয়েছে। ইতালিতে মৃত্যুর মিছিল শুধু দীর্ঘই হচ্ছে। করোনাভাইরাসে মারা যাওয়াদের শ্রদ্ধায় এক মিনিটের নিরবতা পালিত হয় দেশটিতে।

উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দেশ আমেরিকা প্রায় এক শতক জুড়ে বিশেষত মুসলিম ও মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে । যাতে প্রাণ হারিয়েছেন দুই

কোটিরও অধিক নিরপরাধ মানুষ । একদিকে মুসলিমদের সাথে সামারিক যুদ্ধে পরাজয়ের পথে এবং অর্থনীতিও মারাত্মক বিপর্যস্ত । এরূপ সময়ে ব্যাপক কোরোনার আক্রমণ দেশটিকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে ।

সোমালিয়া | মুজাহিদদের হামলায় ১২ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত এবং ১টি এলাকা বিজয়!

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ১ মার্চ সোমালিয়া জুড়ে দেশটির সরকারি মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ৭টি অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদদের এসকল হামলার মধ্যে হতে ৪টিতেই ৪ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ মোট ৮ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং আরো ৪ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়, ধ্বংস হয়ে যায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি সেনা ছাউনি।

এছাড়া বাকি ৩টি হামলার মধ্যে একটি হামলা মুজাহিদগণ পরিচালানা করেন দুবালী শহরের "দাক'আদী" অঞ্চলে। উক্ত এলাকায় মুরতাদ বাহিনীর সাথে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মুজাহিদগণ এলাকাটি বিজয় করেনেন, এসময় মুজাহিদদের হামলায় অনেক মুরতাদ সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

ফটো রিপোর্ট | হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) মুয়াসকার ক্যাম্প, খোরাসান!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সামরিক বিভাগের "আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) মুয়াসকার ক্যাম্প" হতে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণকারী মুজাহিদিন।

https://alfirdaws.org/2020/04/01/35431/

সোমালিয়া | ইরতিদাদ প্রমাণিত হওয়ায় 6 গোয়েন্দার উপর হদ কায়েম!

আল-কায়েদা সোমালিয়া শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারত গত ৩১ মার্চ 6 গোয়েন্দা সদস্যের উপর হদ কায়েম করেছেন।

শাহাদাহ নিউজ হতে জানা যায় যে, সোমালিয়ার যুবা প্রদেশের "বাওয়ালী" শহরের শরয়ী আদালত উক্ত 6 গোয়েন্দা সদস্যকে ইরতিদাদ (মুরতাদ) এর কারণে তাদের উপর হদ কায়েমের নির্দেশ দেয়। পরে জনসম্মুখে তাদের উপর শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী হদের বিধান সম্পূর্ণ করা হয়।

ফটো রিপোর্ট | আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্ মুয়াসকার ক্যাম্প, খোরাসান!

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদদের নতুন একটি ইউনিট "আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্" মুয়াসকার ক্যাম্প হতে তাদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন।

https://alfirdaws.org/2020/04/01/35415/

এবার মৃত্যুতে চীনকে ছাড়াল যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বজুড়ে নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ৫৮ হাজার ৬৬৯ জন। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা করোনাভাইরাসের উৎসভূমি চীনকে ছাড়িয়ে গেছে।

পরিসংখ্যানভিত্তিক ওয়েবসাইট ‘ওয়ার্ল্ডোমিটার’ এর তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৮৮৯ জনের। আর এই মৃতের সংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র। সর্বশেষ তথ্য অনুযাযী, করোনাভাইরাসে চীনে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৩০৫ জনের।

করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ইতালিতে, ১২ হাজার ৪২৮ জন। এর পরে রয়েছে স্পেন, দেশটিতে এই পর্যন্ত মারা গেছে ৮ হাজার ৪৬৮ জন।

গত বছরের শেষ দিন চীনের উহান শহরে প্রথম শনাক্ত হয় করোনাভাইরাস। উহানে ভয়াবহ আকার ধারণ করার পর সারা বিশ্বে তাণ্ডব চালাচ্ছে প্রাণসংহারি এই ভাইরাসটি। ‘ওয়ার্ল্ডোমিটার’ কোভিড-১৯ রোগের বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে সর্বশেষ যে তথ্য দিয়েছে, তাতে ২০২টি দেশ ও দুটি আন্তর্জাতিক প্রমোদতরীতে ৮ লাখ ৫৮ হাজার ৬৬৯ জনের মধ্যে এই ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। আর মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ হাজার ১৫১ জনে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ইতোমধ্যেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, করোনাভাইরাস মহামারির পরবর্তী কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।

এদিকে, আগামী চার মাসে করোনাভাইরাস শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই মৃত্যু হতে পারে ৮১ হাজারের বেশি মানুষের। দেশটিতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মিছিল আগামী জুন মাস পর্যন্ত বাড়তেই থাকবে। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন স্কুল অব মেডিসিন-এর এক গবেষণায় এসব তথ্য পাওয়া গেছে বলে এনডিটিভি অনলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

সরকারের উদ্যোগহীনতায় সাধারণ চিকিৎসা মিলছে না রোগীদের, নেই পিপিই

করোনাভীতির প্রভাব ভয়াবহভাবে পড়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে। স্বাভাবিক সময়ে যেসব হাসপাতাল ও ক্লিনিক রোগীতে ঠাসা থাকত সেগুলো এখন রোগীশূন্য। চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ডাক্তার ও নার্সরা আতঙ্কিত দিনযাপন করছেন। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের (পিপিই) অভাবে অনেক চিকিৎসক চিকিৎসা দিচ্ছেন না। করোনা ছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, চিকিৎসাসেবা না পেয়ে তারাও হাসপাতাল ছাড়ছেন।

এ ছাড়া করোনা আতঙ্কে জটিল রোগী ছাড়া হাসপাতালে যাচ্ছেন না কেউই। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ করে দিয়েছেন। হাসপাতালে দায়িত্ব পালনরত অনেক চিকিৎসক রোগী দেখতে ভয় পাচ্ছেন। এ অবস্থায় দেশে চিকিৎসাসেবায় বেহালদশা বিরাজ করছে। খবর; আমাদের সময়

জানা গেছে, দেশের সরকারি ও বেসরকারি সব হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে যাওয়া রোগীর সংখ্যা কমেছে। আগে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আউটডোরে প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজার রোগী যেত। এখন ২০০ থেকে ২৫০ রোগী চিকিৎসাসেবা নিতে যাচ্ছেন। একই অবস্থা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল ও মিটফোর্ড হাসপাতালসহ রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে।

রাজধানীর সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা অনেক কমেছে। অনেকে হাসপাতালে গিয়ে করোনায় সংক্রমিত হতে পারেন এমন ভয়ে যাচ্ছেন না। আবার অনেকে চিকিৎসা পাবেন না এমন ভেবে হাসপাতালে যাচ্ছেন না। সব ভয়ভীতি উপেক্ষা

করে যারা যাচ্ছেন তারাও সঠিক চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন না। করোনা ভাইরাসের লক্ষণ-উপসর্গের সঙ্গে মিল থাকলে বিশেষ করে সর্দি, জ্বর, হাঁচি, কাশি, গলাব্যথায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাসেবা পেতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া বলেন, করোনার সংক্রমণ রোধে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম কিছুটা সীমিত করা হয়েছে। আমাদের বৈকালিক বিশেষজ্ঞ চেম্বার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা ছাড়া জরুরি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে। করোনার পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্দি, জ্বর, হাঁচি, কাশির রোগী অর্থাৎ যাদের মধ্যে করোনার উপসর্গ আছে তাদের জন্য আলাদা সেন্টার চালু করা হয়েছে। আজ বুধবার থেকে করেনা ভাইরাস শনাক্তে পিসিআর টেস্ট শুরু করা হবে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক কর্মকর্তা আমাদের সময়কে বলেন, আমাদের হাসপাতালে সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বহির্বিভাগের দেখা হয়। এখানে গতকাল মঙ্গলবার ২২৩ জন রোগী এসেছেন। আগে প্রতিদিন প্রায় ৩৫০০ রোগী আসতেন। রোগীর সংখ্যা একেবারেই কমে গেছে। সর্দি, জ্বর, হাঁচি, কাশির রোগী সাধারণত মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকরা দেখে থাকেন। ওই বিভাগে প্রতিদিন রোগী মাত্র ১৫-২০ জন। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে মানুষ হাসপাতালে আসতে চায় না।

করোনা ভাইরাসের লক্ষণ-উপসর্গ হচ্ছে সর্দি, জ্বর, হাঁচি, কাশি, গলাব্যথা ও শ্বাসকষ্ট। মৌসুম ফ্লুর কারণেও মানুষের সর্দি, জ্বর, হাঁচি, কাশি ও গলাব্যথা হয়ে থাকে। মৌসুম ফ্লু-এর রোগব্যাধিতে মানুষ আগের তুলনায় একটু বেশি হচ্ছে। মৌসুম ফ্লু'র সঙ্গে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ-উপসর্গে মিল থাকায় অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। ফলে আক্রান্তদের অনেকে ভয়ে ছুটছেন হাসপাতাল কিংবা বিশেষজ্ঞ চিকিৎকের প্রাইভেট চেম্বারে। কিন্তু প্রতিদিন যে পরিমাণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন তারা সবাই সেবা পাচ্ছেন না। চিকিৎসাসেবা পেতে অনেকেই নানাভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

ভুক্তভোগীরদের অভিযোগ, করোনা সংক্রমণের ভয়ে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর নেই বলে অনেক চিকিৎসক রোগী দেখছেন না। সর্দি, জ্বর, হাঁচি, কাশি থাকা রোগীদের বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারও বন্ধ রয়েছে।

এদিকে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পেতে ভোগান্তি, সংক্রমণের ভয় ও প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ থাকায় মানুষ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইনে ফোন করে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন। আবার সরকারি-বেসরকারি অনেকে হাসপাতাল ইতোমধ্যে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে। মানুষ বাধ্য

হয়ে টেলিমেডিসিন সেবায় ঝুঁকছেন। তবে করোনার সংক্রমণের আতঙ্কে যারা ভুগছেন তারা পরীক্ষার জন্য আইইডিসিআরের হটলাইনে অনেক চেষ্টা করেও সংযুক্ত হতে পারছেন না। আর যারা পারছেন তাদের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজনের পরীক্ষা করে বাকিদের বাড়িতে আলাদা থাকার পরামর্শ দিয়ে দায়িত্ব সারছে আইইডিসিআর।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, হাসপাতাল বা প্রাইভেট চেম্বারে চিকিৎসা না পেয়ে অথবা চিকিৎসা পাবেন এমন চিন্তা থেকে ফোন করে চিকিৎসাসেবা নেওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আক্রান্তরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের ফোনে কল করে চিকিৎসাসেবা নিচ্ছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে স্বাস্থ্য বাতায়ন নম্বরে ১৬২৬৩ নম্বরে ফোন করে ৬৭৭১৯ জন, ৩৩৩ নম্বরে ১৪৭১ জন, আইইডিসিআরের নম্বরে ২৫০৯ জনসহ মোট ৭১৬৯৯ জন ফোনে চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় ৭৬৬৬০ জন ফোনে চিকিৎসা নিয়েছেন।

মগবাজারের এক বাসিন্দা জানান, তিনি রাজধানীর ধানমন্ডির পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এক শিশু বিশেষজ্ঞ তার সন্তানকে নিয়মিত দেখেন। কিন্তু হঠাৎ করে ওই চিকিৎকের চেম্বার বন্ধ। উপায়ন্তর না দেখে তিনি রাজধানীর আরও কয়েকটি জায়গায় চেষ্টা করেও বিশেষজ্ঞের খোঁজ পাননি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রথম সারির বেশ কয়েকজন শিশু বিশেষজ্ঞ রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকায় প্রাইভেট চেম্বারে বসেন। করোনার সংক্রমণের পর থেকে কিছুদিন ধরে তাদের চেম্বার বন্ধ। ফলে অনেক পিতা-মাতার শিশুসন্তান অসুস্থ হলে বেশ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এ চিত্র শুধু ধানমন্ডি এলাকায় নয়, রাজধানী ও রাজধানীর বাইরের জেলায়গুলোয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তাদের প্রাইভেট চেম্বার বন্ধ রেখেছেন।

‘খুবই বেদনাদায়ক’ সপ্তাহের জন্য মার্কিন নাগরিকদের প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান ক্রুসেডার ট্রাম্পের

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্রুসেডার ডোনাল্ড ট্রাম্প নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলছেনে, আসন্ন 'খুবই বেদনাদায়ক' সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত হতে। হোয়াইট হাউজে দেয়া বক্তব্যে করোনাভাইরাস মহামারিকে তিনি 'একটি প্লেগ' বলে বর্ণনা করেন। দেশটিতে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। আসন্ন কয়েক সপ্তাহে দেশটিতে আড়াই লাখ মৃত্যু হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এমন সময় এসব কথা বলছিলেন মি. ট্রাম্প যখন যুক্তরাষ্ট্রে সব রেকর্ড ছাড়িয়ে চব্বিশ ঘন্টায় কোভিড-১৯ এ মারা গেলো ৮৬৫ জন। দেশটিতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন ৩,৮৭০ জন, যা প্রাদুর্ভাবের প্রথম কেন্দ্র চীনে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি। এরকম পরিস্থিতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন আর কোনো 'সুগার কোটেড' বা তিক্ত কথায় মিষ্টির প্রলেপ দিতে চাইছেন না বলে মনে করছেন বিবিসির বিশ্লেষকরা।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, "আসন্ন দুটি সপ্তাহ হতে যাচ্ছে খুব, খুবই বেদনাদায়ক"। নয়া দিগন্তের রিপোর্ট

এদিকে বর্তমান পরিস্থিতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে তুলনা করছেন জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব। অ্যান্তনিও গুতেরেস বলছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সাম্প্রতিক করোনাভাইরাস। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এই ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে যেই মন্দা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে সেরকমটা 'সম্ভবত নিকট অতীতে দেখা যায়নি।'

সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবের ফলে আর্থ সামাজিক অবস্থার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের প্রতিবেদন প্রকাশের সময় এই মন্তব্য করেন মি. গুতেরেস।

যুক্তরাষ্ট্রে ইনহেলার স্বল্পতা ও সঙ্কটে দেশটির অর্থনীতির আসল চেহারা ফাঁস

হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে রোগী আসার সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। বাধ্য হয়ে তেলের জাহাজ নতুনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ইনহেলার স্বল্পতা দেখা দেওয়ার খবর বেরিয়েছে।

দ্য আমেরিকান কলেজ অব অ্যালার্জি, অ্যাজমা অ্যান্ড ইমিউনোলজি বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের কিছু এলাকায় ইনহেলার স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। ইনহেলার সঙ্কট আরো প্রকট আকার ধারণ করতে পারে বলেও শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টঃ কালের কন্ঠের

ডলারের সিস্টেম মানির উপর নির্ভর করা দেশটি এখন একা একাই এখন তার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে আশেপাশের দেশ থেকে কিছুই নিতে পারছে না ক্রুসেডার ট্রাম্পের দেশ যুক্তরাষ্ট্র। আর এখন তারা ইনহিলারের সংকটে পড়েছে। বের হয়ে যাচ্ছে আসল চেহারা।

সারাদেশে লকডাউন, মির্জাপুরে কর্মহীন মানুষ পরিবার নিয়ে বিপাকে

করোনা ঠেকাতে ছুটিতে দেশ। বন্ধ দোকানপাট। চলছে না গাড়ি। শূন্য পথঘাট। বন্ধ কর্মস্থল। স্বল্প আয়ের মানুষও আজ গৃহবন্দী। কাজ নেই। কর্মহীন অনেকের ঘরে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। উপজেলা প্রসাশন বলছেন কর্মহীন মানুষের তালিকা পেলে যাচাই বাছাই শেষে খাদ্য সামগ্রী দেয়া হবে। এ অবস্থায় খাদ্য সংকটে থাকা কর্মহীন মানুষ পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বলে জানা গেছে। খবরঃ কালের কন্ঠের

এদিকে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কর্মহীন মানুষ খাদ্য সংকটে পড়েছেন বলে জানা গেছে। গোড়াই ইউনিয়নের সোহাগপাড়া (শিকদারপাড়া) গ্রামের মেক্সি চালক প্রতিবন্ধী হারেজ শিকদার, জুলহাস শিকদার, ভ্যান চালক সেলিম শিকদার ও মিনহাজ শিকদার জানান, যানবাহন বন্ধ রয়েছে। হাট বাজারে মানুষের চলাফেরা নেই। তাই কাজে বের হতে পারি না। এখন পরিবার নিয়ে খেয়ে না খেয়ে অসহায়ের মতো দিন পার করতে হচ্ছে। কেউ তাদের সহযোগীতা করছেন না বলে তারা জানান।

দিনে দিনে বাড়ছে পরিক্ষাহীন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা!

দেশে দেশে যখন দানবীয় রূপ ধারণ করেছে এই করোনা ভাইরাস, তখন বাংলাদেশে এত কম সংখ্যক করোনা রোগী সত্যি আশঙ্কা জাগানিয়া বিষয় বলে মন্তব্য করছেন দেশের সুশীল সমাজ।

তবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে যেসব উপসর্গ দেখা যায়, তেমনই উপসর্গ নিয়ে গত ১২ দিনে ৩১ জনেরও উপরে মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। জ্বর সর্দি কাশি শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে এসব মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত দেশের সংবাদের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

১৯ মার্চ : ৩ জন

১৯ মার্চ জ্বর, গলা ব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্টসহ করোনার উপসর্গ আছে এমনসব লক্ষণ নিয়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর ভেতর ২ জন খুলনায় এবং একজন চট্টগ্রাম নগরীর। খুলনায় মারা

যাওয়া ব্যক্তিদের একজন ভারত থেকে ভ্রমণ করে দেশে ফিরেছিলেন। অন্যদিকে চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া এক নারীর মৃত্যু হয়।

২২ মার্চ: ৩ জন

ঢাকার টোলারাবাগে সর্দি জ্বর ও শ্বাস কষ্ট নিয়ে একজন মারা যায়। তিনি ২১ মার্চ করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশি ছিলেন। তিনিও একই লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত্যুর পর তার নমুনা সংগ্রহ করে করোনা টেস্ট করা হলে ফলাফল পজেটিভ আসে। তবে এই মৃত দুই ব্যক্তির পরিবারের কেউই বিদেশ ফেরত নয়।

অপর দুই জনের ভেতর ৬০ বছর বয়সী একজন ভৈরবে মারা গেছেন। তিনি ইতালী ফেরত প্রবাসী ছিলেন। অন্যজন যুক্তরাষ্ট্র ফেরত প্রবাসী নারী ছিলেন। তিনি ১৬ মার্চ থেকে আইসোলেশনে ছিলেন।

২৪ মার্চ: ৪ জন

এদিন সারাদেশে করোনা আক্রান্তদের মতো উপসর্গ নিয়ে ৪ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের ভেতরে সিলেটে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ৬৫ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধ, রাজশাহীতে জ্বর, সর্দি, শ্বাসকষ্ট নিয়ে আইসিউতে ভর্তি থাকা ৪৬ বছর বয়সী এক নারী, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বাসিন্দা একনারী এবং জামালপুরে এক বৃদ্ধর মৃত্যু হয়। চট্টগ্রামে যে নারী মারা যান তার এক সপ্তাহ আগে তার মা একই রকম ভাবে সর্দি-জ্বর-শ্বাসকষ্টে ভুগে মারা যান।

২৫ মার্চ : ২ জন

ঢাকায় হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় একজন মারা যান। তিনি একটি হাসপাতালের ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি সর্দি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগতে থাকায় তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছিলো।

খুলনায় জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ৪৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি মারা যান। প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পরলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে আইসোলেশনে রাখা হয়েছিলো।

২৬ মার্চ: ৩ জন

এদিন সারা দেশে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪৫ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি মারা যান। তিনি ঢাকাতে একটি হাসপাতালে

করোনায় মৃত ব্যক্তির পাশেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। পরে তিনি স্থানান্তরিত হয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকেই তারও করোনার উপসর্গগুলো প্রকাশ পায়।

একই দিনে খাগড়াছড়িতে ঠাণ্ডা, জ্বর ও শ্বাস কষ্টে ভুগে এক আদীবাসী যুবক মারা যান এবং বাসাবো এলাকায় এক ৬৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ মারা যান।

২৭ মার্চ: ২ জন

এদিন ২ জনের মৃত্যু হয়েছে এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে। এদের ভেতর একজন বগুরায় শিবগঞ্জে এবং অন্যজন নোয়াখালীর চৌমুহনী উপজেলায় মারা গেছেন। দুজনই জ্বর আক্রান্ত ছিলেন।

২৮ মার্চ: ৩ জন

এই দিন সারাদেশে জ্বর, সর্দি, কাশি শ্বাসকষ্ট উপসর্গ নিয়ে ৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। লালমনিরহাটে ঢাকা থেকে আসার রিকশা চালক জ্বর ও শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। একই উপসর্গ নিয়ে বরিশালে এক জন ও নওগাঁয় একজন মারা যান।

২৯ মার্চ : ৮ জন

২৯ মার্চ সারাদেশে জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট উপসর্গ নিয়ে ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এর মাঝে বরিশালে ২ জন, পটুয়াখালিতে একজন, মানিকগঞ্জে একজন, ঢাকায় একজন, নড়াইলে একজন ও শেরপুরে একজনের মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশে নওগাঁর রানীনগরে ঢাকা থেকে আসা এক যুবক জ্বর ও কাশিতে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। শনিবার সকালে প্রচণ্ড জ্বর আর কাশি নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা থেকে নওগাঁয় আসেন ঐ যুবক।

এমনিভাবে, জ্বর ও সর্দি কাশির চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেলেন বগুড়ার শিবগঞ্জের অপর আরেক ব্যাক্তি। তার স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, জ্বর সর্দির কথা শুনে করোনা সন্দেহে কোন ডাক্তার তার কিচিৎসা দিতে আসেনি। এমনকি হটলাইন এবং হাসপাতালগুলোতে ফোন দিয়েও সাড়া মেলেনি কারো। প্রতিবেশীরাও করোনা হয়েছে ভেবে তাকে সাহায্য করতে আসেনি। পরে শনিবার মধ্যরাতের দিকে ঐ ব্যক্তি মারা যায়।

৩০ মার্চ : ৪ জন

দিনাজপুরে ৪০ বছর বয়সী একজনের জ্বর সর্দি কাশি, শ্বাসকষ্টের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে, কুষ্টিয়ায় একই উপসর্গ নিয়ে মারা যান এক ইজিবাইক চালক, যশোর জেনারেল হাসপাতালে জ্বর, সর্দি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হওয়া এক শিশু মারা যান। এদিকে শ্রীমঙ্গলে জ্বর, শ্বাসকষ্ট ও গলা ব্যথার উপসর্গ নিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে আল আমিন নামে এক যুবক (২২) মারা গেছেন। জ্বর, সর্দি, কাশি, ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে পাঁচটা হাসপাতাল ঘুরে কোনো চিকিৎসা না পেয়ে শনিবার বিকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

৩১শে মার্চ:

নড়াইল সদর হাসপাতালে জ্বর-শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তির ১৫ মিনিটের মাথায় শওকত মোল্লা (২৬) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় করোনা সন্দেহে চিকিৎসা দেয়নি কোনা হাসপাতাল, অবশেষে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয় তারেক রিপন নামের একব্যক্তির বোনজামাইয়ের।

এছাড়াও করোনার ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকেই প্রতিদিনই মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় শ্বাসকষ্টে ঝালমুড়ি বিক্রেতার মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্টে এক ঝাল-মুড়ি বিক্রেতার মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ওই ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসকদের জানিয়েছে ওই ব্যক্তি (৪০) পেশায় ঝালমুড়ি বিক্রেতা। শহরের চৌড়হাস সাহাপাড়া এলাকায় পরিবারে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি। গত শুক্রবার তার সর্দি দেখা দেয়। এরপর কাশি ও শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। সকালে শ্বাসকষ্ট বেশি হলে একপর্যায়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পরে তারা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ওই মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জানান, বাসা থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুই থেকে তিনবার রক্ত বমিও করেছেন তিনি।

তবে ওই মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তাদের পরিবারে কোনো বিদেশি নেই। তারপরেও তার শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কি-না সেটা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এরপর লাশ সিভিল সার্জনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিতা-পুত্রের মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলায় কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পিতা-পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার পানিশ্বর ইউনিয়নের সীতাহরণ গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ওই গ্রামের দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার (৯২) ও তার ছেলে ফজল হক (৪৫)।

পিতা-পুত্রের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়ে জ্বর, সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টের মতো করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

তবে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) এর তথ্যমতে দেশে এখন পর্যন্ত ৫ জনের করোনায় মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন। আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯ জন।

করোনা সন্দেহে চিকিৎসা দেয়নি কোনা হাসপাতাল, অবশেষে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ঠাণ্ডাজনিত জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগী ভর্তি নিচ্ছে না অনেক হাসপাতাল। অনেক চিকিৎসক এ ধরনের রোগী ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন অভিযোগ এনে পরিবারের শ্বাসকষ্টে ভোগা এক সদস্যের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করছেন তারেক রিপন নামে এক ব্যক্তি। খবর-যুগান্তর

মঙ্গলবার ফেসবুকে লেখা তারেক রিপনের সেই হৃদয়স্পর্শী স্ট্যাটাস পাঠকের উদ্দেশে দেয়া হলো - 'আমার বোন জামাই, আমার দুলাভাই। তিনি ব্যবসা করতেন চাঁদপুরে। ১০ দিন আগে উনার জ্বর এবং সঙ্গে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। স্থানীয় ডাক্তার উনাকে ঢাকা নিয়ে যেতে বলেন এবং সেদিনই তাকে ঢাকা নিয়ে আসা হয়। কিন্ত স্থানীয় ডাক্তার কোনো রোগের কথা বলেননি। পারিবারিকভাবে

আমরা সচেতন বলে প্রথমেই উনাকে নিয়ে গেলাম কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে। রাত তখন ৮টা। সেখানকার ডাক্তার উনার ফাইল দেখতে চাইলেন এবং রোগীর স্বজনদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। ২ ঘন্টা পর ডিউটি অফিসার ফিরে এসে জানালে আমরা এ রোগী এখানে রাখতে পারব না। কারণ উনার নিউমনিয়ার লক্ষণ। বললেন বক্ষব্যধি হাসপাতালে নিয়ে যান। কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই তাদেরকে বের করে দেয়া হলো। দুলাভাই তখনও খুব শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। তারপর সেখান থেকে তাকে বক্ষব্যধিতে নেয়া হল কিন্তু করোনা রোগী বলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করল না, বলল এ ধরনের রোগী তারা নিচ্ছে না। সেখান থেকে নেয়া হলো ইবনে সিনা হাসপাতালে। তারা কোনো কথাই শুনলেন না। সেখান থেকে তাকে নেয়া হলো রেনেসাঁ নামে একটি ক্লিনিকে। সেখানও তারা গ্রহণ করলেন না। শুধুমাত্র শ্বাসকষ্ট শুনেই সবাই অপারগতার কথা বলে বের করে দিচ্ছে। রাত তখন ৪টা। সবাই হতাশ হয়ে উনাকে বাসায় নিয়ে গেল।'

এরপর কোনো হাসপাতাল তারেক রিপনের বোনজামাইকে না রাখায় বাড়িতে নিয়ে নিজেরাই সেবা দিতে শুরু করেন।

তারেক রিপন লেখেন, 'কোনো রকম রাত কাটানোর পর বাসায় একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার আর নেভ্যুলাইজারের ব্যবস্থা করি। ঘন্টা তিনেক পর দুপুর ১টার দিকে একটা অ্যাম্বুলেন্সে কল করে উনাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইউনাটেড হাসপাতালে। আমরা মূলত নিউমোনিয়া গোপন করে হার্টের সমস্যা বলে এপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলাম। না হলে হয়তো সেখানেও ঢুকতে পারতাম না। তার পর ডাক্তার উনার ফাইল দেখে বুঝতে পারলেন এবং করোনাভাইরাস ধারণা করলেন। বললেন, করোনা রিলেটেড হাসপাতালে চলে যেতে। ফলে সেখান থেকে বের হয়েই উনাকে নিয়ে যাওয়া হলো কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতালে। উনাকে রাখা হলো ২দিন। ৪৮ঘন্টা পর উনার রিপোর্ট আসলো নেগেটিভ, মানে তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নন। তাকে রিলিজ দেয়া হলো। এ অবস্থা আমাদের যার যার অবস্থান থাকে সকল ধরনের কার্ডিয়াক এবং নিউমোনিয়া রিলেটড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে মানবিক আবেদন করেও আমরা কারো মন গলাতে পারিনি। কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতাল থেকে আবারো নিয়ে যাওয়া হলো বাসায়।'

তারেক রিপন লেখেন, 'বিগত ৫ দিন তিনি বিন্দুমাত্র ঘুমাতে পারেননি। ইতিমধ্যে উনার হাত পা ফুলে গেছে, ডায়বেটিস চরম হাই, ফুসফুসে পানি জমে গেছে। ৭ দিনের মাথায় অনেককে দিয়ে তদবির করে ভর্তি করানে হলো হার্ট ইনস্টিটিউটে। সেখানে নেই কোনো ডাক্তার। চরম বহেল। যেখানে উনার দরকার তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, অক্সিজেন সেখানে চরম ঢিলেঢালা অবস্থা। নেই

কোনো ডাক্তার। সবাই নাকি ছুটিতে। ২ দিন থাকার পর হঠাৎ ডাক্তার বললেন আপনারা রিলিজ নিয়ে বাসায় চলে যান। এ চিকিৎসায় সময় লাগবে। তার চেয়ে বাসায় থাকা ভালো। আমরা অনেক বলে কয়েও আর হাসপাতালে থাকার অনুমতি পেলাম না। না জানলাম উনার কি সমস্যা না জানলাম উনার চিকিৎসা পদ্ধতি। বাসায় নিয়ে আসা হলো নবম দিনের মাথায়। একদিন রাত ২ টায় চরম শ্বাস কষ্টশুরু হলে দুলাভাইয়ের। আবারও ব্যর্থ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে অ্যাম্বুলেন্স কল করে হার্ট ইনস্টিটিউটের দিকে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছে জানলাম তিনি আর নেই। সবাইকে সব ধরনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তার আর কোনো শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না। তিনি মারা গেছেন। হা, ফাইনালি তিনি মারা গেছেন। এজন্য ফাইনালি বললাম, কারণ গত ১০দিন মানসিকভাবে তিনি প্রতিদিনই মারা গেছেন।’

তারেক রিপন লেখেন, ‘একবার চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো আপনার বাবা-মা, ভাই-বোন বা সন্তান কেউ অসুস্থ আর আপনারা তাকে সঙ্গে নিয়ে নিয়ে হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল দৌড়ে বেড়াচ্ছেন অথচ কেউ আপনাদের ভর্তি করাচ্ছে না। তাহলে ঐ অসুস্থ মানুষটি কি জীবিত অবস্থায় মরে যাননি? আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো। যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আমরা সমর্থবান। কিন্ত কোনো হাসপাতালের বারান্দাতেই তো আমরা পৌঁছাতে পারলাম না। বলতে পারেন বিনা চিকিৎসায় একজন লোক মারা গেল। আমার দুলাভাই এর যদি বিন্দু মাত্র চিকিৎসার নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারতাম তিনি মারা যেতেন না।’

এরপর তারেক রিপন কতগুলো প্রশ্ন রাখেন, ‘তাহলে কি আর বলার বাকি রাখে, দেশের স্বাস্থ্যসেবা কতটা নাজুক? যেখানে কোনো চিকিৎসাই নেই সেখানে কার করোনা বা কার করোনা না কিভাবে বুঝবেন? বাংলাদেশে যদি করোনা ভাইরাস নিয়ন্ত্রণেই থাকে তবে হাসপাতালগুলো কেনো অন্য রোগের রোগী নিবে না। যদি হাসপাতালগুলো দেশের এ চরম দূর্যোগের সময় মানুষকে চিকিৎসা সেবা নাই দিতে পারে তবে তাদের লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না? এখন না হোক, পরিস্থিতি ভালো হলে কি এর বিচার আমরা পাবো? এতোগুলো হাসপাতালের বারান্দায় বারান্দায় গিয়েও যখন আমরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হলাম তখন আমরা কোন উন্নয়নের পথ হাঁটছি? এ ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আর পরিবারের সদস্যকে সারাজীবনের জন্যে হারালো হয়তো কষ্টটা বুঝবেন কোনোদিন, যেটা কখনোই আমার কামনা না। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন।’

https://www.facebook.com/tareq.ripon/posts/10218834814393948

জাতির সাথে নতুন ধোঁকাবাজি, আইইডিসিআরের একক কর্তৃত্বে নিষ্ক্রিয় ৭ ল্যাব

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ গবেষণা ইন্সটিটিউট (আইইডিসিআর)-এর একক কর্তৃত্বের কারণে সরকারি-বেসরকারি ৭টি ল্যাব করোনাভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করতে পারছে না। আইইডিসিআর থেকে এসব ল্যাবে কোনো নমুনা (স্যাম্পল) পাঠানো হচ্ছে না।

সন্দেহভাজন রোগীদের নমুনা সংগ্রহের অনুমতিও দেয়া হচ্ছে না এসব প্রতিষ্ঠানকে। নমুনা সংগ্রহে কেন্দ্রীয়ভাবে পুলও তৈরি করা হচ্ছে না। ফলে আগের মতোই শুধু ঢাকায় দুটি ও চট্টগ্রামে একটি ল্যাবে চলছে পরীক্ষা। এতে প্রস্তুত সাতটি ল্যাব নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে আছে। সূত্র: *যুগান্তর*

সুযোগ না দিয়ে আইসিডিডিআর, বি-কে নামমাত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাব ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল থাকা সত্ত্বেও সরকারি প্রতিষ্ঠান নিপসমকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। পরীক্ষার জন্য অপেক্ষমাণদের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। এসব কারণে করোনাভাইরাসের পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১০টি ল্যাব এ ভাইরাস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আছে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা যুগান্তরকে বলেন, আমরা একটি পরিকল্পনা করে কাজ করছি। তাই অনেকগুলো ল্যাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাদের নমুনা সংগ্রহ বা পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হয়নি, বিষয়টি সে অর্থে ঠিক নয়। আমরা মনে করি, যখন আইইডিসিআরের মাধ্যমে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে না, তখন ওই ল্যাবগুলোর সহায়তা নেয়া হবে। সে ক্ষেত্রে আমরাই নমুনা সংগ্রহ করব এবং কোন ল্যাব পরীক্ষা করবে, সেটিও আমরাই নির্ধারণ করব।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- করোনাভাইরাসে সন্দেহভাজন সবাইকে পরীক্ষার আওতায় আনতে হবে। এর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকেও একাধিকবার অধিকতর পরীক্ষা করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত পুল করে নমুনা সংগ্রহে ব্যাপক জনবল অন্তর্ভুক্ত করা না হলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। সন্দেহভাজন অনেকেই থেকে যাবে পরীক্ষার বাইরে।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, করোনাভাইরাসের লক্ষণ-উপসর্গ থাকায় সোমবার গণমাধ্যমের এক কর্মী পরীক্ষা করাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরে যোগাযোগ করেন। অধিদফতরের এক কর্মকর্তা তাকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনাইউনিটে অবস্থান করতে বলেন। পাশেই শিশু হাসপাতালের ল্যাব থেকে তার নমুনা সংগ্রহের জন্য টেকনোলজিস্ট পাঠানো হবে।

কিন্তু প্রায় চার ঘণ্টা অপেক্ষার পরও নমুনা সংগ্রহে কেউ না এলে তিনি চলে যান। শিশু হাসপাতালের এক কর্মকর্তা জানান, আইইডিসিআরের অনুমতি না পাওয়ায় প্রথমে নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি। পরে অন্য ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতালের কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী জানান, ওই হাসপাতালে করোনাভাইরাসের লক্ষণ-উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এমন তিন থেকে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাদের পরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। হাসপাতালের পক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও আইইডিসিআর থেকে নমুনা সংগ্রহে কাউকে পাঠানো হয়নি। ফলে ওই রোগীরা কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত ছিলেন কি না, সেটিও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এতে হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্সদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

এর আগে সন্দেহভাজন এক রোগীর চিকিৎসা দিতে গিয়ে রাজধানীর ডেল্টা হাসপাতালের প্রায় ১০ জন চিকিৎসক ও নার্স কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হন। পরে কোয়ারেন্টিনে যেতে হয় হাসপাতালের সব কর্মীকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের (আইসিডিডিআর'বি) এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, তাদের গবেষণাগারে আটটি পিসিআর মেশিন রয়েছে। নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য রয়েছে উচ্চপ্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সব গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও এই ল্যাব ও জনগোষ্ঠী কাজে লাগাতে আইইডিসিআর অনীহা প্রকাশ করেছে। শেষ পর্যন্ত আইইডিসিআর ল্যাব কাজে লাগানোর কথা বলা হলেও নিজস্ব ব্যবস্থায় নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার অনুমতি মেলেনি। এমনকি আইইডিসিআরের পক্ষ থেকে করোনা পরীক্ষার কিট দেয়া হয়েছে মাত্র ১০০টি।

করোনাভাইরাস একটি বৈশ্বিক মহামারীতে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বে এই মহামারী মোকাবেলায় জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু দেশের জনস্বাস্থ্যবিষয়ক একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিনকে (নিপসম) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক ডা. বায়েজিদ খুরশীদ রিয়াজ জানান, প্রতিবছর নিপসম থেকে দেড়শ'জনের বেশি শিক্ষার্থী জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে এমপিএইচ ও এমফিল ডিগ্রি অর্জন করে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞে পরিণত হচ্ছেন। কিন্তু চলমান করোনা পরিস্থিতিতে এদের কাজে লাগানোর কোনো ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা যায়নি।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯-এর মতো জুনোটিক (প্রাণীবাহিত রোগ) রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া নিপসমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাব রয়েছে। শুধু বায়োসেফটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই ল্যাবেই করোনা পরীক্ষা করা সম্ভব। তাছাড়া নিপসমের রয়েছে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল। কিন্তু আইইডিসিআরের পাশেই অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানকে কেন কাজে লাগানো হচ্ছে না, তা বোধগাম্য নয়।

এদিকে আইইডিসিআরের হটলাইনে সারা দেশে থেকে প্রচুর ফোন আসছে। তাই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকছে হটলাইন। অনেকে ফোন দিয়েও হটলাইনে প্রবেশ করতে পারছে না।

গত বুধবার আইইডিসিআরের হটলাইন নাম্বারে ফোন দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী। ওই শিক্ষার্থী একাধিকবার চেষ্টা করেও প্রবেশ করতে পারেননি।

ঢাকার বাইরের একটি জেলা থেকে ফোন দেন একজন নারী। তার চাচী গত এক সপ্তাহ ধরে গলাব্যাথা, ঠান্ডা জ্বরে ভুগছেন। হট লাইনে থাকা চিকিৎসক তাকে জানান, যেহেতু আপনার চাচীর মেয়ে জামাই গত একমাস আগে দেশের বাইরে থেকে এসেছেন। এবং সে গত চারদিন ধরে ঠাণ্ডাজনিত সমস্যায় ভুগছেন। ১৪ দিন পরে মানবদেহে এই ভাইরাসটি থাকতে পারে না। কাজেই তার মেয়ের জামাই আসার ১৪ দিনের মাঝে শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে তখন তার করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করার দরকার ছিল। পরে ঐ মহিলার নমুনা সংগ্রহ না করেই বলে দেওয়া হয়েছে এগুলো করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সমস্যা না।

হটলাইন সম্পর্কে এক বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বলেন, খুব বেশি ফোন আসায় অনেক সময় লাইন বিজি থাকায় অনেকেই ফোন দিয়ে পান না। খবর- মানবজমিন